মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন, দাফন, ইছালে সাওয়াব এবং
ফিদিয়া ইত্যাদির বিধানাবলী শেখার অনন্য কিতাব

কাফন দাফনের পদ্ধতি

এই কিতাবে অধ্যয়ন করুন:

- সর্বপ্রথম দাফন কাকে করা হয়েছে?
- চল্লিশটি কবীরা গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার ব্যবস্থাপত্র
- আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাযের বিধান
- জানাযা দেখে পাঠ করা ওযীফা
- সর্বপ্রথম কবরে আগমনকারী
- মৃত কবরবাসি স্বপ্নে এসে গেল
- কাফন-দাফন ও কবরে কিফায়ার বর্ণনা
- কাফনের প্রকারভেদ ও বাচ্চাদের কেমন কাফন দেয়া উচিৎ
- কবরের প্রকারভেদ ও কবর কেমন বানানো উচিৎ
- ফিদিয়ার বর্ণনা, নামায ও রোযার ফিদিয়া কিভাবে দিবেন
- সমবেদনা, শোক প্রকাশ, মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন-দাফন ইত্যাদির নিয়্যত
- মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর যখন কবর খুলল

উপস্থাপনায়: আল্ মদীনাতুল ইলমীয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মৃতের গোসল, কাফন, দাফন, ইছালে সাওয়াব এবং
ফিদিয়া ইত্যাদির বিধানাবলী শেখার অনন্য কিতাব

কাফন ও দাফনের পদ্ধতি

উপস্থাপনায়

কাফন ও দাফন মজলিশ

ও

আল্ মদীনাতুল ইলমীয়া

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

কিতাবের নাম : কাফন ও দাফনের পদ্ধতি

উপস্থাপনায় : কাফন ও দাফন মজলিশ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

প্রকাশকাল : রজব ১৪৪০ হিজরি
এপ্রিল ২০১৯ ইংরেজি

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ১০ রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরি **সূত্র:** ২০৬

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ و عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحٰبِہٖ اَجۡمَعِیۡن

এই মর্মে সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে,

“কাফন ও দাফনের পদ্ধতি”

(প্রকাশনায় মাকতাবাতুল মদীনা) কিতাবটির উপর কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভাগটির পক্ষ থেকে কিতাবটিতে আকীদা, কুফরী বাক্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা’ওয়াতে ইসলামী)
২২-১২-২০১৫

E.mail- ilmia@dawateislami.net
www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنۡ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
এ কিতাব পাঠ করার বিশটি নিয়্যত	১৪	**ইসলামী বোনদের কাফন-দাফন মজলিশের ২৬টি মাদানী ফুল**	৫০
আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া	১৫		
ভূমিকা	১৭	যিম্মাদার নিয়োগের পদ্ধতি:	৫৭
দরূদ শরীফের ফযীলত	২১	মাসিক লক্ষ্য নির্ধারণ	৫৮
নূরানী চেহারায় খুশির ঝলক	২১	মাসিক কার্যবিবরণী ফরম জমা করানোর তারিখ	৫৮
সর্ব প্রথম হত্যাকারী ও নিহত	২১		
সর্বপ্রথম দাফন হযরত হাবীলের হয়েছে	২৩	মাসিক মাদানী মাশওয়ারার তারিখ ও মাদানী ফুল	৬০
তাযহীয ও তাকফীন দ্বারা উদ্দেশ্য কী?	২৩		
শরয়ী হুকুম	২৩	জিজ্ঞাসাবাদ	৬৩
ফরযে কিফায়া	২৪	**রোগীর সেবার বর্ণনা**	৬৪
কাফন ও দাফনের অসাধারণ ফযীলত	২৪		
আমীরে আহলে সুন্নাত এর আগ্রহ ও উৎসাহ	২৪	দরূদ শরীফের ফযীলত	৬৪
যখন আশিকানে রাসূল কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করলো...	২৬	জ্বরকে মন্দ বলো না!	৬৫
		সুসংবাদ শুনে নাও!	৬৫
সহানুভূতি প্রদর্শনের বরকত	২৭	রোগীকে দেখতে যাওয়ার নিয়্যত	৬৬
সহানুভূতি প্রদর্শনের ফযীলত	২৮	রোগীকে দেখতে যাওয়ার ৩১টি মাদানী ফুল	৬৬
মুমিনের মন খুশি করার ফযীলত	২৮	বিনা অপারেশনে আরোগ্য লাভ হলো	৭০
কাফন-দাফন এবং দা'ওয়াতে ইসলামী	২৮	অন্তিম মুহুর্তের বর্ণনা	৭১
কাফন-দাফন মজলিশের ওয়েব সাইট	২৯	মৃত্যুর স্মরণ	৭১
কবরে আলোর পাথেয়	৩৩	বিচক্ষণ মমিন	৭২
মুবাল্লিগদের কবর সমূহ ঝলমল করবে	৩৩	মুমিন ও কাফেরের মৃত্যু	৭২
ভালো ভালো নিয়্যত	৩৩	মৃত্যুর কঠোরতা	৭২
সত্য নিয়্যতের বরকত	৩৬	কাঁটা যুক্ত ডাল	৭৩
কাফন-দাফন শিখানোর বিভিন্ন নিয়্যত	৩৭	শয়তানের আক্রমণ	৭৩
কাফন-দাফন শিখার বিভিন্ন নিয়্যত	৩৮	মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে অবস্থানকারীদের জন্য মাদানী ফুল	৭৪
কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করার বিভিন্ন নিয়্যত	৩৮		
কাফন-দাফন মজলিশের ২৬টি মাদানী ফুল	৩৯	মুমিনের মৃত্যুর নিদর্শন	৭৫
ইছালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের জাদুয়াল (রুটিন)	৪৩	মৃত্যু পথযাত্রীকে কলেমায়ে তৈয়্যবা মনে করিয়ে দেয়া সুন্নাত	৭৫
যিম্মাদার নিয়োগ পদ্ধতি:	৪৪	তালকিনের মাদানী ফুল	৭৫
মাদানী মাশওয়ারার তারিখ ও মাদানী ফুল:	৪৫	আত্তারের প্রিয়	৭৬
কারকারদেগী জমা করানোর তারিখ:	৪৫	মুর্শিদে করীম তালকিন করলেন	৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আত্তারের দোয়া	৭৯	কাফন কিরূপ হওয়া উচিত	৯৬
রূহ কবয হওয়ার পর এই মাদানী ফুলের উপর আমল করুন!	৭৯	বিভিন্ন মাদানী ফুল	৯৬
		কাফনের জন্য চারটি মূল্যবান উপহার	৯৮
মৃত ব্যক্তির গোসলের বর্ণনা	৮১	**জানাযার নামাযের বর্ণনা**	১০০
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ফযীলত	৮১	মৃতের সাথে সম্পৃক্ত জানাযার নামাযের ৭টি শর্ত	১০০
চল্লিশটি কবিরা গুনাহ ক্ষমার ব্যবস্থাপত্র	৮১		
মৃত ব্যক্তির গোসলের নিয়্যত	৮১	এই শর্ত সমূহের কিছু ব্যাখ্যা	১০০
মৃতের গোসলের পদ্ধতি	৮২	আত্মহত্যাকারীর নামাযের হুকুম	১০২
মৃত ইসলামী বোনদের গোসলের পদ্ধতি	৮৩	জানাযার নিয়্যত	১০২
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাদানী ফুল	৮৪	জানাযার নামায কে পড়াবে?	১০২
গোসল প্রদানকারীদের জন্য মাদানী ফুল	৮৫	জানাযা নামাযের রুকন এবং সুন্নাত	১০৩
মৃত ব্যক্তি যদি পানিতে ডুবে যায়	৮৬	জানাযার নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	১০৩
যদি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে চামড়া খসে পড়ে	৮৬	ছানা	১০৪
		দরূদে ইবরাহীম	১০৪
মৃত ব্যক্তির চুল ও নখ কাটা	৮৬	বালিগ পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া	১০৪
বিভিন্ন মাদানী ফুল	৮৭	নাবালিগ ছেলের দোয়া	১০৫
ইসলামী বোনদের জন্য মাদানী ফুল	৮৮	নাবালিগ মেয়ের দোয়া	১০৫
মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর গোসল	৯০	জানাযার নামাযের পর দোয়া করুন	১০৬
নাত পাঠের সময় ঠোঁট নড়ছিলো	৯১	জানাযার নামায পরিপূর্ণ জামাআত না পেলে তবে?	১০৬
কাফনের বর্ণনা	৯২		
		জুতার উপর দাঁড়িয়ে জানাযা নামায পড়া	১০৭
কাফন পরিধান করানোর ফযীলত	৯২	জানাযার নামাযে কয়টি কাতার হওয়া চাই	১০৭
জান্নাতী পোশাক	৯২	জানাযা সম্পর্কিত বিভিন্ন মাদানী ফুল	১০৭
কাফনের মর্যাদা	৯২	জানাযার ১৫টি মাদানী ফুল	১০৯
কাফনের প্রয়োজনীয়তা	৯২	জানাযার সঙ্গে চলার সাওয়াব	১০৯
কাফনে কিফায়ত	৯৩	লাশবাহী খাট দেখে পাঠ করার ওযীফা	১১০
কাফনে সুন্নাত	৯৩	লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার সাওয়াব	১১০
শিশুদেরকে কিরূপ কাফন দিবে	৯৩	লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি	১১১
কাফনের বিস্তারিত বিবরণ	৯৪	সতর্কতা অবলম্বন করুন	১১১
কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত	৯৪	বাচ্চার জানাযা বহন করার পদ্ধতি	১১১
পুরুষকে কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি	৯৫	স্বামী কি তার স্ত্রীর লাশবাহী খাট কাঁধে নিতে পারবে	১১১
মহিলাদের কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি	৯৫		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কবর ও দাফনের বর্ণনা	১১২	সমবেদনা জ্ঞাপনের বিভিন্ন নিয়্যত	১৩৪
		সমবেদনা জ্ঞাপনের ১৬টি মাদানী ফুল	১৩৫
এর জন্য প্রস্তুতি নাও!	১১২	আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদত্ত সমবেদনা জ্ঞাপনের চিঠি	১৩৮
কবরে আমার সাথে কেউ থাকবে না	১১২		
কবরের মৃত ব্যক্তির প্রতি আহ্বান!	১১৩	**বিলাপের বর্ণনা**	১৪০
তুমি কেন শিক্ষা গ্রহণ করোনি	১১৪		
দাফনে অংশগ্রহণ করার ফযীলত	১১৫	বিলাপ সম্পর্কিত ৫টি শাস্তি	১৪০
তিন কিরাত সাওয়াব	১১৫	জাহান্নামীদের প্রতি ঘেউ ঘেউ কারীনি	১৪০
কবরের প্রকারভেদ	১১৫	**কবর যিয়ারত**	১৪১
(১) লাহাদ	১১১		
(২) শাক্ব	১১৬	আখিরাতের স্মরণ	১৪১
জান্নাতুল বাক্বীতে লাহাদ প্রাপ্ত দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগ	১১৬	কবর যিয়ারতের ১৪টি মাদানী ফুল	১৪২
		কবরস্থানে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি	১৪২
কবরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কতটুকু হওয়া উচিত?	১২০	কবর যিয়ারতের উত্তম সময়	১৪৩
কবরের ভিতরে কিরূপ হবে?	১২০	কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো	১৪৩
দাফনের নিয়্যত	১২১	কবরের উপর মোম বাতি রাখা	১৪৩
দাফনের পদ্ধতি	১২১	যে কবর সম্পর্কে জানা নেই যে, মুসলমানের না কাফেরের	১৪৪
মাটি দেয়ার পদ্ধতি	১২৩		
দাফনের পর কবরকে ঢালু করে তৈরী করুন!	১২৩	বিভিন্ন মাদানী ফুল	১৪৪
কবরের উপর পানি ছিটানো কেমন?	১২৩	**ইছালে সাওয়াবের বর্ণনা**	১৪৬
কবরে তবাররুকাত রাখা বরকত লাভের মাধ্যম	১২৪		
কবরে প্রশান্তি নবীব হলো	১২৫	মাগফিরাতের দোয়ার বরকত	১৪৭
ফাতেহা ও ইছালে সাওয়াব	১২৬	হযরত মুহাম্মদ তুসী মু'আল্লিম	১৪৭
দাফনের পর তালকীনের বর্ণনা	১২৬	ইছালে সাওয়াব	১৪৭
মাযার শরীফে ১২ ঘন্টা যিকির আযকারের ধারাবাহিকতা	১২৯	ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল	১৪৮
		ইছালে সাওয়াবের মাদানী বাহার	১৫৩
কারো কবর বাগান এবং কারো কবর আগুন	১৩০	**শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত এর মাদানী অসিয়ত নামা**	১৫৪
মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর কবর যখন খুলে গেলো	১৩০		
সমবেদনার বর্ণনা	১৩৪	দরূদ শরীফের ফযীলত	১৫৪
		ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের প্রচরিত নিয়ম	১৬২
এক কিরাত সমপরিমাণ সাওয়াব	১৩৪	আ'লা হযরত এর ফাতিহার পদ্ধতি	১৬৩
জান্নাতে প্রবেশাধিকার	১৩৪	ইছালে সাওয়াবের দোয়া করার পদ্ধতি	১৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মরহুম পিতা-মাতার প্রতি দয়া	১৬৬	ইদ্দতের সংজ্ঞা	১৮০
		মৃত্যুর পর ইদ্দত	১৮০
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৬৬	ইদ্দত কোথায় পালন করবে	১৮০
মরহুম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন	১৬৭	ইদ্দত পালন অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়া কেমন?	১৮০
মরহুম পিতা-মাতার নিকট সন্তানের আমল পেশ করা হয়	১৬৭	ইদ্দত পালন অবস্থায় বিবাহ করা কেমন?	১৮১
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দান-সদকা করুন	১৬৮	ইদ্দত পালন অবস্থায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার বিধান	১৮১
দশটি হজ্বের সাওয়াব	১৬৮		
মকবুল হজ্বের সাওয়াব	১৬৯	ইদ্দত পালনের সময় পর্দার বিধান	১৮১
জুমার দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত	১৬৯	শোক পালনের বর্ণনা	১৮২
সাবধানতা অবলম্বন করুন	১৭০	শোক পালনের সংজ্ঞা	১৮২
যদি পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে!	১৭১	শোক পালন সম্পর্কে জরুরী বিধান	১৮২
		শোক পালনের সময় কোন্ কাজ করা নিষেধ	১৮২
পিতার উপর হতে শাস্তি উঠে গেলো	১৭১	শোক পালন অবস্থায় এই সমস্ত কাজের অনুমতি রয়েছে	১৮৩
নামাযের ফিদিয়ার বর্ণনা	১৭২	**বিভিন্ন বয়ান**	১৮৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭২		
ফিদিয়ার সংজ্ঞা	১৭২	**বয়ান নং: ১ মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বের বয়ান**	১৮৫
যাদের আত্মীয় মারা গেছে তারা অবশ্যই পাঠ করুন	১৭৩	দরূদ শরীফের ফযীলত	১৮৫
রোযার ফিদিয়া	১৭৪	অমূল্য রত্ন	১৮৫
মৃত মহিলার ফিদিয়ার একটি মাসয়ালা	১৭৪	"দিন" এর ঘোষণা	১৮৬
সৈয়দ বংশীয়কে নামাযের ফিদিয়া দেয়া যাবেনা	১৭৫	কবরে উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি	১৮৭
১০০টি চাবুক মারার হিলা	১৭৫	ওসমানী ভীতি	১৮৭
কর্ন ছেদনের প্রথা কখন থেকে শুরু হয়?	১৭৬	সর্ব প্রথম কবরে আগমনকারী	১৮৮
গাভীর মাংসের হাদিয়া	১৭৭	মুমিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্ত হয়ে যায়	১৮৯
যাকাতের শরয়ী হিলা	১৭৭	বুকের ব্যথা দূর হয়ে গেলো	১৯০
ফকীরের সংজ্ঞা	১৭৮	**বয়ান নং: ২ লাশবাহী গাড়িতে বয়ান**	১৯০
মিসকীনের সংজ্ঞা	১৭৮		
ইদ্দত ও শোকের বর্ণনা	১৭৯	দরূদ শরীফের ফযীলত	১৯০
		কবরস্থানে উপস্থিতি	১৯১
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭৯	প্রিয় নবী'র তিনটি বাণী	১৯১
১০০টি মনোবাসনা পূর্ণ হবে	১৭৯	কবরস্থানের মৃত স্বপ্নে আগমন!	১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নূরানী পোশাক	১৯৩	তাদের সঙ্গ হতে বাঁচো	২১৫
কবরস্থানের মাদানী ফুল	১৯৪	আমি বদলে গেছি	২১৬
ইছালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের বয়ান	১৯৬	২৭টি মূল্যবান বাণী	২১৭
		বয়ান নং: ৩ দুনিয়ার প্রতি নিন্দা	২২২
বয়ান নং: ১ ঈমানের হিফাযত	১৯৬	দরূদ শরীফের ফযীলত	২২২
		জান্নাতী মহল ক্রয়	২২২
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৯৬	আউলিয়ায়ে কিরামের শান	২২৫
বালআম বিন বাউরা এর পরিণাম	১৯৬	প্রত্যেক নেককার বান্দাকে সম্মান করুন	২২৫
জানিনা আমাদের পরিণতি কেমন হয়	২০০	(১) আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য	২২৬
শয়তান প্রিয়জনের আকৃতিতে	২০০	(২) ভেড়ার মৃত শাবক	২২৭
ভূমিষ্ট না হওয়া ব্যক্তি ঈর্ষনীয়	২০১	(৩) দুনিয়া মশার ডানার চেয়েও নিকৃষ্ট	২২৮
অসৎ সঙ্গ ঈমানের জন্য বিপদজনক	২০১	(৪) দুনিয়া হলো অভিশপ্ত	২২৮
আফসোস! কুফরী সম্পর্কে ধারণাই নেই	২০২	(৫) আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের দুনিয়া থেকে বিরত রাখে	২২৮
কুফরী বাক্য প্রসার হওয়ার কিছু কারণ	২০৩		
কুফরী বাক্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয	২০৩	(৬) অর্থ লোভীরা অভিশপ্ত	২২৮
পাষাণ হৃদয়ের মানুষও কেঁদে দিলো	২০৫	(৭) পদ লোভীতার ধ্বংসলীলা	২২৯
বয়ান নং: ২ সহচর্যের প্রভাব	২০৭	(৮) দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা	২২৯
		(৯) অহেতুক নির্মাণে কল্যাণ নেই	২২৯
দরূদ শরীফের ফযীলত	২০৭	(১০) অপ্রয়োজনিয় নির্মানের প্রতি নিরুৎসাহিত করণ	২২৯
হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছামের দোয়ার বরকত	২০৮		
		শিক্ষণীয় ঘটনা	২৩০
যিকিরকারীদের মাহফিল আঁকড়ে ধরো	২০৮	ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম	২৩১
যিকিরুল্লাহ’র বৈঠকে অংশগ্রহণ	২০৯	৭০ দিনের পুরানো লাশ	২৩২
ভালো মন্দ বন্ধুর উদাহরণ	২১০	**ইছালে সাওয়াবের উৎসাহ সম্বলিত বয়ান**	২৩৪
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব করার ফযীলত	২১১		
আল্লাহ তায়ালার স্মরণে একত্রিত হওয়া ব্যক্তি	২১১		
কোথায় ঐ সকল লোকেরা	২১২	**বয়ান নং: ১ রিসালা বন্টনের প্রেরণা**	২৩৪
কবরের মাটি সুবাসিত হলো	২১৩		
ভালো বন্ধুর সহচর্য	২১৪	দরূদ শরীফের ফযীলত	২৩৪
প্রিয় নবী’র তিনটি বাণী	২১৪	ভয়ানক বিপদ	২৩৪
খারাপ বন্ধুর সহচর্য	২১৫	ইছালে সাওয়াবের অপেক্ষা	২৩৫
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না	২১৫	মাদানী রিসালার বরকত	২৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আমীরে আহলে সুন্নাত এর উৎসাহ প্রদান	২৩৭	হিজড়াদের গোসল ও কাফনের ব্যাখ্যা	২৬৩
রিসালা বন্টনের রসিদ	২৩৮	**কিতাবের সারমর্ম**	২৬৫
বয়ান নং: ২ **মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনা নির্মাণ**	২৩৯	মৃত্যুর নিদর্শন পাওয়া গেলে তখন এই চারটি কাজ করুন	২৬৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৩৯	গোসল ও কাফনের জন্য যোগাযোগকারীকে এই মাদানী ফুল উপস্থাপন করুন	২৬৬
বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ	২৩৯		
মসজিদ আল্লাহ তায়ালার ঘর	২৪১	মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বের ৪টি কাজ	২৬৬
আল্লাহ তায়ালার ঘরকে পূর্ণকারী	২৪১	মৃত ব্যক্তির গোসলের ৭টি স্তর	২৬৭
জান্নাতে ঘর	২৪১	কাফনের কাপড় কাটার ৭টি ধাপ	২৬৭
মুক্তা ও ইয়াকুতের জান্নাতী প্রাসাদ	২৪১	কাফন পরিধান করার ৯টি ধাপ	২৬৮
রহমতের দৃষ্টি	২৪১	জানাযা নামাযের ৬টি মাদানী ফুল	২৬৯
আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা	২৪২	জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার ৬টি মাদানী ফুল	২৬৯
সাওয়াবে জারীয়ার কাজ	২৪২		
ইনফিরাদী কৌশিশের বরকত	২৪৪	দাফনের ১৭টি ধাপ	২৭০
মাদানী তহবিল সংগ্রহের মাদানী ফুল	২৪৫	মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন ও দাফনের শরয়ী মাদানী ফুল	২৭২
মসজিদের জন্য মাদানী তহবিল (চাঁদা)	২৪৫		
মাদরাসাতুল মদীনা/ জামেয়াতুল মদীনার জন্য মাদানী তহবীল (চাঁদা)	২৪৫	কাফনের ব্যাপারে মাদানী ফুল	২৭৬
		জানাযা নামায পড়ানোর মাদানী ফুল	২৭৭
মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য মাদানী তহবিল (চাঁদা)	২৪৫	ইসলামী বোনদের জন্য কিছু আলাদা মাদানী ফুল	২৭৯
মাদরাসাতুল মদীনার ইছালে সাওয়াব মজলিশের	২৪৬	**মৃত পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত ১২টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পগুচ্ছ**	২৮০
ঘোষণা	২৪৬		
দোয়া	২৪৬	পরিবার পরিজনদের জন্য মাদানী ফুল	২৮৩
কাফন ও দাফন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর **(দারূল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রদত্ত)**	২৪৮	**কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণের মাদানী ফুল** **{কাফন ও দাফন মজলিশ (ইসলামী বোন)}**	২৮৩
		কাফন ও দাফনের পদ্ধতি শিখানোর সময় সজাগ থাকার মাদানী ফুল	২৮৬
ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ২৭টি মাদানী ফুল	২৫৬		
অপচয় থেকে বাঁচার জন্য মাদানী ফুল	২৬১	**কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণের ঘোষণা** **{কাফন ও দাফন মজলিশ (ইসলামী বোন)}**	২৮৮
অযুতে অপরচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল	২৬২		
মৃত ব্যক্তির গোসলে অপচয় থেকে বাঁচা এবং পানি কম খরচ করার মাদানী ফুল	২৬২	**আত্তারের দোয়া**	২৮৯

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

“কাফন ও দাফনের পদ্ধতি”

কিতাবটি পাঠ করার “বিশটি” নিয়্যত।

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ نِيَّةُ الۡمُؤۡمِنِ خَيۡرٌ مِّنۡ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।”

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানি, ৬/১৮৫, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রতিবার হামদ, **(২)** সালাত, **(৩)** তাউয ও **(৪)** তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার উপরে প্রদত্ত আরবি লাইন দুটি পাঠ করলে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) **(৫) আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বো। **(৬)** যথাসম্ভব ওযু সহকারে এবং **(৭)** কিবলামুখী হয়ে কিতাবটি পড়বো **(৮)** কোরআনের আয়াত এবং **(৯)** হাদীস শরীফের যিয়ারত করবো। **(১০)** যেখানে যেখানে **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র নাম পাবো সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং **(১১)** যেখানে যেখানে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক আসবে صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। **(১২)** যে মাসয়ালা বুঝে আসবেনা তার জন্য, এই আয়াতে করীমা “ فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۳﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৪৩)” এর উপর আমল করে ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করবো। **(১৩)** (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) জরুরী পয়েন্টগুলো “সনাক্তিকরণ” পৃষ্ঠায় লিখবো। **(১৪)** (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্ডার লাইন করবো। **(১৫)** অপরকে এই কিতাব পড়ার জন্য উৎসাহিত করবো। **(১৬)** এই

হাদীসে পাক "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا" একে অপরকে উপহার দাও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, হাদীস নং-১৭৩১) এর উপর আমলের নিয়্যতে (একটি বা সামর্থ্য অনুযায়ী সংখ্যায়) এই কিতাব ক্রয় করে অপরকে উপহার দিবো। **(১৭)** যাকে দিবো যথাসম্ভবব তাকে এই টার্গেট দিবো যে, আপনি এতো (যেমন; ৪১) দিনের মধ্যে পুরোটা পড়ে নিবেন। **(১৮)** এই কিতাব পড়ার পর সকল উম্মতের জন্য ইছালে সাওয়াব করবো। **(১৯)** প্রত্যেক বছর এই কিতাবটি একবার পড়বো। **(২০)** কিতাবে কোন শরয়ী ভূলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিতভাবে জানাবো। (লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

ভালো ভালো নিয়্যত সম্পর্কিত নির্দেশনার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান **"নিয়্যত কা ফল"** এবং নিয়্যত সম্পর্কিত তাঁর বিন্যাস্ত করা রিসালা **"সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়"** মাকতাবাতুল মদীনা হতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হল **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**।

যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথাঃ

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক
১৪২৫ হিজরি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ভূমিকা

মৃত্যু এমন বাস্তবতা যাকে অস্বীকার করা যায়না, কেউ যতদিন বেঁচে থাকুক না কেন, পরিশেষে মৃত্যুবরণ করতেই হবে, ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে মৃত্যুর পূর্বে নিজের মৃত্যু এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছে আর **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে সফলতা ও সম্মান লাভ করে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকেও নিজ মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা করার তৌফিক দান করুক। আমীন!

যখন মৃত্যুবরণকারী এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে যায় তখন তার প্রিয়জন এবং আত্মীয় স্বজনদের উপর তার গোসল এবং কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু দেখা যায় যে, কাফন ও দাফনের শরয়ী আহকাম এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে লোকেরা দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যায়, যার কারণে অনেকে এরূপ করে থাকে যে, বংশীয় ও খান্দানি প্রথা অনুযায়ী গোসল এবং কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়, অনেকে কোন পেশাদার গোসল প্রদানকারীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাফন ও দাফনের খেদমত নিয়ে থাকে। তাছাড়া অনেকে তো এমতাবস্থায় কিছু বুঝে উঠতে পারেনা একে অন্যকে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য বলতে থাকে, কেননা তারা তো কখনো কোন মৃতকে গোসল দেয়নি, আর কাফন ও দাফনের পদ্ধতিও তো জানে না, বরং তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে, যারা মৃতকে গোসল দেয়া তো দূর, মৃতের কাছাকাছি যেতেও এক ধরনের ভয় অনুভব করে। এমতাবস্থায় ফলাফল এরূপ হয় যে, বেচারা মৃত ব্যক্তিকে খুবই নির্দয় ভাবে কোন রকমে গোসল দিয়ে দায়িত্ব পালণ করে। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এরূপ করাতে মৃতের অনেক হক নষ্ট হয় এবং কষ্টকর। মনে রাখবেন! যে বস্তু দ্বারা জীবিতদের কষ্ট হয়, তা দ্বারা মৃতেরও কষ্ট হয়। শায়খে

তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর “মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব” নামক রিসালায় শরহুস সুদুর এর উদ্ধৃতিতে বলেন: হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, মৃত ব্যক্তি প্রত্যেক জিনিসকে চিনেন, এমনকি গোসলদাতাকে বলে: তোমাকে **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! তুমি আমার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো।

(শরহুস সুদুর, বাবু মারিফাতিল মাইয়াত..., ৯৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং নিজের আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য মুসলমানের কল্যাণ কামনায় সুন্নাত অনুযায়ী কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন। এর জন্য উত্তম পদ্ধতি এটাই যে, আপনি কাফন-দাফন এবং এ সম্পর্কিত মাসয়ালা শিখে নিন আর তবেই কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে আপনি নিজ থেকেই গিয়ে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা সুন্নাত অনুযায়ী করতে পারবেন। আপনি কি কাফন ও দাফন শিখতে চান বরং আপনি কি চান যে, মৃত্যুর পর আপনার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা সুন্নাত অনুযায়ী হোক, তবে আসুন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত মাদানী ইন্‌আমাতকে আপন করে নিন এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেক লোক এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা তৈরি হবে আর মৃত্যুর পর আশিকানে রাসূলের হাতে সুন্নাত অনুযায়ী কাফন-দাফনের সৌভাগ্যও অর্জিত হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার পবিত্র প্রেরণায় (২০১৭ ইংরেজি পর্যন্ত) ১০০টিরও অধিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো কাফন ও দাফন মজলিশ। যা শুধুমাত্র আশিকানে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী কাফন-দাফনের ব্যবস্থাই করে না, বরং কাফন-দাফনের পদ্ধতি শিক্ষা দানেও সদা ব্যস্ত রয়েছে। আর এইজন্য (দেশে-বিদেশে) নিয়ম তান্ত্রিকভাবে “কাফন ও দাফন কোর্স” এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই কোর্সে মৃত্যুকষ্ট থেকে শুরু করে দাফন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর এবং এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিখানোর চেষ্টা করা হয়। যেমন; ✯ যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় তখন কি করতে হবে ✯ তালক্বীন কিভাবে করতে হবে

☆ রুহ বের হওয়ার পর কী করতে হবে ☆ মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি, এর ফযীলত এবং মাসয়ালা ☆ কাফনের প্রকারভেদ ☆ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের কাফনের বিস্তারিত বর্ণনা ☆ জানাযার নামায এবং জানাযার নামাযের দোয়া ☆ কবরের প্রকারভেদ ☆ কবর ও দাফনের বর্ণনা ☆ বিলাপের বর্ণনা, তাছাড়া ☆ রোগীর শুশ্রূষা ☆ সমবেদনা জ্ঞাপন ☆ ইছালে সাওয়াব ☆ ফাতিহার পদ্ধতি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদের কাফন ও দাফন মজলিশের অধীনে ইসলামী বোনদেরও কাফন-দাফন এবং কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় “কাফন ও দাফনের পদ্ধতি” কিতাবটি এই কোর্সেরই সিলেবাস। যা প্রথমে কাফন ও দাফন মজলিশের পক্ষ থেকে বিন্যাস করা হয়েছিল। অতঃপর মজলিশের যিম্মাদার, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ ও রুকনে শুরা হাজী আবু যিয়াদ মুহাম্মদ ইমাদ আত্তারী মাদানী একে কিতাবের আকৃতিতে আনার জন্য আল মদীনাতুল ইলমিয়ায় পেশ করে দেন, সুতরাং এখন সংশোধন ও পরিমার্জন সহকারে এই সিলেবাস কিতাবের আকৃতিতে আপনাদের হাতে। এটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে নিন, আশাকরি ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের মাঝে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা এবং কাফন-দাফন কোর্স করতে ও করানোর প্রেরণা জাগ্রত হবে এবং যারা এ কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাদের প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ “আল মদীনাতুল ইলমিয়া” মজলিশ এই কিতাবটি নিম্মোক্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা সাজিয়ে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে:

☆... “আল মদীনাতুল ইলমিয়া”র পদ্ধতি অনুযায়ী এই কিতাবটি তথ্যসূত্র দ্বারা সাজিয়ে হাদীস ও ফিকাহের মাসয়ালা ইত্যাদির সূত্র বের করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

☆... যে সমস্ত কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে, সবগুলোর তালিকা “তথ্যসূত্র” শিরোনামে কিতাবের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই তালিকায় লেখকদের নাম ইন্তিকালের সালসহ, প্রকাশনা ও প্রকাশকালসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

☆... আয়াত সমূহে লেখনি কোরআনি পদ্ধতি (ওসমানি লিখা) ঠিক রাখার জন্য সকল আয়াত একটি বিশেষ কোরআন সফটওয়্যার থেকে পেষ্ট করা হয়েছে।

☆... কোরআনের আয়াতের অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

☆... আয়াত ও অনুবাদ এর নিরীক্ষণ "**কানযুল ঈমান**" (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত) থেকে **দু'বার** করা হয়েছে।

☆... চিহ্ন সমূহ (Punctuation Marks) অর্থাৎ কমা, ফুলস্টপ, সেমিকোলন, কোলন, বিস্ময় সূচক চিহ্ন ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে।

☆... কিতাবকে সুন্দর করতে শিরোনাম (Headings), কোরআনের আয়াত, অন্যান্য আরবী ইবারত, নম্বারিং ও বাউন্ডারী ইত্যাদির ডিজাইন করা হয়েছে।

☆... দু'বার সম্পূর্ণ কিতাবের প্রুপ চেক করা হয়েছে।

এই কাজে আপনারা যা যা গুণাবলী দেখতে পাবেন, নিঃসন্দেহে তা **আল্লাহ তায়ালার** দান এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া এবং ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বিশেষ করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যের সদকা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও যে ভুলত্রুটি রয়ে গিয়েছে, তা আমাদের অলসতা অজ্ঞতার কারণেই। পাঠকদের প্রতি বিশেষত ওলামায়ে কিরাম دَامَتْ فُيُوْضُهُمْ এর নিকট অনুরোধ, যদি কোন ভূল-ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোছর হয় কিংবা আপনাদের মুল্যবান পরামর্শ দিতে চান, তবে আমাদের লিখিতভাবে অবহিত করে দিন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে **তাঁর** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার তৌফিক দান করুক এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" মজলিশ ও অন্যান্য মজলিশের উত্তোরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "বয়ানাতে আত্তারিয়া" (১ম খন্ডের) ৬২ পৃষ্ঠায় দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে "আল কওলুল বদী" এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন:

নূরানী চেহারায় খুশির ঝলক

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সা'আদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, একদিন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরিফ আনলেন, এই সুযোগে হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ অগ্রগামি হয়ে আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ**! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আজ চেহারা মোবারকে খুশির ঝলক লক্ষ্য করা যাচ্ছে।" **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয় এখনিই জিব্রাইল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার নিকট এসেছিলেন এবং তিনি বলেছেন: "**হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! যে ব্যক্তি আপনার (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রতি একবার দরূদে পাক পাঠ করবে **আল্লাহ তায়ালা** তার আমলনামায় ১০টি নেকী দিবেন আর ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।" (আল কাওলুল বদী, ১০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সর্ব প্রথম হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি

আযায়িবুল কোরআনে হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিপিবদ্ধ করেন: দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম হত্যাকারী হলো কাবীল এবং সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তি হলো হাবীল। "কাবীল ও হাবীল" উভয়েরই হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর

সন্তান। এই দু'জনের ঘটনাটি হলো: হযরত হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর প্রতিবার প্রসবে একজন ছেলে ও একজন মেয়ে জন্ম হয়েছিলো। আর এক প্রসবের ছেলের সাথে আরেক প্রসবের মেয়ের বিয়ে দেয়া হতো। এই পদ্ধতিতে হযরত আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কাবীলের বিবাহ "লিউযা" এর সাথে দিতে চাইলেন, যে হাবীলের সাথে জন্মগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু কাবীল এতে রাজি হলোনা, কেননা আকলিমা বেশি সুন্দরি ছিলো, তাই সে তাকে চাইলো। হযরত আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام তাকে বুঝালেন, আকীলমা তোমার সাথেই জন্ম গ্রহণ করেছে। তাই সে তোমার বোন। তার সাথে তোমার বিবাহ হতে পারেনা। কিন্তু কাবীল নিজের একগুয়েঁমির উপর অটল রইলো। অবশেষে হযরত আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এই আদেশ দিলো যে, উভয়ে নিজ নিজ কোরবানী **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে পেশ করো। যার কোরবানী কবুল হবে, আকলিমার অধিকারী সেই হবে।

সেই যুগে কোরবানি কবুল হওয়ার এই নিদর্শন ছিলো যে, আসমান থেকে একটি আগুনের খন্ড আসতো আর যেই কোরবানি **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কবুল হতো তা খেয়ে নিতো। সুতরাং কাবীল গমের কিছু শষ্য এবং হাবীল একটি ছাগল কোরবানির জন্য পেশ করলো। আসমানী আগুনের খন্ড হাবীলের কোরবানি খেয়ে নিলো এবং কাবীলের গমগুলো রেখে দিলো। এর কারণে কাবীলের মনে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো আর সে হাবীলকে হত্যা করার মনস্থির করলো এবং সে হাবীলকে বলে দিলো যে, আমি তোমাকে হত্যা করবো। হযরত হাবীল বললো: কোরবানি কবুল করা **আল্লাহ তায়ালার** কাজ এবং তিনি মুত্তাকী বান্দাদের কোরবানিই কবুল করেন, যদি তুমি মুত্তাকী হতে তবে অবশ্যই তোমার কোরবানি কবুল হতো। এর পাশাপাশি হাবীল এটা বলে দিলো যে, যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াও তবে আমি নিজের হাত বাড়াবো না, কেননা আমি **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করি। আমি এটাই চাই যে, আমার এবং তোমার গুনাহ উভয়টিই তোমারই পাল্লায় পড়ুক এবং তুমি দোযখী হয়ে যাও কেননা অন্যায়কারীর এটাই শাস্তি। অবশেষে কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে দিলো।

সর্বপ্রথম দাফন হযরত হাবীলের হয়েছে

যখন কাবীল হাবীলকে হত্যা করলো তখন যেহেতু এর পূর্বে কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করেনি, তাই কাবীল চিন্তিত ছিলো যে, ভাইয়ের লাশকে কি করবে। সুতরাং কয়েকদিন পর্যন্ত সেই লাশকে পিঠে নিয়ে ঘুরতে লাগলো। অতঃপর সে দেখলো যে, দু'টি কাক পরস্পর ঝগড়া করলো এবং একটি অপরটিকে মেরে ফেললো এবং জীবিত কাকটি তার ঠোঁট এবং পায়ের নখ দ্বারা মাটি খুঁড়ে একটি গর্ত করলো আর এতে মৃত কাকটিকে রেখে মাটি চাপা দিলো। এই দৃশ্য দেখে কাবীল বুঝতে পারলো যে, মৃত লাশকে মাটিতে দাফন করে দেয়া উচিৎ। সুতরাং সে কবর খনন করে এতে ভাইয়ের লাশকে দাফন করে দিলো।

(মাদারিকুত তানযিল, ১ম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ পারা, আল মায়েদা, ৩১ নং আয়াতের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কেউ ইন্তিকাল করে, শরীয়াতের বিধান হলো যে, তাকে দাফন করা আর মুসলমান হলে শরীয়াতের নির্দেশিত পদ্ধতিতে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

তাযহীয ও তাকফীন দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

তাযহীয এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের ব্যবস্থা করা এবং তাকফীন এর অর্থ হচ্ছে: কাফন দেওয়া। মৃত্যুর পর মানুষকে যে পোষাক পরিধান করানো হয় তাকে কাফন বলে এবং তাযহীয ও তাকফীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যু থেকে দাফন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য যে বিষয়াবলীর প্রয়োজন হয়ে থাকে ঐ সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করা। এতে মৃতের গোসল, কাফন, জানাযার নামায, কবর খনন করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

শরয়ী হুকুম

মুসলমানদের কাফন ও দাফন ফরযে কিফায়া।

ফরযে কিফায়া

ফরযে কিফায়া হলো, যা আদায় করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক নয় বরং যারা যারা জেনেছে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আদায় করে নিলো তবে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং যদি এর মধ্যে যারা সংবাদ পেয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে একজনও আদায় না করে তবে সবাই গুনাহগার হবে।

(ওয়াকারুল ফতোয়া, কিতাবুস সালাত, ২/৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাফন ও দাফনে অংশগ্রহণ করা সৌভাগ্য ও প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম। হাদীস শরীফে এর অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি..

কাফন ও দাফনের অসাধারণ ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে, কাফনের কাপড় পরিধান করাবে, সুগন্ধ লাগাবে, জানাযা কাধে উঠাবে, নামায আদায় করবে এবং যে ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা গোপন রাখবে; সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে, যেরূপ সে জন্মের দিন ছিলো। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা'জা ফি গোসলে মাইয়্যাত, ২/২০১, হাদীস নং- ১৪৬২)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! কি চমৎকার ফযীলত। কাফন-দাফন সম্পাদনকারীদের তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়, সুতরাং যখনই কোন মুসলমানের ইন্তিকালের সংবাদ আসে এবং সম্ভব হলে তবে ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে কাফন ও দাফনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আগ্রহ ও উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনেক দিনের এই অভ্যাস যে, তিনি আশিকানে

রাসূলের কাফন ও দাফনে আগ্রহ সহকারে অংশ গ্রহণ করতেন এবং মৃতের গোসল থেকে শুরু করে দাফন, ফাতিহাখানি এবং দোয়া প্রভৃতি সকল কাজে নিজের বিশেষ আন্তরিকতায় অগ্রগামি থাকতেন, মৃতের পরিবারকে সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাতেন, তাদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিতেন, তাদেরকে প্রিয়জনের ইছালে সাওয়াবের জন্য নেকীর উৎসাহ দিতেন। সেই শোকাহত মুহুর্তে তাঁর অংশগ্রহণ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে জানিনা কত যে ইসলামী ভাইয়ের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাওবা করার তৌফিক নসীব হয়েছে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের খেদমত ও নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه চান যে, সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করুক, সমবেদনা জ্ঞাপন করুক এবং মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এর আলোকে অধিকহারে ইনফিরাদি কৌশিশ করে নতুন নতুন ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করুক। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সময় ও সুযোগে নিজের মাদানী ফুলসমূহে কাফন-দাফনের গুরুত্ব এবং এতে অংশগ্রহণ করার উৎসাহও দিয়ে থাকেন, যেমনটি একবার মাদানী মুযাকারায় বলেছেন:

"যদিও আপনারা না চিনেন তবুও অংশগ্রহণ করুন, যখন মসজিদে ঘোষণা হয় তখন দাঁড়িয়ে যান, জানাযার নামায পড়ুন, অতঃপর খোজ নিন যে, এর আপনজন কে, তাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করুন।" .... এটাও বলেছেন: "যদি আমরা কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করি তবে তার দুঃখ ভারাক্রান্ত আত্মীয় স্বজনদের অন্তরে কিছুটা খুশি হবে, তারা উৎসাহ পাবে, প্রশান্তি লাভ করবে, দুঃখ সহ্য করা সহজতর হবে আর যদি তাদের সাথে কেউ কথা না বলে, কাফন-দাফনে সহযোগিতা না করে তবে কতই না ব্যথিত হবে।" .... অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানকল্পে এটাও বলেন: আমি যখন জানতে পারলাম, অমুকের বাবা ইন্তিকাল করেছে, তখন আমি নিজেই চলে যেতাম, তখনও লাশ পরে থাকতো এবং লোকজন চিন্তিত,

ঘাবড়ানো অবস্থায় থাকতো, এমতাবস্থায় কেউ যদি তার উপর শান্তনার হাত রাখে তবে এর প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে এবং দুঃখ দূরিভূত হয়ে যায়, এই প্রচেষ্টায় মদীনা মদীনা হয়ে যায়। অতঃপর তিনি ইসলামী ভাইদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন:

যখন আশিকানে রাসূল কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করলো...

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে ফ্যাশন ও পশ্চিমা অপসংস্কৃতিতে আসক্ত ছিলাম, মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা এবং তাওবা করার সুযোগ এভাবে হয়েছিল যে, আমার পিতার ইন্তিকালের পর কিছু আশিকানে রাসূল সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমাদের ঘরে আসলো। আন্তরিকতা প্রদর্শন করে আমাকে সাহস দিলো এবং ধৈর্যের শিক্ষা দিলো। যখন আব্বাজানকে গোসল দেওয়ার সময় হলো, তখন ইসলামী ভাইয়েরা এগিয়ে এসে সুন্নাত অনুযায়ী গোসল দিলো, কাফন পরিধান করালো এবং আন্তরিকতা সহকারে সবকাজ সম্পন্ন করলো। যখন জানাযার নামায হলো তখন এতে অংশগ্রহণ করলো, কবরস্থানেও এলো এবং দাফন কাজেও অংশগ্রহণ করলো। আব্বাজানকে কবরস্ত করার পর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজন সবাই ফিরে গেলো, কিন্তু এই আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইয়েরা, যারা আমার কোন আত্মীয় নয়, তারা আমার পিতার কবরের পাশে বসে গেলো আর নাত শরীফ পাঠ করতে লাগলো। কল্যাণ কামনা এবং সহানুভূতির উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত এই আশিকানে রাসূলের এরূপ আন্তরিকতা দেখে আমি অনেক প্রভাবিত হলাম আর এভাবেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি ভালোবাসা আমার অন্তরে জন্মালো। আমি আশিকানে রাসূলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম, তারা আমার কবর ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য এবং মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" এর আলোকে আমাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে এলাকার নিকটস্ত মসজিদে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ার মানসিকতা দিলো। আমি আমার কল্যাণকামী ইসলামী

ভাইদের নেকীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না এবং সাথে সাথেই অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিলাম, মাদরাসাতুল মদীনায় আমি মাখরাজ সহকারে কোরআনে পাক পড়ার সৌভাগ্য লাভ করতে লাগলাম, ইসলামী ভাই খুবই আন্তরিকতা সহকারে পড়াতো, আখিরাতের চিন্তায় উদ্বেলিত করতো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের উৎসাহ দিতো, যার বরকতে আমারও সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, এভাবেই আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের নিকটবর্তী হতে লাগলাম, মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনা দেয়ার সময় দেশীয় পর্যায়ে "খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ" এর নিগরান হিসাবে মসজিদের খেদমত করার প্রচেষ্টায় রত আছি।

তেরা শুকর মওলা দিয়া মাদানী মা'হোল, না ছুটে কাভি ভি খোদা মাদানী মা'হোল।
সালামত রাহে ইয়া খোদা মাদানী মা'হোল, বাঁচে বদ নযর সে সদা মাদানী মা'হোল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সহানুভূতি প্রদর্শনের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, কিছু ইসলামী ভাইয়ের সহানুভূতি প্রদর্শন এবং কাফন-দাফনে অংশগ্রহণের ফলে এক মর্ডান ফ্যাশনধারী যুবকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছে এবং সে মাদানী কাজে উন্নতি সাধন করতে করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশের নিগরান হয়ে নেকীর দাওয়াতে সাড়া জাগাতে লাগলেন, আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণ করুন, নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টায় মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করুন, অধিক হারে ইনফিরাদি কৌশিশ করুন, সহমর্মিতাও প্রকাশ করুন এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করুন। আসুন! দুঃখ ভারাক্রান্ত মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং কোন মুসলমানের মন খুশি করার ফযীলতও লক্ষ্য করি।

সহানুভূতি প্রদর্শনের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তাকওয়ার (খোদাভীরুতার) পোশাক পরিধান করাবেন এবং রুহ সমূহের মধ্যে তার রুহের প্রতি রহমত প্রদান করবেন। (মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৬/৪২৯, হাদীস নং- ৯২৯২)

মুমিনের মন খুশি করার ফযীলত

হুযূর পুরনূর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুমিনের মন খুশি করবে, **আল্লাহ তায়ালা** ঐ খুশি থেকে একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করবেন, যে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত ও যিকিরে লিপ্ত থাকে। যখন ঐ বান্দা আপন কবরে চলে যাবে তখন ঐ ফিরিশতা তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে: তুমি কী আমাকে চিনতে পারছো না? সে বলবে: তুমি কে? তখন ঐ ফিরিশতা উত্তর দেয়: আমি হলাম ঐ খুশি যা তুমি অমুক ব্যক্তির অন্তরে প্রদান করেছিলে, আজ আমি তোমার আতঙ্ক ও ভয়ে তোমাকে সঙ্গ দান করবো এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদানে দৃঢ় রাখবো আর তোমাকে কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখাবো এবং তোমার জন্য তোমার **দয়ালু প্রতিপালকের** দরবারে সুপারিশ করবো ও জান্নাতে তোমার অবস্থান দেখবো।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/২৯৯, হাদীস নং- ২৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কাফন-দাফন এবং দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বার্থপরতা এবং নফসি নফসির এই করুণ যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের সংশোধন এবং সুন্নাতের খেদমতে সক্রিয় রয়েছে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে (জুমাদিউল উলা, ১৪৩৯ হিজরি) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বার্তা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে পৌঁছে গেছে এবং এ কাজ অব্যাহত আছে। মাদানী কাজের উন্নতির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** (২০১৭ ইং পর্যন্ত) ১০০টির অধিক বিভাগ ও মজলিশ

বানানো হয়েছে, যা মাদানী মারকায কতৃর্ক প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ভরপুর নেকীর দা'ওয়াত এবং সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "**কাফন ও দাফন মজলিশ**", যা আশিকানে রাসূলের কাফন-দাফনের ধাপসমূহ সুন্নাত ও শরীয়াত অনুযায়ী সম্পন্ন করা এবং এক্ষেত্রে শরীয়াত পরিপন্থী এবং কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে ইচ্ছুক এবং মূলত এই দুইটি কাজে সচেষ্ট রয়েছে:

(১) আশিকানে রাসূলকে কাফন-দাফন শিখানো এবং

(২) আশিকানে রাসূলের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

আশিকানে রাসূলকে কাফন-দাফন শিখানোর জন্য মজলিশের পক্ষ থেকে এই পর্যন্ত অসংখ্য তরবিয়্যতী ইজতিমা এবং মাদানী চ্যানেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র মৌখিক নয় বরং ব্যবহারিকভাবে শিখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে মাদানী মুযাকারা, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের অনুষ্ঠান, মজলিশের পক্ষ থেকে কাফন-দাফনের বিশদ বর্ণনা এবং মাসয়ালা সম্বলিত ভিডিও, আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকাযে অনুষ্ঠিত ফরয ইলম কোর্সের ভিডিও এবং "ফয়যানে ফরয ইলম কোর্স" নামক মেমোরী কার্ডের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া এক অপূর্ব এবং যুগোপযোগী কৃতিত্ব হচ্ছে যে, মজলিশের পক্ষ থেকে একটি মোবাইল এ্যাপলিক্যাশন তৈরি করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছেঃ Muslim Funeral (Kafan Dafan) app. যাতে কাফন-দাফনের বিস্তারিত পদ্ধতির পাশাপাশি মৃতের গোসল এবং কাফন পরিধান করার Animated ব্যবহারিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। অতঃপর মজলিশের পক্ষ থেকে একটি ওয়েবসাইটঃ (tajheezotakfeen.dawateislami.net)ও বানানো হয়েছে, যেখানে এই বিভাগ সম্পর্কীত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের মোবাইল নম্বর (Contect Numbers) সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়াও মজলিশের পক্ষ থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে আর তা হলো "কাফন-দাফন কার্ড", যা পকেটেও রাখা যাবে, যাতে বিশেষ করে মৃতের গোসল প্রদানকারী ও কারীনিদের জন্য কাফন ও দাফনের বিভিন্ন ধাপসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের উচিৎ, এই কার্ডটি নিজের কাছে রাখা এবং সময় ও সুযোগ মতো বন্টন করা।

শিখা এবং শিখানোর এই ধারাবাহিকতাকে প্রসার করার জন্য এবং অধিকহারে ইসলামী ভাইদের উপকৃত করার উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য শাখা যেমন: জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, তাছাড়া মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স, ১২ মাদানী কাজ কোর্স, নামায কোর্সের ইসলামী ভাইয়েরা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইমামগণ, মুবাল্লিগগণ, তাছাড়া গোসল প্রদানকারীগণ এবং কবর খননকারীদেরও কাফন-দাফন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে আর এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক ইসলামী ভাইয়েরা তাদের অভিমতও প্রকাশ করেছে, যেমনটি একজন গোসল প্রদানকারীর বর্ণনা হচ্ছে যে, "**দা'ওয়াতে ইসলামী**র তরবিয়্যতী ইজতিমার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার অনেক সংশোধন হয়েছে।" অনুরূপভাবে এক ইসলামী ভাই আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললো: "আফসোস! এই তরবিয়্যত (প্রশিক্ষণ) যদি আমি আরো আগে পেতাম।"

ইসলামী ভাইদের ন্যায় ইসলামী বোনদের মাঝেও কাফন-দাফন প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা রয়েছে, যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগা এবং যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, দেশজুড়ে মাদরাসাতুল মদীনা (মহিলা শাখা) এবং জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা)সহ তাদেরও অসংখ্য তরবিয়্যতী ইজতিমা হয়েছে আর প্রশিক্ষণ পেয়ে ইসলামী বোনেরা কাফন-দাফনের কাজে রত রয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ

মজলিশের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইসলামী ভাইদের পরীক্ষার (Test) ব্যবস্থাও হয়ে থাকে, যেখানে মৃতের গোসল, কাফন এবং দাফনের পদ্ধতি, জানাযা নামাযের ইমামতি ও ফাতিহার পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদেরও পরীক্ষার (Test) ব্যবস্থা রয়েছে আর বর্তমানে অসংখ্য ইসলামী বোন ও ইসলামী ভাই পরীক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও কাফন-দাফন এবং এর প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকতা রয়েছে, বরং অনেক দেশে মজলিশও

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফন-দাফনের মজলিশের লক্ষ্য রয়েছে যে, সারা বিশ্বে এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট যিম্মাদার নিয়োগ করা, শুধু আমাদের দেশেই ১৫০০০ যিম্মাদার নিয়োগের লক্ষ্য রয়েছে, যা পূরণে মজলিশ তৎপর রয়েছে। যেসব স্থানে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার (Test) পর ইসলামী ভাইদের নিয়োগ দেয়া হয়ে গেছে, সেখানে মজলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার লাগানোরও ব্যবস্থা করা হয়, যেনো কাফন-দাফনের জন্য ইসলামী ভাইয়েরা সহজেই যোগাযোগ করতে পারে, এই ব্যানারগুলোতে যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগের নাম্বারও দেয়া থাকে। (অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদের সাথে যোগাযোগের জন্য তাদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় "মৃতের গোসল প্রদানকারী যিম্মাদার" এবং তার যোগাযোগের নাম্বার ঘোষণার ব্যবস্থা রয়েছে, তাছাড়া তার মাহারিমের যোগাযোগের নাম্বার দাফন-কাফন মজলিশের ওয়েব সাইট থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।)

বিস্তারিত জানার জন্য (tajheezotakfeen.dawateislami.net) ভিজিট করুন এবং যেসব স্থানে যিম্মাদার নিয়োগ হয়ে গেছে, তাদের বিস্তারিত এবং যোগাযোগের নাম্বারসহ সংগ্রহ করুন। এছাড়াও এই ওয়েব সাইটে গিয়ে আপনি কি কি বিষয় জানতে পারবেন, আসুন এই ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা জেনে নিই:

কাফন-দাফন মজলিশের ওয়েব সাইট

ওয়েব সাইট খুলতেই আপনার সামনে হোম পেইজ (Home Page) আসবে, যার মধ্যখানে কিছু আইকন (icons) লক্ষ্য করবেন এবং এর উপর পৃথক পৃথক এই বিষয়গুলো থাকবে:

(১) মৃত্যুর বর্ণনা, (২) কাফন-দাফন, (৩) মৃতের গোসলের পদ্ধতি, (৪) কাফনের বর্ণনা, (৫) জানাযার নামাযের পদ্ধতি, (৬) কবর ও দাফনের পদ্ধতি, (৭) ফাতিহার পদ্ধতি।

আপনি যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চান, তাতে ক্লিক করলে একটি পেইজ খুলবে, যার উপর টেক্সট ফরমেট অর্থাৎ লিখিতভাবে ঐ বিষয়ের অধীনে বিশদ বর্ণনা থাকবে, অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয়াবলীও আপনি দেখতে পারবেন।

হোম পেইজের ডান পাশে একটি আইকনে “কাফন-দাফন কোর্স” লিখা রয়েছে, যার নিচে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন লিখা আছে, এখানে আপনি আপনার প্রয়োজনী আইকনে ক্লিক করে Mp3 বা Mp4 ফরমেটে ডাউনলোড করে শুনার এবং দেখার সুযোগ অর্জন করতে পারেন। অনুরূপভাবে হোম পেইজেরই শুরুর দিকে মেনুবার (Menu Bar) রয়েছে, যেখানে হোম, মিডিয়া বক্স, গ্যালারী, যিম্মাদার, কনটাক আস (Contact us), ডিপার্টমেন্টস ইত্যাদি বিভিন্ন অপশন (Options) বিদ্যমান, এর মাধ্যমে আপনি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং নিগরানে শুরার বয়ান, মাদানী গুলদস্তা, মাদানী মুযাকারা, ফরয উলুম কোর্স, মনমুগ্ধকর কালাম, নাত, মুনাজাত, নিয়্যত, দোয়া, ওয়ালপেপারস, মাকতাবাতুল মদীনার রিসালাবলী, বিভিন্ন মাদানী ফুল, দেশীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শহর এবং সারা দুনিয়ার দেশসমূহের কাফন-দাফন মজলিশের যিম্মাদারদের নাম এবং নাম্বার, কার্যবিবরনী ও বিভিন্ন ফরম, ব্যাচ ইত্যাদি দেখতে পারবেন এবং ডাউনলোডও করতে পারবেন। অনুরূপভাবে হোম পেইজের নিচে আসলে আপনি এই লেখাটি পাবেন: উম্মতে মুস্তফার মঙ্গল কামনার প্রেরণায় **দা’ওয়াতে ইসলামী**র কাফন-দাফন মজলিশের জন্য আপনাদের খেদমত পেশ করার জন্য এখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর একটি ফরম খুলবে, এটি মনোযোগ সহকারে পূরণ করে অবশেষে সাবমিট (Submit) বাটনে ক্লিক করবেন, তবে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারের নিকট সেই বিবরণ চলে আসবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও উম্মতের মঙ্গল কামনার প্রেরণায় কাফন-দাফনের নিয়মাবলি শিখা ও শিখানোর জন্য যোগাযোগ করুন, জীবিত মুসলমানদের মতোই মৃতদের প্রতিও কল্যাণ কামনায় তাদের কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করুন, তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করুন, ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরকেও **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য সাওয়াবের অধিকারী হবেন এবং অশেষ বরকত নসীব হবে। আসুন! এ প্রসঙ্গে ফয়যানে সুন্নাত ২য় খন্ডের অধ্যায় নেকীর দাওয়াত থেকে একটি বর্ণনা লক্ষ্য করি:

কবরে আলোর পাথেয়

আল্লাহ তায়ালা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন: কল্যাণের কথা নিজেও শিখো এবং অন্যদেরকেও শিখাও। আমি কল্যাণের শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীদের কবরকে আলোকিত করবো, যাতে তাদের কোন ধরনের ভয়ভীতি না হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৬, হাদীস নং- ৭৬২২)

এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ বলেন:

মুবাল্লিগদের কবর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঝলমল করবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত রিওয়ায়াত থেকে নেক আমলের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের সাওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে জানা গেলো। সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী, দরস দানকারী ও শ্রোতাদের কথা তো বলাই বাহুল্য, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের কবরগুলো ভিতর থেকে ঝলমল করতে থাকবে আর তাদের কোন প্রকারের আতঙ্ক গ্রাস করবে না। ইনফিরাদি কৌশিশ করে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদের, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের, ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণে উদ্বুদ্ধকারীদের, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আহ্বানকারীদের সহ সকল মুবাল্লিগদের, নেকীর দাওয়াতে এগিয়ে আসা লোকদের কবরগুলোও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় নূরে ঝলমল করতে থাকবে।

কবর মে লেহরায়েঙ্গে তা হাশর চশ্‌মে নূর কে,
জ্বলওয়া ফরমা হুগী জব তাল'আত রাসূলুল্লাহ কি।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১ম অংশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ভালো ভালো নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাফন-দাফন শিখা ও শিখানো এবং কোন মুসলমানের কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কিত ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক সাওয়াব বৃদ্ধি হবে, কেননা প্রথমত ভালো নিয়্যত ছাড়া

কোন ভালো কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না, দ্বিতীয়ত ভালো নিয়্যত যতো বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি হবে। নিয়্যত অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকেই বলা হয়, চাই তা যেকোন জিনিসেরই হোক আর শরীয়াতের পরিভাষায় ইবাদতের ইচ্ছাকে নিয়্যত বলে। (নুযহাতুল ক্বারী, ১/১৬৯) অনেক মুবাহ কাজ অর্থাৎ এমন কাজ, যা করলে না সাওয়াব পাওয়া যাবে, না গুনাহ (যেমন; খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, হাটাচলা ইত্যাদি), যদি এতে সাওয়াবের নিয়্যত করে নেয়া হয় তবে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়ে যায় এবং যদি মন্দের নিয়্যত করা হয় তবে তা মন্দে পরিণত হয় আর যদি কোন নিয়্যতই না করা হয়, তবে তা মুবাহ হিসাবে গণ্য হয়। নিয়্যতের এই উপকারিতাও রয়েছে যে, নিয়্যত করার পর যদি ঐ কাজ করতে নাও পারে তবুও নিয়্যতের সাওয়াব পেয়ে যাবে। (ফয়যানে সুন্নাত, ২য় খন্ড, নেকীর দাওয়াত, ১০৯-১১১ পৃষ্ঠা) তাছাড়া অপরের উপস্থিতিতে নিয়্যত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। অন্তরে নিয়্যত না থাকা সত্ত্বেও জেনে শুনে এজন্য হাত উঠানো যে, অপরের উপর প্রভাব পড়বে এজন্য, সে নিয়্যত করছে, এটা মিথ্যা এবং ধোঁকা। (ফয়যানে সুন্নাত, ২য় খন্ড, গীবত কি তাবাকারিয়্যা অধ্যায়, ৪৬১-৪৬২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কাজই করবেন তা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করবেন এবং এতে লৌকিকতা এবং লোক দেখানোকে আসতে দিবেন না! লৌকিকতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ "**আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করা"। যেমন; কাফন-দাফনে এজন্যই অংশগ্রহণ করা, যেন লোকজন তার প্রশংসা করে যে, তার মুসলমানের সহানুভূতি প্রকাশের অনেক প্রেরণা। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাত ২য় খন্ডের "নেকীর দাওয়াত" অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাসমূহ অধ্যয়ন করুন। যেখানে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লৌকিকতার কুফল এবং এর ৮০টি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, এখানে তন্মধ্যে থেকে ২টি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো"

"কারো মৃত্যুজনিত ঘটনায় দৌঁড়াদৌঁড়ি আরম্ভ করে দেওয়া, তাছাড়া জানাযার লাশবাহী খাট বহন করে নিয়ে যাওয়া ও দাফন ইত্যাদি কর্মকান্ডে সামনে সামনে থাকা, যাতে লোকজনকে দেখানো, মৃতের পরিবারের লোকেরা প্রভাবিত হয়, তাদের দৃষ্টিতে ভাল মানুষ সাজতে পারে।"

"কারো বিপদের কথা শুনে মুখ মলিন করা, সমবেদনামূলক কথা বলা, লোকজন যেন তাকে কোমল হৃদয়ের লোক বলে। (অবশ্য, দুঃখী মুসলমানের মন খুশি করার জন্য **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির নিয়্যতে তাদের সামনে এরূপ করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ)।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পূণ্যবান সত্তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত, এটি তাঁর একনিষ্ঠ চেষ্টার ফল যে, আজ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা প্রিয় মাদানী পরিবেশ সহজতর হয়েছে, যার বদৌলতে, লাখো লাখো মুসলমান সংশোধন হয়েছে এবং তওবা করে সালাত ও সুন্নাতের পথের পথিক হয়ে গেছে, বরং অসংখ্য অমুসলিম যারা কুফর ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তাঁর এবং এই মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকতে ঈমানের মতো চিরস্থায়ী সম্পদ লাভ করেছে আর তাদের অন্তরেও নবী প্রেমের সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে এবং তারা নিজেদেরকে আশিকে রাসূল বলতে লাগলো এবং তারাও এই মাদানী উদ্দেশ্যকে ধারণ করে নিয়েছে যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এরই দরবার থেকে আমরা ফিক্‌রে মদীনা, মাদানী কাফেলায় সফর, নেকীর দাওয়াত, ইনফিরাদী কৌশিশ এবং অন্যান্য মাদানী কাজের পাশাপাশি প্রত্যেক কাজের শুরুতে ভালো ভালো নিয়্যত করার মানসিকতা পেয়েছি। নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মুজামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২) নিয়্যতের গুরুত্ব ও উপকারীতার আলোকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার বয়ান, মাদানী মুযাকারা, কিতাব ও রিসালা এবং অন্যান্য লিখনিতেও নিয়্যত করার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকেন বরং ভালো ভালো নিয়্যতও করে থাকেন, যেন নিয়্যত করতে সহজ হয়ে যায় এবং সাওয়াবও বৃদ্ধি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নিয়্যত সম্পর্কিত তার

অডিও বয়ান “নিয়্যত কা ফল” এবং রিসালা “সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়” মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। আমাদেরও উচিত যে, প্রত্যেক কাজের পূর্বে কিছু না কিছু ভালো নিয়্যত করে নেওয়া, নিয়্যতের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেউস সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৮৪) সত্য নিয়্যতের প্রেরণা পেতে, সাওয়াব বৃদ্ধি করার জন্য ভালো ভালো নিয়্যত শিখা এবং সুন্নাতের উপর আমলকারী হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ দিনের জন্য সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফর করুন, তাছাড়া মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার বর্ণনা করা হলো:

সত্য নিয়্যতের বরকত

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো: এটি ঐ সময়ের কথা যখন বাবুল মদীনায় (করাচী) অনুষ্ঠিতব্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রস্তুতি প্রায় শেষদিকে চলছিল, বিভিন্ন শহর থেকে মাদানী কাফেলা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য ধুমধামের সহিত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল, অনেক শহর থেকে বাবুল মদীনা করাচীর জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থাও ছিল। তখন আমার এক আত্মিয় ইন্তিকাল করলো, তার ইন্তিকালের কিছু দিনের পর জনৈক ব্যক্তি মরহুমকে স্বপ্নে দেখে যখন তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কিছুটা এরূপ বর্ণনা করলেন: আমি করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়্যতে বিশেষ ট্রেনের টিকেট বুকিং করিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি, এখন মৃত্যুর পর বুঝতে পারলাম যে, **আল্লাহ তায়ালা** এই সত্য নিয়্যতের কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রহমতে হক “বাহা” না মী জুইদ,
রহমতে হক “বাহানা” মী জুইদ।

(**আল্লাহ তায়ালার** রহমত “বাহা” অর্থাৎ মূল্য চায় না। **আল্লাহ তায়ালার** রহমত তো “বাহানা” খুঁজে)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ভালো নিয়্যত কিরূপ উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ যে, আমল করার সুযোগ না পাওয়ার পরও ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যতকারী সৌভাগ্যবানকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: মানুষ কিছু দিনের আমলের কারণে নয়, ভালো নিয়্যতের কারণে জান্নাত লাভ করবে। (কিমিয়ায়ে সা'দাত, ২/৮৬১। দা'ওয়াতে ইসলামী কি মাদানী বাহার, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! কাফন-দাফন সম্পর্কিত কিছু নিয়্যত করে নিন।

কাফন-দাফন শিখানোর বিভিন্ন নিয়্যত

❋ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আশিকানে রাসূলকে কাফন-দাফনের পদ্ধতি শিখাবো ❋ ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে পরিস্কার পরিছন্ন কাপড় পরিধান করবো ❋ সুগন্ধী ব্যবহার করবো ❋ নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবো ❋ প্রথমে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط পাঠ করে হামদ, দরূদ ও সালাম, তাউস এবং তাসমিয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করবো ❋ সময় ও সুযোগ বুঝে عَزَّ وَ جَلَّ، صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ، رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ ، رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ পড়বো ❋ ধর্মীয় কিতাবের সম্মান করবো ❋ সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করবো ❋ যদি কারো কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে বারবার বুঝানোর ক্ষেত্রে অলসতা করবো না ❋ সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান দৃষ্টি দিবো ❋ ধমকানো এবং হেয় করা থেকে বিরত থাকবো ❋ মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করবো ❋ মৃত্যু এবং এর পরবর্তী ধাপসমূহ অতিক্রম করাকে স্মরণ করে নিজেকে এবং অন্যদেরকে আখিরাতের চিন্তা প্রদান করবো।

কাফন-দাফন শিখার বিভিন্ন নিয়্যত

❋ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াবের জন্য কাফন-দাফনের পদ্ধতি শিখবো ❋ ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করবো ❋ সুগন্ধী ব্যবহার করবো ❋ নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবো ❋ বিনা কারণে কাপড়, শরীর, চুল বা দাঁড়ি নড়াচড়া করা থেকে বিরত থাকবো ❋ কার্পেটের সুতা ছিড়া, জমিনে আঙ্গুল দিয়ে খেলা করা, এদিকে সেদিকে তাকানো, কথা বলা এবং হেলান দেওয়া থেকে বিরত থাকবো ❋ পর্দার উপর পর্দা না থাকা অবস্থায় হাঁটু দাঁড় করিয়ে অন্যের জন্য কুদৃষ্টির কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকবো ❋ হাটুর উপর মাথা রাখা, অপরকে ইশারা করা, উঠে চলে যাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবো ❋ ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসে ইলমে দ্বীন বুঝার জন্য দৃষ্টিকে নত করে গভীর মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে শ্রবণ করবো ❋ প্রয়োজনে সামনে অগ্রসর হয়ে অপরকে বসার জায়গা করে দিবো ❋ মোবাইল ফোন বন্ধ রাখবো ❋ নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকবো ❋ অপরের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবো ❋ স্বভাব বিরোধী ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের অংশীদার হবো ❋ কোন বিষয় বুঝতে না পারলে আদব সহকারে আবারো বুঝানোর জন্য আবেদন করবো ❋ দ্বীনি কিতাব এবং শিক্ষককে সম্মান করবো ❋ যা কিছু শিখবো তা অপরকে শিখানোর ক্ষেত্রে কৃপণতা করবো না ❋ আশিকানে রাসূলের কাফন-দাফনের জন্য নিজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে সময় নির্দিষ্ট করে (যেমন; ২ বা ৩ ঘন্টা) নিজেকে মজলিশের খিদমতে অর্পন করবো।

কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করার নিয়্যত সমূহ

❋ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াবের জন্য আশিকানে রাসূলের কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবো ❋ ফরযে কিফায়া আদায় করবো ❋ মুসলমানের হক আদায় করবো ❋ সকল বিষয়ে সুন্নাত এবং শরীয়াতের বিধানাবলীর প্রতি সজাগ থাকবো ❋ মৃতের পরিবার পরিজনের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সহমর্মিতা প্রদর্শন করবো ❋ যথাসম্ভব ওযু অবস্থায় থাকবো ❋ সুযোগ হলে

তবে নম্রভাবে মরহুমের পরিবার ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে ইনফিরাদি কৌশিশ করবো ❁ নিজের জন্য, মরহুম এবং তার পরিবার এবং উম্মতে মুসলিমার কল্যাণার্থে দোয়া করবো ❁ **শরীয়াত** বিরোধী কাজ থেকে সাধ্যানুযায়ী বাধা প্রদানের চেষ্টা করবো ❁ মরহুমের জন্য ইছালে সাওয়াব করবো এবং তার পরিবারবর্গকে ইছালে সাওয়াব করার জন্য রিসালা বন্টন করা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

কাফন-দাফন মজলিশের ২৬টি মাদানী ফুল

(১) প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِیَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২) এজন্য কাফন-দাফন মজলিশের সকল যিম্মাদার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ প্রদত্ত "৭২টি মাদানী ইন্‌আমাত" এর "মাদানী ইনআম নম্বর ১" এর উপর আমল করে এই নিয়্যত করতে থাকুন যে, "আমি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "কাফন-দাফন মজলিশ" বিভাগের মাদানী কাজ মাদানী মারকাযের পদ্ধতি অনুযায়ী করবো। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

(২) কাফন-দাফন মজলিশের কাজ, শরীয়াত ও মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত পদ্ধতি (যা শরীয়াত বিরোধী নয়) অনুযায়ী মুসলমান মৃতের কাফন-দাফন ও সংশ্লিষ্টদের সমবেদনা জ্ঞাপনের সকল বিষয় সম্পন্ন করে সাওয়াব অর্জন করা এবং সকল আশিকানে রাসূলকে মৃতের গোসল শিখানো।

(৩) কাফন-দাফন মজলিশের সকল ইসলামী ভাই কাফন-দাফন এবং সমবেদনা ও জানাযার নামায ইত্যাদির মাসয়ালা শিখবে, এজন্য মাকতাবাতুল

মদীনার কিতাব “কাফন-দাফনের পদ্ধতি” অধ্যয়ন করা আবশ্যক, যাতে ❋ মাদানী ওসিয়ত নামা ❋ জানাযার নামাযের পদ্ধতি ❋ শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার ❋ ফাতেহার পদ্ধতি ❋ কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা ❋ বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১ম খন্ডের কিতাবুল জানাইয ৭৯৯ হতে ৮৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত (মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী কর্তৃক প্রকাশিত) এবং ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৯ম খন্ড থেকে সংগৃহিত, তাছাড়া “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” থেকেও প্রয়োজনীয় শরয়ী দিক নির্দেশনা নিতে থাকুন। এই বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের উচিত যে, কাফন-দাফন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত “কাফন-দাফনের Video ইজতিমা” নামক DVD সংগ্রহ করা, তাছাড়া এই বিভাগের ওয়েবসাইট tajheezotakfeen.dawateislami.net থেকেও এই Video ইজতিমা দেখা ও শুনা যাবে। ডিভিশন থেকে দেশীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক যিম্মাদারের জাদুয়ালে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার (কাফন-দাফনের) DVD ইজতিমা করার লক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত।

❋ কাফন-দাফন মজলিশের প্রত্যেক পর্যায়ের যিম্মাদারদের প্রতি নির্দেশ যে, প্রত্যেক বছর মুহাররামুল হারাম মাসে “কাফন-দাফনের পদ্ধতি” কিতাবটি পাঠ করা এবং এই ভিডিও দেখা, সফরুল মুযাফফর মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রত্যেক পর্যায়ের মাদানী মাশওয়ারায় প্রত্যেক যিম্মাদার থেকে এর কার্যবিবরনী নেয়া হবে।

(৪) মজলিশের নিগরান (দেশীয় পর্যায়) মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করবে এবং প্রত্যেক এলাকায়/ শহরে এই কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইসলামী ভাইদের মানসিকতা প্রদান করে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করা। তার নাম, মোবাইল নম্বর নিয়ে নিন, যেন প্রয়োজনে যোগাযোগ করা সহজ হয়। যদি সম্ভব হয় তবে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কবর খননকারী ইসলামী ভাইদেরকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করাবে, যেন শরীয়াত অনুযায়ী তাদেরও প্রশিক্ষণ হয়ে যায়।

(৫) সাপ্তাহিক ইজতিমার মসজিদে শরয়ী নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যানার লাগান, যাতে লেখা থাকবে: “মৃত ব্যক্তির গোসলের জন্য এ নাম্বারে যোগাযোগ করুন (কাফন-দাফন মজলিশ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**)”, অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদের ইজতিমায় “মহিলা মৃতের গোসলের জন্য এ নাম্বারে যোগাযোগ করুন (কাফন-

দাফন মজলিশ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**)[১] এলাকার মসজিদেও যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগের নাম্বার এবং যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট বাক্য মসজিদের বোর্ড ইত্যাদিতে লিখে ঝুলিয়ে দেয়া যেতে পারে, যেনো প্রয়োজনে মানুষ যোগাযোগ করতে পারে। (যে মোবাইল নাম্বার দেওয়া হবে, তা মজলিশের পরামর্শে দেওয়া হবে)

(৬) যেখানে কোন বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন সুন্নী আশিকে রাসূলের ইন্তিকাল হবে, মজলিশের ইসলামী ভাইয়েরা ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (মৃতের গোসল থেকে দাফন পর্যন্ত) অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন, তাছাড়া ইছালে সাওয়াব ইজতিমারও ব্যবস্থা করুন।

(৭) মৃতের গোসল থেকে দাফন পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম "মাদানী অসীয়ত নামা ও কাফন-দাফনের বিধানাবলী"তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী করার চেষ্টা করুন। মৃতের গোসল প্রদানকারী ইসলামী ভাইয়ের নিকট মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" এবং "কাফন-দাফন" কার্ড সব সময় থাকা উচিৎ। তাছাড়া নিজের মোবাইলে Muslim Funeral app অবশ্যই রাখুন।

(৮) মৃতের গোসল দেওয়ার পর দাফন পর্যন্ত অনেক সময়ে মৃতের আত্মীয় স্বজনের জন্য অপেক্ষা করা হয়, এ সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব"** এবং কিতাব **"কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"** থেকে নেকীর দাওয়াত দিন। এছাড়াও এই সময় এই বিষয়ের মানসিকতা প্রদান করুন যে, এই সময়ও কোরআন খতম, দরূদ শরীফ, ইস্তিগফার এবং অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

(৯) কাফন তৈরি করা, মৃতকে গোসল দেওয়া, জানাযার নামায আদায় করার জন্য অপেক্ষা করা এবং কবরস্থানে দাফনের সময় ইনফিরাদী কৌশিশের অনেক সুযোগ আসে, এই সময় বিশেষ করে মৃতের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করুন, তাছাড়া সম্ভব হলে কবরস্থানে যাওয়ার সময়

(১)... ব্যানারের পদ্ধতি শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন।

“কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা” এবং “কাফন ও দাফনের পদ্ধতি” থেকে মাদানী ফুল বয়ান করুন।

(১০) কোন কোন এলাকায় দাফনের পরপরই কবরে কিংবা পরদিন মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য “কোরআন খতম” এর ব্যবস্থা করা হয়, এমতাবস্থায়ও মাদরাসাতুল মদীনা (বালক) মজলিশের অনুমতিতে নিকটস্থ মাদরাসাতুল মদীনা (বালক) এর মাদানী মুন্নাদের মাধ্যমে কোরআন খতমের আয়োজন করুন। (মাদরাসাতুল মদীনা (বালক) এর নির্ধারিত মাদানী ফুলের আলোকেই ব্যবস্থা করুন)

(১১) যেমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি এলাকার রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে মৃতের গোসল, কাফন এমনকি দাফন পর্যন্ত কিছু বিষয়েও রীতিনীতি ভিন্ন হয়ে থাকে বরং কোন অযৌক্তিক নয় যে, ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং অজ্ঞতার কারণে শরীয়াত বিরোধী ব্যাপারও হয়ে থাকে। উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামনার নিয়্যতে যেখানে শরীয়াত বর্হিভুত কিছু দেখবে/শুনবে সেখানেই দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করে ভালো ভালো নিয়্যতে মৃতের আত্মীয় স্বজনদের নম্রতা ও কৌশলের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত পেশ করুন।

(১২) শরীয়াত বিরোধী বিষয় (যেমন; বিলাপ করা, বুক থাপড়ানো, মাথার চুল ছিড়া, বিপদের সময় কুফরী বাক্য বলা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা ইত্যাদি) সম্পর্কে জানার পর তা চিহ্নিত করা ও শরীয়াতের দিক নির্দেশনা জানানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঝগড়া-বিবাদের আশংখ্যা যেন না হয়। (যেখানে প্রবল ধারণা হবে যে, বুঝালে মেনে নিবে, তবে বুঝানোর চেষ্টা করবে) এবং মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা “**২৮টি কুফরী বাক্য**” উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(১৩) এসময় সাধারণত মন নরম হয়ে যায়, মানুষ নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়, এই সুযোগে মজলিশের পক্ষ থেকে চালু করা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সমবেদনা মাকতুব শুনিয়ে মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য মানসিকতা প্রদান করা যেতে পারে। (সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিম্মাদারদের পরস্পর পরামর্শ ও অনুমতিতে হলে খুবই ভালো হয়)

(১৪) ৩য় দিবস, চেহলাম এবং বাৎসরিক ফাতেহায় ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা করুন, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ানের ব্যবস্থা করুন আর মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা ইত্যাদি বন্টন করার ব্যবস্থা করুন। "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" কিতাবে ইছালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের বয়ান রয়েছে।

(১৫) দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "শয়তানে কতিপয় হাতিয়ার" এর ১০ নং হতে ১৩ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত অবশ্যই অবশ্যই পাঠ করুন।

ইছালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের জাদুয়াল (রুটিন)

(সর্বোচ্চ ৯২ মিনিট)

তিলাওয়াত ও নাত শরীফ	২৫ মিনিট
সুন্নাতে ভরা বয়ান	৪০ মিনিট
যিকরুল্লাহ	৫ মিনিট
ভাব গাম্ভির্য্যপূর্ণ দোয়া	১২ মিনিট
সালাত ও সালাম (৩ কলি) ও আখেরী মুনাজাত	৩ মিনিট

মদীনা: যে সময় নির্ধারণ করা হবে, তা অনুসরন করুন, "ইশারের নামাযের পরে হবে" বলার পরিবর্তে ঘড়ির সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করুন, যেমন; রাত ৯ টায় নির্ধারণ হলো, তবে লোকজনের অপেক্ষা না করে যথাসময়ে কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে দিন।

মদীনা: চেষ্টা করে ইছালে সাওয়াবের জন্য সেখান থেকে মাদানী কাফেলায় সফর করান।

(১৬) রিসালা বন্টন করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিবেশ অনুযায়ী রিসালার ব্যবস্থা করুন, যেমন; কবরের প্রথম রাত, মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা, মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব, চার ভয়ংকর স্বপ্ন, সম্রাটদের হাড়, ফাতেহার পদ্ধতি, ফয়যানে ইয়াসিন শরীফ, ফয়যানে নামায ইত্যাদি।

❋ মৃতের আত্মীয়দের সাথে পরবর্তিতেও যোগাযোগ রাখুন, মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য কমপক্ষে ১২টি সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং প্রতি মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার ব্যবস্থা হলে মদীনা মদীনা।

(১৭) মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত ও বিভিন্ন কোর্সের মাসিক লক্ষ্য

মজলিসের প্রত্যেক পর্যায়ের যিম্মাদারগণ নিজ মুশাওয়ারাতের নিগরানের সাথে পরামর্শ করে মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, ১২ দিনের **"ইসলাহে আমল কোর্স"**, ২৬ দিনের **"১২ মাদানী কাজ কোর্স"** এর মাসিক লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং এর জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টাও করুন।

(১৮) যিম্মাদার নিয়োগ পদ্ধতি:

#	পর্যায়	যিম্মাদার
১	এলাকা	এলাকা পর্যায়ের তিন সদস্য বিশিষ্ট কাফন-দাফন মজলিশ
২	ডিভিশন	ডিভিশন পর্যায়ের তিন সদস্য বিশিষ্ট কাফন-দাফন মজলিশ
৩	কাবিনা	কাবিনা পর্যায়ের তিন সদস্য বিশিষ্ট কাফন-দাফন মজলিশ
৪	কাবিনাত	কাফন-দাফন মজলিশের কাবিনাত নিগরান
৫	বিভাগ	বিভাগের যিম্মাদার (মজলিশের সদস্য)
৬	দেশ	কাফন-দাফন মজলিশের নিগরান
৭	শুরা সদস্য	কাফন-দাফন মজলিশ

❋ কাবিনা, ডিভিশন, এলাকা পর্যায়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট মজলিশ হবে, এই মজলিশের নিগরান হলো কাবিনার সদস্য, ডিভিশনের মুশাওয়ারাতের সদস্য এবং এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের সদস্য হবে। ❋ বিভাগের যিম্মাদারগণ পাকিস্তান পর্যায়ের মজলিশের সদস্য। ❋ বিভিন্ন দেশে দেশীয় পর্যায়ে মজলিশ হবে, যা শুরা সদস্যের অধীনস্থ হবে। (বর্হিবিশ্বের যিম্মাদারগণ সংশ্লিষ্ট শুরা সদস্যের অনুমতি ব্যতীত যিম্মাদার বানাবে না) ❋ মনে রাখবেন! যে কোন পর্যায়ের সদস্য ও নিগরান নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের নিগরানের অনুমতি আবশ্যক। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ প্রত্যেক মজলিশে মাদানী ইসলামী ভাই থাকা পছন্দ করেন।)

(১৯) মাদানী মাশওয়ারার তারিখ ও মাদানী ফুল:

#	তাং	মাদানী মাশওয়ারা গ্রহণকারী	পর্যায়	অংশগ্রহণকারী	মাদানী ফুল
১	১	ডিভিশন মুশাওরাতের নিগরান/ ডিভিশর যিম্মাদার	ডিভিশন	এলাকা থেকে ডিভিশন তিন সদস্য বিশিষ্ট মজলিশ	ব্যক্তিগত কার্যবিবরনী, অগ্রীম জাদুয়াল ও জাদুয়াল কার্যবিবরনী, যিম্মাদার নিয়োগ, উন্নতি ও অবনতি নিরীক্ষণ, আগামী মাসের লক্ষ্য ইত্যাদি
২	২	কাবিনার নিগরান/ কাবিনা যিম্মাদার	কাবিনা	ডিভিশন থেকে কাবিনা তিন সদস্য বিশিষ্ট মজলিশ	//
৩	৪	কাবিনাত নিগরান/ কাবিনাত যিম্মাদার	কাবিনাত	কাবিনা যিম্মাদার (উত্তম হয় যে, প্রত্যেক কাবিনার তিন সদস্য বিশিষ্ট মজলিশ অংশগ্রহণ করা)	//
৪	৫	মজলিশের সদস্য	বিভাগ	কাবিনাতের সদস্য	//
৫	৬	শুরার সদস্য/ মজলিশের নিগরান	দেশ	বিভাগীয় যিম্মাদারগণ	//

ব্যাখ্যা: শুরার সদস্য/ মজলিশের নিগরান, দেশীয় পর্যায়ের মজলিশের (বিভাগের যিম্মাদারগণ) প্রত্যেক মাসে মাদানী মাশওয়ারা করবে, একমাসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এবং অপর মাসে সরাসরি।

❁ রুটিন (Routine) ব্যতিত হওয়া বিভাগ সমূহের মাদানী মাশওয়ারা বা যিম্মাদারদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য প্রথমে “অনুমতি পত্র” পরিপূর্ণ ভাবে পূরণ করে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের নিকট জমা করাতে হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য “মাদানী মাশওয়ারার অনুমতি পত্র বা যিম্মাদারদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা” এর মাদানী ফুল মনোযোগ সহকারে দেখে নিন, এই অনুমতি পত্র দেশীয় ইন্তিযামি কাবিনার অফিস থেকে মেইল করা হয়েছে, প্রয়োজনে পূণরায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।)

(২০) কারকারদেগী জমা করানোর তারিখ:

☆এলাকা: ২ ☆ ডিভিশন: ৩ ☆ কাবিনা: ৪ ☆কাবিনাত: ৫ ☆ বিভাগ: ৬ ☆ দেশ: ৭।

(২১) মাদানী মাশওয়ারার আধিক্য থেকে বাঁচার জন্য নির্ধারিত পর্যায় ছাড়া অন্য কোন পর্যায়ের মাশওয়ারা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নিগরানের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। ✯ যখন উচ্চ পর্যায়ের যিম্মাদার অন্যান্য পর্যায়ের যিম্মাদারদের মাশওয়ারা নিবে তখন চলতি মাসের মাসিক মাশওয়ারা হবে না। ✯ অনুরূপভাবে যে মাসে সংশ্লিষ্ট নিগরান বিভাগের যিম্মাদারদের মাশওয়ারা করবেন, সেই মাসেও বিভাগের যিম্মাদারদের মাসিক মাদানী মাশওয়ারা করবে না। (বিভাগের মাদানী কাজকে শক্তিশালী করা এবং সুচারু রূপে করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আপন নিগরান দ্বারা বিভাগের ইসলামী ভাইদের মাশওয়ারা করানো উপকারী।)

(২২) দেশীয়/ বহিঃবিশ্বের যিম্মাদাররা ইংরেজি মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত কার্যবিবরনী দেশীয় ইন্তিযামী কাবীনা/ বহিঃবিশ্ব মজলিশের অফিস এবং সংশ্লিষ্ট শুরা সদস্যকে মেইল করে দিবে। (মনে রাখবেন! কার্যবিবরনীর মাদানী মাশওয়ারার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যদি কোন কারণে মাদানী মাশওয়ারা না হয় তবুও নির্ধারিত তারিখে আপন আপন নিগরানকে কার্যবিবরনী পৌঁছিয়ে দিন।)

(২৩) প্রত্যেক যিম্মাদার প্রতি মাসের অগ্রীম জাদুয়াল ইংরেজি মাসের ১৯ মধ্যেই নিজ নিগরান (মুশাওয়ারাতের নিগরান/মজলিশের নিগরান) থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিন, অতঃপর এ অনুযায়ী অগ্রিম অবহিত করে নিজের জাদুয়ালের উপর আমল করুন এবং মাস শেষ হওয়ার পর ৩ তারিখের মধ্যেই জাদুয়ালের কার্যবিবরনী নিজ নিগরানকে (মুশাওয়ারাতের নিগরান/ মজলিশের নিগরান) উপস্থাপন করুন।

(২৪) সংশ্লিষ্ট নিগরানের পরামর্শক্রমে বিভাগের যিম্মাদারগণ মঙ্গলবার লিখিত কাজের ব্যবস্থা করুন।

(২৫) সংশ্লিষ্ট মুশাওয়ারাতের নিগরানের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। তাকে আপনার কার্যবিবরনী সম্পর্কে অবহিত রাখুন এবং তার সাথে পরামর্শ করতে থাকুন। যে নিগরানের সহিত যত বেশি সম্পৃক্ত থাকবে সে ততবেশী শক্তিশালী হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(২৬) যিম্মাদারগণ নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো করার চেষ্টা করুন:

✯ ফরয ইল্‌ম অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকুন। ফরয ইল্‌ম শিখার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব, বাহারে শরীয়াত, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ইহইয়াউল উলুম ইত্যাদি অধ্যয়ন করার অভ্যাস গড়ুন। বিশেষ করে সদরুল আফাযিল মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ইসলামী আকীদা সম্পর্কীত কিতাব "**কিতাবুল আকায়িদ**" (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত), বাহারে শরীয়াত **১**ম অংশ, কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, মাসয়ালা শিখার জন্য বাহারে শরীয়াতের নির্বাচিত অধ্যায় এবং অংশের পাশাপাশি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর সকল কিতাব ও রিসালা, ভালো ও খারাপ চরিত্র সম্পর্কে জানার জন্য "বাতেনী বিমারিয়োঁ কি মা'লুমাত" এবং "নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল কি মা'লুমাত" (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত) অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়ন করার জন্য কিছু সময় (যেমন; ১৯ মিনিট) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালার জন্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য কিতাবের জন্যও কিছু সময় (যেমন; মাগরিবের পর ও খাবারের পূর্বে ১৯ মিনিট) নির্ধারণ করুন। ✯ সাপ্তাহিক সম্মিলিতভাবে দেখা "মাদানী মুযাকারা"য় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করাকে আবশ্যক করে নিন, এর বরকতে ইলমে দ্বীনের অশেষ ভান্ডার অর্জিত হবে, তাছাড়া "মাদানী ইনআম নম্বর ৪৭" এর উপর আমল করে মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান, সংশোধনী বয়ানে পাশাপাশি ফয়যানে মাদানী মুযাকারা এবং ফয়যানে ফরয উলুম মেমোরী কার্ড শুনাও অব্যাহত রাখুন। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর মাধ্যমেও অনেক ফরয জ্ঞান অর্জিত হবে। ✯ ৬৩ দিনের "মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স"ও ফরয উলুম অর্জন করার এক উত্তম উপায়। ✯ আমলগতভাবে মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন, দৈনিক কমপক্ষে ২ ঘন্টা মাদানী কাজে সময় অতিবাহিত করুন, যেমন; মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলের জন্য প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মানসিকতা দিতে কমপক্ষে ২জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদি কৌশিশ, মাদানী দাওরা, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, ফজরের পর মাদানী হালকা, সাদায়ে মদীনা, চৌক দরস,

নিয়মিত শুরু থেকে শেষ সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। ✫ আমাদের মাদানী উদ্দেশ্যের আলোকে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে প্রত্যেক মাসে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা নিজ এলাকার যিম্মাদারদের নিকট জমা করিয়ে দিন এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য সারা জীবনে একত্রে ১২ মাস, প্রত্যেক ১২ মাসে ১ মাস (৩০দিন) এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩দিন জাদুয়াল অনুযায়ী মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন। ✫ বিরতিহীনভাবে ফিক্‌রে মদীনা করে আত্তারের **পেয়ারা, দোস্ত, মনযুরে নযর এবং মাহবুবে আত্তার** হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এতে স্থায়িত্ব পেতে কমপক্ষে ৩ দিন মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন, তাছাড়া প্রয়োজনিয় কথাবার্তা কম শব্দে এবং কিছু ইশারায় ও কিছু লিখে করার চেষ্টা করার পাশাপাশি দৃষ্টিকে নত রাখার অভ্যাস গড়ে কুফ্‌লে মদীনার মর্যাদা মোটামুটি, উত্তম এবং অতি উত্তম হওয়ার চেষ্টা করুন। ✫ মারকাযী মজলিশে শুরা, কাবিনা এবং নিজ বিভাগের মাদানী মাশওয়ারায় অর্জিত মাদানী ফুলসমূহ নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের নিকটও সময়মত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। ✫ মজলিশের রুকনগণ, মাদানী ইনআম নম্বর ৪৭ এর উপর আমল করে দৈনিক কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১২মিনিট মাদানী চ্যানেল দেখার ব্যবস্থা করুন তাছাড়া সাপ্তাহিক সরাসরি মাদানী মুযাকারা দেখার পাশাপাশি অন্যান্য রেকডিংকৃত মাদানী মুযাকারা এবং মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান সমূহ একাগ্রচিত্তে দেখার মাদানী অনুরোধ রইলো। (www.dawateislami.net এবং www.ameer-e-ahlesunnat.net এরও Visit করতে উৎসাহ প্রদান করুন) ✫ মাদানী কাজ এবং সাক্ষাতের সময় আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় মুরীদ/ তালিব বানানোর চেষ্টা করতে থাকুন, মুরীদ/ তালিব হয়ে গেলে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া থেকে মাকতুবের ব্যবস্থা এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া সংগ্রহ করার ও প্রতিদিন পাঠ করার উৎসাহও প্রদান করুন। ✫ মাদানী কাজ স্থায়ীভাবে করার জন্য বিশেষকরে **মাদানী ইন্‌আমাত নং ২৪** এবং **২৬** এর

আমলকারী হয়ে যান। ✯ **মাদানী ইন্‌আমাত নং ২৪:** আপনি কি আজ মারকাযী মজলিসে শুরা, কাবীনাত মুশাওয়ারাত এবং অন্যান্য মজলিস সমূহ যার অধীনে আপনি রয়েছেন (শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে) তাদের আনুগত্য করেছেন? ✯ **মাদানী ইন্‌আমাত নং ২৬:** কোন যিম্মাদার (বা সাধারণ ইসলামী ভাই) হতে যদি দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায়, আর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, লিখিতভাবে অথবা তার সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে (উভয় অবস্থায় বিনয়ের সাথে) তা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, নাকি **আল্লাহ**র পানাহ! শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো নিকট তা প্রকাশ করে গীবতের মত কবীরা গুনাহ করে বসেছেন?

মদীনা: বহিঃর্বিশ্বের যিম্মাদারগণ সংশ্লিষ্ট শুরার সদস্যের পরামর্শ এবং অনুমতিক্রমে এই মাদানী ফুল সমূহ সংযোজন করতে পারবে।

মারকাযি মজলিশে শুরা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাদানী উদ্দেশ্য: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ

প্রকাশকাল: (সংযোজিত মাদানী ফুল): ৩০ যিলকাদাতিল হারাম ১৪৩৯ হিজরি/ ২৭ জুলাই ২০১৮ ইংরেজি)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ইসলামী বোনদের কাফন-দাফন মজলিশের ২৬টি মাদানী ফুল

(আর্ন্তজাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**)

☆ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম। (মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২) এজন্য কাফন-দাফন মজলিশের সকল যিম্মাদার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه প্রদত্ত "৬৩টি মাদানী ইন্‌আমাত" এর "মাদানী ইনআম নম্বর ১" এর উপর আমল করে এই নিয়্যত করতে থাকুন যে, "আমি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "কাফন-দাফন মজলিশ" বিভাগের মাদানী কাজ মাদানী মারকাযের পদ্ধতি অনুযায়ী করবো। اِنۡ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

(১) কাফন-দাফন মজলিশের কাজ, শরীয়াত ও মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত পদ্ধতি (যা শরীয়াত বিরোধী নয়) অনুযায়ী মুসলমান মৃতের কাফন-দাফন ও সংশ্লিষ্টদের সমবেদনা জ্ঞাপনের সকল বিষয় সম্পন্ন করে সাওয়াব অর্জন করা এবং সকল আশিকানে রাসূলকে মৃতের গোসল শিখানো।

(২) কাফন-দাফন মজলিশের সকল ইসলামী বোন কাফন-দাফন এবং সমবেদনা ইত্যাদির মাসয়ালা শিখবে, এজন্য মাদানী মুযাকারা শুনুন, তাছাড়াও মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন করা উপকারী, যেমন; ❁ কাফন-দাফনের পদ্ধতি ❁ মাদানী ওসিয়ত নামা ❁ জানাযা নামাযের পদ্ধতি ❁ ফাতেহার পদ্ধতি ❁ কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা ❁ শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার ❁ বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১ম খন্ডের কিতাবুল জানাইয ৭৯৯ হতে ৮৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত) এবং কাফন ও দাফনের শরয়ী মাদানী ফুল এবং ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৯ম খন্ড থেকে সংগৃহিত, তাছাড়া "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" থেকেও প্রয়োজনে শরয়ী দিক নির্দেশনা নিতে থাকুন। এই বিভাগের সাথে

সংশ্লিষ্ট যিম্মাদার ইসলামী বোনদের উচিত যে, কাফন-দাফন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত Audio memory cardও এর মাধ্যম। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নাম্বার "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" কিতাবে রয়েছে)

(৩) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কাফন-দাফন সম্পর্কিত ব্যানার বা panaflex ঝুলিয়ে দেয়া যেতে পারে, ব্যানারের পাশে কাফন-দাফনের যিম্মাদার (যেলী পর্যায়) থাকা আবশ্যক। ব্যানারের উপর কাফন-দাফন যিম্মাদারের (যেলী পর্যায়) নাম্বার দিন, উত্তম হবে যে, ২টি যোগাযোগ নাম্বার দেয়া যা ডাবল ১২ ঘন্টা খোলা থাকে। (ব্যানারের নমুনা কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাবরে শেষে দেয়া আছে)

(৪) যেখানে কোন বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন সুন্নী আশিকে রাসূল ইসলামী বোনের ইন্তিকাল হবে, কাফন-দাফন মজলিশের ইসলামী বোনেরা ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (মৃতের গোসল ও কাফনে) অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন, গোসল ও কাফনের পর থেকে দাফন পর্যন্ত অনেক সময় মরহুমার আত্মীয়-স্বজনদের আগমনের অপেক্ষা করা হয় (যদি আওয়াজ পর্দার মধ্যে রাখার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকে) তখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা "মৃত ব্যক্তি অনুশোচনা" থেকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করুন। অন্যথায় তখন কোরআন খানি, দরূদ শরীফ এবং অন্যান্য তাসবীহ সমূহ পাঠ করতে থাকুন।

(৫) কাফন তৈরি করা এবং মৃতের গোসল দেওয়ার সময় ইনফিরাদি কৌশিশ করার অনেক সুযোগ আসে, এমতাবস্থায় বিশেষ করে পরিবারের ইসলামী বোনদের উপর এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে ইসলামী বোন রয়েছে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করুন।

(৬) কোন কোন এলাকায় দাফনের পরপরই কিংবা পরদিন মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য "কোরআন খতম" এর ব্যবস্থা করা হয়, এমতাবস্থায়ও মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) মজলিশের অনুমতিতে নিকটস্থ মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) (যদি

থাকে তবে) এর মাদানী মুন্নীদের[১] মাধ্যমে কোরআন খতমের আয়োজন করুন। অন্যথায় দূরের কোন মাদরাসাতুল মদীনায় ইছালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করে দিন (মাদরাসাতুল মদীনায় ইছালে সাওয়াবের মাদানী ফুল কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাব থেকে অধ্যয়ন করে নিন তাছাড়া মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) মজলিশের নির্ধারিত মাদানী ফুলের আলোকেই ব্যবস্থা করুন)

(৭) যেমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি এলাকার রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে মৃতের গোসল ও কাফন দেয়ার কিছু বিষয়েও রীতিনীতি ভিন্ন হয়ে থাকে বরং কোন অযৌক্তিক নয় যে, ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং অজ্ঞতার কারণে শরীয়াত বিরোধী ব্যাপারও হয়ে থাকে। উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামনার নিয়্যতে যেখানে শরীয়াত বর্হিভুত কিছু দেখবে/শুনবে সেখানে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করে ভালো ভালো নিয়্যতে মৃতের পরিবারের ইসলামী বোনদের নম্রতা ও কৌশলের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত পেশ করুন।

❋ শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ (যেমন; বিলাপ করা, বুক থাপড়ানো, মাথার চুল ছিড়া, বিপদের সময় কুফরী বাক্য বলা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা ইত্যাদি) সম্পর্কে জানার পর তা চিহ্নিত করা ও শরীয়াতের দিক নির্দেশনা জানানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঝগড়া-বিবাদের আশংকা যেন না হয়। (যেখানে প্রবল ধারণা হবে যে, বুঝালে মেনে নিবে, তবে বুঝানোর চেষ্টা করবে) এবং মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা **"২৮টি কুফরী বাক্য"** উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(৮) এসময় সাধারণত মন নরম হয়ে যায়, মানুষ নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়, এই সুযোগে মজলিশের পক্ষ থেকে চালু করা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সমবেদনা চিঠি শুনিয়ে মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য মানসিকতা প্রদান করা যেতে পারে। (সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিম্মাদারদের পরস্পর পরামর্শ ও অনুমতিতে হলে খুবই ভালো হয়)

---

(১) দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে কন্যা শিশুকে মাদানী মুন্নী বলা হয়। (অনুবাদ মজলিশ)

(৯) ৩য় দিবস, চেহলাম এবং বাৎসরিক ফাতেহায় ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা করুন, এর জন্য ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের মাদানী ফুল (ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের মাদানী ফুল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েবসাইটে বিদ্যমান রয়েছে) অনুযায়ী ইছালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা করুন এবং মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা ইত্যাদি বন্টন করার ব্যবস্থা করুন। (উত্তম হচ্ছে যে, আবাসিক এলাকার ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের যিম্মাদারের (এলাকা পর্যায়ের) মাধ্যমেই ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা করা)

(১০) ইছালে সাওয়াব ইজতিমারও (ইজতিমায়ে যিকির নাত) আয়োজন করুন। এর জন্য নিম্নলিখিত বয়ান থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। (এই বয়ান সমূহ কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতারে রয়েছে।)

(১) ইছালে সাওয়াবের বরকত, (২) ঈমানের হিফাযত,

(৩) সংস্পর্শের প্রভাব, (৪) দুনিয়ার আপদ।

এছাড়াও মাকতাবাতুল মদীনার নিম্মোক্ত কিতাব ও রিসালা সমূহ থেকেও সাহায্য নেওয়া যাবে।

❁ কবরের প্রথম রাত ❁ মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব ❁ মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা ❁ ফাতিহার পদ্ধতি ❁ কবরবাসীর ২৫টি ঘটনা ❁ সম্রাটদের হাড় ❁ বিরান মহল। "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"র link হলো:

https://www.dawateislami.net/bookslibrary/bn

(১১) রিসালা বন্টন করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিবেশ অনুযায়ী রিসালার ব্যবস্থা করুন, যেমন; কবরের প্রথম রাত, মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা, মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব, চার ভয়ংকর স্বপ্ন, সম্রাটদের হাড়, ফাতেহার পদ্ধতি, ফয়যানে ইয়াসিন শরীফ, ফয়যানে নামায ইত্যাদি। ❁ মৃতের গোসল প্রদানকারীনি ইসলামী বোনের নিকট মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" এবং "কাফন-দাফন" কার্ড সর্বদা থাকা উচিৎ। তাছাড়া মোবাইল এ্যাপলিকেশন Muslim Funeral app এবং tajheezotakfeen.dawateislami.net ওয়েবসাইটও অবশ্যই রাখুন, কেননা এখানে বিভিন্ন এলাকায় মৃতের গোসলের জন্য যোগাযোগের নাম্বার

(Contect Numbers) রয়েছে। ❁ মৃতের আত্মীয়দের সাথে পরবর্তিতেও যোগাযোগ রাখুন, মৃতের ইছালে সাওয়াবের জন্য ধারাবাহিকভাবে ১২টি সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণের নিয়্যত করান।

(১২) প্রত্যেক ইংরেজি মাসে (রমযান মাসের শেষ দশদিন ব্যতীত) এলাকা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কাফন-দাফন ইজতিমার ব্যবস্থা "কাফন-দাফন ইজতিমার মাদানী ফুল" অনুযায়ী তৈরি করুন, ("কাফন-দাফন ইজতিমার মাদানী ফুল" কাফন-দাফন ইজতিমার জাদুয়াল "অন্তিম শয্যার বয়ান" "মৃতের গোসলের নিয়্যত" "কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত" "কাফন-দাফন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" "কাঙ্ক্ষিত জিনিসপত্র" "কাফনের জন্য ৪টি মূল্যবান উপহার" "আত্মীয়-স্বজনদের জন্য মাদানী ফুল" "ইদ্দত ও শোকের মাসয়ালা" প্রভৃতি "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।)

(১৩) কাফন-দাফনের যিম্মাদারদেরকে নিম্ন লিখিত মাদানী ফুল জানিয়ে দিন ❁ গোসল ও কাফন পরানোর জন্য মাগরিবের পর যেতে পারবে। ❁ গোসল ও কাফন পরানোর জন্য গমনকারীনির সংখ্যা কমপক্ষে ২জন আর সর্বোচ্চ ৪জন এবং তাদের কমপক্ষে ২টি যোগাযোগের নাম্বার থাকবে যা ডাবল ১২ ঘন্টা (সর্বদা) খোলা থাকবে ❁ গোসল ও কাফন পরানোর জন্য ইসলামী বোনদের নিজের এলাকাতেই যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করুন ❁ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গোসল ও কাফন পরানোর জন্য ইসলামী বোনদের যাওয়ার অনুমতি নেই (তবে যদি মুহরিমরা নিয়ে আসে তবে কোন পরিচিতের ঘরে যেতে পারে) ❁ কোন এলাকায় গোসল ও কাফন পরানোর জন্য একজন ইসলামী বোনও নেই, এরূপ যেনো না হয়। এক্ষেত্রে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে এর এমন সুদৃঢ় ব্যবস্থা হোক যে, অন্য এলাকা থেকে ব্যবস্থা করতে যেনো না হয়। এরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক পর্যায়ের ইসলামী বোনকে গোসল ও কাফন পরানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হোক, সে কাফন-দাফন মজলিশের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক, যাতে অপর এলাকা থেকে ব্যবস্থা করতে না হয়, তবে যদি ইসলামী বোনদের সাহায্যকারী মজলিশের যিম্মাদারের পক্ষ থেকে কোন এলাকায় গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করতে বলা হয় তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে অপর এলাকা

থেকে ব্যবস্থা করা যাবে ❁ যদি কোন যিম্মাদার ইসলামী বোন নিজে থেকেই বিভিন্ন সংস্থা যেমন; কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল ইত্যাদিতে গোসল ও কাফন পরানোর জন্য যায় এবং পর্দা সহকারে যাওয়ার ব্যবস্থা করে, এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মজলিশের পক্ষ থেকে নীতিগতভাবে এর অনুমতি নেই। ❁ বৃদ্ধা ইসলামী বোনেরা গোসল ও কাফন পরানোর জন্য নেকাব ব্যতিত গেলে এতে অসুবিধা নেই। ❁ গোসল ও কাফন পরানোর জন্য আসা যাওয়াতে উত্তম পন্থা হলো যে, নিজের ব্যক্তিগত খরচে যাওয়া, যদি মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা স্বয়ং নিতে আসে কিংবা বাহন পাঠিয়ে দেয়, তবে ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই।

(১৪) গোসল ও কাফন পরানোর এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী দায়িত্ব পূরণ করার অনুমতি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তাকেই দিন, কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) এবং প্রতি মাসে কাফন-দাফনের প্রশিক্ষণ প্রদানকারীনি প্রত্যেক যিম্মাদার ইসলামী বোন (এবং ঐ সকল ইসলামী বোন, যারা মৃতের গোসল দেওয়ার জন্য সময় দিতে পারে, তাদের) মহিলাদের টেষ্ট (পরীক্ষা) মজলিশের মাধ্যমে টেস্ট দেওয়ার ব্যবস্থা কাফন-দাফন যিম্মাদার (কাবিনা/ কাবিনাত পর্যায়) এর মাধ্যমে অবশ্যই করুন, এজন্য এই স্কাইপ আইডি btmattari12@outlock.com, Live:btmattari12 এবং btmattari86@gmail.com এই মেইল আইডিতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রতিদিন (রবিবার ছাড়া) যোগাযোগ করা যাবে। (দেশ বিদেশের সবাই এতেই যোগাযোগ করতে পারবে) ❁ যেই ইসলামী বোন পরীক্ষায় "অতি উত্তম" বলে গন্য হবে, তারা প্রশিক্ষণ দেয়ার উপযুক্ত হবে। ❁ যেই ইসলামী বোন পরীক্ষায় "উত্তম" বলে গন্য হবে, তারা গোসল ও কাফন পরানোর জন্য যেতে পারবে। এবং ❁ যেই ইসলামী বোন "মওকুফ" বলে গন্য হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অকৃতকার্য হওয়া। ❁ যারা পরীক্ষায় "মওকুফ" বলে গন্য হবে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা মহিলাদের পরীক্ষা মজলিশ করবে। (মনে রাখবেন! টেষ্টে উত্তীর্ণ হওয়া ইসলামী বোনদেরই গোসল ও কাফন পরানোর অনুমতি থাকবে, সুতরাং কাফন-দাফনের যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়ে) নিজের এলাকার উত্তম হওয়া ইসলামী বোনদের নাম, যোগাযোগের নাম্বার এবং কোন সময় যেতে পারবে এর তালিকা বানিয়ে সংরক্ষণ করে নিন) ❁ এরূপ

যিম্মাদার ইসলামী বোন, যারা কাফন-দাফন বিভাগে নিযুক্ত নয় কিন্তু কাফন-দাফন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারাও কাফন-দাফন ইজতিমা করতে পারবে, কিন্তু এই বিষয়ে সজাগ থাকবে, যেনো নিজের বিভাগের জাদুয়ালে প্রভাব না পড়ে। ❁ এমন দেশ, যেখানে কাফন-দাফনের প্রশিক্ষণ (কাফন-দাফন ইজতিমা) করার কোন ইসলামী বোন নেই, সেখানে কাফন-দাফন যিম্মাদার (বহির্বিশ্ব মজলিশের সদস্য) যে টেষ্টে "অতি উত্তম" হয়েছে, স্কাইপের মাধ্যমে সেখানকার যিম্মাদারদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (দেশীয় পর্যায়) যিলকদ মাসে Follow up করবে যে, কোন কোন কাবিনাতে জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনায় কাফন-দাফন ইজতিমার আয়োজন করা হয়েছে? কম হওয়া বা আমল না হওয়ার ক্ষেত্রে সহজভাবে বুঝাবে। ❁ যে ইসলামী বোন প্রশিক্ষণ দেয়ার উপযুক্ত, তার মাধ্যমে প্রতি বছর যিলকদ মাসে জামেয়াতুল মদীনার নাযিমা (অধ্যক্ষ), শিক্ষিকা ও ছাত্রী এবং প্রতি বছর যিলকদ মাসে মাদরাসাতুল মদীনার নতুন নাযিমা, শিক্ষিকা ও মাদানী কায়েদা কোর্স এবং মুদাররিসা কোর্সে অংশগ্রহণ কারীনি এবং প্রতি তিন বছরে দারুল মদীনার নাযিমা (অধ্যক্ষ), শিক্ষিকাদের (Techers) জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনায় কাফন-দাফন ইজতিমার ব্যবস্থা করুন। (প্রতি বছর জামেয়াতুল মদীনায় উলা ক্লাসে (শিক্ষিকা কোর্সে) কাফন-দাফন ইজতিমা হবে এবং প্রতি বছর মাদরাসাতুল মদীনায় মুদাররিসা কোর্স এবং মাদানী কায়েদা কোর্সের শিক্ষার্থীদের মাঝে কাফন-দাফন ইজতিমা হবে) ❁ জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা এবং দারুল মদীনায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নাম নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে দিন এবং সংশ্লিষ্ট কাফন-দাফন যিম্মাদারকে (এলাকা পর্যায়) এর বিস্তারিত জানিয়ে দিন। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারের (কাবিনা পর্যায়) উচিৎ যে, বিশেষ (প্রতিবন্ধী) ইসলামী বোনদের যিম্মাদারের (কাবিনা পর্যায়) মাধ্যমে বিশেষ (প্রতিবন্ধী) ইসলামী বোনদের কাফন-দাফন ইজতিমায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে একপাশে বসান এবং তাদের সামনে বিশেষ (প্রতিবন্ধী) ইসলামী বোনদের মুবাল্লিগা বয়ান ইত্যাদি ইশারার ভাষায় অনুবাদ করবে। উত্তম হলো যে, বিশেষ (প্রতিবন্ধী) ইসলামী বোনদের মুবাল্লিগাও যেনো পরীক্ষায় "অতি উত্তম" এর অধিকারী হয়।

(১৫) কাফন-দাফন যিম্মাদারের (কাবিনা ও কাবিনাত পর্যায়) নিকট তার অধীনস্ত সকল এলাকার নামের তালিকার পাশাপাশি কাফন-দাফন যিম্মাদারদের (এলাকা পর্যায়) নাম এবং যোগাযোগেরও নাম্বার থাকা উচিত।

(১৬) যিম্মাদার নিয়োগের পদ্ধতি:

❉ কাফন-দাফন মজলিশের মাদানী কাজের জন্য যিম্মাদারদের নিয়োগ এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত। ❉ প্রত্যেক পর্যায়ের কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা সহনশীল, অনুগত, মিশুক, বিশ্বস্ত, কর্মট, সৎচরিত্রবান, পরিমার্জিত, গম্ভীর, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্ববোধ সম্পন্ন, শরয়ী পর্দাকারীনি, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থেকে দূরত্ব, মাদানী ইন্‌আমাতের আমলকারীনি, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মূলনীতির চর্চাকারীনি, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষা সম্পর্কে অবহিত, মাদানী মাশওয়ারা এবং তরবিয়্যতী হালকায় নিয়মিত অংশগ্রহণকারীনি মোটকথা আপাদমস্তক উৎসাহ প্রদানকারীনি অর্থাৎ আমলীভাবে মাদানী কাজে অংশগ্রহণকারীনি এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পর্কের সময়সীমা কমপক্ষে ২৬ মাস। উত্তম হচ্ছে, কাফন ও দাফনের মাদানী কাজে আগ্রহ পোষণকারীনি হওয়া। ❉ কাফন-দাফন যিম্মাদারকে (এলাকা পর্যায়) ফোন করা এবং প্রয়োজনে সহজেই বের হওয়া এবং ডাবল ১২ ঘন্টার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ❉ যে কেউই ইসলামী বোনের গোসল ও কাফনের জন্য যে কারো সাথেই যোগাযোগ করুক না কেন, তবে যেনো তাকে সংশ্লিষ্ট কাফন-দাফন যিম্মাদারের (এলাকা পর্যায়) সাথে যোগাযোগ করতে বলে দেয়া হয়। ❉ যেকোন পর্যায়ে এবং যেকোন বিভাগে ইসলামী বোনের নিয়োগ শুধু এজন্যই যেন না হয় যে, তার মুহরিম (ইসলামী ভাই) এই বিভাগের যিম্মাদার বরং যেনো এটা দেখা হয় যে, ঐ ইসলামী বোন কি এই মাদানী কাজের যোগ্য? ১১ মে ২০০৯ ইং এর নিগরানে শুরার মাদানী মাশওয়ারায় এই মাদানী ফুলও রয়েছে যে, "উপযুক্ত এবং সমমানসিকতা সম্পন্নদেরকেই মাদানী কাজ দিন"।

নং	পর্যায়		যিম্মাদার ইসলামী বোন
	বাংলাদেশ	বর্হিবিশ্ব	
১	এলাকা	----	কাফন-দাফন যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়)
২	ডিভিশন	ডিভিশন	কাফন-দাফন যিম্মাদার (ডিভিশন পর্যায়)
৩	কাবিনা	কাবিনা	কাফন-দাফন যিম্মাদার (কাবিনা পর্যায়)
৪	কাবিনাত	কাবিনাত	কাফন-দাফন যিম্মাদার (কাবিনাত পর্যায়)
৫	বিভাগ	জোন	কাফন-দাফন যিম্মাদার (বিভাগ পর্যায়)
৬	দেশ	দেশ	কাফন-দাফন যিম্মাদার (দেশীয় পর্যায়)
৭	বর্হিবিশ্ব	বর্হিবিশ্ব	বর্হিবিশ্বের যিম্মাদার
৮	আন্তর্জাতিক	আন্তর্জাতিক	কাফন-দাফন যিম্মাদার (বর্হিবিশ্ব মজলিশের সদস্য)

(১৭) মাসিক লক্ষ্য

❁ একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশে দৈনিক মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ১২০০ জন পুরুষ এবং ১২০০ জন মহিলা, অর্থাৎ ঘন্টায় ৫০ জন পুরুষ ও ৫০ জন মহিলা, এ হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক মাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করি যে, আমরা কতদুর পৌছেছি। ❁ আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক আশিকানে রাসূলকে "কাফন-দাফনের পদ্ধতি" শিখানো। ❁ এই বিভাগে প্রত্যেক পর্যায়ের যিম্মাদারের নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং ❁ প্রত্যেক মাসে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীনি এবং টেষ্টে অংশগ্রহণকারীনির সংখ্যা বৃদ্ধি করানো।

(১৮) মাসিক কার্যবিবরণী ফরম জমা করানোর তারিখ

❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারদের (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) "কাফন-দাফন মজলিশের কার্যবিবরনী" (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) প্রত্যেক ইংরেজি মাস অনুযায়ী কার্যবিবরণী জমা করাবে। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (ডিভিশন পর্যায়) ইংরেজি মাসের ৫ তারিখ। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (কাবিনা পর্যায়) ইংরেজি মাসের ৭ তারিখ। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (কাবিনাত পর্যায়) ইংরেজি মাসের ৯ তারিখ। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (বিভাগ পর্যায়) ইংরেজি মাসের ১১ তারিখ। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (দেশীয় পর্যায়) ইংরেজি মাসের ১৩ তারিখ। ❁ দেশ সমূহের যিম্মাদার ইংরেজি মাসের ১৩ তারিখ। ❁ আন্তর্জাতিক মুশাওয়ারাত মজলিশের

যিম্মাদার ইংরেজি মাসের ১৫ তারিখ। (এই সমস্ত পেপার রেকর্ড ফাইলে সংরক্ষণ রয়েছে) ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার (দেশীয় পর্যায়) প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত "কাফন-দাফন এর টেষ্ট সম্পর্কিত বিষয়াবলী (দেশীয় পর্যায়)" লিপিবদ্ধ করে ইসলামী বোনদের সাহায্যকারী মজলিশের নিগরান (শুরা সদস্য) এর মাধ্যমে এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট শুরা সদস্য এবং আন্তর্জাতিক মুশাওয়ারাতের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। ❁ আন্তর্জাতিক মুশাওরাত মজলিশের যিম্মাদার প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত কাফন-দাফন এর টেষ্ট সম্পর্কিত বিষয়াবলী (আন্তর্জাতিক পর্যায়) ইসলামী বোনদের সাহায্যকারী মজলিশের নিগরানের (শুরা সদস্য) নিকট জমা করাবে। (এই দু'টি পেপার কাফন-দাফনের পদ্ধতি কিতাবে রয়েছে)

(১৯) কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী ফরম বিভাগের মুশাওয়ারাতকে জমা করানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মুশাওরাত মজলিশের যিম্মাদার ইসলামী বোনকেও জমা করান। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়), এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাফন-দাফন মজলিশের কার্যবিবরণী নিজের অধীনস্ত যিম্মাদারদের কার্যবিবরণীর আলোকেই পূরণ করুন। (মনে রাখবেন! কার্যবিবরনীর মাদানী মাশওয়ারার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যদি কোন কারণে মাদানী মাশওয়ারা নাও হয় তবুও নির্ধারিত তারিখে আপন যিম্মাদার ইসলামী বোনকে কার্যবিবরণী পৌঁছিয়ে দিন।)

(২০) কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়), মাসিক মাদানী মাশওয়ারায় নিজের অধীনস্ত যিম্মাদারের উত্তম কার্যবিবরণী যেমনঃ সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মাশওয়ারায় নিয়মিত অংশগ্রহণ, কাফন-দাফনের কার্যবিবরণী ভালো হওয়া, সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রত্যেক মাসে কার্যবিবরণী নির্দিষ্ট সময়ে জমা করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে মাদানী উপহার (কিতাব ও রিসালা/মেমোরী কার্ড) দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। (মনে রাখবেন! মাদানী তহবিল থেকে উপহার দেয়ার অনুমতি নেই) ❁ যে কিতাব/মেমোরী কার্ড উপহার দেয়া হবে, উপহার দেয়ার সময় এ নিয়্যতও করাবে যে, কতদিনে পড়বে/ শুনবে?

(২১) মাসিক মাদানী মাশওয়ারার তারিখ ও মাদানী ফুল

কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে দেশীয় পর্যায়) নিম্নোক্ত নিয়ম অনুযায়ী মাসিক মাদানী মাশওয়ারা ও মাদানী ফুলের ব্যবস্থা করুন।

তাং	মাদানী মাশওয়ারা গ্রহণকারীনি	পর্যায়	অংশগ্রহণকারীনি	মাদানী ফুল
১	কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোন (এলাকা পর্যায়)	এলাকা	কাফন-দাফনের যিম্মাদারগণ (যেলী ও হালকা পর্যায়)	ব্যক্তিগত কার্যবিবরনী, অগ্রীম জাদুয়াল ও জাদুয়াল কার্যবিবরনী, উন্নতি ও অবনতি নিরীক্ষণ, আগামী মাসের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে
৩	কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোন (ডিভিশন পর্যায়)	ডিভিশন	কাফন-দাফনের যিম্মাদারগণ (এলাকা পর্যায়)	//
৪	কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনা পর্যায়)	কাবিনা	কাফন-দাফনের যিম্মাদারগণ (ডিভিশন পর্যায়)	//
৫	কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনাত পর্যায়)	কাবিনাত	কাফন-দাফনের যিম্মাদারগণ (কাবিনা পর্যায়)	//
৬	কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোন (বিভাগ পর্যায়)	বিভাগ	কাফন-দাফনের যিম্মাদারগণ (কাবিনাত পর্যায়)	//
৭	কাফন-দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোন (দেশীয় পর্যায়)	দেশ	কাফন-দাফনের যিম্মাদারগণ (সুবা পর্যায়)	//

❁ মাসিক মাদানী মাশওয়ারায় কাফন-দাফনের কার্যবিবরণীর প্রতিটি কলামের উপর লক্ষ্য প্রদান করা যাবে না, যে দেশে/ শহরে মাশওয়ারা হচ্ছে সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী শুধু সেই মাদানী কাজেরই লক্ষ্য দিন, যাতে কম না হয়, যে লক্ষ্য দেয়া হবে, তার Follow up অবশ্যই করুন, ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারদের (এলাকা থেকে দেশীয় পর্যায়) আমলী জাদুয়াল প্রত্যেক মাসের ২ তারিখের মধ্যে নিজ যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। (এই দু'টি পেপার রেকর্ড ফাইলের সংরক্ষিত রয়েছে) ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (বিভাগ পর্যায়) প্রতি মাসে ৪টি কাবিনাতে, কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (কাবিনাত পর্যায়) প্রতি মাসে ৪টি কাবিনায় এবং কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (কাবিনা পর্যায়) প্রতি মাসে প্রত্যেক ডিভিশনে নিজের

জাদুয়াল বানান। ❋ অতিরিক্ত মাদানী মাশওয়ারার থেকে বাঁচার জন্য নির্ধারিত পর্যায় ছাড়া অন্য কোন পর্যায়ের মাশওয়ারা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নিগরানের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। ❋ যখন উচ্চ পর্যায়ের যিম্মাদার অন্যান্য পর্যায়ের যিম্মাদারদের মাশওয়ারা নিবে তখন চলতি মাসের মাসিক মাশওয়ারা হবে না। ❋ অনুরূপভাবে যে মাসে সংশ্লিষ্ট মজলিশের যিম্মাদার/ বিভাগীয় মুশাওয়ারাতের যিম্মাদারদের মাশওয়ারা করবেন, সেই মাসেও বিভাগের যিম্মাদারদের মাসিক মাদানী মাশওয়ারা করবে না। (বিভাগের মাদানী কাজকে শক্তিশালী করার জন্য মাঝে মাঝে নিজের মজলিশে মুশাওয়ারাতের দ্বারা বিভাগের ইসলামী বোনদের মাশওয়ারা করানো উপকারী।)

(২২) কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিজ যিম্মাদার ইসলামী বোনের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। তাকে নিজের কার্যবিবরনী সম্পর্কে অবহিত রাখুন এবং তার সাথে পরামর্শ করতে থাকুন। যে নিগরানের সাথে যত বেশি সম্পৃক্ত থাকবে সে ততবেশী মজবুত হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

(২৩) যদি কোথাও কাফন-দাফন যিম্মাদার (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিয়োগ না থাকে বা নিয়োগ তো হয়েছে, কিন্তু কঠিন অপারগতার কারণে মাদানী কাজ করতে পারছে না তবে তার মজলিশে মুশাওয়ারাতের যিম্মাদারের মাধ্যমে কার্যবিবরণী তৈরি করান।

(২৪) যদি কোন দেশে কাফন-দাফন যিম্মাদারদের (এলাকা থেকে দেশীয় পর্যায়) মধ্যে যেকোন পর্যায়ের যিম্মাদার ইসলামী বোন নিয়োগ দেয়া হয়, তবে সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাফন-দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোনকে “কাফন-দাফনের মাদানী ফুল” ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ❋ কাফন-দাফন যিম্মাদারদের (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) মধ্যে যেকোন পর্যায়ের যিম্মাদার ইসলামী বোন, যিনি মাদানী ফুল নিজের অধীনস্তদের বুঝাবে, তবে তার উর্ধ্বতন পর্যায়ের সাথেও যোগাযোগ করে কৌশলে তা চেক করে নিবে যে, এই অনুযায়ী বাস্তবায়ন হয়েছে কী? কাজ কম হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থায় বুঝিয়ে দিবে।

(২৫) কাফন-দাফন যিম্মাদার (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো করার চেষ্টা করুন:

(১) ফরয ইল্‌ম অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকুন। ফরয ইল্‌ম শিখার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব এবং বাহারে শরীয়াত, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ইহইয়াউল উলুম ইত্যাদি অধ্যয়ন করার অভ্যাস গড়ুন। বিশেষ করে সদরুল আফাযিল মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইসলামী আকীদা সম্পর্কীত কিতাব "**কিতাবুল আকায়িদ**" (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত), বাহারে শরীয়াত ১ম অংশ, কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, মাসয়ালা শিখার জন্য বাহারে শরীয়াতের নির্বাচিত অধ্যায় এবং অংশের পাশাপাশি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সকল কিতাব ও রিসালা, ভালো ও খারাপ চরিত্র সম্পর্কে জানার জন্য "বাতেনী বিমারিয়োঁ কি মা'লুমাত" এবং "নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল কি মা'লুমাত" (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত) অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়ন করার জন্য কিছু সময় (যেমন সকালে ১৯ মিনিট) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালার জন্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য কিতাবের জন্যও কিছু সময় (যেমন; মাগরিবের পর ও খাবারের পূর্বে ১৯ মিনিট) নির্দিষ্ট করুন। (২) শরয়ী পর্দা করুন এবং শরীর পদর্শনের বোরকা পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন (৩) প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ঘন্টা মাদানী কাজে সময় অতিবাহিত করুন, যেমন; সঠিক সময়ে শুরু থেকে শেষ সাপ্তাহিক ইজতিমা ও তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। (৪) নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করার পাশাপাশি স্থায়ী কুফ্‌লে মদীনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে প্রতি মাসে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা নিজ যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা করিয়ে দিন এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য নিজের মাহারিমকে সারা জীবনে একবার একত্রে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে এক মাস এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন জাদুয়াল অনুযায়ী মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিতে থাকুন (৫) **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি মূলক মাদানী কাজের উপর আমল করে আত্তারের আজমেরী, বাগদাদী, মক্কী এবং মাদানী কন্যা হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, তাছাড়া প্রয়োজনিয়

কথাবার্তা অল্প শব্দে, কিছু ইশারা এবং কিছু লিখে করার চেষ্টা করার পাশাপাশি দৃষ্টিকে নত রাখার অভ্যাস গড়ুন (৬) মারকাযি মজলিশে শুরা, কাবিনা এবং নিজ বিভাগের মাদানী মাশওয়ারায় অর্জিত মাদানী ফুল নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের নিকট সময়মত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। ❋ সাপ্তাহিক সরাসরি মাদানী মুযাকারা দেখার পাশাপাশি অন্যান্য রেকর্ডেট মাদানী মুযাকারাও মনোযোগ সহকারে দেখার মাদানী অনুরোধ রইলো। (www.dawateislami.net এবং www.ameer-e-ahlesunnat.net এরও Visit করতে উৎসাহ প্রদান করুন) ❋ মাদানী কাজ এবং সাক্ষাতের সময় আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় মুরীদ/ তালিব বানানোর চেষ্টা করতে থাকুন, মুরীদ/ তালিব হয়ে গেলে মজলিশে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া থেকে মাকতুবের (চিঠির) ব্যবস্থা এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া সংগ্রহ করার ও প্রতিদিন পাঠ করার উৎসাহও প্রদান করুন।

❋ **মাদানী ইনআম নম্বর ২১:** আপনি কি আজ **মারকাযি মজলিশে শুরা, কাবিনাত, মুশাওয়ারাত** ও অন্যান্য **মজলিশ** বা যার অধীনেই আপনি রয়েছেন, তাদের (শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে) আনুগত্য করেছেন? ❋ **মাদানী ইনআম নম্বর ২৪:** কোন যিম্মাদার (বা সাধারণ ইসলামী বোন) হতে যদি দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায় তবে লিখিতভাবে বা সরাসরি সাক্ষাৎ করে, (উভয় অবস্থায় নম্রভাবে) বুঝানোর চেষ্টা করেছেন নাকি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ করে গীবতের কবীরা গুনাহ করে বসেছেন?

(২৬) জিজ্ঞাসাবাদ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: জিজ্ঞাসাবাদ মাদানী কাজের প্রাণ। (মাদানী কামো কি তাকসীম কে তাকাযে, ৯ পৃষ্ঠা) ❋ কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" কিতাবে উল্লেখিত মাদানী কাজ

নিজের ডায়েরীতে স্মরনীয় কলামে লিখে রাখুন বা হাইলাইট করে রাখুন, যেনো সময় মতো প্রত্যেক মাদানী ফুলের উপর আমল হয়ে যায়। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিজের অধীনস্থ যিম্মাদারদের থেকে মাসিক মাদানী মাশওয়ারায় জিজ্ঞাসাবাদ করুন যে, এই মাদানী ফুল সমূহে কতটুকু আমল হয়েছে? ❁ দূর্বলতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারদের বুঝানো এবং ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য অবকাঠামোগত কাজের ব্যবস্থা করুন। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) "কাফন ও দাফনের পদ্ধতি" কিতাবটি সংরক্ষণ করুন। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদারগণ (এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিজের অধীনস্থ যিম্মাদারদের আমলী জাদুয়াল এবং দৃশ্যমান কার্যবিবরণী ফরম Display File এ ক্রমান্বয়ে সংরক্ষণ করে নিন। ❁ যদি কোন সমস্যার সম্মূখিন হয় বা কোন মাদানী মাশওয়ারা থাকে তবে সাংগঠনিক নিয়মানুযায়ী নিজ যিম্মাদার ইসলামী বোনকে পৌঁছিয়ে দিন। ❁ কাফন-দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনা পর্যায়) শরয়ী সফরে থাকার কারণে অপারগতায় টেলিফোনে মাশওয়ারার মাধ্যমে মাদানী ফুল বুঝাতে পারবে। ❁ নিজের দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের দেশের কাবিনার নিগরান বা ইসলামী বোনদের সাহায্যকারী মজলিশের যিম্মাদার (কাবিনা পর্যায়) এবং সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের যিম্মাদারের অনুমতিতে এই মাদানী ফুল প্রয়োজনে সংশোধন ও সংযোজন করতে পারবে।

রোগীর সেবার বর্ণনা

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা দ্বারা সজ্জিত করো, কেননা আমার উপর তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর লিস সূয়ুতী, ২৮র পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জ্বরকে মন্দ বলো না!

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুস সায়েব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আর ইরশাদ করলেন: তোমার কি হয়েছে যে, তুমি কাঁপছো? তিনি আরয করলেন: জ্বরের কারণে, **আল্লাহ পাক** যেন একে আর বৃদ্ধি না করে। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: জ্বরকে মন্দ বলোনা, কেননা তা মানুষের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে, যেমনিভাবে আগুনের চুল্লী লোহার মরিচা দূরীভূত করে। **(সহীহ মুসলিম, ১৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৭৫)**

সুসংবাদ শুনে নাও!

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আলা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا যিনি হযরত সায়্যিদুনা হাকিম বিন হিযাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ফুফী এবং **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বায়াত গ্রহণকারীনি মহিলাদের অন্যতম, তিনি বলেন: যখন আমি অসুস্থ হলাম, তখন **মক্কী মাদানী সুলতান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে এলেন এবং আমাকে ইরশাদ করলেন: হে উম্মে আলা! সুসংবাদ শুনে নাও, মুসলমানের রোগ তার গুনাহকে এমনভাবে দূরীভূত করে, যেমনিভাবে আগুন লোহা ও রূপার ময়লা দূরীভূত করে দেয়।(১)

(আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইয, বাবু ইয়াদাতিন নিসা, ৩/২৪৬, হাদীস নং- ৩০৯২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অসুস্থতা **আল্লাহ তায়ালার** রহমত ও ক্ষমার মাধ্যম, সুতরাং যদি কখনো অসুস্থ হয়ে যান তবে চিন্তিত হবেন না, বরং **আল্লাহ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা আদায় করুন এবং ধৈর্য ধারণ করে আরো সাওয়াবের ভাগীদার হোন এবং যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তখন তার সান্তনা এবং মনতুষ্টির জন্য তাকে দেখওে যান, কেননা রোগীকে দেখতে যাওয়া আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা এবং এতে অসংখ্য সাওয়াবও রয়েছে।

---

(১) অসুস্থতার আরো ফযীলত, আদব এবং চিকিৎসা সম্পর্কে জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "নদীর আওয়াজ" অধ্যয়ন করুন।

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “নদীর আওয়াজ” থেকে রোগীকে দেখতে যাওয়ার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করে নিয়ে তা অন্তরের মাদানী পুষ্পগুচ্ছতে সাজিয়ে নিই, তবে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন।

রোগীকে দেখতে যাওয়ার বিভিন্ন নিয়্যত

❋ **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের সেবা করবো। ❋ রোগীকে দেখার সুন্নাত আদায় করবো। ❋ সুন্নাত অনুযায়ী রোগীর কপালে হাত রেখে এই দোয়া পড়বো: لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَآءَ الله ❋ অসুস্থতার ফযীলত বর্ণনা করে তাকে সান্তনা প্রদান করবো। ❋ ধৈর্যের ফযীলত বর্ণনা করে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দিবো। ❋ অভিযোগ করা অবস্থায় সম্ভব হলে নম্রভাবে বুঝিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উৎসাহ প্রদান করবো। ❋ তাকে দোয়া করতে বলবো। ❋ চিকিৎসা এবং রোগ সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় কিছুজিজ্ঞাসা করবো না। ❋ অবস্থা অনুযায়ী তাবীযাতে আত্তারীয়ার বরকত সম্পর্কে বলে রূহানী চিকিৎসার পরামর্শ প্রদান দিবো। ❋ উপহার স্বরূপ ফলমূল এর সাথে মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা প্রদান পূর্বক (অবস্থার প্রেক্ষিতে) তাকে পড়ার এবং তাকে সেবা করতে আসা আগমনকারীদের পড়ানোর উৎসাহ প্রদান করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রোগীকে দেখতে যাওয়ার ৩১টি মাদানী ফুল

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী: **(১)** عُوْدُوا الْمَرِيْضَ অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করো। (আদাবুল মুফরদ, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৮) **(২)** যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর পঁচাত্তর হাজার (৭৫০০০) ফিরিশতার ছায়া প্রদান করেন এবং তার প্রতিটি কদম উঠানোর পরিবর্তে একটি করে নেকী লিখা হয় এবং তার প্রতিটি কদম রাখার পরিবর্তে একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় আর একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, এমনকি সে আপন জায়গায় বসে যায়, যখন সে বসে যায় তখন রহমত তাকে আবৃত করে নেয় এবং নিজের ঘরে

ফিরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে আবৃত করে রাখবে। (মু'জামুল আওসাত, বাবুল আইন, ৩/২২২, হাদীস নং- ৪৩৯৬) **(৩)** যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, তখন আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকে: তোমাকে সুসংবাদ! তোমার চলা উত্তম এবং তুমি জান্নাতের একটি স্থানকে তোমার ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জানায়িয, ২/১৯২, হাদীস নং- ১৪৪৩) **(৪)** যে মুসলমান কোন মুসলমান রোগীকে দেখার জন্য সকাল বেলা গমন করে তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা ইস্তিগফার (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে আর সন্ধ্যা বেলা গমন করলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান থাকবে। (তিরমিযী, কিতাবুজ জানায়িয, ২/২৯০, হাদীস নং-৯৭১) **(৫)** যে উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করলো অতঃপর আপন মুসলমান অসুস্থ ভাইকে সাওয়াবের নিয়্যতে দেখতে গেলো, তবে তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্বে করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুজ জানায়িয, ৩/২৪৮, হাদীস নং- ৩০৯৭) **(৬)** যখন তুমি রোগীর নিকট যাবে, তখন তাকে বলো যে, তোমার জন্য দোয়া করতে, কেননা তার দোয়া ফিরিশতাদের দোয়ার ন্যায়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জানায়িয, ২/১৯১, হাদীস নং- ১৪৪১) **(৭)** অসুস্থ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ হবেনা ততক্ষণ তার দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৬৫, হাদীস নং- ৫৩৪৪) **(৮)** যখন কোন মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সেবা শুশ্রূষা করতে যাবে তখন ৭বার এই দোয়া পড়ে নিবে: اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ (অর্থাৎ আমি মহত্বপূর্ণ, আরশে আযীমের মালিক **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তোমার জন্য আরোগ্যে প্রার্থনা করছি) যদি মৃত্যু না আসে তবে সে আরোগ্য লাভ করবে। (আবু দাউদ, কিতাবুজ জানায়িয, ৩/২৫১, হাদীস নং-৩১০৬) ❁ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত, যদি মনে হয় যে, রোগীকে দেখতে যাওয়াতে ঐ অসুস্থ ব্যক্তি বিরক্তবোধ করবে, এমতাবস্থায় রোগীকে দেখতে যাবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৫০৫) ❁ যদি অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট বা স্বভাবগত ভাবে এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তবুও রোগীকে দেখতে যান। ❁ সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতে রোগীকে দেখতে যান, যদি শুধুমাত্র এজন্য দেখতে যান যে, যখন আমি অসুস্থ হবো তখন সেও আমাকে দেখতে আসবে, তবে সাওয়াব পাবে না। ❁ কোন রোগীকে দেখতে গেলেন এবং রোগের তীব্রতা দেখে

তার সাথে ভীতিকর কথাবার্তা বলবেন না, যেমন; তোমার অবস্থা খুব খারাপ, আর এমনভাবেও মাথা নাড়বে না, যা দ্বারা অবস্থার অবনতি সম্পর্কে বুঝা যায়। ❁ সাক্ষাতের সময় রোগী কিংবা দুঃখী ব্যক্তির সামনে নিজের চেহারায় চিন্তা ও ব্যথিত হওয়ার চাপ স্পষ্ট করুন। ❁ কথাবার্তার ধরণ যেনো এমন না হয় যে, রোগী কিংবা তার আত্মীয় স্বজনদের এই কুধারণা আসে যে, আমাদের দুঃখে সে খুশি হয়েছে। ❁ রোগীর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করুন এবং সাধ্যানুযায়ী সাহায্য সহযোগীতা করুন। ❁ রোগীর কাছে গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং তার শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়া করুন। ❁ **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক অভ্যাস ছিলো যে, যখনই কোন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন এরূপ ইরশাদ করতেন: لَا بَاْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰه (অর্থাৎ কোন সমস্যা নেই, **আল্লাহ তায়ালা** যদি চায়, তবে এই রোগ (গুনাহ হতে) পবিত্রকারী)। (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৫০৫, হাদীস নং-৩৬১৬) ❁ রোগীকে দিয়ে নিজের জন্য দোয়া করিয়ে নিন, কেননা রোগীর দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ❁ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রোগী দেখতে যাওয়ার পূর্ণতা এটাই যে, তার কপালে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করা, অবস্থা কেমন? (তিরমিযী, কিতাবুল ইস্তি'যান ওয়া আদাব, বাবু মা'জা ফিল মুয়ানাকা ওয়াল কিবলাতি, ৪/৩৩৫, হাদীস নং-২৭৪০) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীর অবস্থা দেখতে যাবে, তখন নিজের হাত তার কপালে রেখে মুখে এটা (অর্থাৎ আপনার অবস্থা কেমন?) বলুন, এর মাধ্যমে রোগী সান্তনা পায়, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাত কপালে রেখে দিবেন না, এই হাত রাখাটা ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য। (মিরআতুল মানাজিহ, মুসাফাহা আউর মুয়ানাকা কা বয়ান, ৬/৩৫৮) ❁ রোগীর সামনে এমন কথা বলা উচিত, যাতে তার অন্তরে খুশি অনুভূত হয়, অসুস্থতার ফযীলত এবং **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের আলোচনা করুন, যেনো তার মানসিকতা আখিরাতের সাওয়াবের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিযোগ ও অনুযোগের শব্দ মুখ দিয়ে বের না করে। ❁ রোগীকে দেখতে গিয়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে রোগীকে নেকীর দাওয়াতও দিন, বিশেষকরে নিয়মিত নামায আদায়ের মানসিকতা প্রদান করুন, কেননা অসুস্থতার মধ্যে অনেক

নামাযীও নামাযের প্রতি অমনোযোগি হয়ে যায়। ❁ রোগীকে মাদানী চ্যানেল দেখার প্রতি উৎসাহিত করুন এবং এর বরকত সম্পর্কে অবগত করুন। ❁ রোগীকে মাদানী কাফেলায় সফর করার আর নিজে সফর করতে সক্ষম না হলে নিজের পক্ষ থেকে পরিবারের অন্য কাউকে সফর করানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করুন এবং মাদানী কাফেলার ঐ সকল মাদানী বাহার শুনান যাতে দোয়ার বরকতে রোগীর আরোগ্য লাভ হয়েছে। ❁ রোগীর পাশে বেশিক্ষন বসবেন না এবং শোরগোলও করবেন না, তবে হ্যাঁ যদি রোগী নিজেই বেশিক্ষন বসিয়ে রাখতে চায়, তবে যথাসম্ভব আপনি তার চাওয়াকে মূল্যায়নন করুন। ❁ অনেকের অভ্যাসই যে, রোগী কিংবা তার প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ হলেই কিছু না কিছু চিকিৎসার কথা বলতে থাকে এবং অনেকে তো রোগীকে বাধ্য করে যে, আমি যে চিকিৎসার কথা বলেছি তা করে নিন, অমুক ঔষধ নিন, ঠিক হয়ে যাবে! রোগীর উচিত যে, যেকারো বর্ণনা অনুযায়ী চিকিৎসা না করা, কেননা "হাতুড়ে ডাক্তারে প্রাণ বিনাশ", কারো বর্ণনা মতে চিকিৎসা করার পূর্বে নিজ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিন। সাবধান! যে ডাক্তার না হওয়া সত্ত্বেও ঔষধ সম্পর্কে বলতে থাকে, সে তা থেকে বিরত থাকুন। ❁ রোগীকে দেখতে যাওয়ার সময় উপহার নিয়ে যাওয়া মহৎ কাজ, কিন্তু না নেওয়া অবস্থায় রোগীকে না দেখা এবং অন্তরে এই ধারণা করা যে, যদি কিছু না নিয়ে যাই তবে সে কি মনে করবে যে, খালি হাতে রোগী দেখার জন্য চলে এসেছে, খালি হাতে হলেও দেখতে আসা উচিত, না করাটা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ❁ আপনি রোগীকে দেখতে যাওয়ার সময় যদি ফলমূল এবং বিস্কুট ইত্যাদি উপহার নিয়ে যান তবে পরামর্শ হচ্ছে যে, মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিছু রিসালা নিয়ে গিয়ে রোগীকে দিন, যেনো সে সাক্ষাতকারীদের (আর যদি হাসপাতালে হয় তবে) আশপাশের রোগীদের এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের উপহার হিসেবে দিতে পারে, বরং যদি সৌভাগ্য হয়! রোগী নিজেই কিছু মাদানী রিসালা কিনে, এই উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রেখে সাওয়াব অর্জন করুন। ❁ ফাসেক (যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে) রোগীকেও দেখতে যাওয়া জায়িয, কেননা রোগীকে দেখতে যাওয়া ইসলামের হক সমূহের অন্যতম এবং ফাসেকও মুসলিম। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৫০৫) ❁ মুরতাদ

এবং কাফের হারবি (যারা কর আদায় করা ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে) রোগীকে দেখতে যাওয়া জায়িয নেই (বর্তমান সময়ে সকল কাফেরই হারবি) ❁ বদ মাযহাব (মুরতাদ নয়) রোগীকে দেখতে যাওয়াও নিষেধ এবং শরীয়াতে এর অনুমতি নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোগীকে দেখতে যাওয়ার আদব এবং ফযীলত সম্বলিত মাদানী ফুল আপনারা লক্ষ্য করেছেন, সুতরাং অসংখ্য সাওয়াব অর্জনের জন্য যখনই সুযোগ হবে এই মাদানী ফুলগুলোর প্রতি সজাগ থেকে রোগীকে দেখতে যান, বিশেষ করে সুস্থতা ও নিরাপত্তার দোয়া সম্বলিত মাদানী ফুলের উপর অবশ্যই আমল করুন, কেননা যদি কবুল হওয়ার মুহুর্ত হয়, আপনার দোয়া কবুল হয়ে যাবে এবং বিপদগ্রস্থ রোগীও সুস্থ হয়ে যাবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে মাহবুবে আত্তার মরহুম রুকনে শুরা হাজী যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘটনা শুনি।

বিনা অপারেশনে আরোগ্য লাভ হলো

উকিল এবং জজদের মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার জন্য গঠনকৃত আইনজীবি ও বিচারক মজলিশ, ফারুকনগর (লাড়কানা, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর সদস্য ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, আমার দেড় বছরের সন্তান ১৩ মে ২০১২ সালে প্রচন্ড গরমের কারণে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার ফুসফুসে পানি জমে গিয়েছিলো, যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিলো, যেখানে সে ১৪ দিন চিকিৎসাধীন ছিলো, কিন্তু অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেলো। অতঃপর ২৭ মে ২০১২ সালে আমরা তাকে বাবুল মদীনার (করাচী) একটি উন্নত হাসপাতালে নিয়ে যাই। যেখানে সে আরো ১৫ দিন চিকিৎসাধীন ছিলো। অবশেষে ডাক্তাররা বললো যে, বাচ্চার ফুসফুসের বড় অপারেশন (অস্ত্রপাচার) করতে হবে, একথা শুনে আমরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কিন্তু সেদিনই মাহবুবে আত্তার হাজী যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার সন্তানকে দেখতে হাসপাতালে আসলো। দোয়া করার পর আমার সন্তানকে ফুঁক দিলেন এবং আমাকে সান্তনা দিলেন যে,

সাহস রাখুন! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঔষধের মাধ্যমেই ভালো হয়ে যাবে, অপারেশন করতে হবেনা। পরের দিন অপারেশনের পূর্বে যে টেষ্ট করা হলো, সেই রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররা অবাক হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: এখন আর অপারেশনের প্রয়োজন নেই। শিশুটি ঔষধের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার ছেলে ঔষধ এবং হাজী যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকতে সুস্থ হয়ে গেলো।

(মাহবুবে আত্তারের ১২২টি ঘটনা, ৮০ পৃষ্ঠা)

অন্তিম মুহুর্তের বর্ণনা

অন্তিম মুহুর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: শরীর থেকে প্রাণ বের হয়ে যাওয়া, একেই প্রাণ বের হওয়া এবং মৃত্যু চলে আসাও বলা হয়ে থাকে। যে এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে তাকে একদিন না একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, অনুরূপভাবে আমাদেরও মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এরপরের ধাপ সমূহ অতিক্রম করতে হবে, মনে রাখবেন! অতিবাহিত হওয়া এক একটি মুহুর্ত আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা আমাদের মৃত্যুকে ভুলে জানিনা কোন আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করছি, যাতে তাওবা ও নেক আমল করবো। হযরত সায়্যিদুনা মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক যুবককে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: হে যুবক! তোমাকে তোমার যৌবন যেনো ধোঁকায় না ফেলে, কত যে যুবক এরূপ ছিলো যে, যারা তাওবা করতে দেরী করেছে এবং দীর্ঘ আশায় মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে এরূপ বলতো যে, কাল তাওবা করে নিবো, পরশু তাওবা করে নিবো, এমনকি এই উদাসীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু এসে গেছে এবং তাদেরকে অন্ধকার কবরে চলে যেতে হয়েছে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু ফিল ইশ্ক, ৩৪ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর স্মরণ

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: স্বাদ বা মজা নিঃশেষকারী (অর্থাৎ মৃত্যু) কে অধিক হারে স্মরণ করো।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, বাবু মা'জা ফি যিকরিল মওত, ৪/১৩৮, হাদীস নং- ২৩১৪)

অপর এক হাদীসে রয়েছে: যে দিনরাতে ২০বার মৃত্যুকে স্মরণ করে, তাকে শহীদদের সাথে উঠানো হবে। (শরহুস সূদুর, ২০ পৃষ্ঠা ও তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, ১২ পৃষ্ঠা)

বিচক্ষণ মুমিন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, একজন আনসারী ব্যক্তি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সবচেয়ে বিচক্ষণ মুমিন কে? ইরশাদ করলেন: যে মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করে এবং এরপরের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

(ইবনে মাজাহ, কিতবুয যুহুদ, ৪/৪৯৬, হাদীস নং- ৪২৫৯)

সুতরাং আমাদেরও উচিত, মৃত্যু ও আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা সৃষ্টি করা, নিজের গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করা এবং এই প্রতিজ্ঞা করা যে, ভবিষ্যতে সুন্নাতের উপর আমল করে নিজের জীবন অতিবাহিত করবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

মুমিন ও কাফেরের মৃত্যু

হযরত যায়েদ বিন আসলাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যখন কোন মুমিনের এমন গুনাহ রয়ে যায়, যার বিপরীতে কোন নেক আমল না থাকে তখন তার উপর মৃত্যুর কঠোরতা আরোপ করে দেওয়া হয়, যেনো এই কঠোরতা ঐ গুনাহের বিনিময় হয়ে যায় এবং মুমিনের কষ্ট জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম, অন্যদিকে কাফের দুনিয়ায় কোন ভালো কাজ করে তখন তার উপর মৃত্যু সহজ করে দেয়া হয়, যেনো সে তার ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই পুরোপুরি পেয়ে যায়, অতঃপর নিঃসন্দেহে তাকে জাহান্নামে দিকেই যেতে হবে।

(শরহুস সূদুর, ২৯ পৃষ্ঠা ও মুজামুল কবীর লিত তাবরানী, ১০/৭৯, হাদীস নং- ১০০১৫)

মৃত্যু যন্ত্রণার কঠোরতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যু যন্ত্রণার কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শরহুস সূদুরে বলেন: "মৃত্যু

দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়ঙ্কর বিষয়াদীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, এটি করাত দিয়ে চিড়ে ফেলা, কাঁচি দিয়ে কাটা এবং হাঁড়িতে ফুটানোর চেয়ে অনেক কঠিনতর। যদি লাশ জীবিত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণার কঠোরতা সম্পর্কে মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেয় তবে তাদের চোখের ঘুম চলে যাবে এবং সকল আরাম আয়েশ তিক্ত হয়ে যাবে। **(শরহুস সূদুর, ৩৩ পৃষ্ঠা ও মাওসু'আত ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুয যিকরিল মউত, ৫/৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০)**

কাঁটা যুক্ত ডাল

হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হযরত কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে বললেন: আমাকে মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে বলো, হযরত কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: আমীরুল মুমিনীন! মৃত্যু এমন এক ডালের ন্যায়, যাতে অনেক কাঁটা রয়েছে এবং মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে, আর তার প্রত্যেকটি কাঁটা প্রতিটি শিরায় শিরায় স্থান করে নিয়েছে, অতঃপর তা একজন মানুষ খুবই জোরে টানছে, তখন কিছু বাহিরে চলে আসছে আর কিছু শরীরে অবশিষ্ট রয়ে যাচ্ছে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৬৮ পৃষ্ঠা ও মুছান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুয যুহুদ, ৮/৩১২, হাদীস নং- ১২২)

শয়তানের আক্রমণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যু যন্ত্রণার পরিস্থিতি আসলেই স্পর্শকাতর, একদিকে মৃত্যুর কঠোরতা আর অন্যদিকে ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শয়তানের জোরালো আক্রমণ, কেননা মৃত্যুর সময় শয়তান বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করে থাকে যেন যেকোনভাবে মৃত্যুবরণ কারীর ঈমান নষ্ট হয়ে যাক। ইমাম ইবনুল হাজ মক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ 'মাদখাল' গ্রন্থে লিখেন: মৃত্যু যন্ত্রণার সময় দুইজন শয়তান মানুষের উভয় পাশে এসে বসে, একজন তার পিতার আকৃতি ধারণ করে অন্যজন মায়ের, একজন বলে ঐ ব্যক্তি ইহুদি হয়ে মারা গিয়েছে, তুমিও ইহুদি হয়ে যাও, কেননা ইহুদিরা সেখানে খুবই প্রশান্তিতে রয়েছে, অন্যজন বলে ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টান হয়ে মারা গিয়েছে, তুমিও খ্রীষ্টান হয়ে যাও, কেননা খ্রীষ্টানরা ঐখানে খুবই আরামে রয়েছে। **(আল মাদখাল লি ইবনুল হাজ্ব, ৩/১৮১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার উপর **আল্লাহ তায়ালার** বিশেষ দয়া ও করুণা হবে তার ঈমানই সুরক্ষিত থাকবে, আমরা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দোয়া করছি যে, **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকা ও দয়ায় অন্তিম মুহুর্তে আমাদের ঈমান যেনো সুরক্ষিত থাকে, আমাদের শেষ পরিণতি যেনো উত্তম হয়, অন্তিম মুহুর্তে শয়তান যেনো আমাদের পাশে না আসে বরং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো দয়া করেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা দেখে দেখে আমাদের মৃত্যু হয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া ইলাহি! ভুল যাও নায'আকি তাকলিফ কো,
শাদীয়ে দীদারে হুসনে মুস্তফা কা সাথ হো।

এখন কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হচ্ছে, যখন কারো মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তখন **আল্লাহর** সন্তুষ্টি, সাওয়াব অর্জন, মুসলমানের কল্যাণ কামনা এবং অন্যান্য ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে এই মাদানী ফুল গুলোর উপর আমল করে মৃত্যু পথযাত্রীর কল্যাণ কামনা করুন।

মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে অবস্থানকারীদের জন্য মাদানী ফুল

যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে এবং নিদর্শন দেখা যাবে, তখন সুন্নাত হলো যে,

❁ মৃত্যু পথযাত্রীকে ডান পার্শ্ব করে শয়ন করিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে দেয়া, বা

❁ এটাও জায়িয যে, চিৎ করে শয়ন করানো এবং পা কিবলার দিকে করে দিবে, যেনো এই অবস্থায়ও কিবলার দিকে মুখ হয়ে যায়, কিন্তু এ অবস্থায় মাথাকে সামান্য উঁচু করে রাখুন।

❁ যদি কিবলামুখী করা কঠিন হয় যে, তার কষ্ট হচ্ছে, তবে যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিন।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/৯১)

মুমিনের মৃত্যুর নিদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: মৃত্যুবরণ কারীদের মাঝে ৩টি নিদর্শন দেখো, যদি তার কপালে ঘাম আসে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে এবং নাকের ছিদ্র বড় হয়ে যায়, তবে এটা **আল্লাহ তায়ালার** রহমত।

(নাওয়াদিরুল উসুল লিল হাকিমু তিরমিযী, ১/২৭২)

মৃত্যু পথযাত্রীকে কলেমায়ে তৈয়্যবার তালকীন করা সুন্নাত

মৃত্যু পথযাত্রীকে (মৃত্যুর নিকটবর্তী) কলেমায়ে তৈয়্যবা তালকীন করা সুন্নাত। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আপন মৃত্যু পথযাত্রীকে কলেমায়ে তৈয়্যবার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর তালকীন করো।

(মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, বাবু তালকিনিল মওত..., ৮২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১২৩)

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রী লোকের পাশে মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকো, তাকে কলেমায়ে তৈয়্যবার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর তালকীন করো এবং তার সামনে কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করো, কেননা এই মৃত্যু পথযাত্রী তা দেখে যা তোমরা দেখো না।

(আত তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, ৩৫ পৃষ্ঠা)

তালকিনের মাদানী ফুল

☀ প্রাণ বের হওয়ার সময় যতক্ষন রূহ গলা পর্যন্ত না আসে, ততক্ষন পর্যন্ত তাকে তালকিন করুন অর্থাৎ তার পাশে উচ্চ স্বরে পড়ুন اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), কিন্তু তাকে পড়ার নির্দেশ দিবেন না।

(জাওহারাতুন নায়্যিরা, কিতাবুস সালাত, ১৩০ পৃষ্ঠা)

☀ যখন সে কলেমা পড়ে নেবে তখন তালকিন করা বন্ধ করে দিন, তবে হ্যাঁ, যদি কলেমা পড়ার পর সে কোন কথা বলে, তবে আবারো তালকিন করুন,

যেনো তার শেষ বাক্য لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡ لُ اللہ হয়। **নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, ৩/২৫৫, হাদীস নং- ৩১১৬। আলমগীরি, ১/১৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফের আলোকে যার শেষ বাক্য কলেমায়ে তৈয়্যবা হবে সে জান্নাতী, সুতরাং কতইনা সৌভাগ্যবান এবং ঈর্ষনীয় সেই ব্যক্তি যে কলেমা তৈয়্যবা পড়তে পড়তে মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দেয়, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরও এই সৌভাগ্য নসীব করুক যে, অন্তিম মুহুর্তে আমাদের মুখে যেনো কলেমায়ে তৈয়্যবা জারি হয়ে যায়।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আসুন! এই প্রসঙ্গে আশিকে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে ভরপুর একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন:

আত্তারের প্রিয়

দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শুরার মরহুম নিগরান, হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন এবং এই অসুস্থতাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অন্তিম মুহুর্তে যে ইসলামী ভাই তার পাশে ছিলো তার বর্ণনা হচ্ছে: রাতে হাজী মুশতাক আত্তারী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে লাগলো, তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: আমাকে কিবলামুখী করে দাও, সুতরাং তার নির্দেশ অনুযায়ী তার চেহারা কিবলামুখী করে দেয়া হলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ চোখ বন্ধ করে দরূদ ও সালাম এবং কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করতে লাগলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এভাবে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে লিপ্ত ছিলেন। অতঃপর উচ্চ স্বরে কলেমায়ে তৈয়্যবা لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡ لُ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পড়তে পড়তে তার সাকারাত (মৃত্যুর কার্যক্রম) শুরু হয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর তার প্রাণ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী জগতের দিকে উড়ে গেলো।

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (মুদ্দা বোল উঠা, ১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অন্তিম মুহুর্তে তালকিন করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কলেমায়ে তৈয়্যবা শিখানোর এই হুকুম হলো মুস্তাহাব এবং এটিই অধিকাংশ ওলামার অভিমত। মনে রাখবেন যে, যদি মুমিন মৃত্যুর সময় কলেমা পড়তে না পারে যেমন; অজ্ঞান বা শহীদ ইত্যাদি তবে সে ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, কেননা জীবিত অবস্থায় মুমিন ছিলো, সুতরাং এখনো মুমিন। বরং যদি অন্তিম অবস্থায় অজ্ঞানে তার মুখ দিয়ে কুফরী বাক্যও শুনা যায়, তবুও সে মুমিন হিসাবেই গন্য হবে, তার কাফন, দাফন ও নামায সবকিছু হবে, কেননা অজ্ঞান অবস্থায় ধর্মত্যাগ গ্রহণযোগ্য নয়। (মিরআতুল মানাযিহ, ২/৪৪৪)

☀ তালকিনকারী যেকোন নেককার ব্যক্তি হওয়া, এরূপ যেনো না হয়, যার মৃত্যুতে সে খুশী হয় এবং তার পাশে ঐসময় নেক এবং পরহেযগার লোক উপস্থিত থাকা খুবই উত্তম আর সেখানে সূরা ইয়াসীন শরীফের(১) তিলাওয়াত এবং সুগন্ধি থাকা মুস্তাহাব, যেমন; লোবান বা আগরবাতী জ্বালানো। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৭)

☀ মৃত্যুর সময় হায়েয ও নেফাস (অর্থাৎ ঋতুবর্তী) মহিলা তার পাশে উপস্থিত হতে পারবে কিন্তু যার হায়েয ও নেফাস বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখনো গোসল করেনি, সে এবং যুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) ব্যক্তি না আসা উচিৎ আর চেষ্টা করবে যে, ঐস্থানে কোন ছবি বা কুকুর যেনো না থাকে, যদি এগুলো থাকে তবে সরিয়ে দিন, কেননা যেখানে এগুলো থাকে রহমতের ফিরিশতারা সেখানে আসে না।

☀ তার অন্তিম মুহুর্তে নিজের এবং তার জন্য কল্যাণের দোয়া করতে থাকুন, কোন খারাপ বাক্য মুখে উচ্চারণ করবেন না, কেননা ঐসময় যা কিছু বলা হয় ফিরিশতারা তার উপর আমিন বলে থাকে।

---

(১) সূরা ইয়াসিন শরীফ এবং এর কিছু ফযীলত শেষ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করুন।

☀ অন্তিম মুহুর্তের যন্ত্রণা দেখলে সূরা ইয়াসীন শরীফ এবং সূরা রা'দ পাঠ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮০৮) কেননা এর ফলে মৃত্যু সহজ হয়।

মুর্শিদে করীম তালকিন করলেন

টান্ডো-আদমের (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ ইফতিখার আহমদ আত্তারী মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে খুবই মর্ডান ছিলো, সৌভাগ্যক্রমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, সুন্নাতের উপর আমলকারী মুবাল্লিগগণের সহচর্য এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সম্পর্কের বরকতে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে লাগলো। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কিছু দিন পর শাওয়ালুল মুকাররমের এক রাতে ইশার নামায আদায় করার পর হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব হলো, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগলো, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, ঔষধ খাওয়ায় কিছুটা উন্নতি হলো, কিন্তু হঠাৎ উচ্চস্বরে কলেমা তৈয়্যবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله পাঠ করতে লাগলো, তার সন্তান মুহাম্মদ উমাইর আত্তারী হঠাৎ এভাবে উচ্চস্বরে কলেমায়ে তৈয়্যবার যিকির শুরু করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তর দিলেন: বৎস! সামনে দেখো, আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কলেমা তৈয়্যবা পড়ার তালকিন দিচ্ছেন। একথা বলে আবারো উচ্চস্বরে কলেমা তৈয়্যবা পড়া শুরু করে দিলো আর এভাবেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله এর যিকির করতে করতে তার রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। তার সন্তানের বর্ণনা হলো: মৃত্যুর পূর্বে মাগরিবের নামাযের পর আব্বাজান ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করেছিলেন।

(বে ক্বসুর কি মদদ, ১৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়ের মাদানী বাহার আপনারা শুনেছেন যে, তার অন্তিম মুহুর্তে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাকে কলেমায়ে তৈয়্যবার

তালকিন করলেন। এই ইসলামী ভাই নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো, মাদানী ইন্আমাত এর উপর আমল করে ফিক্‌রে মদীনা করা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে সময় ব্যয়কারী মুবাল্লীগ ছিলো, সুতরাং আপনিও আপনার অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসার প্রদীপ জ্বালাতে, আউলিয়া কিরামের ফয়েয পেতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজে ব্যস্ত হয়ে যান এবং মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এর লক্ষ্যে মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া মূলক বাণী, যা তিনি মাদানী ইন্আমাতের উপর আমলকারীদের প্রদান করেছেন তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে: যেমনটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

আত্তারের দোয়া

আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে মদীনা শরীফের সদা সতেজ ফুলের মতো হাসি-খুশীতে রাখুক, কখনো যেনো আপনার আনন্দ শেষ না হয়, জীবিত ও মৃত্যু, বরযখ ও সাকারাত (মৃত্যু শয্যায়) এবং কিয়ামতের কঠিন মূহুর্ত প্রতিটি জায়গায় প্রফুল্লতা নসীব হোক, **আল্লাহ তায়ালা** আপনার এবং আপনার পুরো সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুক, জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনাকে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(জান্নাত কে তলবগারো কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রূহ কবয হওয়ার পর এই মাদানী ফুলের উপর আমল করুন!

❋ যখন রূহ বের হয়ে যাবে তখন একটি প্রশস্থ কাপড়ের টুকরো চোয়ালের নিচ থেকে মাথার উপরে পেচিঁয়ে বেঁধে দিন, যাতে মুখ খোলা না থাকে, চোখ বন্ধ

করে দিন এবং আঙ্গুল ও হাত-পা সোজা করে দিন। এই কাজ তার পরিবারের মধ্যে যে অধিক নম্রতার সহিত করতে পারবে পিতা হোক বা ছেলে করে দিন।

(জাওহারাতুন নাইয়্যিরা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৩১ পৃষ্ঠা)

❋ চোখ বন্ধ করার সময় এই দোয়া পাঠ করুন:

بِسۡمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوۡلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালার নাম সহকারে এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিল্লাতের উপর সোর্পদ করলাম।

এই দোয়াও পড়ে নিন:

اَللّٰهُمَّ يَسِّرۡ عَلَيۡهِ اَمۡرَهٗ وَسَهِّلۡ عَلَيۡهِ مَا بَعۡدَهٗ وَاَسۡعِدۡهُ بِلِقَآئِكَ
وَاجۡعَلۡ مَا خَرَجَ اِلَيۡهِ خَيۡرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنۡهُ۔

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/৯৮)

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তুমি তার এই ব্যাপারটি তার জন্য সহজ করে দাও এবং এরপরের ব্যাপারেও তার জন্য সহজ করে দাও এবং আপন সাক্ষাৎ দ্বারা তাকে নেককার করো এবং তার আখিরাতকে তার দুনিয়া থেকে উত্তম করে দাও।

❋ তার পেটের উপর লোহার দন্ড বা নরম মাটি কিংবা কোন ভারি জিনিস রেখে দিন যাতে পেট ফুলে না যায়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভারী যেনো না হয়, কেননা তা বলে কষ্টের কারণ হয়। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/৯৫৭ পৃষ্ঠা)

❋ মৃত ব্যক্তির পাশে কোরআন মজীদের তিলাওয়াত করা জায়িয, এমতাবস্থায় তার সারা শরীর কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকতে হবে এবং তাসবীহ ও অন্যান্য যিকির করাতে কোন অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/৯৮)

মদীনা: প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির নিকট সংবাদ পৌছানোর জন্য মৃত্যুর ঘোষণা করুন[১] যাতে নামাযীর সমাগম বেশি হয় এবং তারা তার জন্য দোয়া করবে, কেননা তাদের উপর হক যে, মৃতের জানাযার নামায পড়া এবং দোয়া করা।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৭)

(১) মৃত্যুর ঘোষণা ও অন্যান্য ঘোষণা সমূহ কিতাবের শেষে পর্যবেক্ষণ করুন।

মৃত ব্যক্তির গোসলের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া যেমনিভাবে ফরযে কিফায়া, তেমনি অনেক ফযীলত এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনেরও মাধ্যম এবং যে একনিষ্ঠ মনে সাওয়াব অর্জনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়, তবে **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতে গুনাহ ক্ষমার হকদার হয়ে যায়। যেমনটি-

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়ত, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলো, সে তার গুনাহ হতে এমনভাবে পুতঃপবিত্র হয়ে যাবে, যেমনটি সে ঐদিন ছিল, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো।

(মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৬/৪২৯, হাদীস নং- ৯২৯২)

চল্লিশটি কবিরা গুনাহ ক্ষমার ব্যবস্থাপত্র

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলো এবং তার দোষ ত্রুটিকে গোপন রাখলো, **আল্লাহ তায়ালা** এমন ব্যক্তির ৪০টি কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। **(মুজামুল কবীর লিত তাবরানী, ১/৩১৫, হাদীস নং- ৯২৯)**

এবার মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে, তবে প্রথমে কিছু নিয়্যত করে নিন।

মৃত ব্যক্তির গোসলের বিভিন্ন নিয়্যত

❋ **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াবের জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবো। ❋ ফরযে কিফায়া আদায় করবো। ❋ যথাসম্ভব অযু অবস্থায় থাকবো। ❋ প্রয়োজনে গোসলের পূর্বে সাহায্যকারীকে গোসলের পদ্ধতি এবং সুন্নাত সমূহ জানিয়ে দিবো। ❋ মৃত ব্যক্তির সতর ঢাকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবো। ❋ শরীরের অঙ্গ নাড়ানোর সময় নম্রতা এবং ধীরে নড়াচড়া করাব।

❁ পানির অপচয় থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করবো। ❁ সমস্যার সম্মুখীন হলে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত হতে শরয়ী দিক নির্দেশনা অর্জন করবো। ❁ **আল্লাহ** না করুক মৃত ব্যক্তির চেহারা কালো হয়ে গেলে বা অন্য কোনো পরিবর্তন হয়ে গেলে শরয়ী হুকুম অনুযায়ী তা গোপন রাখবো এবং সাহায্যকারীকেও গোপন রাখার পরামর্শ দিবো। ❁ ভালো নিদর্শন প্রকাশ পেলে (যেমন; সুগন্ধ আসা, চেহারায় মুচকি হাসি পরিলক্ষিত হওয়া ইত্যাদি) তখন তা অপরকেও বলবো।

মৃতের গোসলের পদ্ধতি

আগরবাতি বা লোবান জালিয়ে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার গোসলের খাটে ধোঁয়া দিন অর্থাৎ ততবার খাটের চারপাশে ঘুরান, খাটের উপর মৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে শোয়ান, যেমনিভাবে কবরে শোয়ানো হয়, নাভী থেকে হাটুসহ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন, (আজকাল গোসলের সময় সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়, আর এতে পানি ঢালার ফলে সতর ভেসে উঠে, তাই খয়েরী বা গাঢ় রঙ্গের এত মোটা কাপড় ব্যবহার করুন যে, যেনো পানি ঢালার পরও সতর ভেসে না উঠে, কাপড়কে ডাবল করে দিলে অধিক উত্তম) সতর্কতার সহিত পর্দার প্রতি সজাগ থেকে ও নম্রভাবে পরিধানের কাপড় খুলে নিন। এবার গোসল প্রদানকারী নিজের হাতে একটি কাপড় জড়িয়ে প্রথমে তাকে উভয় দিকে ইস্তিন্‌জা করান (অর্থাৎ পানি দ্বারা শৌচ কর্ম করান), অতঃপর নামাযের মতো অযু করান অর্থাৎ মুখমন্ডল অতঃপর কনুইসহ উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করুন, অতঃপর মাথা মাসেহ করুন, তারপর তিনবার করে উভয় পা ধৌত করুন, মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর সময় প্রথমে হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার নিয়ম নেই, তবে কোন কাপড় বা রুইয়ের পুটলি ভিজিয়ে তা দ্বারা দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিন। অতঃপর মাথার চুল বা দাঁড়ি, থাকলে তা ধুইয়ে দিন, সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পার্শ্বে কাত করে কুল গাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ করা পানি (যা এখন মৃদু গরম আছে) আর যদি কুল গাছের পাতা না থাকে তাহলে সাধারণ সামান্য গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রবাহিত করুন যেনো পানি তক্তা পর্যন্ত পৌছে যায়,

অতঃপর ডান পার্শ্বে কাত করে অনুরূপভাবে পানি ঢালুন, তারপর হেলান দিয়ে বসান এবং ধীরে ধীরে নিচের দিকে পেঠের নিচের অংশে মালিশ করুন এবং পেট হতে কিছু বের হলে তা ধুইয়ে ফেলুন। এমতাবস্থায় পূনরায় অযু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই, পরিশেষে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপুরের পানি ঢেলে দিন, অতঃপর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা তার শরীর ধীরে ধীরে মুছে দিন। সমস্ত শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয আর তিনবার প্রবাহিত করা সুন্নাত, মৃতের গোসলদানে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করবেন না, আখিরাতে এক এক বিন্দুর হিসাব দিতে হবে, একথা মনে রাখবেন।[১] (মাদানী অসিয়ত নামা, ১২ পৃষ্ঠা)

মৃত ইসলামী বোনদের গোসলের পদ্ধতি

গোসল ও কাফনের জন্য এই জিনিসগুলো ব্যবস্থা করে নিন।

(১) গোসলের খাট (২) আগরবাতী (৩) দিয়াশলাই (৪) দু'টি মোটা চাদর (খয়েরী হলে উত্তম) (৫) তুলা (৬) বড় রুমালের মতো ২টি কাপড়ের টুকরো (ইস্তিনজা ইত্যাদির জন্য) (৭) ২টি বালতি (৮) ২টি মগ (৯) সাবান (১০) কুল গাছের পাতা (১১) ২টি তোয়ালে (১২) কাফনের কাপড় ব্যতিত সেলাইবিহীন প্রশস্থ কাপড় (১৩) কাঁচি (১৪) সুঁই সুতা (১৫) কাপুর (১৬) সুগন্ধী।

আগরবাতি বা লোবান জালিয়ে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার গোসলের খাটে ধোঁয়া দিন অর্থাৎ ততবার খাটের চারপাশে ঘুরান, খাটের উপর মৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে শোয়ান, যেমনিভাবে কবরে শোয়ানো হয়, বুক থেকে হাটুসহ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন, (আজকাল গোসলের সময় সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়, আর এতে পানি ঢালার ফলে সতর ভেসে উঠে, তাই খয়েরী বা গাঢ় রঙ্গের এত মোটা কাপড় ব্যবহার করুন যে, যেনো পানি ঢালার পরও সতর ভেসে না উঠে, কাপড়কে ডাবল করে দিলে অধিক উত্তম) সতর্কতার সহিত পর্দার প্রতি সজাগ থেকে ও নম্রভাবে পরিধানের কাপড় খুলে নিন। অনুরূপভাবে নাকফুল, কানের দুল এবং এরূপ অন্যান্য অলঙ্কার

---

(১) পানি অপচয় এবং ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"অযুর পদ্ধতি"** পাঠ করুন।

থাকে তাও নম্রভাবে খুলে নিন, এবার গোসল প্রদানকারী নিজের হাতে একটি কাপড় জড়িয়ে প্রথমে তাকে উভয় দিকে ইস্তিন্‌জা করান (অর্থাৎ পানি দ্বারা শৌচ কর্ম করান), অতঃপর নামাযের মতো অযু করান অর্থাৎ মুখমন্ডল অতঃপর কনুইসহ উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করুন, অতঃপর মাথা মাসেহ করুন, তারপর তিনবার করে উভয় পা ধৌত করুন, মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর সময় প্রথমে হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার নিয়ম নেই, তবে কোন কাপড় বা রুইয়ের পুটলি ভিজিয়ে তা দ্বারা দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিন। অতঃপর মাথার চুল ধুইয়ে দিন, সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন (কিন্তু সাবান বা শ্যাম্পু বেশি ব্যবহার করার কারণে চুল জড় হয়ে যায়, এই জন্য কুল গাছের পাতা দ্বারা সিদ্ধ পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট)। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পার্শ্বে কাত করে কুল গাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ করা পানি (যা এখন সামান্য গরম আছে) আর তা হলে সাধারণ সামান্য গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রবাহিত করুন যেনো পানি খাট পর্যন্ত পৌছে যায়, অতঃপর ডান পার্শ্বে কাত করে অনুরূপভাবে পানি ঢালুন, তারপর হেলান দিয়ে বসান এবং ধীরে ধীরে নিচের দিকে পেটের নিচের অংশে মালিশ করুন এবং পেট হতে কিছু বের হলে তা ধুইয়ে ফেলুন। এমতাবস্থায় পূনরায় অযু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই, পরিশেষে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপুরের পানি ঢেলে দিন, অতঃপর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা তার শরীর ধীরে ধীরে মুছে দিন। সমস্ত শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয আর তিনবার প্রবাহিত করা সুন্নাত, মৃতের গোসলদানে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করবেন না, আখিরাতে এক এক বিন্দুর হিসাব দিতে হবে, একথা মনে রাখবেন। (মাদানী অসিয়ত নামা, ১২ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাদানী ফুল

❋ মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন এবং দাফনে তাড়াতাড়ি করা উচিত, কেননা হাদীসে পাকে এ ব্যাপারে অনেক জোর দেয়া হয়েছে। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৩১ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: যথাসম্ভব কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করুন,

বিনা প্রয়োজনে দেরী করা কঠোর নাজায়িয। কেননা এর ফলে মৃত ব্যক্তির পেট ফুলা, ফেটে যাওয়া এবং তার মর্যাদাহানির আশংকা রয়েছে। (মিরআতুল মানাযিহ, ২/৪৪৭)

❋ সারা শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয এবং তিনবার সুন্নাত, যেখানে গোসল দেওয়া হবে মুস্তাহাব হলো, পর্দা করে নেয়া, যেনো গোসল প্রদানকারী এবং সাহায্যকারী ছাড়া অন্যরা না দেখে, গোসল দেয়ার সময় এমনভাবে শোয়ান, যেমনিভাবে কবরে রাখা হয় বা কিবলার দিকে পা রেখে কিংবা যেভাবে সহজ হয় সেভাবে করুন। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৮)

গোসল প্রদানকারীদের জন্য মাদানী ফুল

❋ গোসল প্রদানকারী যেনো পবিত্র হয়। যদি যুনুবি ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) গোসল দিয়ে থাকে, তাহলে মাকরূহ, তবে গোসল হয়ে যাবে।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❋ যদি অযু বিহীন ব্যক্তি গোসল দেয়, তবে মাকরূহ হবে না।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❋ উত্তম হচ্ছে যে, গোসল প্রদানকারী মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হওয়া, যদি না থাকে বা গোসল দিতে না জানে তবে অন্য কোন মানুষ দিবে, যে বিশ্বস্ত এবং পরহেযগার। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❋ গোসল প্রদানকারীর পাশে সুগন্ধি প্রজ্জ্বলিত করা মুস্তাহাব, কেননা যদি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসে, তবে সে যেনো তা বুঝতে না পারে, অন্যথায় সে বিচলিত হয়ে যাবে, তাছাড়া তার উচিত, প্রয়োজন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির অঙ্গ প্রতঙ্গের দিকে তাকাবে, বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গের দিকে তাকাবে না, কেননা হয়তো তার শরীরে ত্রুটি রয়েছে, যা সে গোপন রেখেছিলো। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, ১৩১ পৃষ্ঠা)

❋ পুরুষকে পুরুষ গোসল দিন এবং মহিলাকে মহিলা, মৃত ব্যক্তি যদি ছোট ছেলে হয় তবে তাকে মহিলাও গোসল দিতে পারবে এবং ছোট মেয়েকে পুরুষও দিতে পারবে। (ছোট দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যৌন উত্তেজনার গন্ডি পর্যন্ত না পৌঁছলে)

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬০)

❋ মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল প্রদানকারীর গোসল করা মুস্তাহাব।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

মৃত ব্যক্তি যদি পানিতে ডুবে যায়

❉ মৃত ব্যক্তি যদি পানিতে ডুবে যায় বা তার উপর বৃষ্টির পানি বর্ষিত হয় যে, সারা শরীর ভিজে গেছে, তবে গোসল হয়ে গেলো, কিন্তু জীবিতদের উপর মৃতকে গোসল দেয়া ওয়াজিব ছিলো, তখন এমতাবস্থায় তারা তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, যখন তারা মৃতকে গোসল দিবে। সুতরাং যদি মৃতকে পানিতে পাওয়া যায়, তবে গোসলের নিয়্যতে তাকে তিনবার পানিতে নড়াচড়া করুন, যেনো গোসলের সুন্নাত আদায় হয়ে যায় এবং একবার নড়াচড়া করালে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাত অবশিষ্ট থাকবে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/১০৯)

যদি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে চামড়া খসে পড়ে

❉ যদি মৃত ব্যক্তির শরীরের কোন অংশের চামড়া নিজে নিজে খসে পড়ে, তবে এর উপর পানি ঢালবেন না এবং ঐ খসে পড়া চামড়াও মৃতের সাথে দাফন করে দিন। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❉ মৃতের শরীরের অবস্থা যদি এরূপ হয়ে যায় যে, হাত লাগাতেই চামড়া খসে পড়ে তবে হাত না লাগিয়ে শুধু পানি প্রবাহিত করুন।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৮)

মৃত ব্যক্তির মথার চুল ও নখ কাটা

❉ মৃত ব্যক্তির দাড়ি বা চুল আঁচড়ানো অথবা নখ কাটা কিংবা শরীরের কোন অংশের পশম মুন্ডানো বা কাটা অথবা উপড়ে ফেলা নাজায়িয ও মাকরূহে তাহরীমী, বরং হুকুম এটাই, যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় দাফন করে দেয়া, তবে হ্যাঁ, যদি নখ ভাঙ্গা থাকে, তবে নখ নেয়া যাবে আর যদি নখ বা চুল কেটে থাকে তাহলে তা কাফনের সাথে রেখে দিন। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৪)

❉ মৃত ব্যক্তির শরীরের যে অংশ অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে পৃথক করা হয়েছে তা সব কিছু দাফন করে দিতে হবে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

বিভিন্ন মাদানী ফুল

❋ যদি মৃত ব্যক্তির শরীরের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লেগে থাকে তবে তা খুলবেন না। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ ক্যানুলা (এক ধরণের ঔষধ) লাগানোর পর যে ব্যান্ডেজ লাগানো হয়েছে, তা হালকা গরম পানি ঢাললে যদি সহজে উঠে যায় তাহলে তুলে নিন, অন্যথায় রেখে দিন। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ মৃতের গোসলের পর যদি রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর কারণে কাফন নাপাক হয়ে যায়, তাহলে গোসল (দ্বিতীয়বার) দেয়া যাবে না আর কাফন পরিবর্তন করা যাবে না। বরং যদি এধরণের কোন একটি বিষয় হয়ে যায় তাহলে গোসল ও কাফন এর মধ্য থেকে কোন কিছুই দ্বিতীয়বার করা যাবেনা, তবে উত্তম হচ্ছে যে, যেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে সেখানে বেশি করে কটন রেখে দিন, যাতে কাফন নষ্ট না হয়। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ গোসল দেয়ার পর যদি নাক, কান, মুখ এবং অন্যান্য ছিদ্রে তুলা রেখে দেন তবে তাতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু উত্তম হচ্ছে না রাখা। (দুররুল মুখতার, ৩/১০৪)

❋ মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু উত্তম হচ্ছে, ঐসকল জিনিস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা, যা মৃতকে সামান্যতমও কষ্ট দেয়ার আশংকা রয়েছে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ বগল এবং অন্যান্য অঙ্গ যেখানে পানি সহজেই প্রবাহিত হয়না, সেখানে গুরুত্ব সহকারে পানি প্রবাহিত করুন।

❋ গোসলের সময় পানি ঢালার ক্ষেত্রে দোয়া বা কলেমা ইত্যাদি পাঠ করা আবশ্যক নয়, পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যাবে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ খাটেও গোসল দিতে পারবে, কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে, এর জন্য কোন খাট নির্দিষ্ট করে নেয়া, অতঃপর সকল মৃতের গোসল সেই খাটেই দেয়া, কিন্তু যদি কেউ এরূপ না করে এবং ব্যবহৃত খাটেই গোসল দেয়, তবে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু পরেও যেনো সেই খাট ব্যবহার করা হয়, ব্যবহার না করে রেখে দেয়া অপচয়।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ অনেক জায়গার রীতি হচ্ছে যে, সাধারণত মৃতকে গোসল দেয়ার জন্য মাটির ঘটি ও বদনা নিয়ে আসে, এর কোন প্রয়োজন নেই, ঘরে ব্যবহৃত বদনা দিয়েও গোসল দেয়া যাবে এবং অনেকে এরূপ মূর্খতা সূলভ আচরণ করে যে, গোসল দেয়ার পর তা ভেঙ্গে ফেলে, এটা নাজায়িয ও হারাম, কেননা তা হলো সম্পদ ধ্বংস করা আর যদি এই ধারণা করে যে, তা নাপাক হয়ে গেছে, তবে তা অযৌক্তিক, কেননা প্রথমত এর উপর পানির ছিটা পড়েনা আর পড়লেও নির্ভূল এটাই যে, মৃত ব্যক্তির গোসল নাজাসাতে হুকমি দূর করার জন্য, তাহলে ব্যবহৃত পানির ছিটাই তো পড়েছে, আর ব্যবহৃত পানি নাপাক নয়, যেমনিভাবে জীবিতদের ওযু ও গোসলের পানি নাপাক নয় আর যদি মেনে নিলাম যে, নাপাক পানির ছিটা পড়েছে, তাহলে ধুয়ে নিন, ধোয়ার পর পবিত্র হয়ে যাবে এবং অধিকাংশ জায়গায় ঐ মাটির বদনা মসজিদে রেখে দেয়া হয়, যদি নিয়্যত এটা হয় যে, নামাযিরা আরাম পাবে আর এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পাবে, তবে তা ভালো নিয়্যত এবং রাখাটা উত্তম আর যদি ধারণা এটা হয় যে, ঘরে রাখাটা অমঙ্গলজনক, তাহলে তা বড়ই বোকামী এবং অনেকে মটকার অবশিষ্ট পানি ফেলে দেয়, এটাও হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৬)

❋ মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পর চোখে সুরমা লাগানো সুন্নাতের পরিপন্থি।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ মৃতের মুখে নকল দাঁত লাগানো থাকে এবং যদি সহজেই তা বের করা যায় তবে বের করে নিবেন আর যদি কষ্ট হয় তাহলে বের করবে না।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ মৃত বদমাযহাবের গোসল দেয়ার জন্য কেউ বললে, না যাওয়া উচিৎ, কেননা বদমাযহাবের সাথে এরূপ দয়া করার শরয়ী অনুমতি নেই।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ মহিলা তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। (আলমগীরি, ১/১৬০)

ইসলামী বোনদের জন্য মাদানী ফুল

❋ হায়েয বা নেফাস সম্পন্না মহিলা অথবা যুনুবিয়্যা (যার উপর গোসল ওয়াজিব) মহিলার ইন্তিকাল হলো, তবে একবার গোসলেই যথেষ্ট, কেননা গোসল

ওয়াজিব হওয়ার জন্য যতো কারণ রয়েছে সব এক গোসলের মাধ্যমে আদায় হয়ে যাবে। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/১০২)

❋ উত্তম হচ্ছে, মরহুমার নিকটাত্মীয় যেমনঃ মা, মেয়ে, বোন, বউ ইত্যাদি যদি থাকে তবে তাদেরকেও গোসল দেয়ার জন্য অংশগ্রহণ করানো, কেননা ঘরের সদস্যরা নম্রতার সহিত গোসল দিবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❋ গর্ভবতী (Pregnant) মহিলাও গোসল দিতে পারবে।

❋ গোসলদানকারীনি যেনো পবিত্র হয় এবং যদি যুনুবিয়্যার (যার উপর গোসল ফরয) গোসল দেয়া মাকরূহ, কিন্তু গোসল হয়ে যাবে।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯)

❋ যদি মৃত্যুবরণ কারীনির নখে নেইল পলিশ লাগানো থাকে এবং মৃতার যদি কষ্ট না হয় তবে যথাসম্ভব দূর করবে, এর জন্য রিমুভার (Remover) ব্যবহার করতে পারবে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ গোসল দেয়ার সময় যে চাদর দ্বারা মৃতকে ঢাকা হয়, যতক্ষন পর্যন্ত তা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হবে না, ততক্ষণ এটাকে নাপাক বলা যাবে না, সুতরাং এটাকে ব্যবহার করা যাবে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ মৃত্যুর পর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা (মেকআপ ও মেহেদী লাগানো ইত্যাদি) নাজায়িয। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ জনসাধারণের মাঝে এটা প্রসিদ্ধ যে, মৃত মহিলার গোসলের জন্য গমনকারীনি ইসলামী বোনের সাথে রূহানী সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়, এটার কোন ভিত্তি নেই, এটা কেবল সন্দেহ মাত্র। অনুরূপভাবে এমনও বলা হয়ে থাকে যে, অবিবাহিতরা যেনো মৃত মহিলার কাছে না আসে, এরও কোন ভিত্তি নেই।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযার খাট কাঁধেও নিতে পারবে, কবরেও নামাতে পারবে এবং চেহারাও দেখতে পারবে, শুধু গোসল দেয়া এবং কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া শরীর স্পর্শ করতে পারবে না। (দুররুল মুখতার, ৩/১০৫)

মরহুম মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর গোসল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে দুনিয়ার অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত, সর্বদা মৃত্যুর স্মরণে থাকে, ইবাদত ও তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে, নিয়মিত যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে অভ্যস্ত, তবে উভয় জগতে তার তরী পার হয়ে যাবে। আসুন! এমনি গুণে গুণান্বিত একজন কারামত সম্পন্ন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগের মাদানী বাহার শুনি:

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযে মজলিশে শুরার সদস্য এবং মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাফেয ক্বারী আলহাজ্ব হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্বীন ইসলামের একনিষ্ঠ ও উদ্যমী মুবাল্লীগ ছিলেন। ধর্মনিষ্ঠ ও খোদাভীতি এবং পরহেযগারীতে নিজের দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই, প্রতিদিন কোরআনুল করীমের এক মনযিল তিলাওয়াত করতেন, এভাবে সাত দিনে এক খতম কোরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করতেন। মুখের কুফ্লে মদীনা খুবই মজবুত ছিলো, যখন কেউ তার সাথে কথা বলতো তখনই তিনি কথা বলতেন অন্যথায় অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। কখনো অট্টহাসি দিতে দেখা যায়নি, তবে তার মুখে মুচকি হাসি সবসময় দেখা যেত। সৎচরিত্রবান, গম্ভীর এবং মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে খুবই উদ্যমী ছিলেন, বিশেষ করে মাদানী ইন্‌আমাত এবং মাদানী কাফেলার একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। অনুরূপভাবে একজন ভালো শিক্ষক এবং মুফতিও ছিলেন, নিজের ছাত্রদের খুবই মনোযোগ সহকারে সহজভাবে পড়াতেন এবং প্রশ্নকারীদের সন্তোষজনক উত্তর দিতেন। দারুল ইফতায়ও প্রশ্নকারীদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং অতি সহজ ও সাধারণভাবে এর উত্তর প্রদান করতেন। তিনি প্রায় চার হাজার (৪০০০) ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। তাফসীরে জালালাইনের প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠার টীকা লিখেছেন এবং তাফসীরে কোরআন সীরাতুল জীনান এর ৬ পারার কাজও সম্পন্ন করেছেন। তিনি একটি অর্থবহ জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং দ্বীন ইসলামের খিদমতে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুর ডাকে লব্বাইক বললেন। ১৮ মুহাররম ১৪২৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ ফেব্রুয়ারী

২০০৬ ইংরেজি, রোজ শুক্রবার বাবুল মদীনা করাচীতে ইন্তিকাল করেন। রাত প্রায় ১০.০০ টায় তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছে, গোসল প্রদানকারী ইসলামী ভাইদের বর্ণনা হচ্ছে যে, আমরা জাগ্রত অবস্থায় দেখছি যে, মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ গোসল প্রদানের সময় মুচকি হাসছিলেন। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ইসলামী ভাইয়েরাও এর সাক্ষ্য দিলো, যেনো সায়্যিদুনা শেখ সাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কবিতা তার জন্যই প্রযোজ্য:

ইয়াদ দারি কেহ ওয়াক্ত যাদন তু,
হামা খানদাঁ বদ নদ তো গিরীয়াঁ।
আ'নচুনাঁ যি কেহ ওয়াক্ত মুরদন তু,
হামা গিরীয়াঁ শাওনদ তু খানদাঁ।

স্মরণ রেখো! যখন তুমি এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিল সবে, এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

নাত পাঠের সময় ঠোঁট নড়ছিলো

গোসল দেয়ার পর ইসলামী ভাইয়েরা মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পাশে জড়ো হয়ে নাত পরিবেশন করা শুরু করলো। তাখাচ্চুছ ফিল ফিকহ (মুফতি কোর্স) এর দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের বর্ণনা হলো: আমি দেখেছি যে, নাত পরিবেশন কালে সম্মানিত শিক্ষক মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পবিত্র ঠোঁটদ্বয়ও নড়ছিলো।

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কাফনের বর্ণনা

মৃত্যুর পর মানুষকে যে পোষাক পরিধান করানো হয়, তাকে কাফন বলে, এটা ফরযে কিফায়া।

কাফন পরিধান করানোর ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানো সাওয়াবের কাজ এবং অনেক হাদীসে মোবারাকায় কাফন পরানো ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতী পোশাক এবং সুন্দর রেশমী পোশাক এর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যেমনিভাবে একটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

জান্নাতী পোশাক

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করালো তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সুন্দুসের পোশাক (জান্নাতের অতিব সুন্দর রেশমী পোশাক) পরিধান করাবেন।

(মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী, ৮/২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০৭৮)

কাফনের স্তর

কাফনের স্তর তিনটি রয়েছে:

(১) কাফনে জরুরত, (২) কাফনে কিফায়ত, (৩) কাফনে সুন্নাত।

কাফনে জরুরত

কাফনে জরুরত পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এই যে, যা সহজে পাওয়া যায় আর কমপক্ষে এতটুক হওয়া যে, সমস্ত শরীর ঢেকে যায়।

(দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১৫)

কাফনে কিফায়ত

কাফনে কিফায়ত পুরুষের জন্য দু'টি কাপড়:

(১) লিফাফা, (২) ইযার।

কাফনে কিফায়ত মহিলাদের জন্য তিনটি কাপড়:

(১) লিফাফা, (২) ইযার, (৩) উড়না বা

(১) লিফাফা, (২) কামীস, (৩) উড়না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৭)

কাফনে সুন্নাত

পুরুষের জন্য কাফনে সুন্নাত হলো ৩টি কাপড়:

(১) লিফাফা, (২) ইযার, (৩)কামীস।

মহিলাদের জন্য কাফনের সুন্নাত হলো ৫টি কাপড়:

(১) লিফাফা, (২) ইযার, (৩) কামীস,

(৪) সিনাবন্দ, (৫) উড়না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৭)

❋ হিজড়া বা নপুংসকদেরকে (অর্থাৎ যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের আলামতই আছে এবং এটা প্রমাণিত নয় যে, সে পুরুষ নাকি মহিলা) মহিলাদের মতো ৫টি কাপড় দ্বারা কাফন দিবে, কিন্তু কুসুম বা জাফরানের রং করা এবং রেশমী কাফন তাকে দেয়া জায়িয নেই। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬১)

শিশুদেরকে কিরূপ কাফন দিবে

যে নাবালিগ প্রাপ্ত বয়সের সীমায় পৌঁছেছে, তার উপর প্রাপ্ত বয়স্কের হুকুম প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য যতোগুলো কাফনের কাপড় দেয়া হয়, তাকেও ততগুলো দিবে এবং এর চেয়ে ছোট ছেলের জন্য ১টি কাপড় (ইযার) এবং ছোট মেয়ের জন্য দু'টি কাপড় (লিফাফা ও ইযার) দিবে আর ছোট ছেলেকেও দু'টি কাপড় (লিফাফা এবং ইযার) দেয়া হলে ভালো আর উত্তম হলো যে, উভয়কেই পরিপূর্ণ কাফন দেয়া, যদিও এক দিনের বাচ্চা হোক না কেন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১৭)

কাফনের বিস্তারিত বিবরণ

(১) লিফাফা: অর্থাৎ চাদর, মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য থেকে এতটুকু পরিমাণ বড় হতে হবে, যাতে উভয় প্রান্তে বাধা যায়।

(২) ইযার: (অর্থাৎ তেহবন্দ) মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অর্থাৎ লিফাফা হতে এতটুকু পরিমাণ ছোট যা বাধার জন্য অতিরিক্ত রাখা হয়েছিলো।

(৩) কামীস: (অর্থাৎ জামা) গর্দান থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত এবং সামনে ও পিছনে উভয়দিকে সমান হবে। এতে বুক ফারা ও আস্তিন থাকবেনা। পুরুষদের কামীস কাঁধের দিকে আর মহিলাদের কামীস বুকের দিকে ছিড়বে।

(৪) সীনাবন্দ: স্তন থেকে নাভী পর্যন্ত হবে এবং উত্তম হচ্ছে যে, রান পর্যন্ত হওয়া।

(৫) উড়না: তিন হাত হতে হবে অর্থাৎ দেড় গজ।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ১১পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৮)

সাধারণত তৈরিকৃত কাফন কিনে নেয়া হয়, এতে মৃতের দেহ অনুযায়ী সুন্নাত সম্মত সাইজ নাও হতে পারে, এটাও হতে পারে, এতলম্বা হয়ে গেলো যে, অপচয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, তাই সতর্কতা এতেই যে, থান থেকে প্রয়োজনিয় কাপড় কেটে নেয়া। (মাদানী অসিয়ত নামা, ১১ পৃষ্ঠা)

কাফন পরিধান করানোর বিভিন্ন নিয়্যত

❋ **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করাবো। ❋ ফরযে কিফায়া আদায় করবো। ❋ প্রয়োজনে কাফন পরিধানের পূর্বে সাহায্যকারীদেরকে কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি ও সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করবো। ❋ গোসলের খাট থেকে কাফনের জন্য রাখা অবস্থায় অতিব সতর্কতা এবং নম্র আচরণ করবো আর ঐ সময় সতর ঢাকার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখবো। ❋ মৃতের কপালে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ লিখে দিবো। ❋ অনুরূপভাবে বুকের উপর لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিবো। ❋ আতর বা সুগন্ধ লাগাবো। ❋ মদীনা শরীফের পানি এবং

যমযমের পানি পাওয়া গেলে কাফন ও চেহারায় ছিটিয়ে দিবো। ❋ কবরে কিবলার দিকে তাক বানিয়ে শাজারা শরীফ, আহাদ নামা ইত্যাদি রাখবো।

পুরুষকে কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

কাফনে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার ধোঁয়া দিন। অতঃপর এমনভাবে বিছাবেন, যেনো প্রথমে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর তাহবন্দ এবং এর উপর কামীস রাখুন। এবার মৃত ব্যক্তিকে এর উপর শয়ন করান এবং কামীস পড়ান, অতঃপর দাড়িতে (না থাকলে চিবুকে) ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করুন, ঐসকল অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, হাত, হাঁটু ও পায়ে কাপুর লাগান। অতঃপর তাহবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিকে থেকে জড়িয়ে নিন। অবশেষে লিফাফাও এরূপ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়িয়ে নিন যেনো ডান অংশ উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে দিন।

(মাদানী অসীয়ত নামা, ১৩ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

কাফনে তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার ধোঁয়া দিন। অতঃপর এমনভাবে বিছাবেন, যেনো প্রথমে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর তাহবন্দ এবং এর উপর কামীস রাখুন। অতঃপর মৃতাকে এর উপর শয়ন করান এবং কামীস পড়ান, এবার তার চুলকে দুই ভাগ করে কামীসের উপর বুকের উপর রেখে দিন এবং ওড়নাকে অর্ধেক পিঠের নিচে বিছিয়ে তা মাথার উপর দিয়ে এনে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দিন, যেনো বুকের উপর থাকে। এর দৈর্ঘ্য অর্ধ পিঠ এ নিচে পর্যন্ত এবং প্রস্থ এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত হবে। অনেকে ওড়না এমনভাবে পড়ায়, যেমনিভাবে মহিলারা জীবদ্দশায় মাথায় পরিধান করতো, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। এবার সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগান, ঐসকল অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, হাটু ও পায়ে কাফুর লাগান (সতরের স্থান দেখাও যাবে না, কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া স্পর্শ করাও যাবে না)। অতঃপর তাহবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়ান। অবশেষে লিফাফাও এভাবেই প্রথমে বাম দিক

থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়ান যেনো ডান পাশ উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে দিন। অবশেষে সীনাবন্দ স্তনের উপরিভাগ থেকে রান পর্যন্ত এনে কোন রশি দ্বারা বেঁধে দিন। (আজকাল মহিলাদের কাফনেও লিফাফাই সবশেষে দেয়া হয়, তবে যদি কামীসের পর সীনাবন্দ রাখা হয় তবুও কোন সমস্যা নেই, কিন্তু উত্তম হলো সীনাবন্দ সবার শেষে দেয়া) (মাদানী অসিয়ত নামা, ১৩ পৃষ্ঠা)

কাফন কিরূপ হওয়া উচিত

❁ কাফন উত্তম হওয়া উচিত অর্থাৎ পুরুষেরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং জুমার জন্য যেরূপ কাপড় পরিধান করতো এবং মহিলারা বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য যেরূপ কাপড় পরিধান করে সেরূপ মূল্যবান হওয়া উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: মৃতদেরকে ভালো কাফন দাও, কেননা তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং উত্তম কাফনে সে গর্ব করে অর্থাৎ খুশি হয়।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১২)

❁ সাদা কাফন উত্তম, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরিধান করাও।

(তিরমিযী, কিতাবুজ জানায়িয, ২/৩০১, হাদীস নং- ৯৯৬)

❁ পুরাতন কাপড় দ্বারাও কাফন দেয়া যাবে, কিন্তু পুরাতন হলে তা যেনো ধৌত করা হয়, কেননা কাফন পরিষ্কার হওয়া অধিক প্রিয়।

(জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবল জানায়িয, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

❁ যদি কাফন যমযমের পানি বা মদীনার পানি দ্বারা বরং উভয়টি দ্বারা সিক্ত হয় তবে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৪ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন মাদানী ফুল

❁ মৃতের উভয় হাত শরীরের পার্শ্বে সোজা করে রাখুন, বুকের উপর রাখবেন না, কেননা তা কাফেরদের পদ্ধতি। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৫ পৃষ্ঠা) অনেক জায়গায় নাভীর নিচে এভাবে রাখে, যেভাবে নামাযে দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় করে, এটাও করবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৬ পৃষ্ঠা)

❋ মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে কাফন ঐ সম্পদ থেকে হওয়া চাই। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১৪)

❋ কেউ অসিয়ত করলো যে, তাকে কাফনে দুটি কাপড় দেয়ার জন্য, তাহলে এই অসিয়ত প্রয়োগ করবেন না, তিনটি কাপড়ই দিন আর যদি এই অসিয়ত করে যে, হাজার টাকার কাফন দিবে তাহলে এটাও করা যাবে না, তবে মধ্যম মানের দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১২)

❋ ওলামা ও মাশায়েখকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা যাবে, সাধারণ মানুষকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা নিষেধ।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১১২)

❋ মৃত ব্যক্তির গোসলের পর কাফনের কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকার পূর্বে কপালের উপর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখে দিন।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ৪ পৃষ্ঠা)

❋ অনুরূপভাবে বুকে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিন।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

❋ কলবের (হৃদয়) উপর يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিন।

(মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

❋ নাভী ও বুকের মধ্যখানে কাফনের উপর يَا غوثِ اعظم دستگير رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ, يَا امام ابو حَنِيۡفَه رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ, يَا امام اَحۡمَد رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ, يَا شيخ ضياءُ الدّين رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে লিখুন। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা) আপন পীর মুর্শিদের নামও লিখতে পারেন। যেমন; يَا عَطَّار

❋ নাভীর উপর থেকে সতর পর্যন্ত সমস্ত কাফনে (নিতম্ব ছাড়া) “মদীনা মদীনা” (আরবীতে) লিখে দিন। মনে রাখবেন! এসব কিছু কালি দিয়ে নয়, শুধু শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে লিখবেন আর যদি কোন সৈয়্যদ সাহেব বা আলেমে দ্বীন লিখে দেন তবে তো সৌভাগ্যই।

❋ দুই চোখের উপর মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এর খেজুরের বিচি রেখে দিন। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

❋ যদি কোন ইসলামী বোন ঋতুবর্তি হয় বা গর্ভবতী হয়, তবে তারা মৃতকে দেখতে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ কাফনের কাপড় সেলাই মেশিনে বা হাত দিয়ে সেলাই করতে পারবে।
(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

কাফনের জন্য চারটি মূল্যবান উপহার

(১) "بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ" ৭০বার লিখে মৃতের কাফনে রেখে দিন, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মুনকির নকীরের প্রশ্নোত্তর সহজ হয়ে যাবে। (শামসুল মাআ'রিফ, ৭৪ পৃষ্ঠা)

(২) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামায (অর্থাৎ ফরয, সুন্নাত ইত্যাদি পড়ার) এরপর আহাদ নামা পাঠ করবে, ফিরিশতারা তা লিখে মোহর (সীল) লাগিয়ে কিয়ামতের দিনের উঠিয়ে রাখবে, যখন **আল্লাহ তায়ালা** সেই বান্দাকে কবর থেকে উত্তোলন করবেন, তখন ফিরিশতা ঐ দলিল (আহাদ নামা) সাথে নিয়ে আসবে এবং ঘোষণা করবে: আহাদ নামা পাঠকারী কোথায়? তাকে আহাদ নামা দেয়া হবে। ইমাম হাকীম তিরমিযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এটা বর্ণনা করে বলেন: "ইমাম তাউস رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর অসিয়ত অনুযায়ী এই আহাদ নামা তার কাফনে লিখা হয়েছে।"

(দুররে মানসুর, ৬ষ্ঠ পারা, সূরা মরিয়ম, ৮৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৫৪৩ পৃষ্ঠা)

ইমামে ফকিহ ইবনে আজীল رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই দোয়ায়ে আহাদ নামা সম্পর্কে বলেন: যখন এই আহাদ নামা লিখে মৃত ব্যক্তির সাথে কবরে রাখবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে মুনকার নকীরের প্রশ্ন ও কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা দান করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১০৯) আহাদ নামাটি হলো:

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ عَالِمَ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحۡمٰنَ الرَّحِيۡمَ اِنِّیۡۤ اَعۡهَدُ اِلَيۡكَ فِیۡ هٰذِهِ الۡحَيَاةِ الدُّنۡيَا بِاَنَّكَ اَنۡتَ اللهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنۡتَ وَحۡدَكَ لَا شَرِيۡكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُكَ وَرَسُوۡلُكَ فَلَا تَكِلۡنِیۡ اِلٰی نَفۡسِیۡ فَاِنَّكَ اِنۡ تَكِلۡنِیۡ اِلٰی نَفۡسِیۡ تُقَرِّبۡنِیۡ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدۡنِیۡ مِنَ الۡخَيۡرِ وَاِنِّیۡ لَاۤ اَثِقُ اِلَّا بِرَحۡمَتِكَ فَاجۡعَلۡ رَحۡمَتَكَ لِیۡ عَهۡدًا عِنۡدَكَ تُؤَدِّيۡهِ اِلٰی يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ الۡمِيۡعَادَ۔

(দুররে মানসুর, ৬ষ্ঠ পারা, সূরা মরিয়ম, ৮৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৫৪২ পৃষ্ঠা)

(৩) যে ব্যক্তি এই দোয়া মৃত ব্যক্তির কাফনে লিখে দিবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামত পর্যন্ত তার আযাব তুলে নিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْأَلُكَ یَا عَالِمَ السِّرِّ یَا عَظِیْمَ الْخَطَرِ یَا خَالِقَ الْبَشَرِ
یَا مُوْقِعَ الظَّفَرِ یَا مَعْرُوْفَ الْاَثَرِ یَا ذَا الطَّوْلِ وَالْمَنِّ یَا كَاشِفَ الضَّرِّ وَالْمِحَنِ
یَا اِلٰهَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ فَرِّجْ عَنِّیْ هُمُوْمِیْ وَاكْشِفْ عَنِّیْ غُمُوْمِیْ
وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ۔

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১০৯)

(৪) যে ব্যক্তি এই দোয়া কোন কাগজে লিখে মৃত ব্যক্তির কাফনের নিচে বুকের উপর রাখবে, তবে তার কবরের আযাব হবেনা এবং মুনকার নকীরও আসবে না।

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১০৮)

মাদানী পরামর্শ: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত "কাফন কে তিন আনমোল তুহফা" নামক লিফলেট ক্রয় করে নিজের কাছে রাখুন এবং কোন মুসলমানের মৃত্যুতে বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, তাছাড়া কাফন বিক্রেতা এবং গোসল ও কাফন প্রদানকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও দিন, যেনো তারাও প্রত্যেক কাফনের সাথে ১টি করে লিফলেট **ফি-সাবিলিল্লাহ** দিতে পারে।

জানাযার নামাযের বর্ণনা

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া, অর্থাৎ যেকোন একজন আদায় করলে তবে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় যাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে এবং আসেনি তারা সবাই গুনাহগার হবে। (ফতোওয়ায়ে তাতারখানিয়া, কিতবুস সালাত, ২/১৫৩) এর জন্য জামাআত শর্ত নয়, একজন ব্যক্তিও যদি পড়ে নেয়, তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২) এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা কুফরী।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১২০)

মৃতের সাথে সম্পৃক্ত জানাযার নামাযের ৭টি শর্ত

জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত ৭টি শর্ত হলো:

(১) মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া। (২) মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাফন পবিত্র হওয়া। (৩) জানাযা (লাশ) তথায় বিদ্যমান থাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরীর বা অধিকাংশ অথবা মাথাসহ অর্ধাংশ বিদ্যমান থাকা। তাই গায়েবানা জানাযার নামায হতে পারে না। (৪) জানাযা (লাশ) জমিনে বা হাতের উপর হওয়া কিন্তু নিকটে থাকা, যদি কোন জন্তুর উপর আরোহিত অবস্থায় হয় তাহলে নামায হবে না। (৫) জানাযা (লাশ) মুসল্লীর সামনে কিবলার দিকে রাখা, যদি মুসল্লীর পিছনে হয় তাহলে নামায বিশুদ্ধ হবে না। (৬) মৃতের শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয, তা ঢেকে রাখা। (৭) লাশ ইমামের সামনে হওয়া অর্থাৎ যদি একটি লাশ হয় তবে তার শরীরের কোন অংশ ইমামের সামনে থাকা আর কয়েকজন হলে তবে কোন একজনের শরীরের অংশ ইমামের সামনে হওয়াটা যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১২১,১২৩)

এই শর্ত সমূহের কিছু ব্যাখ্যা

❋ মৃত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে জীবিত জন্মগ্রহণ করেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অতএব বাচ্চা যদি মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার জানাযা পড়তে হবেনা। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮২৬)

❋ ছোট বাচ্চার মা-বাবা দুজনেই মুসলমান বা একজন তবে সে মুসলমান, তার জানাযা পড়তে হবে আর দুজনেই (মা-বাবা) কাফের হলে তার জানাযা পড়া যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮২৬)

❋ শরীর পবিত্র হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকে গোসল দেয়া বা গোসল দেয়া সম্ভব না হওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করিয়ে দেয়া এবং কাফন পরিধান করানোর পূর্বে তার শরীর থেকে নাপাকী বের হলে তা ধুয়ে দেয়া আর পরে যদি বের হয় তাহলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই এবং কাফন পাক হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য যে, পবিত্র কাফন পরিধান করানো এবং পরে যদি নাপাকী বের হয় এবং কাফন ময়লা হয়ে যায় তাহলে অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১২২)

❋ গোসল দেয়া ব্যতীত নামায পড়লে হবে না, তাকে গোসল দেয়ার পর আবার নামায পড়তে হবে আর যদি কবরে রাখা হয়েছে, এখনো মাটি দেয়া হয়নি, তবে তাকে কবর থেকে বের করবে এবং গোসল দিয়ে নামায পড়বে আর যদি মাটি দিয়ে দেয়, তবে এখন আর বের করা যাবে না, সুতরাং এখন কবরের সামনেই নামায পড়ে নিবে, যেহেতু প্রথমের নামায হয়নি, কেননা গোসল দেয়া হয়নি বলে তবে এখন যেহেতু গোসল দেয়া সম্ভব নয় তাই এখন আদায় হয়ে যাবে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১২১)

❋ যদি জানাযা উল্টা রাখা হয় অর্থাৎ ইমামের ডানে মৃত ব্যক্তির পা রাখা হলো, তবে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু ইচ্ছা করে এরূপ করলে গুনাহগার হবে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১২৪)

❋ যদি কিবলা কোন্ দিকে তা না জেনে ভূল করে থাকে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে নিজের ধারণা অনুযায়ী কিবলার দিকে রেখেছে, কিন্তু আসলে তা কিবলার দিক নয়, তাহলে তাহাররীর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যেখানে অনুসন্ধান করার হুকুম রয়েছে) যদি অনুসন্ধান করে[১] তবে নামায হয়ে যাবে অন্যথায় হবে না।

(দূররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১২৪ পৃষ্ঠা)

---

(১) যখন কোন জায়গার সত্যটা জানা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তখন চিন্তা করবে এবং যে দিকে ধারণা প্রবল হবে তাই আমল করবে, এই চিন্তার নাম হচ্ছে তাহাররী। তাহাররীর উপর আমল করা তখনই জায়িয; যখন প্রমাণাদি দ্বারা জানা যাবে না। আর যদি প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, তখন তাহাররীর উপর আমল করার অনুমতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১৭তম অংশ, ৩/১৬৬)

আত্মহত্যাকারীর নামাযের হুকুম

❋ যে আত্মহত্যা করলো, অথচ এটি অনেক বড় গুনাহ, কিন্তু তার জানাযার নামায পড়তে হবে, যদিওবা ইচ্ছা করেই আত্মহত্যা করে, যে ব্যক্তির উপর রযম প্রয়োগ করা হয়েছে (শাস্তি হিসেবে পাথর নিক্ষেপ করে মারা হয়েছে) বা কিসাসের (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) মাধ্যমে মারা হয়েছে, তাকে গোসলও দিবে এবং নামাযও পড়বে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১২৭। আলমগীরি, কিতাবুস সালাত ১/১৬৩)

জানাযার নিয়্যত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত জানাযার মাদানী ফুলের আলোকে কিছু নিয়্যত শ্রবণ করে নিন।

❋ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য জানাযার নামায পড়বো। ❋ ফরযে কিফায়া আদায় করবো। ❋ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের মন খুশি করবো। ❋ মরহুমের জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং ইছালে সাওয়াব করবো। ❋ নামাযের পর সুন্নাত অনুযায়ী জানাযার চার পায়া কাঁধে নিবো (অর্থাৎ প্রথমে ডান পাশের মাথার দিকে অতঃপর ডান পায়ের দিকে, এরপরে বাম পাশের মাথার দিকে অতঃপর বাম পায়ের দিকে) ❋ প্রতিবার দশ কদম করে চল্লিশ কদম চলে ৪০টি কবীরা গুনাহ ক্ষমার অধিকারী হবো। ❋ জানাযার খাট কাঁধে নেয়ার সময় মানুষকে কষ্ট এবং ধাক্কা দেয়া থেকে বিরত থাকবো। ❋ নিজের জানাযা উঠানো এবং দাফন হওয়াকে স্মরণ করে আখিরাতের চিন্তা ভাবনা করবো।

জানাযার নামায কে পড়াবে?

জানাযার নামাযের হকদার হলো ইসলামী রাষ্ট্রের বাদশাহের, এরপর কাযী, অতঃপর জুমার ইমাম, এরপর মহল্লার ইমাম, এরপর অভিভাবকের, মহল্লার ইমামের অভিভাবকের উপর প্রাধান্য দেয়া মুস্তাহাব স্বরূপ আর এটা তখনই হবে, যখন অভিভাবক থেকে উত্তম হবে অন্যথায় অভিভাবকই উত্তম।

(গুনিয়াতুল মুতমালী, ফসলু ফিল জানায়িয, ৫৮৪ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৪১-১৩৯)

জানাযা নামাযের রুকন এবং সুন্নাত

জানাযার নামাযের রুকন ২টি:

(১) চারবার তাকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা, (২) কিয়াম বা দাঁড়ানো।

জানাযার নামাযের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ৩টি:

(১) সানা পাঠ করা, (২) দরূদ শরীফ পাঠ করা, (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। **(দূর্‌রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১২৪)**

জানাযার নামাযের পদ্ধতি[১] (হানাফী)

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "জানাযা নামাযের পদ্ধতি" রিসালার ৮ পৃষ্ঠায় জানাযা নামাযের পদ্ধতি এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

মুক্তাদী এভাবে নিয়্যত করবে: আমি **আল্লাহ**র ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি। **(ফতোওয়ায়ে তাতারখানিয়াহ, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)** এবার মুক্তাদী ও ইমাম উভয়ে প্রথমে কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন। সানা পড়ার সময় وَتَعَالٰى جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط পড়বেন। অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন, অতঃপর দুরূদে ইবরাহীম পড়বেন, এরপর হাত না উঠিয়ে আবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং দোয়া পাঠ করবেন (ইমাম সাহেব তাকবীর সমূহ উচ্চ আওয়াজে বলবেন আর মুক্তাদীগণ নিম্নস্বরে। অবশিষ্ট দোয়া, যিকির আযকার ইত্যাদি ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নিম্নস্বরে পাঠ করবেন।) দোয়া পাঠ শেষে পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং হাত ছেড়ে দিবেন, অতঃপর উভয় দিকে সালাম ফিরাবেন। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৯, ৮৩৫ পৃষ্ঠা)**

---

(১) জানাযার নামাযের পূর্বে মৃত ব্যক্তির হক এবং নামাযের নিয়ম সম্পর্কে বলে দিন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত এই ঘোষণা কিতাবের শেষে এই শিরোনামে রয়েছে; "বালিগের জানাযার নামাযের পূর্বে এটা ঘোষণা করুন"।

ছানা

سُبۡحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمۡدِكَ وَ تَبَارَكَ اسۡمُكَ
وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيۡرُكَ ط

অর্থাৎ হে **আল্লাহ** তুমি পবিত্র! আর আমি তোমার প্রশংসা করছি, তোমার নাম বরকত মণ্ডিত এবং তোমার মর্যাদা অতীব মহান আর তোমার প্রশংসাও উচ্চতর, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।

দরূদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيۡتَ عَلٰٓى اِبۡرٰهِيۡمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ
اِبۡرٰهِيۡمَ اِنَّكَ حَمِيۡدٌ مَّجِيۡدٌ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكۡ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكۡتَ عَلٰٓى اِبۡرٰهِيۡمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبۡرٰهِيۡمَ اِنَّكَ حَمِيۡدٌ مَّجِيۡدٌ ط

অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** দরূদ প্রেরণ করো (আমাদের সরদার) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং **তাঁর** বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি দরূদ প্রেরণ করেছো (সায়্যিদুনা) ইব্রাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয় তুমিই সকল প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। হে **আল্লাহ!** বরকত অবতীর্ণ করো (আমাদের সরদার) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং **তাঁর** বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছো (সায়্যিদুনা) ইব্রাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় তুমিই সকল প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী।

বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَآئِبِنَا وَ صَغِيۡرِنَا
وَ كَبِيۡرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنۡثٰنَا ط اَللّٰهُمَّ مَنۡ اَحۡيَيۡتَهٗ مِنَّا فَاَحۡيِهٖ
عَلَى الۡاِسۡلَامِ وَ مَنۡ تَوَفَّيۡتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الۡاِيۡمَان

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, কিতাবুল জানায়িয, ১/৬৮৪, হাদীস নং- ১৩৬৬)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমাদের প্রত্যেক জীবিতকে ও আমাদের প্রত্যেক মৃতকে, আমাদের প্রত্যেক উপস্থিতকে ও প্রত্যেক অনুপস্থিতকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। **হে আল্লাহ!** তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো। আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবে, তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করো।

নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا وَّ ذُخْرًا

وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا ط

(কানযুদ দাকায়েক, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৫২ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এই (ছেলে)কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারী করে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো কাজে আসার উপযোগী করে দাও। আর তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দাও এবং তেমনই করো, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

নাবালিগা (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) মেয়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّ ذُخْرًا

وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً ط

(কানযুদ দাকায়েক, কিতাবুস সালাত, ৫২ পৃষ্ঠা। জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এই (মেয়ে)কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারীনী করে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো উপকারে আসার উপযোগী করো, তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারীনী বানিয়ে দাও এবং এমনই যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

❁ যে জন্ম থেকেই পাগল বা বালিগ হওয়ার পূর্বে পাগল হয়ে গেছে আর এই পাগল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তবে তার জানাযার নামাযে নাবালিগের দোয়া পড়বে। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, ১৩৮ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুল মুতমালি, ৫৮৭ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামাযের পর দোয়া করুন

জানাযার নামাযের পর কাতার ভেঙ্গে মৃত ব্যক্তির জন্য সংক্ষিপ্ত দোয়া করুন, হাদীসে পাকেও জানাযার পরে দোয়া করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে তখন তার জন্য একনিষ্ঠ অন্তরে দোয়া করো।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, ৩/২৮২, হাদীস নং- ৩১৯৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: জানাযার নামাযের পর দোয়া করা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কিরামেরও সুন্নাত। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়েন এবং এরপর দোয়া করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এক জানাযায় পৌঁছলেন এমতাবস্থায় নামায হয়ে গিয়েছিলো, তখন তিনি উপস্থিত সকলকে বললেন: নামায তো পড়েছ, এখন আমার সাথে মিলে দোয়া করো। যে সব ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এই দোয়া করতে নিষেধ করেছেন, তা এই অবস্থায় যে, সালাম ফেরানোর পর সেভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করার ফলে আগমনকারীরা নামায নিয়ে ধোঁকায় পড়ে যাবে বা দীর্ঘ দোয়া করার ফলে বিনা কারণে দাফনে দেরী হয়ে যাবে। (মিরআতুল মানাযিহ, ২/৪৭৯)

জানাযার নামাযে পরিপূর্ণ জামাআত না পেলে তবে?

❁ মাসবুক (যার কিছু তাকবীর ছুটে গেছে) সে তার অবশিষ্ট তাকবীর গুলো ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর বলবে এবং যদি এমন হয় যে, দোয়া ইত্যাদি পড়ার পূর্বে মানুষ জানাযার খাট কাঁধে উঠিয়ে নিবে তখন শুধু তাকবীর বলবে দোয়া ইত্যাদি পড়বে না। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৩৬)

❁ চতুর্থ তাকবীরের পর যে ব্যক্তি আসবে, সে (যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবে না) নামাযে শরীক হয়ে যাবে আর ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর তিনবার اَللّٰهُ اَكۡبَرُ বলবে। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৩৬) অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নিবে।

জুতার উপর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়া

❋ জুতা পরিধান করে যদি জানাযার নামায পড়ে তাহলে জুতা এবং জমিন দুটোই পবিত্র হওয়া আবশ্যক আর জুতা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে পড়লে তবে জুতার তলা এবং জমিন পবিত্র হওয়া অবশ্যক নয়। আমার আক্বা, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

"যদি ঐ জায়গায় প্রস্রাব ইত্যাদির নাপাকি থাকে বা যার জুতার তলায় নাপাকী আছে, তবে ঐ অবস্থায় জুতা পরে নামায পড়লে হবেনা, সতর্কতা এটাই যে, জুতা খুলে তার উপর পা রেখে নামায পড়া, যেনো জমিন বা জুতার তলায় যদি নাপাকী থাকে তবে যেনো নামাযে সমস্যা না হয়।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৮৮)

জানাযার নামাযে কয়টি কাতার হওয়া চাই

❋ উত্তম হলো যে, জানাযার নামাযের কাতার ৩টি হওয়া, কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে; "যার (জানাযার) নামায তিন কাতারে আদায় হয়েছে তার ক্ষমা হয়ে যাবে।" যদি সবাই মিয়ে ৭জন হয় তাহলে একজন ইমাম হয়ে যাবে, এরপর ১ম কাতারে তিনজন, ২য় কাতারে দুইজন এবং ৩য় কাতারে একজন।

(গুনিয়াতুল মুতমাল্লি, ফসলু ফিজ জানায়িয, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

❋ জানাযার নামাযে পিছনের কাতার সবচেয়ে উত্তম।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৩১)

জানাযা সম্পর্কিত বিভিন্ন মাদানী ফুল

❋ ইমাম সাহেব পাঁচ তাকবীর বললে মুক্তাদী পঞ্চম তাকবীরে ইমামের অনুসরণ করবে না, বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, যখন ইমাম সালাম ফিরাবে তখন তার সাথে সালাম ফিরিয়ে নিবে। ❋ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে ছিলো তার নামায না পড়ে ফিরে যাওয়া উচিত নয় এবং নামাযের পরে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যেতে পারবে আর দাফনের পর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৫) ❋ যদি কূপে পড়ে মৃত্যুবরণ করে বা তার বাড়ি ধসে পড়ে এবং মৃত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করতে না পারে তাহলে ঐ জায়গায়

নামায পড়ে নিবে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৪৭) ❁ জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে চলা উত্তম এবং যদি আরোহন অবস্থায় (থাকে) তবে আগে চলা মাকরূহ এবং যদি আগে থাকে তাহলে জানাযা থেকে দূরে থাকতে হবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২। সগীরি শরহে মানিয়াতুল মুসল্লী, ফসল ফিল জানায়িয, ২৯২ পৃষ্ঠা) ❁ যদি মানুষ বসা অবস্থায় থাকে এবং সেখানে নামাযের জন্য জানাযা নিয়ে আসা হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জানাযা এনে রাখবে না ততক্ষণ বসা থেকে দাড়াঁবে না। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুসা সালাত, ৩/১৬০) ❁ যদি মানুষ কোন জায়গায় বসা থাকে এবং সেখান দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তাদের দাঁড়ানো আবশ্যক নয়, হ্যাঁ তবে যে ব্যক্তি সাথে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে সেই দাঁড়িয়ে তাদের সাথে যাবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২) ❁ যখন জানাযা রাখবে তখন এভাবে যেনো না রাখে যে, কিবলার দিকে পা কিংবা মাথা হয় বরং এভাবে রাখবে যেন ডান পার্শ্বে কিবলা থাকে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২) ❁ জানাযার উপর যে চাদর ছড়ানো হয় তা কোরআনের আয়াত সম্বলিত না হওয়াই উত্তম, কেননা অনেক সময় এই চাদর পা পর্যন্ত চলে যায়। ❁ জানাযার জুলুসে সব ইসলামী ভাই মিলে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর লিখিত কসীদায়ে দরূদ "কাবে কে বদরুদ্দোজা তুমপে করোড়ো দরূদ" পাঠ করুন। (এছাড়াও নাতে রাসূল পাঠ করুন কিন্তু শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের আকাবিরদের[1] কালামই পাঠ করুন) (মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

---

(১) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ "কুফরীয়া কালিমাত কে বারেমে সাওয়াল জাওয়াব" কিতাবের ২৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন: কল্যাণ এতেই যে, নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কালামই শুনা, উর্দূ কালাম শুনার (পড়ার) জন্য পরামর্শ স্বরূপ ৭ জন বুযুর্গের নাম উপস্থাপন করা হলো: (১) ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (হাদায়িকে বখশিশ) (২) উস্তাযে যামান হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (যওকে নাত) (৩) খলীফায়ে আ'লা হযরত, মাওলানা জমীলুর রহমান রযবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (কাবালায়ে বখশিশ) (৪) শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, তাজেদারে আহলে সুন্নাত, হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মুস্তফা রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (সামানে বখশিশ) (৫) শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (বায়াযে পাক) (৬) খলিফায়ে আ'লা হযরত, ছদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (রিয়াযুন নঈম) (৭) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (দিওয়ানে সালেক) তাছাড়া প্রেম ও ভালবাসার উজ্জল দৃষ্টান্ত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর কালাম "ওয়াসায়িলে বখশিশ"।

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার রিসালা "মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা"য় জানাযা সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলোও লক্ষ্য করুন:

জানাযার ১৫টি মাদানী ফুল

❋ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী: (১) যে (ব্যক্তি) কোন মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মৃতের পরিবারের নিকট গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব লিখে দিবেন, অতঃপর যদি মৃতের সাথে যায় তবে **আল্লাহ তায়ালা** দুই ক্বিরাত প্রতিদান লিখেন, অতঃপর যদি জানাযার জানাযার নামায আদায় করে, তবে তিন ক্বিরাত, অতঃপর যদি কাফন-দাফনে উপস্থিত থাকে তবে চার ক্বিরাত আর প্রতি ক্বিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪০১। উম্‌দাতুল ক্বারী, ১/৪০০, হাদীস নং- ৪৭) (২) মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে, (তার মধ্যে একটি হলো) যখন মৃত্যু হবে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা। (মুসলিম, ১১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৬২, সংক্ষেপিত) (৩) "যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ তায়ালা** ঐ সমস্ত লোকদের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করে। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১/২৮২, হাদীস নং- ১১০৮) (৪) "মুমিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসনাদুল বাযযার, ১১/৮৬, হাদীস নং- ৪৭৯৬)

জানাযার সঙ্গে চলার সাওয়াব

❋ হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ!** যে শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযার সাথে ছিলো, তার প্রতিদান কি? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে, ফিরিশতা তার জানাযার সাথে চলবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।

(শরহুস সুদুর, ৯৭ পৃষ্ঠা)

লাশবাহী খাট দেখে পাঠ করার ওযীফা

❋ হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللہُ بِکَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: একটি বাক্যের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ জানাযার লাশবাহী খাট দেখার পর বলতেন। (তা হলো:) سُبۡحٰنَ الۡحَیِّ الَّذِیۡ لَایَمُوۡتُ (অর্থাৎ ঐ পুতঃপবিত্র সত্তা যিনি জীবিত, যার কখনো মৃত্যু আসবে না।) সুতরাং আমিও জানাযার লাশবাহী খাট দেখে এরূপ বলতাম, আর এ বাক্য বলার কারণে **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” **(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যিকরিল মউত ওমা বা'দুহু, ৫/২৬৬)**

❋ জানাযায় **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের অন্তর খুশী করা ইত্যাদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

❋ জানাযার সাথে যাওয়ার সময় নিজের পরিণতির কথা ভাবতে থাকুন যে, আজকে যেমনিভাবে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে একদিন আমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনিভাবে একে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হবে, ঠিক তেমনি আমাকেও দাফন করে দেওয়া হবে। এভাবে চিন্তা ভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ।

❋ জানাযার লাশবাহী খাটকে কাঁধে নেয়া সাওয়াবের কাজ, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন মুয়ায رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে উঠিয়েছিলেন।

(তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সা'আদ, ৩/৩২৯। আল বিনায়া, কিতাবুস সালাত, ৩/২৪২)

লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার সাওয়াব

❋ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “যে জানাযার লাশবাহী খাট নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে।” তাছাড়াও হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “যে জানাযার চার পায়া কাঁধে নেয় **আল্লাহ তায়ালা** তাকে

চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমা করে দিবেন।” (জাওহারাতুন নাইয়্যারাহ, কিতাবুস সালাত, ১৩৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৫৮। বাহারে শরীয়াত, ১/৮২৩)

লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি

❈ সুন্নাত হলো, একের পর এক চারদিকের পায়া কাঁধে নেয়া এবং প্রতিবার দশ কদম করে চলা। পরিপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে, প্রথমে মাথার ডান পাশের পায়া কাঁধে নিবে অতঃপর ডান পায়ের দিকে, এরপর মাথার বাম পাশে অতঃপর বাম পায়ে এভাবে দশ কদম করে চলবে তবেই চল্লিশ কদম পূর্ণ হবে। (আলমগীরী, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২। বাহারে শরীয়াত, ১/৮২২) অনেকে জানাযার জুলুশে এভাবে বলতে থাকে যে, দুই কদম করে চলুন! তাদের উচিৎ যে, এভাবে ঘোষণা করা: “দশ কদম করে চলুন”

সতর্কতা অবলম্বন করুন

❈ জানাযাকে কাঁধা দেয়ার সময় জেনে শুনে কষ্ট দেয়ার জন্য লোকদের ধাক্কা দেয়া, যেমন অনেকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জানাযায় এরূপ করে থাকে, এটা নাজায়িয এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

বাচ্চার জানাযা বহন করার পদ্ধতি

❈ ছোট বাচ্চার জানাযা যদি একজনেই হাতে করে নিয়ে চলে তবে অসুবিধে নাই এবং একের পর একের হাতে নিতে থাকুন। (আলমগীরী, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২) মহিলাদের (বড় হোক বা ছোট, যে কারো) জানাযার সাথে যাওয়া নাজায়িয ও নিষেধ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৮২৩ । দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬২)

স্বামী কি তার স্ত্রীর লাশবাহী খাট কাঁধে নিতে পারবে

❈ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযার লাশাবহী খাটও নিতে পারবে এবং কবরে নামাতেও পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া এবং সরাসরি শরীর স্পর্শ করাতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮১৩)

❈ জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালেমায়ে তৈয়্যবা বা কালেমায়ে শাহাদত বা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়িয। (দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৩৯-১৫৮)

জানাযা আগে আগে কেহ রাহাহে এয় জাঁহা ওয়ালো!
মেরে পিছে চলে আও, তোমহারা রেহনুমা মে হোঁ

কবর ও দাফনের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কিফায়া আর দাফন করা দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, মাটি খনন করে এতে মৃত ব্যক্তিকে রাখবে এবং উপরে তক্তা দিয়ে মাটি দিয়ে চাপা দিবে। এটা জায়িয নেই যে, মৃত ব্যক্তিকে মাটিতে রেখে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দিবে। **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৫। রদ্দুল মুহতার, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৩)**

কবর আখিরাতের ধাপসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ধাপ, যদি এটা সহজ হয়ে যায়, তাহলে এরপর পরবর্তী ধাপসমূহও তার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর যদি এখানে ফেসে যায় তাহলে পরবর্তীতে আরো বেশি বিপদ সঙ্কুল অবস্থা বিরাজ করছে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের মৃত্যু এবং কবরের কথা স্মরণ করে এবং এখন থেকে এর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে।

এর জন্য প্রস্তুতি নাও!

হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমরা **সুলতানে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবরের পাশে বসলেন এবং এতো বেশি কান্না করলেন যে, **তাঁর** পবিত্র চোখ থেকে বের হওয়া অশ্রুতে মাটি ভিজে গিয়েছিলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: এর (কবরের) জন্য প্রস্তুতি নাও।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবুল হুযনে ওয়াল বকা, ৪/৪৬৬, হাদীস নং- ৪১৯৫)

কবরে আমার সাথে কেউ থাকবে না

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর গোলাম হযরত সায়্যিদুনা হানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এতো বেশি কান্না করতেন, (অশ্রু দ্বারা) তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেত।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৩৮, হাদীস নং- ২৩১৫)

'আল মাওয়ায়িজুল উছফুরীয়ায়'য় এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে কিছু এরূপ রয়েছে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে কবর দেখে অনেক বেশি কান্না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন বললেন: আমার নিজের একাকীত্বের কথা স্মরণ হয়ে যায়, কেননা কবরে আমার সাথে মানুষের মধ্যে কেউই থাকবে না, (অতঃপর নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল প্রদান করে) বললেন: যার জন্য তার দুনিয়া জেলখানা, তার জন্য তার কবর হবে জান্নাত আর যার জন্য এই দুনিয়া জান্নাত, তার জন্য তার কবর হবে জেলখানা, যার জন্য দুনিয়াবী জীবন কয়েদীর মতো ছিলো, মৃত্যু তার জন্য মুক্তির বার্তা স্বরূপ, যে দুনিয়ায় নফসের কামনাকে ত্যাগ করেছে, সে আখিরাতে যথাযথ অংশ পাবে। উত্তম ব্যক্তি সেই, দুনিয়া তাকে ছাড়ার পূর্বে সে দুনিয়াকে ছেড়ে দেয় এবং আপন **প্রতিপালকে**র সাথে সাক্ষাতের পূর্বে **তাঁর** সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়। প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের অবস্থা তার দুনিয়াবী জীবন অনুযায়ী হবে অর্থাৎ নেকীর মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করলে কবরে প্রশান্তি এবং যদি গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ধ্বংস আর ধ্বংস। (মাওয়াইযাতুল হাসানা, ৬১ পৃষ্ঠা)

কবরের মৃত ব্যক্তির প্রতি আহ্বান!

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর বলে: হে মানব! তোমার প্রতি আফসোস, তোমাকে আমার ব্যাপারে কোন বিষয়টি ধোঁকায় রেখেছিলো? তোমার কী জানা ছিলো না যে, আমি হলাম পরীক্ষা, অন্ধকার, একাকীত্ব এবং কীট পতঙ্গের ঘর, যখন তুমি আমার উপর সামনে পিছনে কদম রেখে অতিক্রম করতে, তখন তোমার কিসের অহঙ্কার বিরাজ করতো? যদি মৃতব্যক্তি নেককার হয়, তখন তার পক্ষ থেকে কোন উত্তর প্রদানকারী কবরকে উত্তর দেয়: তুমি কি জান না, এই ব্যক্তি নেক কাজের আদেশ দিতো এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করতো। কবর বলে: তবে আমি তার জন্য সবুজে পরিণত হবো, তার শরীর নূরানী হয়ে যাবে আর তার রূহ **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৭০ পৃষ্ঠা। মু'জামুল কবীর, ২২/৩৭৭, হাদীস নং- ৯৪২)

তুমি কেন শিক্ষা গ্রহণ করোনি

হযরত মুহাম্মদ বিন সাবিহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: যখন মানুষকে কবরে রাখা হয় এবং তাকে আযাব দেয়া হয়, তখন তার নিকটবর্তী মৃতরা বলে: হে আমাদের ভাই এবং প্রতিবেশীরা আসার পর দুনিয়াতে অবস্থানকারী! তুমি কি আমাদের আসার পর কোন উপদেশ গ্রহণ করোনি? আর তোমার সামনে আমাদের মৃত্যু, কবরে দাফন হয়ে যাওয়া কি কোন চিন্তার বিষয় ছিলো না? তুমি আমাদের মৃত্যুতে আমাদের আমল বন্ধ হতে দেখেছো! কিন্তু তুমি জীবিত ছিলে আর তোমাকে আমল করার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তুমি সেই সুযোগকে মূল্যবান মনে করোনি এবং নেক আমল করোনি আর তাকে জমিনের ঐ অংশ বলে: হে দুনিয়ার বাহ্যিকতায় গর্বকারী! তুমি তোমার ঐসকল আত্মীয় স্বজন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করোনি কেন, যে দুনিয়াবী নেয়ামতের প্রতি গর্ব করতো, কিন্তু সে তোমার সামনে আমার পেটে হারিয়ে গেছে, তাদের মৃত্যু তাদেরকে কবরে নিয়ে এসেছে আর তোমরা তাকে কাঁধে বহন করে এই ঘরের দিকে আসতে দেখেছো, যেখান থেকে পালানোর কোন পথ নেই। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৭০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দারা কবরের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে থাকে এবং আফসোস! আমরা প্রায় কবর দেখি কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করি না, আহ! আমরা গভীরভাবে যেনো চিন্তা-ভাবনাকারী হয়ে যাই, নিজের আমলের হিসাব করা যে, কবর ও আখিরাতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছি এবং যে জীবন বাকী আছে, তা কীভাবে অতিবাহিত করবো। আসুন! নিজের অবশিষ্ট জীবন নেকীর মাধ্যমে অতিবাহিত করতে, গুনাহ থেকে তাওবা করতে এবং এর উপর স্থায়ীত্ব পেতে আর কবর ও হাশরের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন, মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দাফনে অংশগ্রহণ করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি জানাযায় অংশগ্রহণ করলো এবং দাফন পর্যন্ত সাথে থাকে, তবে সে মহান সাওয়াবের অংশীদার হবে। যেমন

তিন কিরাত সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জানাযার সাথে চললো এবং দাফন পর্যন্ত সাথে থাকলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য এমন তিন ক্বিরাত সাওয়াব লিখে দিবেন, যার প্রতিটি ক্বিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ হবে।

(মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৬/৪২৯, হাদীস নং- ৯২৯২)

কবরের প্রকারভেদ

বানানোর দিক থেকে কবর দুই প্রকার:

(১) লাহাদ (অর্থাৎ বগলী কবর) (২) শাক্ব (অর্থাৎ সিন্ধুক কবর)

(১) লাহাদ

এটাকে বগলী কবরও বলে, এটা বানানোর পদ্ধতি হলো: সিন্ধুকের মতো গর্ত করে তাতে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে এতটুকু গর্ত খনন করা, যেখানে মৃত ব্যক্তিকে সহজেই রাখা যায়। মনে রাখবেন! লাহাদ শুধুমাত্র শক্ত মাটিতেই তৈরি করা যায়, নরম মাটিতে তৈরি করা যাবে না।

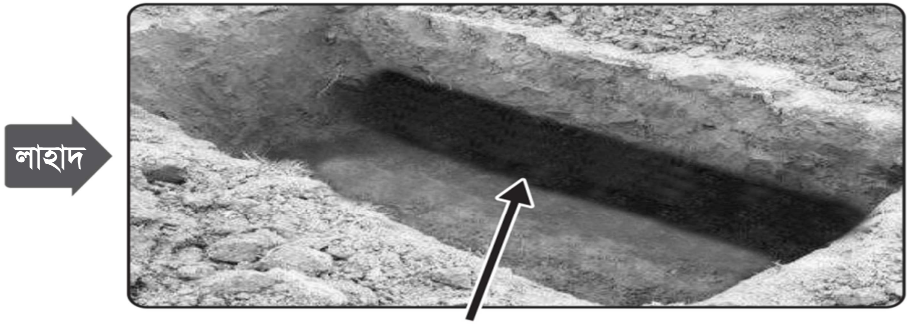

কিবলার দিকের দেওয়ালে লাশ রাখার স্থান

(২) শাক্ব

এটা সিন্ধুকের (Box) মতো হয়ে থাকে। এটা বানানোর পদ্ধতি হলোঃ প্রথমে একটি বড় চারকোণা গর্ত (Box-like pit) কয়েক ইঞ্চি খনন করুন (অর্থাৎ এতটুকু গভীর হবে, যেনো এতে স্লেব (slabs) রাখা যায়)

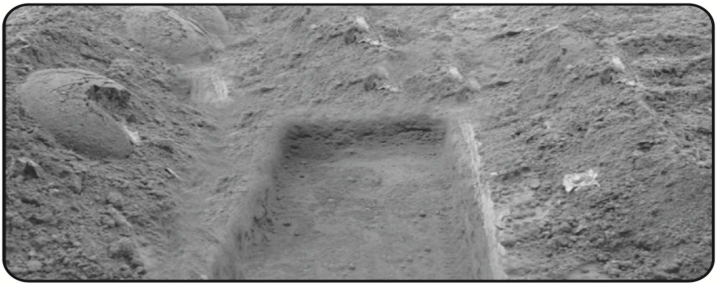

অতঃপর এর মাঝখানে আরেকটি এর চেয়ে ছোট চারকোণা গর্ত করুন, যা দৈর্ঘ্যে মৃতের চেয়ে সামান্য বেশি হবে, প্রস্থে মৃতের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং গভীরতায় মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান বা বুক সমান হবে। লাহাদ কবর সুন্নাত, যদি মাটির উপযুক্ত হয়, তবে এরূপ করুন এবং মাটি নরম হলে সিন্ধুক কবর খনন করতে সমস্যা নেই।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৫)

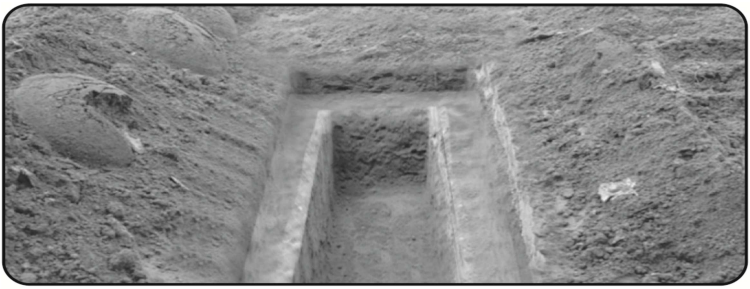

জান্নাতুল বাক্বীতে লাহাদ প্রাপ্ত দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগ

সবাইকে তো মরতে হবে, নিশ্চয় মৃত্যু আসবেই, কিন্তু যার মদীনায় মৃত্যু আসে এবং জান্নাতুল বাক্বীতে লাহাদে কবরস্থ হয়ে যায়, তবে তার ব্যাপারে কি আর বলবো! হাদীসে পাকে রয়েছেঃ তোমাদের মধ্যে যার সম্ভব, সে যেনো মদীনায়

মৃত্যুবরণ করে, কেননা যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবো। (শুয়াবুল ঈমান, ৪৯৭/৩, হাদীস নং- ১৪৮২)

মউত লেকে আ'জাতি যিন্দেগী মদীনে মে,
মউত সে গলে মিলকর যিন্দেগী সে মিল জাতা।

জান্নাতুল বাক্বী বাসীদের ফযীলত সম্পর্কে আমার **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সর্বপ্রথম আমার কবর খোলা হবে, এরপর আবু বকর অতঃপর ওমরের কবর খোলা হবে, এরপর আমি জান্নাতুল বাক্বীবাসীদের নিকট আসবো, তারাও আপন আপন কবর থেকে বের হবে এবং তারা আমার সাথেই থাকবে। (মুসতাদরাক হাকেম, কিতাবু মা'রিফাতুস সাহাবাতি, ৪/১৩, হাদীস নং- ৪৪৮৬)

জান্নাতুল বাক্বী মদীনা মুনাওয়ারার ঐ পুরাতন এবং বরকতময় কবরস্থান, যেখানে প্রায় দশ হাজার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পবিত্র মাযার রয়েছে আর এই জান্নাতুল বাক্বী **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদমের সোজাসোজি অবস্থিত। এখানে যার দাফন নসীব হয়ে যায়, তার সৌভাগ্যের বর্ণনায় কি আর বলবো! এমন মহান সৌভাগ্য পাওয়ার জন্য সকল আশিকের অন্তর ব্যাকুল থাকে এবং এটাই আকাঙ্খা থাকে যে,

কাশ দসতে তায়বা মে, মে ভটক কে মরজাতা,
ফির বাক্বীয়ে গার কাদ[১] মে, দাফন কোয়ী করজাতা।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

নিশ্চয় ঈর্ষনীয় ঐ সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল, যার মদীনায় মৃত্যু নসীব হয়েছে এবং জান্নাতুল বাক্বীতে যার দাফন হয়েছে, যদি আপনিও ইশকে রাসূলের সূধা পান করতে, মদীনার স্মরনে ব্যাকুল হওয়ার পদ্ধতি শিখতে, মদীনায় মৃত্যুবরণ এবং বাক্বীয়ে পাকে দাফন হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে চান, তাহলে আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, মাদানী ইন্আমাত

(১) জান্নাতুল বাক্বীকে বাকিউল গারকাদও বলা হয়। আরবীতে বাক্বী গাছ বিশিষ্ট মাঠকে বলা হয়ে থাকে। গারকাদ একটি বিশেষ গাছের নাম, যেহেতু ঐ মাঠে সর্বপ্রথম গারকাদ গাছ ছিলো, তাই এই জায়গার নাম বাক্বীউল গারকাদ হয়ে গেছে। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/৫২৫)

অনুযায়ী আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিন। কেননা সমাজের ঐ ব্যক্তি, যে গুনাহের চোরাবালিতে নিমজ্জিত ছিলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে এসে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছে, যে কখনো মসজিদের দিকে গমন করতো না, সে মসজিদকে আবাদ করার কাজে লেগে গেছে, যে কখনো সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতো না, সে এখন সুন্নাতের দরস প্রদানকারী মুবাল্লীগে পরিণত হয়েছে। আসুন! এক সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল মুবাল্লীগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুহাম্মদ ইরফান আত্তারীর ঘটনা শুনি, যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হতেই তার ভাগ্যই চমকে উঠেছে, মদীনায় মৃত্যুবরণ করা এবং বাক্বী শরীফে দাফন হওয়ার একনিষ্ঠ আগ্রহ তাকে অবশেষে **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কদমে পৌঁছে দিয়েছে।

যেমন- বাবুল মদীনা করাচীর নয়াবাদ (লীয়ারী) এলাকার ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগ এবং ডিভিশন কাফেলার যিম্মাদার মুহাম্মদ ইরফান আত্তারী সৎ চরিত্রবান এবং মিশুক ইসলামী ভাই ছিলো। মাদানী কাজে তার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিলো। মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এর বাস্তবরূপ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সফর করতো আর ইসলামী ভাইদেরও সফর করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতো, নিয়মিত মাদানী দাওরাও করতো। তার অভ্যাস ছিলো যে, জামাআত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় ইসলামী ভাইদেরকে নামাযের দাওয়াত দিতো, সে একসাথে ১২ মাসের মাদানী কাফেলায়ও সফর করেছে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়েছে। পরিবারের নিকট তার আচরণ পছন্দনীয় এবং অতুলনীয় ছিলো, পরিবারের সবাই তাকে ভালোবাসতো, ইরফান ভাই তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকেও নেকীর দাওয়াত পেশ করতো, অতএব তার উৎসাহে তার বড়ভাই ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো এবং সুন্নাত প্রচারে স্পৃহা নিয়ে ইরফান আত্তারী আশিকে রাসূলের সাথে মোজাম্বিকে (আফ্রিকা) মাদানী

কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং প্রায় ২৫ মাস সেখানে অবস্থান করে। তখন অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভূক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করে, এমনকি মোজাম্বিকের (আফ্রিকা) ফয়যানে মদীনা তৈরির সময়েও অনেক অমুসলিম তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করতে করতে এমন দিনও এসে গেলো যে, সত্যি সত্যি তার মদীনা শরীফের সফরের সুসংবাদ পেলো, দুঃখ দূরকারী **মাদানী আক্বা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে যখন ডাক এলো, তখন লাব্বাইক বলে (ওমরার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য) হারামাঈনে শরীফাঈন রওয়ানা হয়ে গেলো (আম্মাজান ও স্ত্রীও সাথে ছিল), মক্কা মুকাররমায় ওমরা পালন করে এবং কিছুদিন অবস্থান করার পর মদীনার শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। সে মদীনা তায়্যিবার মনমুগ্ধকর সুবাসিত পরিবেশে ছিলো। যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায় উপস্থিত হওয়ার সময় হলো তখন কম্পিত হৃদয় নিয়ে আদব সহকারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো। এখন মদীনায় অবস্থানরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং প্রচন্ড জ্বরের কারণে শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেলো। যোহরের নামায আদায় করার পর **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে হাত তুলে মুনাজাতে লিপ্ত হয়ে কিছুটা এরূপ আরয করলো: **হে আল্লাহ!** আমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাই না, আমি এখানেই মরতে চাই ও জান্নাতুল বাক্বীতে আমার দাফন হোক। দোয়ার পরে আরাম করার জন্য শুয়ে পড়লো, কিন্তু তার দোয়া **দয়ালু আল্লাহ**র দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছিলো, অতএব সে অজ্ঞান হয়ে গেলো, যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসলামী ভাইয়েরা প্রস্তুত হলো, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে يَارَسُوْلَ الله বললো এবং কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করে আবারো অজ্ঞান হয়ে গেলো অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থাতেই তার রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উর্ধ্বজগতের দিকে উড়ে গেলো। তার জানাযার নামায সবুজ গম্বুজের ছায়ায় আদায় করা হয়েছিলো আর জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হলো। **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কতটুকু হওয়া উচিত?

❁ কবর লম্বায় মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য থেকে কিছু লম্বা হবে এবং প্রস্থে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক আর গভীরতা কমপক্ষে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং উত্তম হলো যে, গভীরতাও দৈর্ঘ্যের সমান হওয়া[১] আর মধ্যম পন্থা হলো যে, বুক সমান হওয়া। এর উদ্দেশ্যে এটাই যে, শুধু লাহাদ বা সিন্ধুকই এতটুকু হওয়া। এটা নয় যে, যেখান থেকে খনন শুরু হয়েছে সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত এ পরিমাপ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭০। রদ্দুল মুহতার, ৩/১৬৪)

কবরের ভিতরে কিরূপ হবে?

❁ কবরের ভিতরের দেওয়াল কাঁচা মাটির থাকবে, আগুনের জ্বালানো ইট ব্যবহার করবেন না, যদি ভিতরে পাকা ইটের দেয়াল দেয়া প্রয়োজন হয় তাহলে ভিতরের অংশের দেয়ালে ভালভাবে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৭। আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৬)

❁ কবরের ভিতরে মাদুর ইত্যাদি বিছানো না জায়িয, কেননা এটা অপ্রয়োজনে সম্পদ অপচয় করাই। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৪)**

❁ সম্ভব হলে ভিতরের তক্তায় সুরা ইয়াসীন শরীফ, সূরা মূলক এবং দরূদে তাজ পড়ে ফুঁক দিন। **(মাদানী অসিয়ত নামা, ৪র্থ পৃষ্ঠা)**

---

(১) **কবর** মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্যের সমান খনন করা অধিক উত্তম। কেননা যদি শরীর পঁচে গলে যায় তবে এর দুর্গন্ধ থেকে বাঁচা যাবে আর গভীর হওয়ার কারণে মাংস ভক্ষণকারী নিশাচর প্রাণী (**Badger**) হতে নিরাপদও থাকবে (একে গোর খোদকও বলা হয়, এটা অনেক সময় কবর ছিদ্র করে ডুকে যায় এবং গিয়ে মাংস খেয়ে নেয়)। ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কবর গভীরভাবে খনন করাকে পছন্দ করতেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেমনটি আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: যদি কবরকে অধিক গভীর করে মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্যের সমান করে তাহলে তা অধিক উত্তম। এভাবে অধিক গভীর করে খনন করার উদ্দেশ্য দূর্গন্ধ আটকানো ও হিংস্র প্রাণীর উপড়ানো থেকে বাঁচাতে ফলপ্রসু। **(রদ্দুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযাতি, ৩/১৬৪)** মুহাককিক আলাল ইতলাক, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: কবর গভীর করা সুন্নাত, এই জন্য যে, এটা মৃত ব্যক্তিকে মাংস ভক্ষণকারী নিশাচর প্রাণী থেকে বাঁচায়। **(আশআতুল লুমআত, কিতাবুল জানায়িয, ১/৭৩৯)**

দাফনের বিভিন্ন নিয়্যত

❁ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের দাফনের কাজে অংশগ্রহণ করবো। ❁ ফরযে কিফায়া আদায় করবো। ❁ মুসলমানদের হক আদায় করবো। ❁ কবরস্থানের দোয়া পাঠ করবো: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ। ❁ যদি সম্ভব হয় তাহলে অন্যদেরও উচ্চ আওয়াজে পড়াবো। ❁ পায়ে ক্ষত বা ব্যথা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে খালি পায়ে কবরস্থানে যাবো। ❁ কবরের উপর পা রাখা এবং বসা থেকে বাঁচবো আর যদি সম্ভব হয় তবে নম্রভাবে বুঝিয়ে অপরকেও বাঁচাবো। ❁ অযথা কথাবার্তা ও হাঁসি-ঠাট্টা থেকে বিরত থাকবো। ❁ সময় সুযোগ হলে লোকজনকে একত্রিত করে নেকীর দাওয়াত প্রদান করবো। ❁ মৃত্যু এবং কবরে নামাকে স্মরণ করে নিজেকে ও অপরকে সতর্ক করবো। ❁ মরহুম এবং সকল মুমিনের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবো। ❁ ইছালে সাওয়াব করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাফনের পদ্ধতি

লাশ কবরের নিকট কিবলার দিকে রাখুন, কেননা তা মুস্তাহাব এবং মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকেই কবরে নামান, কবরের পায়ের দিকে রেখে মাথার দিকে নিবেন না। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৬)

❁ প্রয়োজনে দুই বা তিনজন এবং উত্তম হলো, সবল ও নেককার ব্যক্তিই কবরে নামা। মহিলাদের লাশ মুহরিমরাই নামাবে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার সাথে এই মহিলার সাথে সব সময়ের জন্য বিবাহ হারাম ছিলো, যেমন; ভাই, ছেলে, বাবা ইত্যাদি, এরা না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা, এরাও না থাকলে পরহেযগার ব্যক্তিরা নামাবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৬)

❁ মহিলার লাশ কবরে নামানো থেকে শুরু করে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাজা, ৩/১৬৮। জাওহারাতুন নাইয়ারা, ১৪০ পৃষ্ঠা)

❋ কবরে নামানোর সময় এ দোয়াটি পাঠ করুন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰه

(তানবিরুল আবছার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৬)

❋ মৃত ব্যক্তিকে ডান কাত করে এমনভাবে শোয়ান, যেনো তার মুখ এবং বুক কিবলার দিকে হয়ে যায়। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতি জানাযাতি, ৩/১৬৬)

❋ এর সহজ পদ্ধতি হলো যে, মৃত ব্যক্তির পিঠের নিচে নরম মাটি বা বালি দ্বারা বালিশের ন্যায় বানিয়ে দিন এবং হাতকে পার্শ্ব থেকে আলাদা করে রাখুন। যেখানে তা কঠিন হয় তবে চিৎ করে শোয়ানোর পর চেহারা কিবলার দিকে করে দিন আর এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই করা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭১)

❋ যদি **আল্লাহ**র পানাহ! মুখ কিবলার বিপরীত দিকে ছিলো এবং এভাবেই শক্ত হয়ে গেছে যে, ফেরানো যাচ্ছে না তবে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিন আর বেশি কষ্ট দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭২)

❋ কাফনের বাঁধন খুলে দিন, কেননা এখন আর তার প্রয়োজন নেই, বাঁধন না খুললেও কোন অসুবিধা নেই।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৭। জাওহারাতুন নাইয়ারা, ১৪০ পৃষ্ঠা)

❋ তবে যেখানে কাফনের বাঁধন খোলার ফলে সতর খুলে যাওয়া এবং মহিলার বেপর্দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন কোন অবস্থাতেই খোলার অনুমতি নেই। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ যদি মৃতের চেহারা দেখার জন্য যে, কিবলামুখী হয়েছে কি না, মহিলার চেহারা দেখার যদি প্রয়োজন হয় তবে এই বিষয়ে সতর্ক থাকবে যে, যেনো কোন নামুহরিম ব্যক্তির দৃষ্টি চেহারায় না পড়ে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

কাফনের বাঁধন খোলার সময় এই দোয়া পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

(তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, কিতাবুস সালাত, বাবু আহকামিল জানায়িয, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাকে এর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা এবং এরপরে আমাকে ফিতনায় লিপ্ত করো না।

❋ কবর কাঁচা ইট দিয়ে বন্ধ করে দিন, যদি মাটি নরম হয় তবে (গাছের) তক্তা লাগানো জায়িয। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৭)

❋ সৌভাগ্য হতো! যদি কোন আওলাদে রাসূল তার বরকতময় হাতে কবরে রেখে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সমর্পন করে দেয়। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৫ পৃষ্ঠা)

মাটি দেয়ার পদ্ধতি

❋ জানাযায় উপস্থিত সকলের জন্য মুস্তাহাব হলো; মাথার দিক থেকে উভয় হাতে তিনবার মাটি দেয়া। প্রথমবার বলবে مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ (অর্থাৎ আমি মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি) দ্বিতীয়বার বলবে وَ فِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ (আর এতেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে) তৃতীয়বার বলবে وَ مِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى (আর এর থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো)। এবার অবশিষ্ট মাটি কোদাল দ্বারা ভরাট করে দিন। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা)

❋ যতটুকু মাটি কবর থেকে বের হয়েছে, তার চেয়ে বেশি মাটি দেয়া মাকরূহ। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৬)

❋ হাতে যে মাটি লেগেছে তা ঝেড়ে বা ধুয়ে ফেলতে পারবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৪৫)

দাফনের পর কবরকে ঢালু করে তৈরি করুন!

❋ কবর উটের কুঁজের ন্যায় ঢালু করে তৈরি করুন, চারকোণা বিশিষ্ট (যেমন বর্তমানে দাফনের কিছুদিন পর অনেকেই ইট ইত্যাদি দ্বারা বানায়) বানাবেন না। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৬৯)

❋ কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু বা এর চাইতে সামান্য উঁচু করবেন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৮)

কবরের উপর পানি ছিটানো কেমন?

❋ দাফনের পর কবরে পানি ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭৩)

❋ এছাড়া পরবর্তীতে গাছের চারা ইত্যাদিতে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য কবরে পানি ছিটানো জায়িয। (মাদানী অসিয়তনামা, ১৫ পৃষ্ঠা)

❊ অনেকে তাদের আত্মীয়ের কবরে কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া শুধুমাত্র রীতি অনুযায়ী কবরে পানি ছিটায়, এটা নাজায়িয ও অপচয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭৩)

❊ কবরের উপর ফুল দেয়া উত্তম, কেননা যতোদিন তা তরতাজা থাকবে তাসবীহ পাঠ করবে আর এতে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পাবে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৮৪)

কবরে বিভিন্ন তবাররু রাখা বরকত লাভের মাধ্যম

❊ শাজারা বা আহাদ নামা কবরে রাখা জায়িয আর উত্তম হচ্ছে যে, মৃতের মুখের সামনে কিবলার দিকে তাক বানিয়ে রাখা, বরং "দুররে মুখতারে" কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা জায়িয বলা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা ক্ষমা লাভের আশা করা যায় এবং মৃতের বুকে ও কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখা জায়েয। এক ব্যক্তি এর অসিয়ত করেছিল, ইন্তিকালের পর বুকে ও কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফ লিখে দেয়া হলো, অতঃপর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো, অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলো, সে বললো: যখন আমাকে কবরে রাখা হলো, তখন আযাবের ফিরিশতারা আসলো, ফিরিশতারা যখন কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফ দেখলো, বললো: তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেছো। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৮৫) এমনও হতে পারে যে, কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফ লিখবে এবং বুকের উপর কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লিখবে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৮৬)

❊ যদি কবর খননকারীরা কবরে তাক তৈরি না করে, তবে এই তবারুকাত কাফনের উপর রাখা যাবে। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের মধ্যে যারই সুযোগ হয়, সে যেনো অবশ্যই কবরে আহাদ নামা বা শাজরা শরীফ বা উভয়টি দেয়, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আপনার আত্মীয়ের উপর কঠোরতা সহজ হয়ে যাবে এবং তাকে কবরে প্রশান্তি দেয়া হবে। আসুন! এমনই একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করি।

কবরে প্রশান্তি নসীব হলো

যমযম নগর (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধু) হতে প্রাপ্ত চিঠিতে কিছুটা এরূপ লিখা ছিলো: ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে এক আত্তারীয়া ইসলামী বোনের ইন্তিকাল হলো। তার ইন্তিকালের পর তাকে গোসল প্রদানকারীনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগা ইসলামী বোন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه এর পক্ষ থেকে দেয়া রিসালা "শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া" তার আত্মীয় মহিলার হাতে দিয়ে তা তার কবরে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর ঘরের পুরুষ সদস্যের মাধ্যমে শাজারায়ে আলিয়া তার কবরে রেখে দেয়া হলো। কিছুদিন পর মরহুমাকে তার এক আত্মীয় ইসলামী বোন স্বপ্নে সুন্দর সুসজ্জিত বিছানায় বসা অবস্থায় দেখলো। তাকে খুবই আনন্দিত ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো। মরহুমা মুচকি হেঁসে কিছুটা এভাবে বলতে লাগলো: এই শাজারা শরীফ নাও এবং ঐ ইসলামী বোনকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ফিরিয়ে দাও, এটা তার আমানত, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই শাজারার (আত্তারিয়া) বরকতে কবরে আমার অনেক প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে। (শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসবকিছু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকত, যা আমাদেরকে মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করার উৎসাহ দিয়েছে, আপনিও মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নিজ কবর ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করে নিন এবং যদি আপনি সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আত্তারীয়াতে বাইয়াত হয়ে থাকেন[১] তবে শাজারায়ে আত্তারীয়াও আপনার সাথে (পকেট ইত্যাদিতে) রাখার অভ্যাস করে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দু'চোখে এর অসংখ্য বরকত দেখতে পাবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১) যদি আপনি এখনো কোন হক্কানী পীর সাহেবের হাতে বায়আত না হয়ে থাকেন, তাহলে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া আত্তারীয়ায় মুরীদ হওয়ার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করুন।

ফাতেহা ও ইছালে সাওয়াব[১]

❋ ফাতেহাখানি (প্রচলিত সূরা এবং আয়াতে মোবারাক তিলাওয়াত) করে, **হুযুর সাইয়্যিদে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উছিলায় সমস্ত আম্বিয়া ও মুরসালিন, নৈকট্যশীল ফিরিশতা, সাহাবীগণ ও সাহাবাতগণ, উম্মাহাতুল মুমিনীন, পবিত্র আহলে বাইত, শোহাদায়ে কিরাম ও ওলামায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ইছালে সাওয়াব করুন, অতঃপর সমস্ত মুসলমান জ্বীন ও মানুষ এবং বিশেষ করে মরহুম (মরহুমা) এর জন্য ইছালে সাওয়াব করুন।

❋ দাফনের পর কবরের শিয়রে সূরা বাকারার প্রথম রুকু الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে শেষ রুকু اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব।[২] (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা)

❋ কবরের শিয়রে কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দিন, কেননা তা মৃতের জন্য খুবই উপকারী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭০)

দাফনের পর তালকীনের বর্ণনা

❋ এবার কবরে তালকীন করুন, কেননা এটা সুন্নাত, হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মৃত্যুবরণ করে আর তাকে সমাহিত করেছো, তবে তোমাদের মধ্যে একজন কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে বলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে তা শুনবে এবং উত্তর দিবে না। অতঃপর বলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে সোজা হয়ে বসবে। অতঃপর বলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে বলবে: আমাকে বলো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুক! কিন্তু তোমরা তার কথা শুনবে না। অতঃপর বলো:

---

(১) ফাতেহার পূর্বে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিলাওয়াতের কথা ঘোষণা করুন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত এ ঘোষণা কিতাবের শেষে "তিলাওয়াতের আগে এরূপ ঘোষণা করুন" শিরোনামে রয়েছে।

(২) সূরা বাকারার এই দুই রুকু ৩৬১ ও ৩৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) نَبِيًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا۔

অনুবাদঃ তুমি তা স্মরণ করো, যা বলে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছো অর্থাৎ এই কথা সাক্ষ্য দাও যে, **আল্লাহ** ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং এটাও যে, তুমি **আল্লাহ**কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নবী হিসাবে এবং কোরআনে মজিদকে ইমাম হিসাবে সন্তুষ্ট ছিলে।

মুনকার নাকীর ফিরিশতাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলবে; চলো, আমরা তার পাশে বসে থেকে কি করবো, যাকে লোক তার দলীল শিখিয়ে দিচ্ছে। এতে এক ব্যক্তি আরয করলোঃ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি তার মায়ের নাম জানা না থাকে? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ তখন হাওয়া رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর দিকে সম্পর্কিত করবে। **(মুজামুল কবীর লিত তাবারানি, ৮/২৫০, হাদীস নং- ৭৯৭৯)**

স্মরণ রাখবেন! অমুকের ছেলে অমুকের স্থলে মৃত ব্যক্তি ও তার মায়ের নাম নিবে, যেমন; হে মুহাম্মদ ইলইয়াস বিন আমেনা! আর (যদি মৃত ইসলামী বোন হয় তবে) হে ফাতিমা বিনতে হালিমা। তাছাড়া তালকীন কেবল মাত্র আরবী ভাষাতেই করবেন। কতিপয় প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ বলেনঃ যখন কবরে মাটি ভরাট করা হয়ে যাবে এবং লোকজন ফিরে যাবে তখন মুস্তাহাব হলো যে, মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলাঃ يَا فُلَانْ! قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (৩ বার) **অনুবাদঃ** হে অমুক! তুমি বলো **আল্লাহ** ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।

(বিঃ দ্রঃ- অমুকের স্থলে মৃতের নাম নিন। যেমন; হে ইলইয়াস! হে ফাতেমা!)

অতঃপর বলবেঃ قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ وَ نَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(শরহুস সুদূর, ১০৬ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ তুমি বলো! আমার **প্রতিপালক আল্লাহ** এবং আমার দ্বীন ইসলাম আর আমার নবী **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পরে আরো কিছু বৃদ্ধি করেছেন:

وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذِيْنَ اَتَيَاكَ اَوْ يَاْتِيَانِكَ اِنَّمَا هُوَ عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا يَضُرَّانِ
وَلَا يَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاشْهَدْ اَنَّ رَبَّكَ اللّٰهُ وَدِيْنَكَ
الْاِسْلَامُ وَنَبِيَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

অনুবাদ: আর এটা জেনে নাও যে, এই দু'জন ব্যক্তি যারা তোমার নিকট এসেছে বা আসবে তারা **আল্লাহর**ই বান্দা। **আল্লাহর** হুকুম ছাড়া ক্ষতি করবে না, লাভও করবে না, অতএব ভয় করোনা এবং চিন্তিত হয়ো না আর তুমি সাক্ষ্য দাও যে, তোমার প্রতিপালক **আল্লাহ**, তোমার ধর্ম ইসলাম এবং তোমার নবী **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে এবং তোমাকে সত্যের উপর অটল রাখুক, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে, নিশ্চয় **তিনি** ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১] (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/২২৩)

---

(১) ইসলামী বোনদের কবরে দাঁড়িয়ে এভাবে তালকীন করবে:

يَا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَةَ! (৩বার বলবে) اُذْكُرِىْ مَا خَرَجْتِ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَاَنَّكِ رَضِيْتِ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا

অনুবাদ: তুমি তা স্মরণ করো! যা বলে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছো অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, **আল্লাহ** ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং এটাও বলো যে, তুমি **আল্লাহ**কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে ধর্ম হিসাবে, হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহর** নবী হিসাবে এবং কোরআনকে ইমাম হিসাবে সন্তুষ্ট ছিলে।

অতঃপর বলবে: "يَا فُلَانَةُ! قُوْلِىْ "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (৩বার)

অনুবাদ: হে অমুক! তুমি বলো: **আল্লাহ** ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।

وَقُوْلِىْ رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অনুবাদ: তুমি বলো! আমার প্রতিপালক **আল্লাহ** ও আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (শরহুস সুদুর, ১০৬)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বৃদ্ধি করেছেন:

وَاعْلَمِىْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذِيْنَ اَتَيَاكِ اَوْ يَاْتِيَانِكِ اِنَّمَا هُوَ عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَافِىْ
وَلَا تَحْزَنِىْ وَاشْهَدِىْ اَنَّ رَبَّكِ اللّٰهُ وَدِيْنَكِ الْاِسْلَامُ وَنَبِيَّكِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكِ
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/১৫৮। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/২২৩)

❋ দাফনের পর কবরের পাশে এতক্ষন অপেক্ষা করা মুস্তাহাব, যতক্ষন পর্যন্ত একটি উট জবাই করে মাংস বন্টন করতে লাগে, কেননা এই অবস্থানের ফলে মৃত ব্যক্তির সঙ্গ নসীব হয় আর মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে আতঙ্ক থাকে না এবং এই সময় পর্যন্ত কোরআন তিলাওয়াত আর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এই দোয়া করুন যেন মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে অটল থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত মানুষ দাফনের পরপরই কবরস্থান থেকে চলে যায়, মৃত ব্যক্তিকে সঙ্গ প্রদান এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করার মানসিকতা থাকে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কিন্তু আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয় আর কিছু ইসলামী ভাই রয়েছে যারা দাফনের পর সেখানে দাঁড়িয়ে নাত, দরূদ শরীফ, তিলাওয়াত এবং অন্যান্য যিকিরে ব্যস্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিকে সঙ্গ দিয়ে থাকে। কতইনা সৌভাগ্য ঐ ইসলামী ভাইয়ের, যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আর যার এরূপ ইসলামী ভাইয়ের নৈকট্য অর্জিত হয়েছে, সে শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং মৃত্যুর পরও মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনার মানসিকতা রাখে। আসুন! এপ্রসঙ্গে মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সম্পর্কে শুনি:

মাযার শরীফে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত যিকির আযকারের ধারাবাহিকতা

যখন তাঁর (মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**) দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলো, তখন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর উৎসাহে আড়াইশ এরও অধিক ইসলামী ভাই প্রায় ১২ ঘন্টা পর্যন্ত তাঁর মাযারে পাকে অবস্থান করে নাত পাঠ, সংশোধন মুলক বয়ান এবং যিকির ও দরূদ শরীফে ব্যস্ত ছিলো আর এর মধ্যে

অনুবাদ: আর জেনে নাও, যে দু'জন ব্যক্তি তোমার নিকট এসেছে কিংবা আসবে তারা **আল্লাহ**র বান্দা। **আল্লাহ তায়ালা**র হুকুম ছাড়া ক্ষতি করবে না, লাভও করবে না। ভয় করো না এবং চিন্তিত হয়ো না আর তুমি সাক্ষ্য দাও যে, তোমার প্রভূ **আল্লাহ** তোমার ধর্ম ইসলাম এবং তোমার নবী **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে এবং তোমাকে সত্যের উপর অটল রাখুক দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে, নিশ্চয় **তিনি** ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৫১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/২২৩)

নামাযের সময় গুলোতে জামাআত সহকারে নামায আদায়ের ব্যবস্থাও ছিলো, তাছাড়া সেখান থেকে সাথে সাথে একটি মাদানী কাফেলাও প্রস্তুত হয়ে গেলো, যা সাহারায়ে মদীনার সাতদিন পর বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। (মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ৭৩ পৃষ্ঠা)

কারো কবর বাগান এবং কারো কবর আগুন

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবর সব একই রকম মনে হলেও ভিতরে একই রকম নয়, কারো কবর ভিতরে ফুল ও বাগান আর কারো কবর আগুনের প্রজ্বলিত অঙ্গার হয়ে থাকে এবং ঐ কবর সাপ বিচ্ছুর গর্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং কবরে নামে, তখন মহা বিপদের সম্মুখীন হবে। কিন্তু যে নেক বান্দা ঈমান সহকারে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে মৃত্যুর পর **আল্লাহ তায়ালার** দয়ার দারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং সেখানে তার আনন্দই আনন্দ।

আপনিও যদি আপনার কবরকে ফুলবাগিচা বানাতে চান, তবে আসুন! কবরকে আলোকিত করতে, গুনাহের অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন অতিবাহিত করতে ও আখিরাত সজ্জিত করতে মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখের মধ্যেই নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য একটি মহৎ মাদানী বাহার অবহিত করা হচ্ছে। যেমনিভাবে-

মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর কবর যখন খুলে গেলো

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফয়যানে সুন্নাতের ২য় খন্ডের "গীবত কী তাবাকারীয়া" অধ্যায়ে বলেন:

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার সদস্য, মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সম্পর্কে আমার সুধারণা হলো যে, সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একনিষ্ঠ মুবাল্লীগ এবং **আল্লাহ তায়ালা** কে ভয়কারী বুযুর্গ ছিলো এবং যেনো হাদীসে পাকের দৃষ্টান্ত ছিলো: كُنۡ فِی الدُّنۡیَا كَاَنَّكَ غَرِیۡبٌ অর্থাৎ পৃথিবীতে এমনভাবে থাকো, যেনো তুমি মুসাফির।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২২৩, হাদীস নং- ৬৪১৬)

১৮ মুহাররমুল হারাম ১৪২৭ হিজরি মোতাবেক ১৭-০২-২০০৬ ইংরেজি রোজ শুক্রবার জুমার নামায আদায় করার পর তার বাসস্থান গুলশানে ইকবালে (বাবুল মদীনা করাচী) হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ (stroke) হওয়ার কারণে প্রায় ৩০ বছর বয়সে যুবক অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সাহারায়ে মদীনা, বাবুল মদীনা করাচীতে দাফন করা হয়। ওফাত শরীফের প্রায় ৩ বছর ৭ মাস ১০ দিন পর অর্থাৎ ২৫ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ১৮-৭-২০০৯ সালে শনিবার ও রবিবারের মধ্যবর্তী রাতে বাবুল মদীনা করাচীতে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার ফলে মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কবর মাঝখানে খুলে যায়। যে ইসলামী ভাই সাহারায়ে মদীনায় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তিনি সকালে দেখলেন যে, কবর থেকে সবুজ রংয়ের আলো বের হচ্ছে। অস্থায়ীভাবে কবর ঠিককারী ইসলামী ভাইয়ের শপথমূলক বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমরা দেখলাম যে, দাফন হওয়ার প্রায় সাড়ে তিন বছর পরও মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মোবারক লাশ এবং কাফন তেমনই ছিলো যে, মনে হচ্ছে যেনো এখনি ইন্তিকাল করেছেন। কাফনের সময় মাথায় সজ্জিত করা সবুজ পাগড়ি শরীফ তার মাথা মোবারকে সজ্জিত ছিলো, পাগড়ি শরীফের ডান পাশে কানের দিকে তাঁর চুলের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিলো, কপাল নূরানী ছিলো এবং চেহারা মোবারক কিবলার দিকে ছিলো। মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কবর মোবারক থেকে সুগন্ধযুক্ত এমন বাতাস আসছিলো যে, আমাদের মন ও মনন সুবাসিত হয়ে গেলো। কবরে বৃষ্টির পানি যাওয়ার কারণে কবর আরো ধসে

যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো এবং স্লেব মরহুমের অস্তিত্বকে আঘাত করবে, তাই এই ঘটনার প্রায় দশদিন পর অর্থাৎ ৫ শাবান ১৪৩০ হিজরি (২৮-৭-২০০৯) বুধবার রাতে মুফতিয়ানে কিরাম ও উলামায়ে এযামসহ হাজারো ইসলামী ভাই সমবেত হলো, গোলামজাদা আবু উসাইদ হাজী উবাইদ রযা ইবনে আত্তার মাদানী سَلَّمَہُ الۡبَارِی পূর্বের ছিদ্র দিয়ে কবরে অবতরণ করলো, যেনো অনুমান করতে পারে যে, স্থানান্তর করার জন্য শরীর মোবারক বের করতে হবে কিনা কিংবা ভিতরে রেখেও কবর পূণঃনির্মাণ করা সম্ভব কিনা। সে কবরের ভিতরে অবস্থাদি পর্যবেক্ষন করলো এবং ভিতর থেকেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" এর মুফতি সাহেবকে অবহিত করলেন। তিনি শরীর মোবারক বের না করার আদেশ দিলেন, গোলামজাদা হাজী উবাইদ রযাকে মুভি ক্যামরা দেয়া হলো। অতঃপর পুরাতন কবরের ভিতরের পরিবেশ এবং উপর থেকে মাটি ইত্যাদি পতিত হওয়া সত্ত্বেও اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে পাগড়ি শরীফ, কপাল মোবারক এবং চুলের কিছু অংশের একটি ভিডিও ক্লিপস বানিয়ে নিলেন, যা কিছুক্ষন পর "সাহরায়ে মদীনা"য় লাগানো বিভিন্ন স্ক্রিনে হাজারো ইসলামী ভাইদের দেখানো হলো, তখন মানুষের দেখার প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, এই মনমাতানো দৃশ্য দেখে অসংখ্য ইসলামী ভাই অশ্রুসজল হয়ে গেলো। এর পরের রাত অর্থাৎ ৫ শাবানুল মুয়ায্যম ১৪৩০ হিজরি (২৮-৭-২০০৯) বুধ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী রাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেলে সরাসরি "বিশেষ মাদানী মুকালামা" সম্প্রচার করা হয়। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লাখো দর্শককে ক্যামেররা মাধ্যমে রেকর্ড করা কবরের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য এবং প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অক্ষত লাশ মোবারক, পাগড়ী শরীফ, কপাল মোবারক এবং মাথার চুলের কিছু অংশের যিয়ারত করানো হয়। যেহেতু এই সংবাদ প্রত্যেক অঞ্চলে (বিদ্যুতের ন্যায়) ছড়িয়ে পড়েছিলো, তাই বিভিন্ন শহরের আলাদা আলাদা এলাকার ইসলামী ভাইদের বর্ণনা মতে বিশেষ মাদানী মুকালামা চলাকালিন অনেক গলি এবং বাজারগুলো এমন নিঃশব্দ হয়ে গেলো যে, যেভাবে মুসলমানদের এলাকায় রমযানুল মুবারকে ইফতারের সময় হয়ে থাকে এবং টিভিতে প্রতিটি ঘর থেকে "বিশেষ মাদানী

মুকালামা”র আওয়াজ শুনা যাচ্ছিলো। হোটেল, নাপিতের দোকান ইত্যাদিতে যেখানে যেখানে টিভি ছিলো সেখানে জনসাধারণ একত্রিত হয়ে মাদানী চ্যানেলে মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মাদানী বাহার দেখছিলো। এক সংবাদ অনুযায়ী মাদানী চ্যানেলে “বিশেষ মাদানী মুকালামা” শুনে এবং মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রায় সাড়ে তিন বছর পুরোনো লাশের মনমাতানো ঝলক দেখে এক অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা এই উপলক্ষ্যে শবে বরাতের (১৪৩০ হিজরি) মোবারক সময়ে একটি ঐতিহাসিক ভিডিও সিডি “মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** কি কবর খুলি” শিরোনামে প্রকাশ করলো, এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত এর হাজারো কপি বিক্রি হয়েছিলো।

জবাঁ মেয়লী নেহী হোতী দাহন মেয়লা নেহী হোতা,
গুলামানে মুহাম্মদ কা কাফন মেয়লা নেহী হোতা।

(ফয়যানে সুন্নাত, গীবত কি তাবাকরিয়া অধ্যায়, ২য় খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সাদা চুল কিয়ামতে নূর হবে

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: সাদা চুল উপড়ে ফেলিওনা, কেননা এটি কিয়ামতের দিন নূর হবে, যার একটা চুল সাদা হবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য একটি নেকী লিখে দিবেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন আর তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাতি, ৩/৮৬, হাদীস নং- ৬)

সমবেদনার বর্ণনা

তা'যিয়ত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করা, সান্তনা দেয়া এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করা, তাছাড়া মৃতব্যক্তির পরিবারকে আফসোস ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে দোয়া এবং সান্তনা মূলক কথা বলাকে তা'যিয়ত বা সমবেদনা বলে। (উর্দু লুগাত, ৫/২৯৩)

যখন কেউ ইন্তিকাল করে তখন তার নিকটাত্মীয়দের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য গমন করা সুন্নাত, এটা সাওয়াবের কাজ এবং এরও ফযীলত রয়েছে, সুতরাং এপ্রসঙ্গে দুটি হাদীসে মুবারাকা অবলোকন করুন!

এক ক্বিরাত সমপরিমাণ সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন জানাযার সংবাদ পেলো এবং সে মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট গিয়ে তাদেরকে সমবেদনা জানালো, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব লিখে দিবেন।

(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ঈমান, ১/৪০০, হাদীস নং- ৪৭)

জান্নাতে প্রবেশাধিকার

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একবার **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ!** যে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন বিপদগ্রস্থকে সমবেদনা জানাবে, তবে তোমার পক্ষ থেকে তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমি তাকে তাকওয়ার (খোদাভীতির) পোশাক পরিধান করাবো এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। (জামেউল আহাদিস, ৫/৩৩৫, হাদীস নং- ১৫১৮৭)

সমবেদনা জ্ঞাপনের বিভিন্ন নিয়্যত

❁ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলকে সমবেদনা জানাবো। ❁ সুন্নাতের উপর আমল করবো।

❁ মরহুমের জন্য দোয়া করবো। ❁ ধৈর্য ধারণের ফযীলত বর্ণনা করে ধৈর্য্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করবো। ❁ কান্নাকাটি করা অবস্থায় সম্ভব হলে নম্রভাবে বুঝিয়ে থামানোর চেষ্টা করবো। ❁ মরহুমের জন্য ইছালে সাওয়াব করবো এবং তার পরিবারবর্গকে ইছালে সাওয়াবের জন্য রিসালা বন্টন এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর রিসালা "নেককার হওয়ার উপায়" হতে সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল (কিছুটা পরিমার্জন সহকারে) উল্লেখ করা হলো:

সমবেদনা জ্ঞাপনের ১৬টি মাদানী ফুল

প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী: (১) যে কোন বিপদগ্রস্থকে সমবেদনা জানাবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ বক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, ২/৩৩৮, হাদীস নং-১০৭৫) (২) যে মুমিন বান্দা আপন কোন বিপদগ্রস্থ ভাইকে সমবেদনা জানাবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে কারামতের (সম্মানের) পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২৬৮, হাদীস নং- ১৬০১) (৩) যে কোন দূর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তাকওয়ার (খোদাভীতির) পোশাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের প্রতি দয়া করবেন আর যে কোন বিপদগ্রস্থকে সমবেদনা জানাবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতের পোষাক সমূহ থেকে দু'টি এমন পোষাক পরিধান করানে যার মূল্য (সারা) পৃথিবীও হতে পারে না। (মুজামুল আওসাত, ৬/৪২৯, হাদীস নং- ৯২৯২) ❁ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: **হে আমার প্রতিপালক!** সে কে, যে তোমার আরশের ছায়ায় থাকবে, যে দিন তা ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবেনা? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: "হে মূসা! ঐ লোক, যে অসুস্থকে দেখতে যায়, জানাযার সাথে যায় এবং কোন মৃত্যুবরণকারীর সন্তানের মাকে সমবেদনা জানায়।" (তামহীদুল ফরশ লিস সুয়ূতী. ৬২ পৃষ্ঠা)

❁ তা'যিয়ত এর অর্থ হলো বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করা। "তা'যীয়ত তথা সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৫২) ❁ দাফনের পূর্বেও সমবেদনা জানানো জায়িয, কিন্তু উত্তম হচ্ছে, দাফনের পরই করা। এটা ঐ সময়, যখন মৃত ব্যক্তির পরিবার কান্নাকাটি করছে না, অন্যথায় তাদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য দাফনের পূর্বেই করুন। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা) ❁ সমবেদনার সময়সীমা মৃত্যুর দিন থেকে তিন দিন পর্যন্ত, এরপর মাকরূহ, কেননা এতে দুঃখ আবারো জেগে উঠবে। কিন্তু যখন সমবেদনা জ্ঞাপনকারী কিংবা যাকে সমবেদনা জানানো হবে, সে উপস্থিত নাই কিংবা আছে কিন্তু সে জানে না, তবে পরবর্তীতে জানালে কোন ক্ষতি নেই। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৭৭) ❁ সমবেদনা জ্ঞাপনকারী নম্র ও বিনয় এবং দুঃখ প্রকাশ করবে, কথা কম বলবে এবং মুচকি হাসি দেয়া থেকে বিরত থাকবে, কেননা (এই অবস্থায়) মুচকি হাসা (মনে) হিংসা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে থাকে। (আদাবে দ্বীন, ৩৫ পৃষ্ঠা) ❁ মুস্তাহাব হলো, মৃতের সকল আত্মীয়কে সমবেদনা জ্ঞাপন করা, ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে সবাইকে, তবে মেয়েদেরকে তার মুহরিমরাই সমবেদনা জানাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫২) ❁ সমবেদনা জানানোর সময় এরূপ বলুন: **আল্লাহ তায়ালা** আপনাকে স্থায়ী ধৈর্য দান করুক এবং এই বিপদের উত্তম প্রতিদান দান করুক আর **আল্লাহ তায়ালা** মরহুমকে ক্ষমা করুক। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা সমবেদনা জ্ঞাপন করেন: اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ **অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালারই**, যা তিনি নেন এবং দেন আর তার নিকট প্রত্যেক জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো এবং সাওয়াবের প্রত্যাশী হও। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, ১/৪৩৪, হাদীস নং-১২৮৪) ❁ মৃতের আত্মীয়দের ঘরে বসা, যেনো লোকজন তাকে সমবেদনা জানানোর জন্য আসে, এতে কোন সমস্যা নেই এবং ঘরের দরজায় বা সাধারণ মানুষ চলাচলের রাস্তার মাঝখানে বিছানা (বা মাদুর) বিছিয়ে বসা খারাপ কাজ। (আলমগিরী, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৭, রদ্দুল মুহতার, ৩/১৭৬) ❁ কবরের পাশে সমবেদনা জানানো মাকরূহ (তানযিহি)। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৭৭) ❁ কিছু কিছু গোত্রে মৃত্যুর পর প্রথম শবে বরাত বা প্রথম ঈদের সময় নিকটাত্মীয়রা মৃতের পরিবারে সমবেদনা জানানোর জন্য একত্রিত হয়, এটি ভুল

প্রথা। হ্যাঁ! যে কোন কারণে সমবেদনা জানাতে পারেনি, সে ঈদের দিন সমবেদনা জানালে কোন সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে প্রথম কোরবানীর ঈদে যে সমস্ত মৃতের পরিবার বর্গের উপর কোরবানী ওয়াজিব হয়েছে, তাদের কোরবানী করতে হবে, অন্যথায় গুনাহগার হবে। এটাও মনে রাখবেন! শোকের দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঈদের সময় মৃত ব্যক্তির শোকে শোক পালন করা বা শোকের কারণে উত্তম পোশাক ইত্যাদি পরিধান না করা নাজায়িয ও গুনাহ। তবে এমনিতেই যদি কেউ নতুন পোশাক না পরে তাহলে গুনাহগার হবেনা। ❋ যে একবার সমবেদনা জানিয়ে আসলো, তার দ্বিতীয়বার সমবেদনা জানানোর জন্য যাওয়া মাকরূহ। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৭৭) ❋ যদি সমবেদনা জানানোর জন্য মহিলারা একত্রিত হয়ে বিলাপ করে, তবে তাদের যেনো খাবার না দেয়া হয়। কেননা, তা হলো গুনাহের কাজে সাহায্য করার সমতুল্য। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫৩) ❋ বিলাপ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন দিক সমূহ আরো বাড়িয়ে বলে বলে চিৎকার করে করে কান্না করা, যাকে "শোক গাঁথা" বলা হয়ে থাকে, ইজমার ভিত্তিতে এটা হারাম। অনুরূপভাবে হায়! বিপদ বলে চিৎকার করা। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, ১৩৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১/৮৫৪) ❋ ডাক্তাররা বলেন: (যারা নিজের আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে, তারা) মৃতের জন্য একেবারেই কান্না না করাতে কঠিন রোগ সৃষ্টি হয়, অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার ফলে অন্তরের উষ্ণতা বের হয়ে যায়, তাই (বিলাপ না করে) কান্না করাতে কখনোই নিষেধ করবেন না। (মিরাতুল মানাযিহ, ২/৫০১) ❋ প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য এমন বাক্য বলা উচিত, যার ফলে ঐ দুঃখ ভারাক্রান্তের মন শান্ত হয়ে যাবে, অধমের অভিজ্ঞতা হলো যে, যদি এরূপ পরিস্থিতিতে তাদেরকে কারবালার ঘটনা শুনানো যায়, তবে অনেক প্রশান্তি লাভ করে। সকল সমবেদনাই উত্তম, কিন্তু শিশুর মৃত্যুতে (মুহরিমদের তার) মাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা অনেক সাওয়াবের কাজ। (মিরআতুল মানাযিহ, ২/৫০৭) ❋ মৃতের প্রতিবেশী বা দূরের আত্মীয়রা যদি মৃতের পরিবারের জন্য ঐদিন এবং রাতের জন্য খাবার নিয়ে আসে তবে এটাই উত্তম এবং তাদের জোর করে খাবার খাওয়ান। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালতিল জানায়িয, ৩/১৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত প্রসার করার আগ্রহী মাদানী সংগঠন তথা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর আপনার জীবন সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করার চেষ্টায় লেগে যান, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত মাদানী ইন্আমাতকে আপন করে নিন এবং আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করে নিন। আসুন! সমবেদনার পদ্ধতি শিখার জন্য উম্মতের কল্যাণের মানসে ব্যথিতদের প্রতি সহানুভূতিশীল আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি চিঠি লক্ষ্য করুন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত সমবেদনা জ্ঞাপনের চিঠি

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِیَ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে মরহুম মুহাম্মদ শান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى এর পরিবারবর্গদের মহান খেদমতে মাদানী মধুরতাময় সালাম:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

জানলাম যে, মুহাম্মদ শান আত্তারী দূর্ঘটনায় ইন্তিকাল করেছেন। **আল্লাহ তায়ালা** মরহুমের প্রতি রহমত বর্ষন করুক, তাঁর কবরে দয়া ও রহমতের ফুল বর্ষন করুক, তাঁর কবর এবং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার মাঝে যতোগুলো পর্দা আছে তা সব তুলে মরহুমকে **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় সিক্ত করুক। মরহুমকে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুক এবং মরহুমের পরিবারবর্গকে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও ধৈর্য ধারণের উত্তম প্রতিদান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আজব সরা হে ইয়ে দুনিয়া ইয়াঁহা পে শাম ও সাহার,
কিসী কা কুচ কিসী কা কিয়াম হোতা হে।

আফসোস! সগে মদীনা নিজেকে নেকী থেকে দূরে এবং গুনাহে নিমজ্জিত মনে করে। হ্যাঁ, **ক্ষমাশীল প্রতিপালক** এই বিষয়ে অবশ্যই ক্ষমতাবান যে, গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেন। তাই **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট এটাই আশা যে, তিনি আমি পাপী গুনাহগারের গুনাহ সমূহকে আপন **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় অবশ্যই নেকীতে পরিবর্তন করে দিবেন আর এই আশাতেই আমি আমার জীবনের সমস্ত নেকী **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করে "মরহুম মুহাম্মদ শান আত্তারী"কে প্রদান করছি।

আজব রঙিন দুনিয়া, একদিকে কারো জানাযা উঠছে, অন্যদিকে কাউকে বর সাজানো হচ্ছে। এক দিকে খুশির আমেজ আর অন্যদিকে কারো মৃত্যুতে কান্নার সুর।

নাসিমে সুবহে গুলশান মে গুলো সে খেলতি হোগী,
কিসী কী আখেরী হিচকী কিসী কি দিল লাগী হুগী।

মরহুম মুহাম্মদ শান আত্তারীর ইছালে সাওয়াবের জন্য ঘরের প্রত্যেক পুরুষ (যাদের বয়স বিশ বছরের বেশি) যেন কমপক্ষে একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের মাদানী কাফেলার সাথে অবশ্যই সফর করে। নিজ শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য সবার নিকট মাদানী অনুরোধ রইলো।

জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সূ নমুনে, মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ্গ ও বু নে।
কভী গওর সে ভী ইয়ে দেখা হে তু নে, জু আবাদ থে ওয় মকাঁ আব হে সু নে।
জাগা জী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরাত কী জা হে তামাশা নেহী হে।

وَالسَّلَامُ مَعَ الْاِكْرَام

৩০ মুহররামুল হারাম ১৪২৮ হিজরি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(জান্নাত কী তৈয়ারি, ৭০ পৃষ্ঠা)

বিলাপের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন দিক সমূহ বলে বলে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে কান্না করাকে বিলাপ বলে। একে শোক গাঁথাও বলে, এটি জাহেলী যুগের প্রথা এবং ইজমা অনুযায়ী এটা হারাম। এরূপ বিলাপ করে কান্নাকারী পুরুষ ও মহিলা কঠিন শাস্তির হকদার হবে। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

বিলাপ সম্পর্কিত ৫টি শাস্তি

(১) সমবেদনা জানানোর জন্য প্রায় আত্মীয় মহিলারা একত্রিত হয়ে বিলাপ করে কান্নাকাটি করে থাকে, এটা করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা উচিৎ, কেননা হাদীসে পাকে তাদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনিভাবে-

জাহান্নামীদের প্রতি ঘেউ ঘেউ কারীনি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় এই বিলাপকারীনি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে, জাহান্নামীদের ডানে বামে দু'টি সারিতে থাকবে এবং দোযখীদের প্রতি এমনভাবে ঘেউ ঘেউ করবে, যেমনিভাবে কুকুররা ঘেউ ঘেউ করে।

(মুজামুল আওসাত লিত তাবরারনী, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, ৪/৬৬, হাদীস নং- ৫২২৯)

(২) জামা ছিড়ে ফেলা, মুখ আঁচড়ানো, চুল ছেঁড়া, মাথার উপর মাটি দেয়া, বুক থাপড়ানো, উরুতে হাত মারা, এসব জাহেলীয়তের যুগের কাজ এবং হারাম।

(আলমগিরী, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৭)

(৩) তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়িয নেই, কিন্তু মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, ১/৪৩২, হাদীস নং- ১২৮০)

(৪) উচ্চ আওয়াজে কান্না করা নিষেধ এবং আওয়াজ বড় না হলে তবে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ইব্রাহীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ওফাতের পর অশ্রু প্রবাহিত করেছেন।

(জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

(৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: চোখের পানি এবং মনের কষ্টের কারণে **আল্লাহ তায়ালা** শাস্তি দিবেন না এবং মুখের দিকে ইশারা করে ইরশাদ করলেন: কিন্তু এর কারণে আযাব বা দয়া করে থাকেন আর পরিবারবর্গের কান্নার কারণে মৃতের উপর আযাব হয়। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, ১/৪৪১, হাদীস নং- ১৩০৪)

অর্থাৎ আর যখন সে অসিয়ত করেছে বা সেখানে কান্নার রীতি প্রচলিত আছে এবং নিষেধ করা হয়নি, وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعۡلَمُ কিংবা এটাই উদ্দেশ্য যে, তাদের কান্নার ফলে মৃতের কষ্ট হয়। অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, হে **আল্লাহ তায়ালার** বান্দা! আপন মরহুমকে কষ্ট দিওনা, যখন তুমি কান্না করো, তখন সেও কান্না করে।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। তাই আমাদেরও এই সুন্নাতের উপর আমল করা উচিৎ, কেননা এতে শিক্ষা এবং মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ আসে আর তা দুনিয়া বিমুখতার অন্যতম মাধ্যমও বটে। যেমনিভাবে-

আখিরাতের স্মরণ

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা দুনিয়া বিমুখতার কারণ এবং আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু মা'জা ফি যিয়ারাতিল কুবুর, ২/২৫২, হাদীস নং- ১৫৭১)

সুতরাং শিক্ষা এবং মৃত্যুর স্মরণের জন্য আমাদের মাঝে মাঝে নিজ আপনজন, আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়া উচিৎ এবং নিজের পিতা মাতার কবর যিয়ারতকে তো অভ্যাসে পরিণত করা উচিৎ। আসুন! কবর যিয়ারত

সম্পর্কিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা" থেকে মাদানী ফুল (কিছুটা পরিবর্তন সহকারে) লক্ষ্য করুন:

কবর যিয়ারতের ১৪টি মাদানী ফুল

❋ মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত এবং আউলিয়া ও শহীদগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এর মাযারে উপস্থিতি সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য আর তাঁদের প্রতি ইছালে সাওয়াব করা খুবই পছন্দনীর এবং সাওয়াবের কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২)

কবরস্থানে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি

❋ এভাবে দাঁড়াবে যেনো কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর দিকে মুখ হয়, এরপর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত সালাম পেশ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ

اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْاَثَرِ

<u>অনুবাদ</u>: হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক। তোমরা আমাদের পূর্বে চলে গেছ। আমরাও তোমাদের পরে আসছি। (তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, ২/৩২৯, হাদীস নং- ১০৫৫)

❋ যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে এই দোয়াটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِیْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا

وَ هِیَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ اَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ وَ سَلَامًا مِّنِّیْ

<u>অনুবাদ</u>: "**হে আল্লাহ!** হে গলে পচে যাওয়া শরীর ও ভাঙ্গা পুরনো হাঁড় সমূহের প্রতিপালক! যারা ঈমান সহকারে দুনিয়া ত্যাগ করেছে, তুমি তাদের উপর দয়া করো এবং তাদের উপর আমার সালাম পৌঁছেয়ে দাও।"

তখন (হযরত সায়্যিদুনা) আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে আরম্ভ করে এই (দোয়াটি পড়ার সময়) পর্যন্ত যত মুমিন মৃত্যু বরণ করেছেন সবাই তার জন্য (সালাম পাঠকারীর জন্য) মাগফিরাতের দোয়া করবে। (শরহুস সুদূর, ২২৬ পৃষ্ঠা)

❈ যদি কবরের পাশে বসতে চায়, তবে কবরবাসীর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে আদবের সহিত বসুন। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৭৯)

কবর যিয়ারতের উত্তম সময়

❈ কবর যিয়ারতের জন্য এই চারটি দিন উত্তম: সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। (আলমগিরী, কিতাবুল কারাহিয়াতি, ৫/৩৫০)

❈ জুমার দিন ফজরের নামাযের পর কবর যিয়ারত করা উত্তম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২৩)

❈ রাতের বেলা একা কবরস্থানে যাওয়া উচিত নয়। (প্রাগুক্ত)

❈ বরকতময় রাতগুলোতে কবর যিয়ারত করা উত্তম, বিশেষ করে শবে বরাতে। (আলামগীরি, কিতাবুল কারাহিয়াতি, ৫/৩৫০)

❈ অনুরূপভাবে বরকতময় দিনগুলোতেও কবর যিয়ারত করা উত্তম, যেমন; দুই ঈদের দিন (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা), মুহাররমের ১০ তারিখ এবং জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন। (আলামগীরি, কিতাবুল কারাহিয়াতি, ৫/৩৫০)

কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো

❈ কবরের উপর 'আগর বাতি' জ্বালাবেন না, এটি বেয়াদবী ও মন্দ কাজ। হ্যাঁ! যদি (উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে) সুগন্ধি (দেয়ার) জন্য (জ্বালাতে চাইলে, তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানেই জ্বালান, কেননা সুগন্ধি ছড়ানো পছন্দনীয় একটি কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৮২, ৫২৫)

কবরের উপর মোম বাতি রাখা

❈ কবরের উপর প্রদীপ কিংবা মোম বাতি ইত্যাদি রাখবেন না, তবে হ্যাঁ! রাতে পথচারীদের জন্য আলোকিত করা উদ্দেশ্য হলে, তবে কবরের পাশে খালি স্থানে মাটিতে মোমবাতি বা প্রদীপ রাখা যাবে।

❈ আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; তিনি ওফাতের সময় আপন সন্তানদের

বলেন: আমি মারা গেলে, আমার সাথে যেনো কোন বিলাপকারীনি না যায়, না আগুন যায়। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯২। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৮২)

যে কবর সম্পর্কে জানা নেই যে, মুসলমানের না কাফেরের

❁ যে কবর সম্পর্কে এটাও জানা নেই যে, এটি কি মুসলমানের কবর না কাফেরের, তবে সে কবরের যিয়ারত করা, ফাতেহা দেওয়া কখনোই জায়িয নেই, কেননা মুসলমানের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত আর ফাতেহা মুস্তাহাব এবং কাফেরের কবর যিয়ারত করা হারাম এবং তাদের ইছালে সাওয়াব করার ইচ্ছা পোষণ করা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩৩)

❁ নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত করে রাখা দোষণীয় নয় এবং কবর খনন করে রাখা অনর্থক, কে জানে কোথায় মরবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৮৩)

হোঁ বারে গুনাহ সে না খাজিল দোশে আযীযাঁ,
লিল্লাহ মেরি নাশ কর এ্যয় জানে চামান ফুল। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

বিভিন্ন মাদানী ফুল

❁ কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার পর অযথা কথাবার্তা এবং উদাসিনতাপূর্ণ খেয়ালের পরিবর্তে ফিক্‌রে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করে, নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সম্ভব হলে চোখের পানি প্রবাহিত করুন এবং গুনাহের কথা স্মরণ করে নিজেকে কবরের আযাবের প্রতি ভীত করুন, তাওবা করে নিন আর মনের মাঝে এই ধ্যান আনার চেষ্টা করুন যে, যেভাবে আজ এই মৃতরা আপন আপন কবরে একাকী পড়ে আছে, অতিসত্ত্বর আমাকেও এভাবে অন্ধকার কবরে একাকী পড়ে থাকতে হবে, তাছাড়া হাদীসে পাকের এই বাক্যও স্মরণ করুন: كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। (জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪১১)

কবর মে মায়্যত উতর নি হে জরুর,
জেয়ছি করনি ওয়েছি ভরনি হে জরুর।

❋ শবে বরাতে বা যেকোন সময়ে উপস্থিতির সময় অনেকে আপনজনের কবরে বিনা কারণে শুধুমাত্র প্রথা অনুযায়ী পানি ছিটিয়ে থাকে, মূলত এটা অপচয় ও নাজায়িয আর যদি এটা মনে করে যে, এর মাধ্যমে মৃতের কবরে প্রশান্তি হবে, তবে এটা অপচয়ের পাশাপাশি নিরেট মূর্খতাও, তবে হ্যাঁ! মৃতের দাফনের পর পানি ছিটাতে কোন ক্ষতি নেই বরং উত্তম। অনুরূপভাবে যদি কবরে গাছের চারা ইত্যাদি থাকে আর এইজন্য পানি ছিটালেও অসুবিধা নেই। কিন্তু এটা মনে রাখবেন! পানি ছিটানোর জন্য যদি কবরের উপর পা রেখে যেতে হয়, তবে এর অনুমতি নেই, যদি যায় তবে গুনাহগার হবে বরং এ অবস্থায় পারিশ্রমিক দিয়ে অন্য কারো দ্বারাও পানি দেয়াবেন না।

❋ কবরে ফুল দেয়া উত্তম, কেননা যতক্ষন ফুলগুলো সতেজ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাসবিহ পাঠ করবে এবং মৃত ব্যক্তির অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৮৪)

❋ অনুরূপভাবে লাশবাহী খাট ও কবরের উপর ফুলের চাদর দিলে কোন ক্ষতি নেই, (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫২)

❋ কবরে উপর থেকে সতেজ ঘাস উপড়ে ফেলা উচিত নয়, কেননা এর তাসবিহের কারণে রহমত বর্ষিত হয় আর মৃত ব্যক্তির সঙ্গ লাভ হয় এবং উপড়ে ফেলার ফলে মৃত ব্যক্তির হক নষ্ট হয়। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৮৪)

❋ কবরের উপর পা রাখা বা শয়ন করাতে কবরবাসীর কষ্ট হয় এবং শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সুতরাং কোন মুসলমানের কবরের উপর পা রাখবেন না, কবরকে পদদলিত করবেন না, কবরের উপর বসবেন না এবং কবরে ঠেস দিয়েও বসবেন না। কেননা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: **(১)** মুসলমানের কবরের উপর চলার চেয়ে আমার আগুনের স্ফুলিঙ্গের উপর চলা বা তলোয়ারের উপর চলা বা আমার পায়ের সাথে জুতা সেলাই করে দেয়ার চেয়ে অধিক পছন্দ। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২৫০) **(২)** যদি কোন ব্যক্তি আগুনের কয়লার উপর বসে যায়, যার

ফলে তার কাপড় জ্বলে যায় এবং আগুন তার চামড়া পর্যন্ত স্পর্শ করে, তবুও তা কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭১)

❁ কবরস্থানে সাধারণ রাস্তা দিয়ে যান, যে রাস্তা নতুন তৈরি হয়েছে, তা দিয়ে যাবেন না, "রদ্দুল মুহতারে" বর্ণিত আছে: (কবরস্থানের কবর মিটিয়ে দিয়ে) যে নতুন রাস্তা করা হয়েছে তার উপর চলা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল আনজাস, ১/৬১২) বরং নতুন রাস্তার শুধুমাত্র ধারণা হলেও এর উপর চলা নাজায়িয ও গুনাহ।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৮৩)

❁ কিছু আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে দেখা যায় যে, যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবর ভেঙ্গে সমতল করে দেয়া হয়, এরূপ সমতল স্থানে শোয়া, চলা, দাঁড়ানো, যিকির করা এবং তিলাওয়াত করার জন্য বসা ইত্যাদি হারাম, দূর থেকে ফাতেহা পাঠ করে নিন।

❁ কবরের উপর বাড়ি বানানো বা কবরের উপর বসা বা শয়ন করা অথবা এর উপর প্রস্রাব ও পায়খানা করা এসব কাজ খুবই জঘন্য ভাবে মাকরূহ, হারামের নিকটতম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৩৬) **হুযুর সৈয়্যদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তি কবরেও ঐসকল বিষয়ে কষ্ট পায়, যা দ্বারা সে ঘরে কষ্ট পেতো।

(ফেরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১/১২০, হাদীস নং- ৭৪৯)

❁ আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার মোবারকে সফর করে যাওয়া জায়িয, তাঁরা তাঁদের যিয়ারতকারীদের উপকৃত করেন আর যদি সেখানে শরীয়াতের পরিপন্থি কোন কাজ হয়, যেমন; মহিলাদের সাথে সংমিশ্রণ, তবে এই কারণে যিয়ারত বর্জন করবেন না, কেননা এরূপ বিষয়ে নেক কাজ বর্জন করা ঠিক নয় বরং একে খারাপ জানবে এবং সম্ভব হলে তা দূর করবে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ১৭৮/৩)

ইছালে সাওয়াবের বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালার রহমত খুবই মহান। যে মুসলমান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায় তার জন্যও **তিনি** আপন দয়া ও অনুগ্রহের দরজা খুলে রেখেছেন আর যে তার জন্য ইছালে সাওয়াব এবং ক্ষমার দোয়া করে তবে এর বরকতেও **আল্লাহ**

তায়ালা তার উপর দয়া করে থাকেন। আসুন! **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত একটি হাদীসে মোবারক লক্ষ্য করি। যেমনিভাবে-

মাগফিরাতের দোয়ার বরকত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** একজন নেক বান্দার মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করবেন, তখন সে বলবে যে, হে আমার **প্রতিপালক**! এই মর্যাদা আমার কিভাবে অর্জিত হলো? তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তোমার ছেলে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছে, তাই তোমাকে এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দাওয়াত, ১/৪৪০, হাদীস নং- ২৩৪৫)**

হযরত মুহাম্মদ তুসী মু'আল্লিম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

আবু বকর রশিদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত মুহাম্মদ তুসী মু'আল্লিম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে স্বপ্নে দেখলাম, তখন তিনি বললেন: আবু সাঈদ সফফার رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে বলে দিবে যে, আমার ও তোমার তো চুক্তি ছিলো যে, আমরা একে অপরকে ভুলবো না, তবে আমিতো বদলে যায়নি, কিন্তু তুমি বদলে গেছো। আমার চোখ খুলে গেলো আর আমি আবু সাঈদ সফফার رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে এই স্বপ্নের কথা জানালাম, তখন তিনি বললেন: কি বলবো আমি প্রত্যেক জুমায় তার কবর যিয়ারত করার জন্য যেতাম এবং কিছু ইছালে সাওয়াব করতাম, কিন্তু এই জুমায় আমি যেতে পারিনি, তাই তিনি আমার প্রতি অভিযোগ করেছেন।

(ইহয়াউল উলুমুদ্দীন, কিতাবুয যিকরিল মওত ওমা বা'দুহু, ৫/২৬৮)

ইছালে সাওয়াব

ইছালে সাওয়াব অর্থাৎ কোরআন মাজীদ বা দরূদ শরীফ অথবা কলেমায়ে তৈয়্যবা কিংবা যেকোন নেক আমলের সাওয়াব অপরকে পৌছানো জায়িয। আর্থিক বা শরীরিক ইবাদত, ফরয কিংবা নফল সব ইবাদতের সাওয়াব অপরকে পৌছানো যাবে, জীবিতদের ইছালে সাওয়াব মৃতদের উপকৃত করে থাকে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৬৪২)

শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আমি হাদীসে পেয়েছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজারবার কলেমা শরীফ পাঠ করে বা পাঠ করার পর কাউকে ইছাল (দান) করে দেয়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আমি কলেমা ততোধিক পরে নিয়েছিলাম, একদিন আমার দাওয়াতে কাশফের অধিকারী এক যুবক উপস্থিত হলো, হঠাৎ কান্না করতে লাগলো, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললো: আমি আমার মাকে দোযখে দেখছি, আমি মনে মনে আমার পঠিত ঐ কলেমা পাক তার মায়ের উপর ইছাল (দান) করলাম। ঐ যুবক হঠাৎ হেসে উঠলো এবং বললো: আমি এখন তাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি। আমি এই হাদীসের যথার্থতা এই ওলীর কাশফের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম এবং তার কাশফের যথার্থতা হাদীস থেকে বুঝতে পারলাম। (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুস সালাত, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা) সুতরাং সত্তর হাজার বার কলেমায়ে তৈয়্যবা খতম করে আপন মরহুমদের ইছালে সাওয়াব করুন!

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "ইছালে সাওয়াব ও ফাতেহার পদ্ধতি" হতে ইছালে সাওয়াবের মাদানী ফুল (কিছুটা পরিবর্তন সহকারে) লক্ষ্য করুন:

ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল।

❋ 'ইছালে সাওয়াব' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'সাওয়াব পৌঁছানো'। একে 'সাওয়াব দান করা'ও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বুযুর্গদের শানে 'সাওয়াব দান করা' বলা সমীচীন নয়, আদব হলো 'সাওয়াব পেশ করা' বলা। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ যেকোন নবী ও ওলীর ক্ষেত্রে 'সাওয়াব দান করা' বলা বে-আদবী, কেননা বড়র পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি দান করা হয়ে থাকে বরং 'পেশ করা' বা 'উপহার স্বরূপ' বলুন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৯)

❋ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, না'ত শরীফ, যিকরুল্লাহ, দরূদ শরীফ, বয়ান, দরস, মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইন্‌আমাত, মাদানী দাওরা, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন, মাদানী কাজের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ ইত্যাদি প্রতিটি নেক কাজের ইছালে সাওয়াব করতে পারবেন।

❁ মৃতের তৃতীয় দিবসের ফাতিহাখানি, দশম দিবসে ফাতিহাখানি, চেহলাম (চল্লিশ) এবং বার্ষিক ফাতিহা করা খুবই উত্তম, কেননা এটি সাওয়াবেরই মাধ্যম। শরীয়াতে তৃতীয় দিবস ইত্যাদি নাজায়িয হওয়ার পক্ষে কোন দলিল না থাকাই হচ্ছে জায়িয হওয়ার প্রমাণ এবং মৃতদের জন্য জীবিতদের দোয়া করা স্বয়ং পবিত্র কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। যা মূলতঃ ইছালে সাওয়াবেরই মূল দলিল। যেমনটি ২৮তম পারায় সূরা হাশরের ১০ম আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেনে:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

❁ তৃতীয় দিবস ইত্যাদির ভোজের ব্যবস্থা শুধুমাত্র সেই অবস্থায় মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে করা যাবে, যখন সকল ওয়ারিশগণ প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং সকলে এর অনুমতিও দেয়, যদি একজন ওয়ারিশও অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে, তবে কঠোরভাবে হারাম। তবে হ্যাঁ! প্রাপ্তবয়স্করা নিজের অংশ থেকে করতে পারবে।

(ফতোওয়ায়ে খানিয়া, ৪/৩৬৬। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬৬৪। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫৩)

❁ তৃতীয় দিবসের ভোজ যেহেতু সাধারণত দাওয়াতের মতোই হয়ে থাকে, তাই তা ধনীদের জন্য জায়িয নেই; শুধুমাত্র গরীব ও মিসকিনরাই খাবে। তিন দিনের পরেও মৃতের ভোজ থেকে ধনীদের (যারা ফকির নয় তাদের) বিরত থাকা উচিত। **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ৯ম খন্ডের ৬৬৭ পৃষ্ঠা থেকে মৃতের ভোজ সম্পর্কিত একটি উপকারী প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন:** কথিত আছে; طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقَلْبَ (মৃতদের ভোজ অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়) উক্তিটি কি নির্ভরযোগ্য, যদি নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তবে এর মর্মার্থ কী? **উত্তর:** এটি হচ্ছে অভিজ্ঞার বিষয় এবং এর মর্মার্থ হলো: যারা মৃতদের খাবার প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে, তাদের অন্তর মরে যায়, যিকির ও **আল্লাহ তায়ালার** আনুগত্যের প্রতি কোন মনোযোগ থাকেনা, কেবল তারা নিজের পেটের আহারে জন্য মুসলমানদের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে এবং খাওয়ার সময় মৃত্যুর কথা ভূলে থাকে আর খাবারের স্বাদের প্রতি বিভোর থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬৬৭)

❋ মৃতের তৃতীয় দিবসে খাবার (ধনীরা আসবেন না) কেবল ফকীর-মিসকিনদের খাওয়ান। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫৩)

❋ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: (অনেকেই) চেহলাম বা বার্ষিক অথবা ষাণ্মাসিকে ইছালে সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই কেবল রীতি হিসাবে ভোজের আয়োজন করে এবং বিয়ে শাদীর খাবারের মত আত্মীয়-স্বজনদের নিকট বন্টন করে, তাও ভিত্তিহীন, যা থেকে বিরত থাকা উচিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬৭১) তবে এই ভোজ ইছালে সাওয়াব এবং অন্যান্য আরো ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে করা হলে তবে উত্তম এবং সাওয়াবের কাজ। তাছাড়া যদি কেউ ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভোজের ব্যবস্থা নাও করে থাকে, তবুও কোন অসুবিধা নেই।
(ফাতিহার পদ্ধতি, ১৫ পৃষ্ঠা)

❋ এক দিনের শিশুর জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে, তার তৃতীয় দিবস ইত্যাদি করাতেও কোন বাঁধা নেই এবং যারা জীবিত, তাদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

❋ নবী-রাসুলগণ عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام, ফিরিশতা ও মুসলমান জ্বিনদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

❋ গেয়ারভী শরীফ এবং রজবী শরীফ (অর্থাৎ পবিত্র রজব মাসের ২২ তারিখে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কুন্ডা শরীফ করা) ইত্যাদি জায়িয। মাটির পাত্রেই ক্ষীর খাওয়ানো আবশ্যক নয়, অন্য পাত্রেও খাওয়ানো যাবে, তা ঘরের বাইরেও নিয়ে যাওয়া যাবে, এই সময় যে "কাহিনী" পড়া হয়ে থাকে তা ভিত্তিহীন, ইয়াসীন শরীফ পাঠ করে ১০ বার কোরআন খতমের সাওয়াব অর্জন করুন আর কুন্ডার পাশাপাশি তাও ইছালে সাওয়াব করুন।

❋ আজগুবি পুঁথি (আশ্চর্যজনক ঘটনা), শাহ্জাদার মস্তক, দশ বিবিদের কাহিনী এবং জনাবা সৈয়দার কাহিনী ইত্যাদি সবই বানোয়াট এবং কাল্পনিক, এগুলো কখনোই পড়বেন না। অনুরূপভাবে 'অসিয়তনামা' নামের হ্যান্ডবিল বন্টন করা হয়ে থাকে, যাতে জনৈক 'শেখ আহমদের' স্বপ্নের বিষয়ে উল্লেখ থাকে, এটাও বানোয়াট। এর নিচে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ছাপিয়ে বন্টন করার ফযীলত এবং না করার ক্ষতি সম্পর্কে লিখা থাকে, এর প্রতিও কোন গুরুত্ব দিবেন না।

❈ আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ফাতিহার ভোজকে সম্মানার্থে 'নযর ও নিয়ায' বলা হয়ে থাকে এবং এগুলো হচ্ছে তাবাররুক, ধনী-গরীব সবাই তা খেতে পারবে।

❈ নিয়াজ ও ইছালে সাওয়াবের খাবারে ফাতেহা পড়ানোর জন্য কাউকে আনা কিংবা বাইরের মেহমানকে দাওয়াত দেয়া শর্ত নেয়, পরিবারের সবাই যদি স্বয়ং ফাতেহা পড়ে খেয়ে নেয়, তবুও কোন অসুবিধা নেই।

❈ দৈনিক যতবারই ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে খাবার খাবেন, তখন কোন না কোন বুযুর্গের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যত করে নিন, তা হলে খুব ভাল হয়। যেমন ধরুন; নাস্তা করার সময় নিয়্যত করতে পারেন, আজকের নাশতার সাওয়াব **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** মাধ্যমে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام নিকট পৌঁছে যাক। দুপুরে নিয়্যত করুন: এখন যে খাবার খাবো (বা খেয়েছি) তার সাওয়াব হুযুরে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام রূহে পৌঁছে যাক। রাতে নিয়্যত করুন: এখন যা খাবো তার সাওয়াব ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং সমস্ত মুসলমান নর-নারীর রূহে পৌঁছে যাক। অথবা প্রতিবার সকলকেই ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে আর এটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। মনে রাখবেন! ইছালে সাওয়াব কেবল তখনই হতে পারে, যখন খাবারটি কোন ভাল নিয়্যতে খাওয়া হবে। যেমন; ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়্যতে খাওয়া হলে, তবে সেই খাবারে সাওয়াব হলো আর এর ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। যদি একটিও ভাল নিয়্যত না থাকে, তবে সে খাবার খাওয়া মুবাহ্; এতে সাওয়াবও নেই, গুনাহ্ও নেই। অতএব যাতে সাওয়াবই অর্জিত হলো না, ইছালে সাওয়াব কীভাবে হবে! অবশ্য অপরকে যদি সাওয়াবের নিয়্যতে আহার করানো হয়, তবে সাওয়াব ইছাল করা যেতে পারে।

❈ ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে খাওয়া খাবার আহারের পূর্বেও ইছালে সাওয়াব করা যাবে কিংবা পরেও করা যাবে। উভয় পদ্ধতিই বিশুদ্ধ।

❋ সম্ভব হলে প্রতিদিন (লাভ থেকে নয়) বিক্রয়লব্ধ (Sale) টাকার শতকরা এক চতুর্থাংশ (০.২৫% অর্থাৎ প্রতি চার শত টাকায় এক টাকা) এবং চাকুরী জীবিরা বেতন থেকে মাসে অন্ততঃ শতকরা ১% হারে হুযুরে গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিয়াজের জন্য আলাদা করে নিন। সেই টাকা দিয়ে ধর্মীয় কিতাব বন্টন করুন অথবা অন্য যেকোন নেক কাজে ব্যয় করুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নিজেই দেখতে পাবেন।

❋ মসজিদ বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা সদকায়ে জারিয়া এবং ইছালে সাওয়াবের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম।

❋ যত জনকেই ইছালে সাওয়াব করবেন, **আল্লাহ তায়ালার** রহমতে আশা করা যায় যে, সকলেই পরিপূর্ণ সাওয়াবই পাবে। এ নয় যে, সাওয়াব ভাগ-বন্টন হয়ে একটু একটু পাবে। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানায়িয, ৩/১৮০) ইছালে সাওয়াবকারীর সাওয়াবেও কোনরূপ কমতি হবে না। বরং আশা করা যায় যে, যত জনকে ইছালে সাওয়াব করা হয়েছে, তাদের সকলের সমপরিমাণের সাওয়াব সেও পাবে। যেমন ধরুন, কেউ নেক কাজ করলো, যাতে সে দশটি নেকী পেলো। এখন সে দশজন মৃতকে ইছালে সাওয়াব করলো তবে প্রত্যেকে দশটি করেই নেকী পাবে। পক্ষান্তরে ইছালে সাওয়াবকারীর একশত দশটি আর যদি এক হাজার জনকে ইছালে সাওয়াব করে, তবে সে দশ হাজার দশটি নেকী পাবে। এভাবে বুঝে নিন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬২৩-৬২৯। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫০)

❋ ইছালে সাওয়াব শুধু মুসলমানদেরই করতে পারবে। কাফির বা মুরতাদকে ইছালে সাওয়াব করা বা তাদেরকে মরহুম, জান্নাতী, বেহেশতী, স্বর্গবাসী বলা কুফরী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয় ব্যক্তিদের ইছালে সাওয়াব করার জন্য অধিকহারে নেকী করুন। নেকী করা, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামায আদায় এবং কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়তে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। মাদানী ইন্‌আমাতের উপর

আমল এবং আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করে অসংখ্য নেকী অর্জন করুন আর নিকটাত্মীয়দের জন্য ইছালে সাওয়াব করুন। আসুন! উৎসাহ অর্জনের জন্য এক মাদানী বাহার শুনি:

ইছালে সাওয়াবের মাদানী বাহার

কাদিরাবাদ (জেলা মুন্ডী বাহাউদ্দীন, পাঞ্জাব) এর ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগ মুহাম্মদ জুনাইদ আত্তারী এক দুর্ঘটনায় ইন্তিকাল করে। তার সহোদর বোনের বর্ণনা হলো: ভাইজানের ইন্তিকালের কিছু দিন পর আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জুনাইদ ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ তার কবর খুলে গেলো, আমি দেখলাম যে, জুনাইদ ভাই কবরে বসে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে লিপ্ত, আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম: জুনাইদ ভাই! আমরা আপনাকে তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ এবং দান ও সদকার মাধ্যমে ইছালে সাওয়াব করি, আপনার নিকট কি তার সাওয়াব পৌঁছে? এটা শুনে উত্তর দিলো: হ্যাঁ, তোমরা যা কিছু ইছালে সাওয়াব করো তা আমি পেয়ে থাকি। (খুশবুদার কবর, ১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইবলিশের কন্যা

হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়া হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তানের কন্যা এবং এই দুনিয়াকে ভালবাসা পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তার কন্যার স্বামী।

(আল হাদীকাতুন নাদিয়া, ১/১৯)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর
মাদানী অসিয়ত নামা

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।" (কামিল আদী, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ এখন ফযরের নামাযের পর মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বসে "اَرْبَعِيْن وَ صَايَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَة" (অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে চল্লিশটি (৪০) অসিয়ত) লিখে নেকীর সৌভাগ্য অর্জন করছি। আহ! আহ!

আজ আমার মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا উপস্থিতির শেষ সকাল, সূর্য **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারকে সালাম পেশ করার জন্য উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায়, আহ! আজ রাতেই যদি জান্নাতুল বাক্বীতে সমাহিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে মদীনা শরীফ থেকে পৃথক হতে হবে। চোখ অশ্রুসিক্ত, মন ব্যাকুল হয়ে আছে, আহ!

আফসোস চন্দ ঘড়িয়াঁ তয়্যবা কি রেহ গেয়ী হে,
দিল মে জুদায়ী কা গম তুফাঁ মাচা রাহা হে।

আহ! মন বেদনায় নিমজ্জিত, মদীনার বিচ্ছেদের হৃদয় বিদারক চিন্তা আপাদমস্তক বেদনার প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দিয়েছে, এমন মনে হচ্ছে যেনো মুখের হাসি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আহ! অতিশীঘ্রই মদীনা ছেড়ে যেতে হবে, মন ভেঙ্গে যাবে, আহ! মদীনা থেকে স্বদেশের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তনের মূহুর্তটি এমনি বেদনাদায়ক হয়ে থাকে যেনো কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে

ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে আর সে কাঁদতে কাঁদতে খুবই আফসোসের সহিত বারবার মায়ের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, হয়ত মা আবারো একবার ডেকে নিবে...... এবং স্নেহভরে কোলে তুলে নিবে...... নিজের বুকে জড়িয়ে ধরবে...... আমাকে ঘুম পাড়ানি শোলক (ছড়া) শুনিয়ে মমতাভরা কোলে মধুর ঘুম পাড়াবেন.....। আহ!

মে শিকাস্‌তা দিল লিয়ে বুঝল কদম রাখতা হুয়া,
চল পড়া হোঁ ইয়া শাহানশাহে মদীনা আলওয়াদা।

এখন আমি ভারাক্রান্ত অন্তরে "চল্লিশটি অসিয়ত" আরয করছি, আমার এই অসিয়ত "**দা'ওয়াতে ইসলামী**"র সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের প্রতিও রযেছে, তাছাড়া আমার সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এই অসিয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন।

সৌভাগ্য হতো! যদি আমি পাপী ও গুনাহগারকে নূরানী মদীনায়, তাও সবুজ গম্বুজ ও মীনারের ছায়াতলে, আহ! যদি **রাসূলে আনওয়ার, শাহানশাহে আবরার, শফীয়ে রোযে শুমার, মাহবুবে পরওয়ারদিগার, আহমদে মুখতার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী জালওয়ায় শাহাদাত নসীব হতো এবং জান্নাতুল বাক্বীতে দু'গজ মাটির ব্যবস্থা হতো, যদি এরূপ হয়ে যায় তবে উভয় জাহানে সৌভাগ্যই সৌভাগ্য হতো। আহ! অন্যথায় যেখানেই ভাগ্য অবধারিত.......

(১) যদি অন্তিম মুহুর্তে পান, তবে ঐ সময়ের যাবতীয় কার্যাবলী সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদন করুন, সম্ভব হলে ডান কাত করে শয়ন করিয়ে চেহারা কিবলামুখী করে দিবেন। সূরা ইয়াসীন শরীফও শুনাবেন এবং কলেমা তৈয়্যবা বুকে নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত বারবার উচ্চ আওয়াজে পাঠ করবেন।

(২) রূহ কবয হওয়ার পরও সকল কার্যাবলীতে সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, যেমন; গোসল-কাফন-দাফন ইত্যাদি দ্রুত এবং বেশি লোক সমাগমের আশায় বিলম্ব করা সুন্নাত নয়। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশে বর্ণনাকৃত বিধানাবলীর উপর আমল করুন, বিশেষত জোরালো তাগিদ হলো যে; কখনোই বিলাপ করবে না, কেননা এটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

(৩) কবরের সাইজ ইত্যাদিও যেনো সুন্নাত অনুযায়ী হয় এবং লাহাদ বানাবেন, কেননা এটা সুন্নাত।[১]

(৪) কবরের ভিতরের দেয়াল ইত্যাদি যেন কাঁচা মাটির হয়, আগুনের পোড়ানো ইট ব্যবহার করবেন না, যদি ভিতরে একান্তই ইটের দেয়াল করার প্রয়োজন হয়, তবে ভিতরের অংশ মাটির প্রলেপ দ্বারা ভালভাবে লেপে দিবেন।

(৫) সম্ভব হলে তক্তার ভিতরের অংশে সূরা ইয়াসীন শরীফ, সূরা মুলক ও দরূদে তাজ পাঠ করে ফুঁক দিন।

(৬) সুন্নাত মোতাবেক কাফনের ব্যবস্থা স্বয়ং সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہ এর (লিখকের) নিজস্ব টাকা থেকেই যেনো হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা অবস্থায় কোন বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির হালাল উপার্জন থেকেই নিন।

(৭) গোসল দাঁড়ি ওয়ালা, পাগড়ীধারী ও সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাই দ্বারা সুন্নাত মোতাবেক দিবেন। (সৈয়দ সাহেব যদি এই অধমের শরীরকে গোসল দেয়, তবে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہ এটাকে নিজের জন্য বেয়াদবী মনে করবে।)

(৮) গোসল দেয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে সতর ঢেকে রাখবেন, যদি নাভী থেকে হাটুসহ খয়েরী রঙের বা কোন গাঢ় রঙের দু'টি মোটা চাদর দ্বারা ঢেকে রাখা হয়, তবে সতর দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। হ্যাঁ! পানি শরীরের বাহ্যিক অংশের প্রতিটি অঙ্গেই বরং প্রতিটি লোমের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক।

(৯) কাফন যদি যমযমের পানি বা মদীনার পানি বরং উভয় পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, তবে তো সৌভাগ্যই। আহ! কোন সৈয়দ সাহেব মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিয়ে দিতো।[২]

---

(১) কবর দুই প্রকার: (১) সিন্ধুক (২) লাহাদ। লাহাদ তৈরী করার পদ্ধতি হলো যে, কবর খনন করার পর মৃত ব্যক্তিকে রাখার জন্য কিবলার দিকে জায়গা খনন করা। লাহাদ কবর সুন্নাত। যদি মাটি এর উপযুক্ত হয়, তবে এটাই এবং যদি মাটি নরম হয়, তবে সিন্ধুক কবর খননে কোন ক্ষতি নেই। হতে পারে কবর খননকারীরা পরামর্শ দিবে যে, তক্তাকে বাঁকা করে লাগিয়ে নিন, কিন্তু তাদের কথা মানবেন না।

(২) শুধুমাত্র ওলামা মাশায়েখকে পাগড়ি পরিয়ে দাফন করানো যাবে, সাধারণ লোককে পাগড়ি পরিয়ে দাফন করানো নিষেধ।

(১০) গোসলের পর কাফন দ্বারা চেহারা আবৃত করার পূর্বে, প্রথমে কপালের উপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখে দিন।

(১১) অনুরূপভাবে বুকের উপরও لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লিখে দিন।

(১২) কলবের স্থানে یَارَسُوۡلَ اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লিখে দিন।

(১৩) নাভী ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানে কাফনের উপর "ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ, ইয়া ইমাম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ, ইয়া ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ, ইয়া শেখ জিয়া উদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ" শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখে দিবেন।

(১৪) তাছাড়া নাভীর উপর থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাফনে (পেছনের দিকে ছাড়া) "মদীনা মদীনা" লিখে দিন। মনে রাখবেন! এসব কিছু কালি দ্বারা নয় বরং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারাই লিখবেন। আর সৌভাগ্য হতো যদি কোন সৈয়দ সাহেব লিখে দেন।

(১৫) উভয় চোখের উপর মদীনা মুনাওয়ারা زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا এর খেজুরের বিচি রেখে দিবেন।

(১৬) জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময়ও সকল সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(১৭) জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় সকল ইসলামী ভাই মিলে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর লিখিত দরূদ শরীফের কসীদা "কা'বে কে বদরুদ্দোজা তুম পে করোড়ো দুরূদ" পাঠ করবেন। (এছাড়াও অন্যান্য নাত পড়বেন, কিন্তু শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের নাতই পাঠ করবেন)।

(১৮) কোন বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদা সম্পন্ন আমলদার আলিম বা সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী কোন ইসলামী ভাই অথবা উপযুক্ত থাকলে আপন সন্তানদের মধ্যে কেউ জানাযার নামায পড়াবে। কিন্তু একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে, সৈয়দ সাহেবকে অগ্রাধিকার দেয়া।

(১৯) যদি সৌভাগ্য হয়, কোন সৈয়দ সাহেব নিজের রহমতপূর্ণ হাত দ্বারা কবরে নামিয়ে মহান প্রতিপালকের নিকট সমর্পন করে দেয়।

(২০) কবরের চেহারার দিকস্থ কিবলার দিকের দেয়ালে তাক বানিয়ে সেখানে সুন্নাতের অনুসারী কোন ইসলামী ভাইয়ের হাতে লিখিত আহাদ নামা, নালাইন শরীফের নকশা, সবুজ গম্বুজ শরীফের নকশা, শাজারা শরীফ, নকশে হারকারা ইত্যাদি তাবাররুকাত রেখে দিন।

(২১) জান্নাতুল বাক্বীতে দাফনের সুব্যবস্থা হলে তো বড়ই সৌভাগ্য, অন্যথায় **আল্লাহ**র কোন ওলির কবরের পাশে, তাও সম্ভব না হলে ইসলামী ভাইয়েরা যেখানেই ভালো মনে করবে সেখানেই দাফন করুন, তবে কারো দখলকৃত জমিতে দাফন করবেন না, কেননা তা হারাম।

(২২) কবরে আযান দিন।

(২৩) সৌভাগ্য হয়, যদি কোন সৈয়দ তালকীন করেন।[১]

---

(১) <u>**তালকীনের ফযীলত**</u>: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মৃত্যুবরণ করে আর তাকে সমাহিত করে নিয়েছো, তবে তোমাদের মধ্যে একজন তার কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে বলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! সে শুনবে, কিন্তু উত্তর দিবে না। অতঃপর আবারো বলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! সে সোজা হয়ে বসবে। আবারো বলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে বলবে: "**আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুক। তুমি আমাকে বলো।" কিন্তু তুমি তা শুনবে না। অতঃপর বলো:

اُذْکُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَیْہِ مِنَ الدُّنْیَا: شَھَادَۃَ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)
وَاَنَّکَ رَضِیْتَ بِاللهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نَبِیًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا۔

<u>**অনুবাদ**</u>: তুমি তা স্মরণ করো, যা বলে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছ অর্থাৎ একথা সাক্ষ্য দাও যে, **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** বান্দা ও রাসূল এবং এটাও বলো যে, তুমি **আল্লাহ**কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ**র প্রেরিত রাসূল হিসেবে এবং কোরআন মজিদকে ইমাম হিসেবে সন্তুষ্ট ছিলে।"

মুনকার-নকীর ফিরিশতাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলবে: আমরা তার পাশে বসে থেকে কী করবো, যাকে লোকেরা দলীল শিখিয়ে দিয়েছে। তখন **রহমতে আলম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট কেউ আরয করলো: যদি তার মায়ের নাম জানা না থাকে? **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হাওয়া (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْھَا) এর দিকে সম্পর্কিত করবে। (তাবরানী কবীর, ৮ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৯৭৯) মনে রাখবেন! অমুকের ছেলে অমুকের স্থলে মৃত ব্যক্তি ও তার মায়ের নাম নিবে, যেমন; হে মুহাম্মদ ইলইয়াস বিন আমেনা। যদি মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকে তবে মায়ের নামের স্থলে হাওয়া (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْھَا) এর নাম নিবে। তালকীন কেবলমাত্র আরবী ভাষায়ই পড়ুন।

(২৪) সম্ভব হলে আমার ভালবাসা পোষণকারীরা আমার দাফনের পর ১২ দিন পর্যন্ত, আর তা সম্ভব না হলে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা হলেও আমার কবরের আশেপাশে থাকুন এবং যিকির, দরূদ, কোরআন তিলাওয়াত ও নাত পাঠ করে আমার অন্তরকে প্রশান্তি দিতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে নতুন জায়গায় আমার মন বসে যাবে, তবে উক্ত সময়েও আর সর্বদাই জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকবেন।

(২৫) আমার দায়িত্বে কারো ঋন থাকলে তা আমার সম্পদ থেকে আর যদি আমার সম্পদ না থাকে তবে অনুরোধ হলো আমার সন্তানরা যদি জীবিত থাকে তবে তারা নতুবা অন্য কোন ইসলামী ভাই দয়া করে নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিন। **আল্লাহ তায়ালা** মহান প্রতিদান দান করবেন (বিভিন্ন ইজতিমায় ঘোষণা করে দিন যে, কেউ আমার দ্বারা মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে কিংবা কারো হক নষ্ট হয়ে থাকলে, সে যেন মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরীকে ক্ষমা করে দেয়, যদি ঋণ পেয়ে থাকে তবে যেন দ্রুত আমার ওয়ারিশদের সাথে যোগাযোগ করে তা নিয়ে নেয় অথবা যেন ক্ষমা করে দেয়)।

(২৬) আমাকে বেশি পরিমাণে ইছালে সাওয়াব ও মাগফিরাতের দোয়া দ্বারা ধন্য করতে থাকবেন, তবে মহান দয়া হবে।

(২৭) সকলেই মসলকে আ'লা হযরত অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের উপর ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার উপর অটল থাকবেন।

(২৮) বদ আকীদা পোষণকারীদের সহচর্য থেকে অনেক দূরে থাকবেন, কেননা তাদের সঙ্গ ঈমানের সহিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রতিবন্ধক এবং আখিরাত ধ্বংস হওয়ার কারণ।

(২৯) মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত এবং সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকবেন।

(৩০) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি ফরয সমূহের (ও অন্যান্য ওয়াজিব ও সুন্নাতসহ) ব্যাপারে কোনরূপ অলসতা প্রদর্শন করবেন না।

(৩১) গুরুত্বপূর্ণ অসিয়তঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শুরার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবেন, এর প্রত্যেক রুকন ও নিজের নিগরানের শরীয়াত সম্মত যাবতীয় নির্দেশের প্রতি আনুগত্য করুন, শুরা কিংবা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যে কোন যিম্মাদারের শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে বিরোধীতাকারীর প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, সে আমার যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

(৩২) প্রত্যেক ইসলামী ভাই সপ্তাহে কমপক্ষে একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাদানী দাওরায় অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন, ১২ মাসে ১ মাস এবং জীবনে একবার একাধারে কমপক্ষে ১২ মাস মাদানী কাফেলায় সফর করুন। প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন নিজের চরিত্র সংশোধনের উপর অটল থাকার জন্য দৈনিক ফিক্‌রে মদীনা করে 'মাদানী ইনআমাতে'র রিসালা পূরণ করে, প্রতি মাসে আপন যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন।

(৩৩) মদীনার তাজদারে, হুযুরে আনওয়ারর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত ও সুন্নাতের বার্তাকে দুনিয়া জুড়ে প্রচার ও প্রসার করতে থাকুন।

(৩৪) মন্দ আকীদা এবং মন্দ আমল তাছাড়া দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালবাসা, হারাম সম্পদ ও অবৈধ ফ্যাশন ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। সুন্দর চরিত্র, সুমিষ্ট মাদানী আচরণের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকবেন।

(৩৫) রাগ ও খিটখিটে স্বভাবকে কাছেও আসতে দিবেন না, অন্যথায় দ্বীনের কাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

(৩৬) আমার লিখনী ও আমার বয়ানের ক্যাসেট সমূহ দ্বারা আমার ওয়ারিশদের দুনিয়াবী ধন সম্পদ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকার মাদানী অনুরোধ রইল।

(৩৭) আমার পরিত্যক্ত সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্দেশিত পন্থার উপরই আমল করবেন।

(৩৮) আমাকে কেউ গালি দিলে, আজেবাজে বললে, আঘাত করলে বা যেকোন ভাবে মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি তাকে **আল্লাহ তায়ালা**র ওয়াস্তে অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম।

(৩৯) আমাকে কষ্ট প্রদানকারীদের প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিবেন না।

(৪০) অবশ্য যদি কেউ আমাকে শহীদ করে দেয়, তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে আমার যাবতীয় হক ক্ষমা করে দিলাম। আমার ওয়ারিশদের প্রতিও অনুরোধ যে, তারা যেন তাদের হক ক্ষমা করে দেয়। যদি **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের সদকায় হাশরের মাঠে বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমার হত্যাকারী তথা আমাকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে সহায়তাকারীকেও জান্নাতে নিয়ে যাবো, শর্ত হলো; যদি সে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে থাকে। (যদি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়, তবে সেই কারণে কোন ধরণের দাঙ্গা হাঙ্গামা, অবরোধ ও হরতাল করবেন না। 'হরতাল' যদি এর নাম হয় যে, জোর জবরদস্তি ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া, দোকান ও গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা, তবে এরূপ হক নষ্ট করাকে কোন মুফতিয়ে ইসলামই বৈধ বলে ফতোয়া দিতে পারবে না, এরূপ হরতাল হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।)

আহ! গুনাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল **আল্লাহ তায়ালা** আমি গুনাহগারকে আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। **হে আমার প্রিয় আল্লাহ!** যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবো **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় যেন মত্ত থাকি, মদীনার স্মরণে যেন থাকি, নেকীর দাওয়াতের জন্য যেন সচেষ্ট থাকি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত যেন নসীব হয় এবং বিনা হিসাবে যেন ক্ষমা হয়ে যায়। জান্নাতুল ফিরদাউসে **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব যেন নসীব হয়। আহ! যদি সর্বদাই **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারে যেন মত্ত থাকি। **হে আল্লাহ তায়ালা! তোমার হাবীবের** উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো। **তাঁর** সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া ইলাহী! যব রযা খায়াবে ঘিরা সে সর উঠায়ে,
দৌলতে বেদারে ইশ্‌কে মুস্তফা কা সাথ হো।

"মাদানী অসিয়তনামা" প্রথমবার মুহার্‌রামুল হারাম ১৪১১ হিজরি, ১৯৯০ সালে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا লিখেছিলাম, অতঃপর মাঝে মাঝে এতে সামান্য সংশোধন করা হয়েছিলো, বর্তমানে সংশোধিত আকারেই উপস্থাপন করা হলো।

১০ জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৪ হিজরি
২৩-০৩-২০১৩ ইং

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতি

বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে খাবারের আয়োজনে ফাতিহার যে নিয়মটি প্রচলিত রয়েছে তাও অত্যন্ত চমৎকার। যেসব খাবারের ইছালে সাওয়াব করবেন সে সব খাবার কিংবা সব ধরণের খাবার থেকে কিছু কিছু সাথে নিয়ে এক গ্লাস পানি সহ সবকিছু সামনে রাখুন।

এবার : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

পাঠ করে একবার : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

তিন বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝٦

এক বার

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۰﴾

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾

اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾

صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

এক বার

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۰﴾

الٓـمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۚۖۛ فِیۡہِ ۚۛ ہُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ﴿۲﴾

الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ ۙ﴿۳﴾

وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَۃِ ہُمۡ یُوۡقِنُوۡنَ ؕ﴿۴﴾

اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدًی مِّنۡ رَّبِّہِمۡ ٭ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۵﴾

এবার নিচের ৫টি আয়াত পাঠ করুন:

﴾১﴿ وَ اِلٰـہُکُمۡ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۶۳﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৩)

﴾২﴿ اِنَّ رَحۡمَتَ اللّٰہِ قَرِیۡبٌ مِّنَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۵۶﴾

(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬)

﴾৩﴿ وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

﴾৪﴿ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِکُمۡ وَ لٰکِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰہِ
وَ خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمًا ﴿۴۰﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

(৫) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

এবার দরূদ শরীফ পাঠ করুন:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এরপর নিচের এই আয়াত পাঠ করুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾
وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১৮০-১৮২)

এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি উচ্চ স্বরে 'আল ফাতিহা' শব্দটি বলবেন। উপস্থিত সবাই নিম্ন স্বরে সূরা ফাতিহাটি পাঠ করবেন। এর পর ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি এভাবে ঘোষণা দিবেন: **'প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা যা যা পাঠ করলেন সেগুলোর সাওয়াব আমাকে দান করে দিন'। উপস্থিত সকলে বলবেন: 'আপনাকে দিয়ে দিলাম'। এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি ইছালে সাওয়াব করে দিবেন।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফাতিহার পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াবের শব্দগুলো লিখার পূর্বে ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফাতিহার আগে যেসব সূরাগুলো পাঠ করতেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো:

এক বার: بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾
اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَہٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِہٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ
وَ مَا خَلۡفَہُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِہٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّہُ
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُہٗ حِفۡظُہُمَا ۚ وَ ہُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

তিন বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾
لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ٪﴿۴﴾

ইছালে সাওয়াবের দোয়া করার পদ্ধতি

হে আল্লাহ! আমরা যা কিছু পাঠ করলাম (খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে সেটির উল্লেখও করবেন যথাযথ ভাবে), যে সব খাবারের ব্যবস্থা করা হলো, তার সাওয়াব আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত আমরা যেসব সামান্য আমল করতে পেরেছি, সেগুলো আমাদের অসম্পূর্ণ আমলের মত করে নয়, বরং তোমার পরিপূর্ণ রহমতের মত করে কবুল করে নাও। সেগুলোর সাওয়াব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে

মদীনার তাজেদার, রাসূলে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী দরবারে উপহার স্বরূপ পৌঁছিয়ে দাও। **তোমার হাবীবের** সদকায় সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, সকল আউলিয়ায়ে এজামগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দরবারে দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে শুরু করে আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত মানব ও দানব মুসলমান হয়েছে অথবা কিয়ামত পর্যন্ত হয়ে থাকবে সকলের রূহের উপর এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। বিশেষকরে যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করা হচ্ছে তাঁদের নামও উল্লেখ করুন। নিজের মাতা-পিতা সহ সকল আত্মীয়-স্বজন সহ পীর-মুর্শিদের উপরও ইছালে সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। **মনে রাখবেন!** মৃতদের মধ্য থেকে যাঁদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তাঁরা আনন্দিত হন। আপনি যদি সকল মৃত ব্যক্তির নাম নিতে না পারেন, তবে কেবল এটুকু বলুন, **হে আল্লাহ!** আজকের দিন পর্যন্ত যত মানুষ ঈমান গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে, প্রত্যেকের রূহে এগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। (এভাবেও সকলের নিকট পৌঁছে যাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ)। এবার যথারীতি দোয়া শেষ করে দিন। (যেসব খাবার ও পানি সামনে রাখা হয়েছিল, সেগুলো পুনরায় খাবার ও পানির সাথে মিশিয়ে দিবেন)।

মরহুম পিতা-মাতার প্রতি দয়া

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "উদাসীনতা" রিসালায় দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৭৫, হাদীস নং- ৮২১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মরহুম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ সা'য়িদী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমরা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! আমার পিতা-মাতা ইন্তিকাল করেছেন, এখনো কী তাদের প্রতি দয়া করার কোন পদ্ধতি আছে? **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হ্যাঁ! তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যা তাদের সাথে ওয়াদা করেছো তা পূরণ করো, যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তারা ভালো আচরণ করেছে তাদের সাথে ভালো আচরণ করা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি বিররুল ওয়ালেদিন, ৪/৪৩৪, হাদীস নং- ৫১৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল, পিতা মাতার মৃত্যুর পরও তাদের জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের আনন্দিত করা যায় আর নেক আমলের ইছালে সাওয়াবও করা যায় বরং সন্তান-সন্ততিদের উচিত, নেক কাজই করা, কেননা ইন্তিকালের পর পিতা মাতাকে তাদের সন্তান সন্ততির আমল দেখানো হয় এবং তারা নেক আমলের কারণে আনন্দিত এবং মন্দ আমলের কারণে দুঃখীত হন। যেমন-

মরহুম পিতা-মাতার নিকট সন্তানের আমল পেশ করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা সাদাকা বিন সুলাইমান জা'ফরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমার যৌবনের প্রথম দিন ছিলো এবং আমি খারাপ অভ্যাস ও দুনিয়ার রং তামাশায় মত্ত ছিলাম, কিন্তু যখন আমার পিতা ইন্তিকাল করেন, তখন আমার মন খুবই মর্মাহত হলো। আমি আমার পূর্বের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে তাওবা করে নিলাম এবং নেক আমলের প্রতি ধাবিত হলাম। দূর্ভাগা নফসের ধোঁকায় পড়ে একদিন আবারো কোন একটি খারাপ কাজ সংগঠিত হয়ে গেলো, তখন ঐ রাতে মরহুম পিতা স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: আমার বৎস! তোমার আমল আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন আমি খুবই খুশী হই, কেননা তা

নেক লোকের আমলের ন্যায় হয়ে থাকে, কিন্তু এবার যখন তোমার আমল উপস্থাপন করা হলো, তখন আমাকে অনেক লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। **আল্লাহ**র ওয়াস্তে! আমাকে আমার মৃত বন্ধুদের সামনে লজ্জিত করোনা। অতএব এই স্বপ্নের পর আমার জীবনে পরিবর্তন এসে গেলো, আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং তাওবার উপর অটলতা গ্রহণ করলাম। এই ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন: তাহাজ্জুদের নামাযে আমি হযরত সায়্যিদুনা সাদাকা বিন সুলাইমান জা'ফরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এভাবে মুনাজাত করতে শুনতাম: হে নেককারদের সংশোধনকারী! হে অসৎ পথে পরিচালিতদের সৎপথে পরিচালনাকারী! হে গুনাহগারদের প্রতি রহমত বর্ষনকারী! আমি তোমার নিকট এমন তাওবা প্রার্থনা করছি যার পরে আমি আর কখনো গুনাহের নিকট যাবো না, কখনো খারাপ ও অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি তুলেও তাকাবো না, হে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! আমাকে সত্যিকারের তাওবা করার তৌফিক দান করো।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ৪০১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং উচিৎ যে, নেক আমল করে পিতামাতাকে আনন্দ দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে তাদেরকে দুঃখিত হওয়া থেকে বাঁচান। পিতামাতার প্রতি ইছালে সাওয়াব সম্পর্কিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি হাদীসে মোবরাকা লক্ষ্য করুন:

পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দান-সদকা করুন

(১) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নফল সদকা করবে, তবে উচিৎ যে, তা আপন পিতামাতার পক্ষ থেকে করা, কেননা এর সাওয়াব তারা পাবে আর তার (অর্থাৎ দান-সদকাকারীর) সাওয়াব থেকে কোন অংশ কমবেওনা।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০৫, হাদীস নং- ৭৯১১)

দশটি হজ্বের সাওয়াব

(২) যে তার পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করবে, তাদের (অর্থাৎ পিতা বা মাতার) পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে, তার (অর্থাৎ হজ্ব পালনকারী) আরো দশটি হজ্বের সাওয়াব অর্জিত হবে। (দারু কুতনী, ২/৩২৯, হাদীস নং- ২৫৮৭)

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ যখন কোন নফল হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন হয় তখন মৃত্যুবরনকারী পিতা বা মাতার নিয়্যত করে নিন, যেন তারাও হজ্বের সাওয়াব পায়, আপনারও হজ্ব আদায় হয়ে যায়। বরং আরো দশটি হজ্বের সাওয়াবও লাভ করবে। যদি মা-বাবা এই অবস্থায় মারা যায় যে, তাদের উপর হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব করতে পারেনি, তবে সন্তান হিসাবে বদলি হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করা উচিৎ। "বদলি হজ্ব" এর বিস্তারিত আহকাম জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "মাকতাবাতুল মদীনা" কর্তৃক প্রকাশিত "রফিকুল হারামাঈন" কিতাবের **১৫৯** হতে **১৬৩** পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে নিন।

তাছাড়া তাদের আনন্দ প্রদান এবং **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার কবরেও উপস্থিত হতে থাকুন।

মকবুল হজ্বের সাওয়াব

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সাওয়াবের নিয়্যতে আপন পিতামাতা উভয় বা একজনের কবর যিয়ারত করে, মকবুল হজ্বের সাওয়াব পাবে আর যে অধিকহারে তাদের কবর যিয়ারত করে, ফিরিশতা তার কবর (অর্থাৎ যখন সে মৃত্যুবরণ করবে) যিয়ারত করতে আসবে।

(নাওয়াদিরুল উসুল লিল হাকীম আত তিরমিযী, ১/৭৩, হাদীস নং- ৯৮)

জুমার দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন তার পিতা-মাতা বা তাদের কারো একজনের কবর যিয়ারত করে এবং তাদের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আল কামিলু লিইবনে আদী, ৬/২৬০)

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুহাম্মদ বিন নুমান থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে তার পিতা-মাতা কিংবা তাদের মধ্যে যেকোন একজনের কবরে প্রতি শুক্রবার যিয়ারত করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং সৎকর্মশীলদের তালিকায় লিখে দেয়া হবে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০১, হাদীস নং- ৭৯০১)

উপরোক্ত হাদীসে পাকের আলোকে মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এখানে জুমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুমার দিন বা পুরো সপ্তাহ। উত্তম হচ্ছে যে, প্রত্যেক জুমার দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা, যদি সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয়, যেমন; এই অধম এখন বাংলাদেশে আর আমার পিতা-মাতার কবর ভারতে, তবে প্রত্যেক জুমায় তাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা। এটাও বুঝা গেল যে, পিতামাতার কবর যিয়ারতকারী যেনো এখনও তাদের খেদমত করছে। যে সাওয়াব তাদের জীবিত অবস্থায় খেদমত করাতে ছিলো, সেই সাওয়াব তাদের ওফাতের পর তাদের কবর যিয়ারতের মধ্যেই রয়েছে। উলামাগণ বলেন: পিতামাতার মৃত্যুরপর তিনটি কাজ করো: প্রথমটি হলো যে, প্রত্যেক জুমার দিন তাদের কবর যিয়ারত করো, তাদের জন্য দোয়া, খতম ইত্যাদি পাঠ করো। দ্বিতীয়টি হলো যে, তার ঋন পরিশোধ করো, তার ওয়াদা পূরণ করো। তৃতীয়টি হলো যে, পিতার বন্ধুদের ও মায়ের বান্ধবীদেরকে নিজের পিতা-মাতা মনে করো এবং তাদের খিদমত করো। (মিরআতুল মানাযিহ, ২/৫২৬)

সাবধানতা অবলম্বন করুন

মনে রাখবেন! যখন কবর যিয়ারত করতে যাবেন, তখন সাবধানতা অবলম্বন করুন যে, যেন কোন কবরের উপর পা না পরে, যদি কবরের উপর পা না রেখে পিতা-মাতার কবর পর্যন্ত যেতে না পাড়ে, তাহলে দূর থেকেই ফাতিহা পাঠ করতে হবে, কেননা বুযুর্গদের মাযারে ও পিতা-মাতার কবরে যাওয়াটা মুস্তাহাব কাজ আর মুসলমানের কবরের উপর পা রাখাটা নাজায়িয ও হারাম, তাই মুস্তাহাব কাজের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া শরীয়াতে অনুমতি নেই। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এটি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, বিশেষ করে যে কবরের নিকট যেতে চান, সেখান পর্যন্ত (এরূপ) পুরানো রাস্তা থাকা (যা কবরকে নিশ্চিহ্ন করে বানানো হয়নি) যদি কবরের উপর দিয়ে যেতে হয় তাহলে অনুমতি নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে কবরের দিকে হয়ে ইছালে সাওয়াব করুন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২৪)

যদি পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে!

যদি পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে তাদের জন্য অধিকহারে মাগফিরাতের দোয়া করবে, কেননা মৃত্যুবরণকারীর জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হলো মাগফিরাতের দোয়া করা এবং তাদের পক্ষ থেকে অধিকহারে ইছালে সাওয়াব করা। সন্তানের পক্ষ থেকে লাগাতার নেকীর উপহার প্রেরণ করলে আশা করা যায় যে, পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" এর ১৬তম অংশের ১৯৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কারো পিতা-মাতা উভয়ই বা একজন ইন্তিকাল হয়ে গেলো আর সে তাদের অবাধ্য ছিলো, এখন তাদের জন্য সর্বদা ক্ষমা চাইতে থাকে, এমনকি **আল্লাহ তায়ালা** তাকে নেককার হিসেবে লিখে দিবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০২ হাদীস নং- ৭৯০২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে নেক আমল করে পিতা-মাতার প্রতি ইছালে সাওয়াব করুন আর তাদেরকে প্রশান্তি দান করুন এবং সামর্থ্য থাকলে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা বা মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়ে অন্যথায় নির্মাণকাজে অংশীদার হয়ে তাদের জন্য সাওয়াবে জারীয়া করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার সন্তানও সদকায়ে জারীয়া হয়ে থাকে আর তাদের দোয়ার ফলে মৃত পিতা মাতার জন্য অনেক সহজতা হয়ে যায়। তাই নেককার হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং মাদানী ইন্‌আমাতকে আপন করে নিন, অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং পিতা-মাতাকে ইছালে সাওয়াব করুন। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতের একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে-

পিতার উপর হতে আযাব উঠে গেলো

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম, আমি ঈদের ২য় দিন আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি, সফরাবস্থায় দু'বছর আগে ইন্তিকাল হওয়া সম্মানিত আব্বাজান অনেক ভাল অবস্থায় আমার স্বপ্নে এলেন,

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আব্বু! ইন্তিকালের পর কি হলো? তিনি বললেন: কিছুদিন গুনাহের কারণে শাস্তি পেয়েছি কিন্তু এখন আযাব উঠে গেছে, তুমি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ কখনো ছেড়ো না, কেননা এর বরকতে আমার উপর দয়া করা হয়েছে। (ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব অধ্যায়, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে ইসলামী ভাই সবি ভাই ভাই,
হে বেহদ মুহাব্বত ভরা মাদানী মা'হোল।
ইয়াহা সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলে গী,
দেলায়েগা খউফে খোদা মাদানী মা'হোল।

নামাযের ফিদিয়ার বর্ণনা

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"গোসলের পদ্ধতি"** রিসালায় দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা স্বরূপ।"

(আবি ইয়ালা, মুসনাদে আবি হুরায়রা, ৫/৪৫৮, হাদীস নং-৬৩৮৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফিদিয়ার সংজ্ঞা

ইবাদতে ভুলক্রুটির কাফফারা যা **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তাকে ফিদিয়া বলে এবং নামাযে ফিদিয়া এরূপ যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য একটি সদকায়ে ফিতর শরয়ী ফকিরকে দান করা। নামাযের ফিদিয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন।

যাদের আত্মীয় মারা গেছে তারা অবশ্যই পাঠ করুন

মৃতের বয়স থেকে মহিলার ক্ষেত্রে ৯ বছর আর পুরুষের ক্ষেত্রে ১২ বছর অপ্রাপ্ত বয়সের সময়গুলো বাদ দিন। অবশিষ্ট বছরগুলো হিসাব করুন যে, কত বৎসর পর্যন্ত নামায তার যিম্মায় রয়েছে, বেশি বেশি করে অনুমান করুন বরং চাইলে অপ্রাপ্ত বয়সের সময়গুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ বয়স হিসাব করে নিন। এবার প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য একটি করে সদকায়ে ফিতর আদায় করে দিন। প্রতিটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ প্রায় দুই কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম (১৯২০ গ্রাম) গম কিংবা এর আটা বা এর সমমূল্য টাকা। আর দৈনিক ছয়টি নামায, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং একটি বিতর, যা ওয়াজীব। যেমন ধরুন; দুই কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম গমের মূল্য ১২ টাকা, তাহলে এক দিনের নামাযের জন্য ফিদিয়া আসবে ৭২ টাকা এবং ৩০ দিনের ২১৬০ টাকা আর এক বছরের প্রায় ২৫,৯২০ টাকা। এবার কোন মৃত ব্যক্তির ৫০ বছরের নামায বাকি ছিলো তবে তার ফিদিয়া আদায় করার জন্য ১২,৯৬,০০০ টাকা ফিদিয়া দিতে হবে।

স্বভাবতই প্রত্যেকে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ফিদিয়া করার সামর্থ্য রাখে না, তাই ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی একটি শরীয়াত সম্মত হিলা বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো, সে ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়ার নিয়্যতে ২১৬০ টাকা কোন ফকীর (ফকীর ও মিসকীনের সংজ্ঞা সামনে আসছে) এর মালিকানায় দিয়ে দিবে, এতে ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে গেলো, এবার সেই ফকীর তা দাতাকে হেবা (অর্থাৎ উপহার স্বরূপ) দিয়ে দিবে, দাতা টাকাগুলো গ্রহণ করে আবার ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়ার নিয়্যতে পুনরায় উক্ত ফকীরকে দিয়ে দিবে। এভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। ৩০ দিনের টাকা দিয়েই যে হিলা করতে হবে তা শর্ত নয়। এটা বুঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে। যদি ৫০ বছরের ফিদিয়ার টাকা নগদ থাকে তাহলে একবার প্রদান করার মাধ্যমেই আদায় হয়ে যাবে। তাছাড়া ফিতরার মূল্য গমের বর্তমান বাজার দর দ্বারা নির্ধারন করতে হবে। (নামাযের আহকাম, কাযা নামাযের পদ্ধতি, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

রোযার ফিদিয়া

অনুরূপভাবে প্রতিটি রোযার জন্যও একটি ফিতরা আদায় করতে হবে। নামাযের ফিদিয়া আদায় করার পর রোযার ফিদিয়াও একই পদ্ধতিতে আদায় করা যাবে। ধনী-গরীব সকলেই ফিদিয়া আদায়ের হিলা (পন্থা) অবলম্বন করতে পারেন। মৃতের ওয়ারিশরা যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষে ফিদিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করে তাহলে তা মৃত ব্যক্তির জন্য বড়ই উপকার হবে। এতে মৃত ব্যক্তিও اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ফরযের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করবে আর ওয়ারিশগণও অধিক সাওয়াবের ভাগীদার হবে। অনেকে মসজিদ মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে কোরআন শরীফের একটি কপি দান করে নিজেদের শান্তনা দিয়ে থাকে যে, আমরা মৃত ব্যক্তির সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করে দিয়েছি। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা মাত্র। (বিস্তারিত দেখুন: **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! মৃত ব্যক্তির নামাযের ফিদিয়া ছেলে এবং অন্যান্য ওয়ারিশদের মতো কোন সাধারণ মুসলমানও দিতে পারবে। (নামাযের আহকাম, কাযা নামায়ের পদ্ধতি ২৩৯ পৃষ্ঠা ও মিনহাতুল খালিক, ২/১৬০ পৃষ্ঠা)

মৃত মহিলার ফিদিয়ার একটি মাসয়ালা

মহিলার হায়িয তথা মাসিক ঋতুস্রাব হওয়ার দিনগুলো যদি জানা থাকে তাহলে সেই দিনগুলো আর জানা না থাকলে নয় বছরের পর থেকে প্রত্যেক মাস হতে তিন দিন করে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দিনগুলোর নামাযের ফিদিয়া আদায় করতে হবে। কিন্তু যতবারই ঐ মহিলা গর্ভবর্তী ছিলো গর্ভকালীন মাস সমূহ হতে হায়েজের দিনগুলো বাদ দেয়া যাবে না। কেননা গর্ভকালীন সময়ে মহিলার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। অনুরূপ মহিলার নিফাসের দিনগুলো যদি জানা থাকে তাহলে প্রত্যেকবার সন্তান প্রসবের পর সেই দিনগুলো বাদ দিন আর জানা না থাকলে কোন দিন বাদ না দিয়ে মহিলার নামাযের ফিদিয়া আদায় করতে হবে। নিফাসের দিন জানা না থাকা অবস্থায় কোন দিন বাদ না দেয়ার কারণ হলো, নিফাসের সর্ব নিম্ন সময়সীমা শরীয়াত নির্ধারণ করেনি। যেভাবে হায়েজের ক্ষেত্রে তিনদিন নির্ধারণ করেছে, আর

নিফাসের ক্ষেত্রে মাত্র এক মিনিট নিফাসের রক্ত বের হওয়ার পর পুনরায় তা বন্ধ হয়ে পবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

সৈয়দ বংশীয়কে নামাযের ফিদিয়া দেয়া যাবেনা

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে সৈয়দ বংশীয় এবং অমুসলিমদেরকে নামাযের ফিদিয়া দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এই সদকা (নামাযের ফিদিয়া) হযরত সা'আদাতে কিরামের (সৈয়্যদ বংশীয়দের) উপযুক্ত নয় এবং হিন্দু ও অপরাপর অমুসলিমরা এই সদকার উপযুক্ত নয়। এই দু'জনকে দেওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে অনুমতি নেই আর তাদেরকে দিলে আদায় হবে না। মুসলমান মিসকিন নিকটাত্মীয় হাশেমী ব্যতীত (অর্থাৎ মুসলমান আত্মীয়-স্বজন হাশেমী বংশ ব্যতীত) লোকদেরকে দেয়া দ্বিগুণ সাওয়াব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

১০০টি চাবুক মারার হিলা

শরয়ী হিলার বৈধতা কোরআন ও হাদীস এবং হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব সমূহ দ্বারা স্বীকৃত রয়েছে। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا একদা তাঁর খিদমতে দেরীতে উপস্থিত হলে তিনি عَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام শপথ করলেন যে, "আমি সুস্থ হয়ে ১০০টি চাবুক মারব।" সুস্থ হওয়ার পর **আল্লাহ তায়ালা** ১০০টি শলাকাযুক্ত ঝাড়ু দিয়ে মারার আদেশ প্রদান করেন। (নুরূল ইরফান, ৭২৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** পবিত্র কোরআনে ২৩তম পারায় সূরা স'দ এর ৪৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَخُذۡ بِیَدِكَ ضِغۡثًا فَاضۡرِبۡ بِّهٖ وَلَا تَحۡنَثۡ ؕ

(পারা ২৩, সূরা স'দ, আয়াত ৪৪)

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:__ এবং ইরশাদ করেন: তোমার হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা প্রহার কর আর শপথ ভঙ্গ করিও না।

(ফতোওয়ায়ে) **“আলমগিরীতে”** হিলার একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে, যার নাম **“কিতাবুল হিয়ল”**। **ফতোওয়ায়ে আলমগীরীর** **“কিতাবুল হিয়ল”** এ বর্ণিত আছে: যে হিলা কারো হক নষ্ট করার জন্য বা তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য কিংবা বাতিল তথা অসত্য দ্বারা কাউকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অবলম্বন করা হয়, সে হিলা মাকরূহ, আর যে হিলা মানুষ হারাম থেকে বাঁচার জন্য কিংবা হালাল বস্তুকে অর্জনের জন্য অবলম্বন করে থাকে তা ভাল ও বৈধ। এরূপ হিলা (পন্থা) অবলম্বনের বৈধতা **আল্লাহ তায়ালার** নিম্নোক্ত বাণীটি দ্বারা প্রমাণিত;

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

(পারা ২৩, সূরা স'দ, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ইরশাদ করেন: তোমার হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা প্রহার কর আর শপথ ভঙ্গ করিও না।

(আলমগিরী, কিতাবুল হিয়ল, ৬/৩৯০)

কর্ন ছেদনের প্রথা কখন থেকে শুরু হয়?

হিলার বৈধতার উপর আরেকটি দলিল দেখুন; হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত: একদা হযরত সায়্যিদাতুনা সারা ও হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাঝে সামান্য মনোমালিন্য হয়। এতে হযরত সায়্যিদাতুনা সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا শপথ করে বললেন যে, আমি যদি সুযোগ পাই, তাহলে আমি হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কোন অঙ্গ কেটে নেব। **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام কে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর খিদমতে প্রেরণ করলেন যেন আপনি তারা উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিন। হযরত সায়্যিদাতুনা সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا আরয করলেন: مَاحِيۡلَةُ يَمِيۡنِىۡ؟ অর্থাৎ আমার শপথের হিলা কী হবে? তখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয় যে, “আপনি হযরত সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে নির্দেশ দিন যে, সে যেন হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কর্ণ ছেদন করে দেয়।” তখন থেকে মহিলাদের কর্ণ ছেদনের প্রথার প্রচলন হয়।

(শরহুল আশবার ওয়ান নাযায়ির লিল হামভী, আল ফন্নিল খামিস, ৩/২৯৫)

গাভীর মাংসের হাদিয়া

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে গাভীর মাংস হাজির করা হলে জনৈক ব্যক্তি আরয করলেন যে, এই মাংস গুলো হযরত সায়্যিদাতুনা বারিরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে সদকা করা হয়েছে, তখন **সায়্যিদুল মুরসালিন হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ অর্থাৎ তা বারিরাহর জন্য সদকা ছিলো তবে আমাদের জন্য এটা উপহার স্বরূপ।"

(মুসলীম, কিতাবুয যাকাত, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৭৫)

যাকাতের শরয়ী হিলা

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হযরত সায়্যিদাতুনা বারিরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا যিনি সদকার হকদার ও যোগ্য ছিলেন, সদকা হিসাবে প্রাপ্ত গাভীর মাংস যদিও তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا জন্য সদকা ছিলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করার পর যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করলেন, তখন তার হুকুম পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং তা আর সদকা রইল না। অনুরূপভাবে যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি যাকাত তার মালিকানায় নিয়ে নেয়ার পর উপহার হিসাবে যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে কিংবা মসজিদ ইত্যাদিতে দিতে পারবে। কেননা উল্লেখিত যাকাতের হকদার ব্যক্তি যখন তা অপর ব্যক্তিকে উপহার হিসাবে দিয়ে দিল তখন তা আর যাকাত রইলোনা, বরং তা উপহারে পরিণত হয়ে গেলো। ফোকাহায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যাকাতের শরয়ী হিলার পদ্ধতি এভাবে বলেছেন: যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে না। কেননা এতে ফকীরকে মালিক বানানো পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদির কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করতে হয়, তাহলে এভাবে করতে হবে যে, প্রথমে যাকাতের টাকা কোন ফকীরের মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে, এরপর ঐ ফকীর যাকাতের টাকা কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করবে আর এভাবে তারা উভয়ই সাওয়াব পাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ১/৮৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শরয়ী হিলার মাধ্যমে কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজেও যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। কেননা যাকাত মূলত: ফকীরদেরই হক ছিলো, ফকীর যখন তা গ্রহণ করল তখন সে তার মালিক হয়ে গেলো, এখন সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। শরয়ী হিলার বরকতে দাতার যাকাতও আদায় হবে এবং ফকীরও মসজিদ ইত্যাদিতে দান করার কারণে সাওয়াবের ভাগীদার হবে। আর শরয়ী ফকীরকে হিলার মাসয়ালা অবশ্যই অবগত করাতে হবে।

ফকীরের সংজ্ঞা

ফকীর হলো ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছু না কিছু রয়েছে, কিন্তু তা নিসাবের সমপরিমাণ নয় অথবা নিসাবের সমপরিমাণ তো রয়েছে, কিন্তু তা তার হাজতে আসলীয়া তথা প্রয়োজনীয় জীবন নির্বাহে ব্যয় হয়ে যায়। যেমন; থাকার বাসস্থান, ঘরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র, বাহনের পশু (বা স্কুটার কিংবা কার গাড়ি), কারিগরি যন্ত্রপাতি, পরিধানের কাপড়, সেবার জন্য চাকর-চাকরানী, শিক্ষার সাথে সম্পৃক্তদের জন্য ইসলামী বই পুস্তক, যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না, যদিও তার কাছে একাধিক নিসাবের টাকা জমা থাকুক না কেন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩৩ । বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ১/৯২৪)

মিসকীনের সংজ্ঞা

মিসকীন হলো সেই ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই, এমনকি খাওয়ার ও শরীর ঢাকার জন্যও মুখাপেক্ষী যে, মানুষের নিকট ভিক্ষা করে এবং তার ভিক্ষা করা হালাল। ফকীর (অর্থাৎ যার নিকট কমপক্ষে একদিনের খাবারের জন্য এবং পরিধানের জন্য বিদ্যমান রয়েছে, তার) বিনা প্রয়োজনে এবং অপারগতায় ভিক্ষা করা হারাম। **(আলমগীরি, কিতাবুয যাকাত, ১/১৮৭। বাহারে শরীয়াত, ৫ম অংশ, ১/৯২৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, যে সমস্ত ভিক্ষুক উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে ও বিনা অপারগতায় পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে, তারা গুনাহগার এবং জাহান্নামের অধিকারী হবে, আর যারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাদেরকে দেয়া জায়িয নয়।

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা যে, আমাদেরকে মরহুমদের কল্যাণ কামনা করে তাদের নামায ও রোযার ফিদিয়া আদায় করার এবং শরীয়াতের বিধানের প্রতি অটলতার সহিত আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইদ্দত ও শোকের বর্ণনা

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"সায়্যিদি কুত্‌বে মদীনা"** রিসালায় দরূদে পাকের ফযীলত বর্ণনা করেতে গিয়ে লিখেন।

১০০টি মনোবাসনা পূর্ণ হবে

সুলতানে দোজাহান, রহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন এবং রাতে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার ১০০টি মনোবাসনা পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের ও ৩০টি ইহকালের আর **আল্লাহ তায়ালা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যে সেই দরূদে পাক আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে যেভাবে তোমাদের উপহার দেয়া হয়, নিঃসন্দেহে আমার জ্ঞান আমার ওফাতের পরও ঐরূপ, যেরূপ আমার জীবদ্দশায় ছিল। (জামউল জাওয়ামেয়ে, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইদ্দতের সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থে ইদ্দতের অর্থ হলো "হিসাব করা বা গণনা করা", আর শরীয়াতে ঐ অপেক্ষমান সময়কে ইদ্দত বলে, যা (তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে) বিবাহ ও আক্‌দের বন্ধন শেষ হওয়ার পর করা হয়। এসময় দ্বিতীয় বিবাহ করা নিষেধ। (মিরাতুল মানাযিহ, ইদ্দতের বর্ণনা, ৫/১৪৬)

মৃত্যুর পর ইদ্দত

স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন। (জাওহারাতুন নাইয়্যারা, কিতাবুল ইদ্দত, ৯৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৩৭) আর যদি মহিলা গর্ভবতী হয় তবে ইদ্দতের সময়সীমা সন্তানের জন্ম পর্যন্ত, যদিওবা স্বামীর মৃত্যুর পরপরই সন্তানের জন্ম হয়ে যায়। যদি দুই বা তিনটি সন্তানের (একসাথে) জন্ম হয়, এক্ষেত্রে প্রথম সন্তান জন্মের সাথে সাথেই ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

(জাওহারাতুন নাইয়্যারা, কিতাবুল ইদ্দত, ৯৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৩৭)

ইদ্দত কোথায় পালন করবে

ইদ্দত স্বামীর ঘরেই পালন করতে হয়। যদি ঘর ভাঙ্গা হচ্ছে বা ভেঙ্গে পরার ভয় থাকে অথবা চুরি হওয়া কিংবা সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় থাকে, তবে এমতাবস্থায় ঘর পরিবর্তন করা যাবে।

(আলমগিরী, কিতাবুত তালাক, ১/৫৩৫। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৪৫)

ইদ্দত পালন অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়া কেমন?

ইদ্দত পালনের সময় মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারবে না, তবে প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু দিনের বেলায় যাবে এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরে আসবে। (যেমন; অসুস্থ হয়ে গেলো এবং ডাক্তার ঘরে আসতে পারছে না, তখন যেতে পারবে, কিন্তু যখনই কোন প্রয়োজনে বের হবে, তখন মুহরিমের মাধ্যমে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী নির্দেশনা নিয়ে বের হবে।)

ইদ্দত পালন অবস্থায় বিবাহ করা কেমন?

ইদ্দত পালনের সময় কাউকে বিবাহ করা যাবেনা, তাকে বিবাহের প্রস্তাবও পাঠানো যাবেনা, ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ লিখেন:

"যতক্ষন পর্যন্ত ইদ্দত পালন শেষ হবেনা, ততক্ষণ বিবাহ তো নয়ই, বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াও অকাট্যভাবে হারাম।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৩১৯) অপর এক স্থানে লিখেন: "ইদ্দত পালনের সময় (পড়ানো) বিবাহ বাতিল ও হারাম।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১/২৬৬)

ইদ্দত পালন অবস্থায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার বিধান

যে মহিলা ইদ্দত পালন অবস্থায় রয়েছে, তার নিকট স্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হারাম আর মৃত্যুর ইদ্দত পালন অবস্থায় হয় তবে ইশারায় বলা যাবে আর তালাকে রজয়ী বা তালাকে বায়েন বা তালাকে ফাসেখ এর ইদ্দত পালন অবস্থায় ইশারায়ও প্রস্তাব দেয়া যাবেনা। ইশারায় প্রস্তাব দেওয়ার পদ্ধতি হলো এটাই যে, এভাবে বলবে, আমি বিবাহ করতে চাই, কিন্তু এটা বলা যাবেনা যে, তোমাকে অন্যথায় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে, অথবা বলো, আমি এরূপ মেয়েকে বিবাহ করতে চাই, যার মাঝে এই গুণসমূহ রয়েছে এবং সেই গুণসমূহ বর্ণনা করবে, যা ঐ মহিলার মাঝে রয়েছে অথবা বলবে যে, আমি তোমার মতো কোথায় পাবো। (আলমগিরী, কিতাবুত তালাক, ১/৫৩৪। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৪৪) কিন্তু পর্দা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালন করবে।

ইদ্দত পালনের সময় পর্দার বিধান

ইদ্দত পালনের পূর্বে যাদের থেকে শরয়ী পর্দা করা ফরয ছিল, ইদ্দত পালনের সময়ও তাদের থেকে পর্দা করতে হবে আর তালাকে মুগাল্লাযা বা তালাকে বায়েনা এবং সাধারণ তালাক প্রাপ্ত মহিলা ইদ্দত পালন করার সময় স্বামী থেকেও পর্দা করবে।

শোক পালনের বর্ণনা

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আতিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মহিলা কারো মৃত্যুতে ৩ দিনের অধিক শোক পালন করবে না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

(মুসলিম, কিতাবুত তালাক, ৭৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৯১)

তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হতে বর্ণিত, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মহিলার স্বামী মারা গেছে, সে গেরুয়া রঙের কাপড় পরিধান করবে না আর অলংকার পরিধান করবে না এবং মেহেদী লাগাবে না আর সুরমাও লাগাবে না।

(আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২/৪২৫, হাদীস নং-২৩০৪। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৪১)

শোক পালনের সংজ্ঞা

শোকের অর্থ হলো যে, সাজ-সজ্জাকে বর্জন করা।

(দূররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুখতার, কিতাবুত তালাক, ৫/২২০। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৪৩)

শোক পালন সম্পর্কে জরুরী বিধান

শোক তার জন্যই, যে সজ্ঞান, প্রাপ্ত বয়স্কা, মুসলমান হবে এবং মৃত্যু বা তালাকে বায়িনের ইদ্দত পালন অবস্থায় থাকবে।

(দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তালাক, ৫/২২০। বাহারে শরীয়াত, ৮ম অংশ, ২/২৪৩)

এরূপ ইসলামী বোনকে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শোক পালন করা শরয়ীভাবে ওয়াজিব এবং তা বর্জন করা হারাম। যদিওবা তালাক প্রদানকারী শোক পালনে নিষেধ করে বা স্বামী মৃত্যুর পূর্বে বলে দিল যে, শোক পালন করবে না, তবুও শোক পালন করা ওয়াজিব। (দূররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুখতার, কিতাবুত তালাক, ৫/২২১)

শোক পালনের সময় কোন্ কাজ করা নিষেধ

- সব ধরনের অলংকার এমনকি, আংটি, রিং এবং কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি পরিধান করবে না।

❋ যেকোন রঙের রেশমী কাপড় পরিধান করবে না।

❋ চোখে সুরমা লাগাবে না।

❋ মাথা আচঁড়াবে না। (বাধ্য হলে মোটা দাঁতের চিরুনী দিয়ে চুল আচঁড়াবে)

❋ সবধরনের সৌন্দর্য্য বর্ধক অলংকার, ফুল, মেহেদী, সুগন্ধী ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

❋ আবশ্যক নয় যে, শোক পালন অবস্থায় সাদা পোশাকই পরিধান করতে হবে, বরং সাদাসিধে ও সম্ভব হলে পুরানো পোষাক পরিধান করুন এবং তা ব্যবহার করুন।

❋ একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হবে না, এমনকি ইজতিমা, যিকির ও মিলাদের মাহফিল, কোরআন খানি ইত্যাদিতে যেতে পারবে না।

❋ কোন আত্মীয় ইন্তিকাল করলে তবে ইদ্দত পালন করা অবস্থায় তার ঘরেও যেতে পারবে না।

❋ মোটকথা সকল প্রকারের সাজ-সজ্জা ইদ্দত চলাকালীন নিষেধ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৩৩১)

❋ ইদ্দত পালনের সময় জশনে বিলাদতের আনন্দে মনে মনে খুশি হওয়াতে ক্ষতি নেই। তবে এই খুশিতেও ভাল পোশাক, অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা যাবে না, হ্যাঁ! ঘরে পতাকা এবং লাইট ইত্যাদি লাগানো ও ফাতেহাখানি করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

শোক পালন অবস্থায় এই সমস্ত কাজের অনুমতি রয়েছে

❋ খাটে শোয়া, বিছানা বিছানো, শোয়ার জন্য হোক বা বসার জন্য, নিষেধ নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৩৩১)

❋ গোসল করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাদাসিধে পোশাক পরিধান করা।

❋ মাথা ব্যথার ফলে মাথায় তেল ব্যবহার করা। তেল ব্যবহার চেষ্টা করুন রাতে করার এবং তা সৌন্দর্য্যের নিয়্যতে না করা।

❋ চোখের ব্যথার জন্য সুরমা লাগানো যাবে, সম্ভব হলে সাদা সুরমা লাগান। (তাও রাতে লাগান এবং সৌন্দর্য্যের নিয়্যতে লাগাবেন না।)

❋ চুল এলোমেলো হয়ে গেলে বা মাথা ব্যথা হলে চুল আচঁড়ানো যাবে, কিন্তু চিরুনীর মোটা অংশ দ্বারা করবে, যাতে চুলগুলো সোজা হয়ে যায়, সৌন্দয্য বর্ধনের জন্য যেন না হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৩৩১)

❋ যে রোগের চিকিৎসা ঘরে হতে পারে না, তার জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময় স্বামীর ঘরে অতিবাহিত করতে হবে এবং যদি এই ঘরে চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে বাইরে বের হওয়া হারাম।

❋ প্রয়োজনে ফোনে কথা বলা যাবে।

❋ ইদ্দত পালন শেষ হওয়ার পর মসজিদে যাওয়া বা মসজিদের দিকে তাকানো, কোন আত্মীয় ইত্যাদির আহবানে বের হওয়া, নফল আদায় করা, সকাল বা সন্ধ্যার কোন নির্দিষ্ট সময়ে ইদ্দত শেষ করা বা ঐদিন ঘর থেকে অবশ্যই বের হয়ে যাওয়া, এসকল কাজের শরয়ী কোন ভিত্তি নেই, তবে হ্যাঁ, ইদ্দতের সময় শেষ হওয়া অবস্থায় ঐ দিনই আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়াতে কোন ক্ষতিও নেই এবং শুকরিয়া স্বরূপ নফল নামায পড়াতেও কোন ক্ষতি নেই। তবে ইদ্দতকে শেষ করার জন্য এসব কাজ করা আবশ্যক নয়। (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

❋ স্বামীর কবরে যাবে না, বরং ঘরে বসে তার জন্য ফাতেহা পাঠ করে মাগফিরাতের দোয়া করবে।

বিভিন্ন বয়ান

বয়ান নং : ১

মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বের বয়ান

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পাঠকারীদের ইরশাদ করেন: দোয়া করো, কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো, প্রদান করা হবে। (নাসায়ী, কিতাবুস সাহু, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অমূল্য রত্ন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"অমূল্য রত্ন"** রিসালায় একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয়; যেমন-

কথিত আছে, একদা এক বাদশাহ তার সাথীদের নিয়ে বাগানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। বাদশাহ দেখলেন, বাগানের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি ছোট ছোট পাথরের কণা নিক্ষেপ করছে। এমন কি একটি কণা বাদশাহর গায়েও এসে পড়ল। বাদশাহ খাদেমদের বললো: ঢিল নিক্ষেপকারীকে আমার নিকট ধরে নিয়ে এসো। খাদিমরা দ্রুত গিয়ে একজন বেদুঈনকে (মুর্খ) ধরে নিয়ে আসল। বাদশাহ বললো: এই ছোট ছোট পাথরের কণাগুলো তুমি কোথায় পেয়েছো? সে ভয়ে ভয়ে বললো: জাঁহাপনা! আমি জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ এই সুন্দর সুন্দর পাথরের কণাগুলোর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি তা আমার থলেতে ভরে নিলাম। অতঃপর আমি ঘুরতে ঘুরতে এ বাগানে এসে পৌঁছলাম। গাছ থেকে ফল পাড়ার উদ্দেশ্যে এখন আমি এ কণাগুলো ছুড়ে মারছি। বাদশাহ বললো: তুমি কী জান! এর (পাথর গুলোর) মূল্য কত? সে বললো: না। বাদশাহ বললো: এ পাথরের কণাগুলো আসলে এক একটি

অমূল্য হীরার টুকরো, যা তুমি অজ্ঞতাবসতঃ নষ্ট করে ফেলেছো। এতে সে আফসোস করতে লাগলো। কিন্তু এখন তার আফসোস করাটা ছিলো অর্থহীন। কেননা ঐ মূল্যবান হীরার কণাগুলো তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এভাবে আমাদের জীবনের মূহুর্তগুলো হলো অমূল্য হীরা, যদি একে আমরা অনর্থক নষ্ট করে দিই, তাহলে দুঃখ ও আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবেনা।

"দিন" এর ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **শুয়াবুল ঈমানে** উদ্ধৃত করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রতিদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দিন এরূপ ঘোষণা করে: যদি আজ কোন ভাল কাজ করার থাকে, তবে করে নাও। কেননা আজকের পর আমি আর পুনরায় ফিরে আসবো না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৬, হাদীস নং-৩৮৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের যে দিনটি নসীব হয়েছে, তাকে গনীমত মনে করে যতটুকু সম্ভব ভাল ভাল কাজ করে নেওয়াই উত্তম, কেননা মৃত্যুর পর কোন আমল করা যাবে না। এই দুনিয়াই হলো আমলের স্থান আর আখিরাত হলো প্রতিদানের, এখানে যেরূপ করবে, আখিরাতে তেমনি প্রতিফল পাবে, সৌভাগ্যবান হলো সে, যে নিজের জীবনে কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকেও মৃত্যু এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়ার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ হলো কবর, হাশরে উঠা পর্যন্ত এখানেই হাজার বছর থাকতে হবে, এটি কারো জন্য ফুলের বাগান আর কারো জন্য আযাব ও আগুনে পরিণত হবে। জানিনা

আমাদের কি অবস্থা হবে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুক এবং কবরকে **তাঁর মাহবুবের** জলওয়ায় আলোকিত করুক। আসুন! কবর সম্পর্কে কিছু বর্ণনা শুনি।

কবরে উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যখন কারো কবরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন এমনভাবে কান্না করতেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় আপনি কান্না করেন না, কিন্তু কবরে এতো বেশি কান্না করেন, এর কারণ কী? বললেনঃ আমি **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছিঃ আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ হলো কবর, যদি কবরবাসী এটা থেকে মুক্তি পায়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো তার জন্য সহজ এবং যদি এর থেকে মুক্তি না পায় তবে পরবর্তী অবস্থা অধিকতর কঠিন। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবুল কবর ওয়াল বিলি, ৪/৫০০, হাদীস নং-৪২৬৭)**

ওসমানী ভীতি

আল্লাহ! **আল্লাহ**! জামেউল কোরআন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর খোদাভীতি! তাঁর উপাধি ছিলো যুন নূরাইন, কেননা তিনি **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'জন শাহজাদীকে একের পর এক বিবাহ করেছিলেন, যিনি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়ই অকাট্য ভাবে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে নিষ্পাপ ফিরিশতারা লজ্জাবোধ করতেন। এরপরও কবরের ভয়াবহতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা সম্পর্কে খুবই ভীত থাকতেন, খোদাভীতির প্রচন্ডতার সময় একবার বলেছিলেনঃ আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আনা হয় এবং এটা জানিনা যে, এই দু'টির মধ্যে কোথায় যাবো, তবে আমি সেখানেই ছাই হয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করবো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, যিকিরে সাহাবাতি মিনাল মুহাজিরিন, ওসমান বিন আফফান, ১/৯৯, হাদীস নং-১৮৩)

সর্ব প্রথম কবরে আগমনকারী

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ হতে বর্ণিত, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন সর্বপ্রথম তার আমল এসে তার বাম উরুতে নাড়া দেয় এবং বলেঃ আমিই তোমার আমল। ঐ মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেঃ আমার সন্তান-সন্ততিরা কোথায়? আমার নেয়ামত, আমার সম্পদ কোথায়? তখন আমল বলেঃ এসবই তোমার পিছনে (দুনিয়ায়) রয়ে গেছে আর আমি ছাড়া তোমার কবরে কেউ আসেনি। **(শরহু সুদূর, বাবু যিম্মাতিল কবর লিকুল্লে আহাদ, ১১১ পৃষ্ঠা)**

আফসোস! শতকোটি আফসোস! আমাদের অন্তরে গুনাহের জমাট বেধে গেছে, অথচ নিশ্চিতভাবে জানি যে, মৃত্যু আসবেই, হয়তো আজই এসে যাবে এবং আমাকেও কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, এটাও জানি যে, রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে মন বিচলিত হয়ে যায় এবং অন্ধকারে ভয় লাগে, এরপরও কবরের ভয়াবহ অন্ধকারের কোন অনুভূতি নেই। আফসোস! আমরা অনুশোচনাপূর্ণ মৃত্যুর প্রস্তুতির প্রতি অধিকাংশই উদাসিন হয়ে আছি।

মনে রাখবেন! ঐসকল বস্তু, যার প্রতি জীবদ্দশায় মানুষের শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভালবাসা থাকে। মৃত্যুর পর এর স্মরণ অস্থির করে তুলে এবং এই দুঃখ মৃত ব্যক্তির জন্য অসহনিয় হয়ে থাকে, এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, যখন কারো ফুলের মতো একমাত্র সন্তান হারিয়ে যায় তখন সে কিরূপ চিন্তাগ্রস্থ থাকে আর যদি এরই সাথে তার ব্যবসা বাণিজ্যেও ক্ষতি হয়ে যায়, তবে তার কষ্টের অবস্থা কেমন হবে। তাছাড়া যদি সে আফিসারও হয় এবং বিপদের উপর আরেক বিপদ স্বরূপ তার সেই পদটিও চলে যায়, তবে তার উপর যে কষ্টের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে, তা শুধুমাত্র সেই অনুভব করতে পারবে, সুতরাং মৃত ব্যক্তিরও পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন, এবং বন্ধুদের বিচ্ছেদ তাছাড়া গাড়ি, পোশাক, বাড়ি, দোকান, ফ্যাক্টরী, দামী খাট, আসবাব পত্র, পানাহারের দ্রব্য ভান্ডার, রক্ত ও ঘাম ঝরানো উপার্জন, পদ ইত্যাদি সকল বস্তু যেগুলো সে শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই ভালবাসতো, সেগুলোর বিচ্ছেদের অনুশোচনা হয়ে থাকে এবং যে যতো বেশি নফসের আয়েশের উদ্দেশ্যে আরামের জীবন অতিবাহিত করেছে, মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত আরাম আয়েশের বিচ্ছেদও

ততো বেশি হবে, যার নিকট ধন সম্পদ কম হবে, তার বিচ্ছেদের কষ্টও কম হবে এবং যার বেশি হবে, তার বিচ্ছেদের কষ্টও বেশি হবে। মনে রাখবেন! এই কম বেশি কষ্ট ঐ অবস্থায়ই হবে, যখন সে ধন সম্পদের প্রতি দুনিয়াবী ভালবাসায় মগ্ন ছিলো। হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেন: এই অনুভূতি প্রাণ বের হতেই দাফনের পূর্বেই হয়ে যায় আর সে নশ্বর পৃথিবীর যে সকল নেয়ামতের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলো, সেগুলোর বিচ্ছেদের আগুন তার ভেতরে অগ্নিশিখায় পরিণত হবে। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুয যিকরিল মওত ওয়ামা বা'দাহা, ৫/২৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দা হয়ে থাকে, তারা দুনিয়ার ধন সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়না, তাঁদের সম্পদ ছেড়ে যাওয়ার অনুশোচনাও হয়না আর কবরে তারা খুবই আনন্দে থাকেন। যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে:

মুমিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্ত হয়ে যায়

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনের কবর একটি সবুজ শ্যামল বাগানে পরিণত হয় এবং তার কবর ৭০ হাত প্রশস্ত হয়ে যায় আর তার কবর চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় আলোকিত হয়ে যায়।

(আবু ইয়ালা, মুসনাদে আবী হুরায়রা, ৫/৫০৮, হাদীস নং-৬৬১৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেকেই চায় যে, তার কবর আলোকিত এবং জান্নাতের বাগানে পরিণত হোক। আসুন! কবরকে আলোকিত করতে, কবরকে সজ্জিত করতে, নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাতের প্রশিক্ষনের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করুন এবং সফল জীবন অতিবাহিত করার জন্য মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে রিসালা পূরণ করুন এবং প্রত্যেক ইংরেজি মাসের প্রথম তারিখের মধ্যেই নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আপনাদের উৎসাহের জন্য এক মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

বুকের ব্যথা দূর হয়ে গেলো

পাকা কিল্লা (যমযম নগর, হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্দু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: হঠাৎ আমার বুকে ব্যথা শুরু হলো। যখন ঔষধের মাধ্যমে উপকৃত হলাম না, তখন বাবুল মদীনা (করাচী) এসে একটি হাসপাতালে বুকের অপারেশন করালাম। কিন্তু ব্যাথ্যা কমার পরিবর্তে আরো বেড়ে গেলো, ব্যথার অসংখ্য ঔষধ ব্যবহার করেছি, কিন্তু কোন উপকার হলো না। অবশেষে এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে আশিকানে রাসূলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রক্ষিণের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরে রওনা হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** আমার রোগ দূর করে দিয়েছেন।

দিলমে গর দরদ হো, ইয়া কেহ সর দরদ হো,
পাও গে সিহ্হতেঁ কাফেলে মে চলো।
আ' পেরেশান টলেঁ অউর শেফায়েঁ মিলে,
করকে হিম্মত চলে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান নং : ২

লাশবাহী গাড়িতে বয়ান

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় তোমাদের নাম ও পরিচয় আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়, সুতরাং আমার প্রতি অতি সুন্দর (অর্থাৎ সুন্দর শব্দাবলি দ্বারা) দরূদে পাক পড়ো।

(মুছান্নিফে আব্দুর রাযযাক, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাওয়াতি আলান নবী, ২/১৪০, হাদীস নং-৩১১৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কবরস্থানে উপস্থিতি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বর্ণনা হলো: যখন আমার সম্মানিত পিতার ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তখন আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম আর তাঁর কবরে প্রতিদিন উপস্থিত হতে লাগলাম, অতঃপর ধীরে ধীরে তা একটু কমে গেলো। একদিন আমার সম্মানিত পিতা স্বপ্নে এসে বললেন: হে বৎস! তুমি কেন দেরী করছো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আমার আসা সম্পর্কে জেনে যান? বললেন: কেননয়, আমি তোমার প্রতিটি উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতাম এবং আমি তোমাকে দেখে খুশি হতাম, তাছাড়া আমার মৃত প্রতিবেশিরাও তোমার দোয়ায় খুশি হয়ে যেত। সুতরাং এই স্বপ্নের পর আমি নিয়মিত আমার পিতার কবরে যাওয়া শুরু করে দিলাম।

(শরহুস সুদূর, বাবু যিয়ারাতিল কুবুর ওয়া ইলমিল মওতি..., ২২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, কবরবাসীরা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের আগমনে এবং তাদের দোয়া ও ইছালে সাওয়াবে খুশি হয়ে থাকে আর যে আত্মীয় স্বজনরা যায় না, তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সুতরাং আমাদেরও কবরস্থানে গিয়ে মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা উচিৎ, কেননা এটা সুন্নাত, আখিরাতের স্মরণের মাধ্যম ও মাগফিরাত এবং কবরবাসীদের উপকারের মাধ্যম। এরই ধারাবাহিকতায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী প্রত্যক্ষ করুন:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

১। আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তির মাধ্যম এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু মা'জাআ ফি যিয়ারাতিল কুবুর, ২/২৫২, হাদীস নং-১৫৭১)

২। যখন কোন ব্যক্তি এমন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, যাকে সে দুনিয়ায় চিনতো আর তাতে সালাম প্রেরণ করে, তবে ঐ মৃত ব্যক্তি তাকে চিনে এবং সে তার সালামের উত্তর প্রদান করে। (তারীখে বাগদাদ, ৬/১৩৫, হাদীস নং-৩১৭৫)

৩। যে তার পিতামাতা উভয়ের বা এক জনের কবরে প্রতি জুমার দিন যিয়ারত করবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে এবং নেককার হিসেবে লিখে দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররিলি ওয়ালিদাইন, ৬/২০১, হাদীস নং-৭৯০১)

কবরস্থানের মৃত স্বপ্নে এসে উপস্থিত!

এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিলো যে, সে কবরস্থানে এসে বসে যেতো এবং যখনই কোন জানাযা আসতো তার নামায পড়তো আর সন্ধ্যা বেলা কবরস্থানের দরজায় দাঁড়িয়ে এভাবে দোয়া করতোঃ (হে কবরবাসীরা!) **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদেরকে ভালবাসা দান করুক, তোমাদের অসহায়ত্বের প্রতি দয়া করুক, তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুক এবং নেকী সমূহ কবুল করুক। ঐ ব্যক্তি বলেনঃ একরাতে (ফিরে যাওয়ার সময়) আমি আমার নিয়মিত অভ্যাস পূরণ করতে পারিনি অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া না করেই ঘরে চলে আসলাম। আমার স্বপ্নে অনেক লোক চলে আসলো, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনারা কারা আর কেনইবা এসেছেন? তারা বললোঃ আমরা হলাম কবরবাসী, আপনার অভ্যাস ছিলো যে, ঘরে আসার সময় আমাদেরকে উপহার দিতেন আর আজকে দেননি। আমি বললামঃ কি সেই উপহার? তখন তারা বললোঃ সেই উপহার ছিলো দোয়া। আমি বললামঃ আচ্ছা, এখন থেকে এই উপহার আমি আপনাদেরকে আবারো দিবো। এরপর আমি আমার এই অভ্যাস কখনোই ছাড়িনি। (শরহুস সুদূর, বাবু যিয়ারাতিল কুবুর ওয়া ইলমিল মাওতা.., ২২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবরে আগমনকারীদের চিনেন এবং জীবিতদের দোয়ায় উপকৃত হয়, যদি জীবিতদের পক্ষ থেকে ইছালে সাওয়াবের হাদিয়া আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তারা জেনে যায় এবং **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অনুমতি দেন, তখন তারা ঘরে গিয়ে ইছালে সাওয়াবের দাবীও করে থাকে। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ৯ম খন্ডের ৬৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেনঃ মুমিনদের রূহ প্রত্যেক জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) ঈদের দিন, আশুরার দিন

এবং শবে বরাতে নিজেদের ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আর প্রত্যেক রূহ শোকার্ত উচ্চ আওয়াজে ডাকতে থাকে যে, হে আমার পরিবার পরিজন! হে আমার সন্তানেরা! হে আমার নিকটাত্মীয়রা! (আমার জন্য ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে) সদকা (দান) করে আমাদের প্রতি দয়া করো।

হে কোন কেহ গিরইয়া করে ইয়া ফাতিহা কো আয়ে,
বে বস কে উঠায়ে তেরী রহমত কে ভারান ফুল। (হাদায়িকে বখশিশ)

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির অবস্থা কবরে ডুবে যাওয়া মানুষের মতো, কেননা সে তীব্রভাবে অপেক্ষায় থাকে যে, পিতা বা মা অথবা ভাই বা কোন বন্ধুর দোয়া তার নিকট পৌঁছাবে এবং যখন কোন ব্যক্তির দোয়া তার নিকট পৌঁছে, তখন তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম হয়। **আল্লাহ তায়ালা** কবর বাসীদেরকে তার জীবিত পরিবারবর্গদের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদত্ত সাওয়াব পাহাড় সমপরিমাণ করে দান করেন, মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার হলো মাগফিরাতের দোয়া করা।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালেদাইন, ৬/২০৩, হাদীস নং-৭৯০৫)

নূরানী পোশাক

এক বুযুর্গ তার মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: জীবিতদের দোয়া কি তোমাদের নিকট পৌঁছে? তখন তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! তা নূরানী পোষাকের আকৃতিতে আসে, আমরা তা পরিধান করি।

(শরহুস সুদূর, বাবু মা ইয়ানফাউল মাইয়্যতি ফি কবর, ৪০৫ পৃষ্ঠা)

জলওয়া ইয়ার সে হো কবর আবাদ,
ওয়াহশাতে কবর সে বাঁচা ইয়া রব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মৃত মুসলমানরা জীবিতদের দোয়ায় অশেষ উপকারিতা লাভ করে, যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত ৩৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মাদানী পাঞ্জেসূরা"** এর ৩৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

আমার উম্মত গুনাহ সহকারে কবরে প্রবেশ করবে আর যখন বের হবে তখন গুনাহ বিহীন অবস্থায় বের হবে, কেননা তাদেরকে মুমিনের দোয়ার বরকতে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মু'জামুল আওসাত, বাবুল আলফ মান ইসমুহু আহমদ, ১/৫০৯, হাদীস নং-১৮৮৯)

মুজকো সাওয়াব বেজো দোয়ায়ে হাজার দো,
গো কবর মে উতারা না দিল সে উতার দো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানের মাদানী ফুল

১। কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান, যেনো কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর দিকে চেহারা হয়, এরপর তিরমিযী শরীফের বর্ণিত এই সালামটি বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ۔

অনুবাদঃ হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুক, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছো আর আমরা তোমাদের পরে আসছি। (তিরমীযি, কিতাবুজ জানায়েয, ২/৩২৯, হাদীস নং-১০৫৫)

২। কবরস্থানে উপস্থিতির সময় আজেবাজে কথা বলা এবং অলসতাপূর্ণ ধ্যান মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে ফিক্‌রে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করে হাদীসে পাকের এই বাক্যটি স্মরণ করুন। كَمَا تَدِيْنُ تُدَان অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। (জামেউস সগীর লিস সুয়ূতি, হরেফুল কাফ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৪১১)

কবর মে ময়্যিত উতারনি হে জরুর,
জেয়সা করনি ঐয়সা বরনি হে জরুর।

৩। কবরের উপর ফুল দেয়া উত্তম, কেননা তা যতক্ষন পর্যন্ত সতেজ থাকবে তাসবীহ পাঠ করবে আর মৃতের অন্তর প্রভাবিত হতে থাকবে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/১৮৪)

৪। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির উপর ফুল ছিটানোতে কোন ক্ষতি নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৮৫২)

৫। কবরের উপর থেকে জীবিত ঘাস কাটা উচিৎ নয়, কেননা এর তাসবীহ পাঠ করা দ্বারা রহমত বর্ষিত হয় এবং মৃত ব্যক্তি প্রশান্তি অর্জিত হয় আর ঘাস কাটলে মৃত ব্যক্তির হক নষ্ট হয়। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জানাযা, ৩/১৮৪)

৬। কবরের উপর আগরবাতি জ্বালাবেনা, এটা আদবের পরিপন্থি (অর্থাৎ বেয়াদবী) এবং কুসংস্কার। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৮২-৫২৫)

৭। কবরের উপর প্রদীপ বা জলন্ত মোমবাতি ইত্যাদি রাখবেন না। হ্যাঁ রাতে পথিকদের জন্য আলোর উদ্দেশ্য হলে তবে কবরের একপার্শ্বে খালি জমিনে মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালাতে পারবে। যদি আপনার নিকট চার্জ লাইট বা টর্চলাইট ওয়ালা মোবাইল ফোন না থাকে, সরকারী লাইটও না থাকে বা বন্ধ থাকলে এবং রাতের অন্ধকারে পথা চলতে বা দেখে দেখে কোরআন তিলাওয়াত করার জন্য আলো জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পাশে খালি জায়গায় মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো যাবে, আর ঐ খালি জায়গা এরূপ যেনো না হয়, যেখানে প্রথমে কবর ছিলো এখন মাটির সাথে মিশে সমান হয়ে গিছে।

৮। কবরের উপর পা রাখা বা শয়ন করাতে কবরবাসীর কষ্ট হয় আর শরয়ী অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সুতরাং কোন মুসলমানের কবরের উপর পা রাখবেন না, কোন কবরকে পদদলিত করবে না, কোন কবরে বসবেন না আর ঠেস দিয়েও বসবেন না, কেননা এটা থেকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন। যেমন- এ প্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন।

(১) কোন মুসলমানের কবরের উপর চলার চেয়ে আমি আগুনের স্পুলিঙ্গের উপর বা তাওবারির উপর চলা অথবা পায়ে জুতা সিলিয়ে দেয়াই পছন্দ করব।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২৫০, হাদীস নং-১৫৬৭)

(২) যদি কোন ব্যক্তি জ্বলন্ত কয়লার উপর বসে যায়, যার কারণে তার কাপড় জ্বলে যাবে আর আগুন তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে তা এই কবরের উপর বসার চেয়েও উত্তম। (মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের বয়ান সমূহ

বয়ান নং : ১

ঈমানের হিফাযত

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আমাকে আরয করলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: হে **মুহাম্মদ**! (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি ১ বার দরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার উপর ১০টি রহমত বর্ষন করবো এবং আপনার উম্মতের মধ্যে কেউ আপনার প্রতি ১ বার সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি ১০ বার সালাম প্রেরণ করবো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, ২য় অধ্যায়, ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বালআম বিন বাউরা এর পরিণতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام বালআম বিন বাউরা এর "জাব্বারিন" নামক জাতির সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষন করলেন এবং সিরিয়ার ভূমিতে আগমন করলেন, তখন বালআম বিন বাউরার গোত্রের লোকেরা তার নিকট আসলো এবং তাকে বলতে লাগলো যে, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিজের সাথে অনেক বড় এবং শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসেছে, যেনো আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে আর আমাদেরকে আমাদের শহর থেকে বিতাড়িত করে আমাদের পরিবর্তে এই ভূমিতে বনী ইসরাঈলদের বাসস্থান করবে, তোমার নিকট ইসমে আযম রয়েছে আর তোমার প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়ে থাকে, তুমি বের হও এবং **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দোয়া করো যে, তিনি যেনো

তাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেন। গোত্রের লোকদের কথা শুনে বালআম বললো: তোমাদের প্রতি আফসোস, হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام **আল্লাহ**র নবী, তাঁর সাথে ফিরিশতা ও ঈমানদার লোকেরা আছেন, তাই আমি তাঁর বিরুদ্ধে বদদোয়া কিভাবে করবো, **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে যে জ্ঞান অর্জন হয়েছে তার শর্ত এটাই যে, যদি আমি মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর বিরুদ্ধে এরূপ করি, তবে আমার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। গোত্রের লোকেরা যখন কান্নাকাটি করে বারবার বলতে লাগলো তখন বালআম বললো: ঠিক আছে আমি প্রথমে আমার **রব তায়ালা**র ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হয়ে নিই। বালআমের এটাই পদ্ধতি ছিল যে, যখন কখনো কোন দোয়া করতো, তবে প্রথমে **আল্লাহ তায়ালা**র ইচ্ছা জেনে নিত, আর স্বপ্নে এর উত্তর পেয়ে যেত, সুতরাং এবারও সে উত্তর পেলো যে, হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এবং তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে যেনো দোয়া না করে। সুতরাং সে গোত্রের লোকদের বলে দিল যে, আমি আমার রবের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু আমার রব তাঁর (মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام) বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তার গোত্রের লোকেরা তাকে উপহার এবং উপঢৌকন দিলো, যা সে গ্রহণ করে নিলো। এরপর গোত্রের লোকেরা আবারো বদদোয়া করার জন্য আবেদন করলো, তখন আবারো বালআম **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলো। এবার এর কোন উত্তর পাওয়া যায়নি, তখন সে গোত্রের লোকদের বললো: এবার আমি কোন উত্তর পাইনি। তখন গোত্রের লোকেরা বললো যে, যদি **আল্লাহ তায়ালা** মঞ্জুর না করতো তবে পূর্বের ন্যায় এবারও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিত। অতঃপর গোত্রের লোকেরা আরো বেশি জোড়াজুড়ি করতে লাগলো, এমনি সে তাদের কথায় রাজি হয়ে গেলো। সুতরাং বালআম বিন বাউরা তার গাধীর উপর আরোহন করে একটি পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলো। গাধী তাকে কয়েক বার ফেলে দিল, তারপরও সে আবার আরোহন করতো, এমন কি **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশে গাধী তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো এবং বললো: আফসোস! হে বালআম! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি দেখছ না, ফিরিশতা আমাকে যেতে বাঁধা দিচ্ছে। (লজ্জা করো) তুমি কি **আল্লাহ তায়ালা**র নবী এবং ফিরিশতাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে যাচ্ছ? বালআম তারপরও মানলো না এবং শেষ পর্যন্ত সে

বদদোয়া করার জন্য তার গোত্রের লোকদের সাথে পাহাড়ে উঠলো। এবার বালআম যে বদদোয়া করতো **আল্লাহ তায়ালা** তার মুখে তার গোত্রের নাম এনে দিতো এবং নিজের গোত্রের জন্য কল্যাণের যে দোয়া করতো তাতে গোত্রের নামের পরিবর্তে তার মুখে বনী ইসরাঈলের নাম চলে আসতো। এটা দেখে তার গোত্রের লোকেরা বললো: বালআম! তুমি এটা কি করছো? বনী ইসরাঈলদের জন্য দোয়া আর আমাদের জন্য বদদোয়া করছো? বালআম বললো: এটা আমার আয়ত্বে নাই, আমার মুখ আমার আয়ত্বে নেই, **আল্লাহ তায়ালা**র কুদরত আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এতটুকু বলার সাথে সাথেই তার জিহ্বা বের হয়ে তার বুকে ঝুলে পরলো। সে তার গোত্রের লোকদের বললো: আমার তো দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেলো, এবার আমি তোমাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি উপায় বলছি, তোমরা সুন্দরী ও রূপবতি নারীদেরকে সাজিয়ে তাদের বাহিনীতে প্রেরণ করে দাও, যদি তাদের মধ্যে ১ জনও অপকর্ম করে, তবে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। কেননা যে জাতি যেনায় (অপকর্ম) লিপ্ত হয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের সফল হতে দেন না, সুতরাং বালআমের গোত্রের লোকেরা এমনই করলো, যখন নারীরা সেঁজেগুঁজে সৈন্য বাহিনীতে পৌঁছলো, তখন একজন কেনানী নারী বনী ইসরালের নেতার পাশ দিয়ে গমন করছিলো, তখন সে তার সৌন্দর্য্যের কারণে তাকে পছন্দ করে ফেললো। হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام নিষেধ করার পরও সেই নেতা এই নারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হলো, এর কারণে তখনই বনী ইসরাঈলের উপর প্লেগ রোগ আরোপ করে দেয়া হলো। হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর পরামর্শদাতা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলনা, যখন তিনি আসলেন তখন এই অপকর্মের বিষয়ে জানার পর পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই হত্যা করে দিল। তখনই প্লেগ রোগের শাস্তি উঠিয়ে নেয়া হলো, কিন্তু এরইমধ্যে ৭০ হাজার বনী ইসরাইলী প্লেগ রোগে মৃত্যু বরন করে নিয়েছে। (সিরাতুল জীনান, ৯ম পারা, সূরা আরাফ, ১৭৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৭২। তাফসীরে বাগভী, সূরা আরাফ, ১৭৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৭৯)

বর্ণিত আছে যে, কতিপয় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি বালআম বিন বাউরকে এতো নেয়ামত দান করেছ,

অতঃপর কেন তাকে অপমানিত করেছ? তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: সে কখনোই আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করেনি। যদি সে কৃতজ্ঞতা আদায় করতো তবে আমি তার কারামতকে হরন করন তাকে উভয় জগতে এভাবে অপমান ও অপদস্ত এবং লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করতাম না।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৩/১৩৯, সূরা আরাফ, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন যে, জাব্বারীন গোত্রের এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে খুবই সম্মানিত ছিল, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** ইসমে আযমের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে এরূপ মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিল যে, যা দোয়া করতো তাই কবুল হতো, কিন্তু তার পরিণতি এতই শিক্ষনীয় হলো যে, তার ঈমানই নিরাপদ ছিল না আর কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করলো। **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এরূপ অভিশপ্ত ও ঘৃণিত হলো যে, সারা জীবন কুকুরের মতো ঝুলন্ত জিহ্বা নিয়েই বেঁচে ছিলো এবং আখিরাতে জাহান্নামে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার অধিকারী হলো। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى এঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে **আল্লাহ তায়ালা**র অমুখাপেক্ষীতা এবং **তাঁর** গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করা উচিত, গুনাহের ভয়াবহতায় ঈমান ধ্বংসের কারণ যেনো না হয়, কেননা এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আমরা মুসলমান কিন্তু আমাদের কারো নিকট এই বিষয়ে কোন নিরাপত্তা নেই যে, সে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান থাকবে। যেভাবে অসংখ্য কাফের সৌভাগ্যক্রমে মুসলমান হয়ে যায়, তেমনিভাবে অসংখ্য দূর্ভাগা মুসলমান مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ঈমান হারা হয়ে যাওয়ারও প্রমাণ রয়েছে আর যে ঈমানহারা হয়ে (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে) মৃত্যুবরন করবে, সে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। সুতরাং ২য় পারা, সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায়, অত:পর কাফির হয়ে মৃত্যু বরন করে তবে ঐসব লোকের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে এবং তারা দোযখবাসী, তাতে তারা সর্বদা থাকবে।

জানিনা আমাদের শেষ পরিণতি কেমন হয়

এক দীর্ঘ হাদীসে পাকে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: আদম সন্তানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদের মধ্যে কেউ মুমিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, মুমিন হিসেবে জীবিত থাকে এবং মুমিন হিসেবেই মৃত্যুবরণ করে, কেউ কাফের হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, কাফের হিসেবে জীবিত থাকে এবং কাফের হিসেবেই মৃত্যুবরন করে। আর কেউ মুমিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে মুমিন হিসেবে জীবন অতিবাহিত করে এবং কাফের হিসেবে মৃত্যবরন করে, কেউ কাফের হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং কাফের হিসেবে জীবন অতিবাহিত করে এবং মুমিন হয়ে মৃত্যুবরন করবে। (তিরমীযি, কিতাবুল ফিতন, ৪/৮১, হাদীস নং- ২১৯৮)

শয়তান প্রিয়জনের আকৃতিতে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পৃথিবীতে আসার ছিলো, আমরা এসে গেছি, কিন্তু এখন দুনিয়া থেকে ঈমানের সহিত যাওয়ার জন্য কঠিন মুহুর্তকে অতিক্রম করতে হবে, তবুও জানা নেই যে, শেষ পরিণতি কিরূপ হবে! আহ! আহ! আহ! মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করবে, এমনকি মা বাবার আকৃতি ধারন করেও ঈমান চুরি করবে আর ইয়াহুদি ও খৃষ্টানকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। নিশ্চয় তা এমন নাজুক পরিস্থিতি হবে যে, ব্যস যার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হবে, সেই সফল হবে এবং তার ঈমান নিরাপদ থাকবে। আমার আকা, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ৯ম খন্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: ইমাম ইবনুল হাজ মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কিতাব **“মাদখাল”** এ বর্ণনা করেন যে, অন্তিম মুহুর্তে দু’জন শয়তান মানুষের দুই বাহুতে এসে বসে, একজন তার বাবার আকৃতি ধারন করে অন্যজন তার মায়ের। একজন বলে: এই ব্যক্তি ইহুদি হয়ে মরলো, তুমিও ইহুদি হয়ে যাও, কেননা ইহুদিরা সেখানে খুবই শান্তিতে রয়েছে। অন্যজন বলবে: ঐ ব্যক্তি খৃষ্টান হয়ে দুনিয়া থেকে গেলো, তুমিও খৃষ্টান হয়ে হয়ে যাও, কেননা খৃষ্টানরা সেখানে খুবই শান্তিতে রয়েছে। (আল মাদখালু লি ইবনুল হাজ, ৩/১৮১)

ভূমিষ্ট না হওয়া ব্যক্তিই ঈর্ষনীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই অবস্থা খুবই করুন, ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়ে ভীতদের অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় মুমিন হওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই সৌভাগ্য আসলে তখনই সৌভাগ্য, যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়ার সময় ঈমান নিরাপদ থাকে। **আল্লাহর** শপথ! ঈর্ষনীয় সেই, যে অন্ধকার কবরেও মুমিন। জ্বি হ্যাঁ! যে দুনিয়া হতে নিরাপদে ঈমান নিয়ে যেতে সফল হয়েছে, সেই বাস্তবিক অর্থে সফল এবং যে জান্নাত পেয়েছে, সেই সফল। ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدۡخِلَ الۡجَنَّۃَ فَقَدۡ فَازَ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ ﴿۱۸۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ</u> যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো এ ধোকারই সম্পদ।

অসৎ সঙ্গ ঈমানের জন্য বিপদজনক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শেষ পরিণতি মন্দ হওয়া বা ঈমানের সহিত মৃত্যু না হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে, যার মধ্যে ১টি বড় কারণ হলো অসৎ সঙ্গ, মনে রাখবেন! অসৎ সঙ্গ ঈমানের জন্য খুবই বিপদজনক। আফসোস! শতকোটি আফসোস! এরপরও আমরা অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করিনা, গল্প গুজবের বৈঠক থেকে দূরে থাকিনা, হাসি ঠাট্টা এবং হৈ-হুল্লোড়ের মতো অভ্যাস থেকে পিছু ছাড়ি না। আহ! অসৎ সঙ্গের ভয়াবহতা এতোই ছড়িয়ে পরেছে যে, মুহুর্তের জন্যেও একাকিত্বে **আল্লাহ তায়ালার** স্মরন করতে মন চায় না। জিহ্বার যথেচ্ছ ব্যবহারের আধিপত্য চলছে। আমাদের অধিকাংশের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, মুখে যা আসে বলে দিই। আফসোস! **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুটি এবং অসন্তুষ্টি বুঝার অনুভূতি কমে গেছে। মুখ থেকে বের হওয়া শব্দের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি শিক্ষনীয় হাদীসে পাক পর্যবেক্ষণ করুন। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা কখনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি মূলক কথা বলে এবং এর দিকে মনোযোগও দেয়না

(অর্থাৎ অনেক কথা মানুষের নিকট সাধারন বলে মনে হয়) **আল্লাহ তায়ালা** এর কারণে তার অনেক মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন আর কখনো **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি মূলক কথা বলে এবং এর প্রতি মনোযোগও থাকে না, সেই কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৪১, হাদীস নং-৬৪৭৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবস্থা দিনদিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে, মুখের লাঘাম একেবারেই ঢিলে হয়ে গেছে, সুন্নী ওলামায়ে কিরামদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত, মাদানী পরিবেশ থেকে দূরত্ব, চঞ্চল যুবক বরং অযথা বকবককারী অহেতুক বৈঠককে অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা খুবই ভয় করে থাকে, কেননা এরূপ জায়গায় জিহ্বা কাঁচির মতো চলতে থাকে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক সময় কুফরী বাক্যও বলে দেয়া হয়। এরূপ বৈঠকে ঈমান নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভবনা থাকে। নেকীর দাওয়াত দেয়া বা একান্ত প্রয়োজনে এবং শরয়ী অনুমতি পাওয়া গেলে প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করা ছাড়া এরূপ বৈঠক থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

খুবই উদ্বেগের বিষয় যে, দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর মধ্য থেকে কোন দ্বীনি প্রয়োজনকে অস্বীকার করা এমনিতেই ঈমানের পরিপন্থি, যেমন; মূর্তি বা চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা করা, এটা অকাট্য কুফরী, কেননা এতে না জানাটা অপারগতা নয় অর্থাৎ এটা কুফরী হওয়া জানা বা না জানা উভয় অবস্থাতেই কুফরী। অতএব আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার **ওমদাতুল ক্বারী**তে বলেনঃ "ঐ সকল প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে, যে সুস্পষ্ট কুফরী বাক্য মুখ থেকে বের করবে বা এরূপ কাজ করে যা কুফরীপূর্ণ, যদিও সে তা না জানে যে, এই বাক্য বা কাজ কুফরী।" **(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ঈমান, ১/৪০৩)**

আফসোস! কুফরী সম্পর্কে ধারণাই নেই

আফসোস! আমাদের অধিকাংশরই কুফরী বাক্য সম্পর্কে সামান্যতমও ধারণা নেই। আমাদের প্রত্যেককে নিজের ব্যাপারে এই ভয় রাখা উচিৎ যে, কখনো এমন যেনো না হয়, আমার থেকে এমন কোন কথা বা কাজ প্রকাশ না হয়, যার কারণে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং করা করানো সব মূল্যহীন হয়ে যায় আর

مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কুফর অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যায়, অতঃপর সর্বদার জন্য জাহান্নামের অধিকারী হয়ে যায়।

কুফরী বাক্য প্রসার হওয়ার কিছু কারণ

আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজকাল সিনেমা, নাটক, ছবির গান, বিষয় ভিত্তিক সংবাদ, কল্পনা প্রসূত উপন্যাস, প্রেমের গল্প কাহিনী, শিশুদের বানোয়াট কাহিনী, বিভিন্ন ধরনের অহেতুক প্রতিদিন ও সপ্তাহিক লজ্জাকর সিরিয়াল এবং অশ্লীল কাহিনী এবং কৌতুকের ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে কুফরী বাক্য প্রসার লাভ করছে।

কুফরী বাক্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয

মনে রাখবেন! কুফরী বাক্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয। যেমনটি আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**র ২৩তম খন্ডের ৬২৪ পৃষ্ঠায় বলেন: গোপনীয় নিষেধাজ্ঞা সমূহ, যেমন; অহংকার, লৌকিকতা, হীনমন্যতা ও হিংসা ইত্যাদি এবং এর চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। ৬২৬ পৃষ্ঠায় **ফতোওয়ায়ে শামী**র উদ্ধৃতিতে আরো উল্লেখ আছে: হারাম শব্দাবলি এবং কুফরি বাক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয, বর্তমান সময়ে এটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়। (রদ্দুল মুহতার, ১/১০৭)

কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমানরা ইলমে দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং সম্ভবত এই কারণেই যে, তারা হিদায়তের পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে শুধু গুনাহের চোরাবালিতে ফেঁসে যায়নি, বরং হাঁসি-ঠাট্টা এবং সুখ দুঃখে খুবই নির্বাকভাবে কুফরি বাক্য বলে দেয়। মনে রাখবেন! যেভাবে অন্ধকারে পথ চলার জন্য প্রদীপের আলোর প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনিভাবে ঈমানের হিফাযত এবং জীবনের এই সফরে সফল হওয়ার জন্য বুদ্ধিমত্তাকে ইলমে দ্বীনের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করা প্রয়োজন। যদি ইলমে দ্বীনের আলো না হয়, তবে বুদ্ধিমত্তার লাগাম বিহীন ঘোড়া নিয়ন্ত্রন হারিয়ে

কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকবে। আজ যদি আমরা আমাদের আশেপাশে সংগঠিত অপকর্মের কারণ সম্পর্কে নিরীক্ষণ করি তবে আমরা এর একটি বড় কারণ মূর্খতাকেও পাব, কেননা, মানুষ না জানার কারণে এই মন্দ ও গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে এবং এটাতো প্রকাশ্যে যে, যারা অজ্ঞতার নেশায় আত্মহারা, তারা কি জানে মন্দ কোনটি আর ভালো কোনটি? সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় তোমরা আপন **রব তায়ালা**র নিকট হতে দলিলের (অর্থাৎ হিদায়তের) উপর আছো, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এই দু'টি নেশা প্রকাশ পাবেনা, একটি হলো অজ্ঞতার নেশা আর অন্যটি হলো পার্থিব জীবনের প্রতি ভালোবাসার নেশা। ব্যস তোমরা (এখন তো) নেকীর আদেশ দাও এবং খারাপ কাজে নিষেধ করো আর **আল্লাহ তায়ালা**র পথে জিহাদ করো, (কিন্তু) যখন তোমাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তোমরা না নেকীর আদেশ দিবে, না খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং না **আল্লাহ**র পথে জিহাদ করবে। ব্যস তখন কোরআন ও সুন্নাতের পথে আহবানকারীরা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের মতোই হবে।

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ফিতন, বাবুন নাহয়ি আনিল মুনকার..., ৭/৫৩৩, হাদীস নং-১২১৫৯)

আফসোস! বর্তমানে এই দু'টি নেশা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হতে দেখা যাচ্ছে। অজ্ঞতার নেশায় আজ আমাদের অধিকাংশই মত্ত। যদি কেউ বলে যে, শিক্ষার হার ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছে, এখন আর অজ্ঞতা কোথায়? তবে ক্ষমা করবেন, শুধু সমসাময়িক শিক্ষাকেই অজ্ঞতার প্রতিষেধক বলা যাবে না। সঠিক এটাই যে, ইসলামী বিধানাবলী সম্বলিত ফরয ইলম (জ্ঞান) অর্জন করার মাধ্যমেই অজ্ঞতা দূর হতে পারে। বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞানের অনেক দূর্বলতা রয়েছে। বর্তমান সমাজ যে মানুষকে শিক্ষিত বলছে, তাদের অধিকাংশই বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে কারীম পড়তে পারেনা! এটা অজ্ঞতা নয় তো কি? শিক্ষিতদের থেকে ওযু এবং গোসলের সঠিক পদ্ধতি বা নামাযের আরকান সমূহ জিজ্ঞাসা করুন,

সম্ভবত কয়েকজনই বলতে পারে, তাদেরকে জানাযা নামাযের দোয়া শুনানোর আবেদন করুন, হয়ত প্রাণ আটকে যাবে! দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা কোথায় পৌঁছে গেছে যে, ওলামায়ে দ্বীনদের আদব ও সম্মান করার পরিবর্তে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ ওলামাদের অপমান করা হয়, হাসি-ঠাট্টা সুখ দুঃখের সময় কুফরী বাক্য বলে দেয়া হয়, অসৎ চরিত্র, অসৎ আচরন, নারীদের উপর অত্যাচার, ধোকা, ওয়াদা খেলাফী, মদ্যপান এবং অন্যান্য মন্দ কাজের বাজার গরম করে রেখেছে। এসব মন্দ স্বভাবের কারণ হলো ইলমে দ্বীন হতে দূরত্ব, আখিরাতের ভাবনার প্রতি উদাসিনতা এবং ঈমান হিফাজতের মানসিকতা না থাকা। আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজকাল অধিকাংশ মুসলমানের ভাবনা শুধু সমসাময়িক শিক্ষার প্রতিই, চারিদিকে এরই লজ্জায় লাল হয়ে যাবে, সমস্ত সম্পদ ও শক্তি এর পেছনেই ব্যয় করা হচ্ছে, অথচ ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা পোষনকারী এবং ইলমে দ্বীন অর্জনকারী সৌভাগ্যবান তুলনামুলক কম। নিঃসন্দেহে এসব পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তির চমক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমানের হিফাযত এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য এক অনন্য মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা, ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাকে অভ্যাসে পরিনত করে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযতের মাধ্যম হবে এবং ইলমে দ্বীনের অমূল্য রত্ন অর্জিত হবে, অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে এবং জীবন ইলম ও আমলের কিরণে ঝলমল করবে। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

কঠিন হৃদয়ের মানুষও কেঁদে দিলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো, বাড়ন্ত যৌবন এবং সুস্বাস্থ্য আমাকে অহংকারী বানিয়ে দিয়েছিলো, নিত্য নতুন দামি পোষাক সিলানো, কলেজে যাওয়া আসাতে বাসের টিকিন না নেওয়া, কন্ট্যাক্টর টিকিট চাইলে তখন আক্রমনাত্মক হয়ে যাওয়া, গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরাঘুরিতে সময় অতিবাহিত করা, জুয়া খেলায় টাকা উড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম আমার মাঝে মিশে

ছিলো। পিতামাতা বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, আমার সংশোধনের জন্য দোয়া করতে করতে আম্মাজানের চোখের পলক অশ্রুশিক্ত হয়ে যেতো কিন্তু আমি আমার অবস্থাতেই মত্ত ছিলাম আর তা আমার দিন-রাত এভাবে চলছিলো, সৌভাগ্যক্রমে আমার এলাকার এক ইসলামী ভাই কখনো কখনো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিতো এবং আমিও শুনেই না শুনার ভান করতাম, কিন্তু একবার ইজতিমার দিন সন্ধ্যায় সেই ইসলামী ভাই ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে একেবারে জোড়াজুড়ি করতে লাগলো যে, আজ তো আপনাকে যেতেই হবে, আমি বাহানা বানাতে লাগলাম কিন্তু সে মানলোনা এবং দেখতে দেখতে সে রিকশা দাঁড় করিয়ে ফেলল আর খুবই মিনতি করে কিছুটা এভাবে বসার জন্য অনুরোধ করলো যে, আমি না করতে পারলাম না, আমি বসে পরলাম এবং আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম মাদানী মারকায গুলজারে হাবীব জামে মসজিদে এসে গেলাম। যখন দোয়ার জন্য বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো তখন আমি ইজতিমা শেষ মনে করে উঠে গেলাম, আমি কি জানতাম যে, এই অনাগত মুহুর্তে আমার ভাগ্যে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাবে। যাইহোক আমার সেই দয়ালূ ইসলামী ভাই ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে আমাকে যেতে দিলো না এবং আমি আবারো বসে গেলাম। এবার اَللّٰہ اَللّٰہ اَللّٰہ এর ধ্বনিতে পরিবেশ গুঞ্জন করে উঠলো। اَللّٰہ اَللّٰہ এর এই ধ্বনি শুধু আমার কানে মধু বর্ষন করছিলো না বরং আমার অন্তরে পরা গুনাহের আস্তরন দূর করে দিচ্ছিলো। অতঃপর যখন ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ দোয়া শুরু হলো, তখন ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের কান্নার আওয়াজ বড় হতে লাগলো, এমনকি আমার মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করতে লাগলাম, আমি আমার গুনাহ হতে তাওবা করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশেরই হয়ে গেলাম।

করীব আ'কে দেখো যরা মাদানী মা'হোল — তুমহে লুতফ আ'জায়েগা যিন্দেগী কা
তরক্কী কা বা'ইস বনা মাদানী মা'হোল — তানাযযুল কে গেহ্‌রে গড়ে মে থে উন কী
জিসসে খেয়ের সে মিল গিয়া মাদানী মা'হোল — ইয়াকীনান মুকাদ্দার কা ওয় হে সিকান্দার

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, আশিকানে রাসূলে মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতে একজন অসৎকাজে যাওয়া যুবক নিজেকে সংশোধন করা এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, সুতরাং আপনিও দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং এতে অটল থাকার জন্য কমপক্ষে **১২**টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণের নিয়্যত করে নিন। তাছাড়া আপনার মৃত আত্মীয়ের ইছালে সওয়াবের নিয়্যতে এমাসেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করে নিন।

اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ নেক লোকেদের সহচর্যের বরকতে ঈমানের হিফাযত, নেককার নামাযী হওয়া এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার প্রেরণা জাগ্রত হবে। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট প্রার্থনা যে, আমাদের ঈমানের হিফাযত করুন, শেষ পরিণতি কল্যানময় করুন এবং **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে জায়গা দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ান নং : ২

সহচর্যের প্রভাব

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা সূলভ ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা তোমাদের বৈঠক সমূহকে (মাহফিল সমূহ) আমার প্রতি দরূদ পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত করো, কেননা আমার প্রতি তোমাদের দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(জামেউস সগীর লিস সূয়ূতী, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছামের দোয়ার বরকত

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার বলখ শহরে বয়ান করছিলেন, বয়ানের মধ্যখানে গুনাহগারদের কল্যাণের আলোকে দোয়া করলেন: **হে পরওয়ারদিগার!** এই ইজতিমায় যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার, আপনি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিন। এক কাফন চোরও সেখানে উপস্থিত ছিল, যখন রাত হলো তখন সে কাফন চুরি করার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গেল, কিন্তু যখনই কবর খনন করলো তখন এক অদৃশ্য আওয়াজ ধ্বনিত হলো: হে কাফন চোর! তুমি আজ হাতিম আছামের ইজতিমায় ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছো, তবুও কেন আজ রাতে এই গুনাহ করছো? একথা শুনে সে কেঁদে দিলো এবং সে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিলো।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, যিকরে হাতিম আছাম, ২২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, আসলেই নেক বান্দাদের সহচর্য এবং আশিকানে রাসূলের ইজতিমায় অংশগ্রহণ উভয় জগতের জন্য সৌভাগ্য স্বরূপ, কেননা নেক বান্দারা অপরের জন্যও উপকারী হয়ে থাকে আর যে ইসলামী ভাই যতবেশি অন্য ইসলামী ভাইয়ের জন্য উপকারী হবে, ততবেশি তার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: মানুষের মধ্যে উত্তম সেই, যে মানুষের উপকার করে আর মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই, যে মানুষকে কষ্ট দেয়।

(কাশফুল খফা, ১/৩৪৮, হাদীস নং- ১২৫২)

সুতরাং আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত যে, মুসলমানদেরকে দুঃখ এবং কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের উপকার করে উত্তম মানুষ অর্থাৎ উত্তম এবং কল্যাণ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যিকিরকারীদের মাহফিল আঁকড়ে ধরো

হযরত আবু রাযীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, তাঁকে রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদেরকে ঐ জিনিষের মূল সম্পর্কে

নির্দেশনা দিবো না, যার মাধ্যমে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হবে। (অতএব ঐ আসল জিনিষটি হলো) তোমরা যিকিরকারীদের মাহফিলে সময় অতিবাহিত করো। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৯২, হাদীস নং-৯০২৪)

এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মজলিশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওলামায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামেলিন ও নেককারদের মজলিশ (মাহফিল), কেননা এই মজলিশ হচ্ছে জান্নাতের বাগান, যেমনটি অপর এক হাদীস শরীফে রয়েছে। এই মজলিশ মাদরাসার হোক বা দরসে কোরআন ও হাদীসের মজলিশ হোক অথবা হযরত সূফীয়ায়ে কিরামের মজলিশ হোক না কেন, এই বাণীটি অনেক ব্যাপক, যে মজলিশে **আল্লাহর** ভয়, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশক এবং রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করে, সেই মজলিশই ফলপ্রসু। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৬০৩)

যিকিরুল্লাহ'র বৈঠকে অংশগ্রহণ

আল্লাহ তায়ালার কিছু ফিরিশতা ঘুরে ঘুরে যিকিরের মজলিশ অনুসন্ধান করে থাকে। যখন তারা এরূপ কোন মজলিশ দেখে যেখানে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির হচ্ছে, তবে তাদের সাথে গিয়ে বসে যায় এবং একে অপরকে নিজেরদের ডানা দিয়ে আবৃত করে নেয়, এমনকি আসমান পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায়। যখন সেই মজলিশ ভেঙ্গে যায় তখন ফিরিশতারা আসমানের দিকে উড়ে যায়। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, যদিও তিনি অধিক জানেন "তোমরা কোথায় থেকে আসছো?" তখন তারা আরয করে: "আমরা যমীনে তোমার বান্দাদের নিকট থেকে আসছি, তারা তোমার পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করতো, তোমার কলেমা পড়তো এবং তোমার প্রশংসা করতো আর তোমার নিকট প্রার্থনা করতো।" **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "তারা কি প্রার্থনা করতো?" ফিরিশতা আরয করে: "তোমার নিকট হতে তোমার জান্নাত প্রার্থনা করতো।" **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?" ফিরিশতা আরয করলো: "না"। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "যদি তারা তা দেখতো তবে কেমন করতো?" অতঃপর ফিরিশতারা আরয

করলো: “আর তারা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিলো।” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলো?” আরয করলো: “হে **আল্লাহ**! জাহান্নাম থেকে।” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “তারা কি জাহান্নাম দেখেছে?” ফিরিশতারা আরয করে: “না”। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “যদি তারা তা দেখতো তবে কেমন করতো?” অতঃপর ফিরিশতারা আরয করলো: “তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো।” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তাদের চাওয়া তাদের পূরণ করে দিয়েছি আর যা থেকে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করতো তাদের তা থেকে আশ্রয় প্রদান করেছি।” তারা আরয করলো: “**ইয়া রব**! তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তিও ছিল, যে খুবই গুনাহগার, সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো আর তাদের সাথে বসে গেলো।” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “আমি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছি, কেননা এটি এমন একটি দল, যাদের সাথে সঙ্গ লাভকারীরাও বঞ্চিত থাকে না”।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকর..., বাবু ফযলে মজলিসিয যিকির, ১৪৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে জানা গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালার** দয়া সীমাবদ্ধ নয় এবং **তাঁর** দয়া থেকে কেউ বঞ্চিতও নয়, বরং প্রত্যেকেই **তাঁর** দয়ার আওতায় রয়েছে এবং এই বিশ্বাসই ইসলাম মুসলমানদেরকে দিয়েছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো সর্বাবস্থায় **আল্লাহ তায়ালার** দয়ার ভিখারী হয়ে থাকি এবং নেক লোকদের সহচর্য অবলম্বন করি, যাতে **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হওয়া রহমতের ফোঁটা আমাদের উপরও যেনো পরে আর আমাদের তরীও যেনো পার হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভালো মন্দ বন্ধুর উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ভালো ও মন্দ বন্ধুর উদাহরণ হলো, মুশক উত্তোলনকারী এবং চুল্লিতে বাতাস প্রদানকারীর মতো, মুশক (এক প্রকার উন্নত

সুগন্ধির নাম) উত্তোলনকারী হয়তো তোমার এমনিতেই দিবে বা তুমি তার থেকে কিছু কিনে নিবে বা তুমি তার থেকে ভাল সুগন্ধ পাবে এবং চুল্লিতে বাতাস প্রদানকারী হয়ত তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে বা তুমি তার থেকে দূর্গন্ধ পাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬২৮)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব করার ফযীলত

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ রয়েছে, যার উপর যবরজদের (পান্না) বালাখানা রয়েছে, তার দরজা খোলাই রয়েছে, তা এমনভাবে চমকায়, যেমন অনেক আলোকিত নক্ষত্র চমকায়, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ বালাখানায় কারা (কোন সৌভাগ্যবানরা) থাকবে? ইরশাদ করলেন: যে **আল্লাহ পাকের** জন্যই পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা পোষন করবে এবং যে **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই পরস্পর মিলেমিশে বসে আর যে **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই পরস্পর সাক্ষাত করে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু দিমুকারিবাতি, ৬/৪৮৭, হাদীস নং-৯০০২)

আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার জন্য একত্রিত হওয়া ব্যক্তি

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালার** ডান পাশ্বে (এখানে ফযিলতের বর্ণনা হচ্ছে, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** দিক ও পাশ্ব হতে পবিত্র) কিছু এরূপ মানুষ থাকবে যারা না আম্বিয়া (নবী ও রাসূল), না শহীদ, তাঁদের চেহরার নূর প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টিকে ঝলসিয়ে দিবে। আম্বিয়া ও শহীদগণ তাঁদের মর্যাদা এবং **আল্লাহর** নৈকট্য দেখে আনন্দ প্রকাশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে কিছু সাহাবা আরয করলেন **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই (সৌভাগ্যবান) কারা হবেন? ইরশাদ করলেন: তারা বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং জনপদের লোক (যারা দুনিয়ায়) **আল্লাহ তায়ালার** স্মরণে একত্রিত হতো এবং পবিত্র বিষয় সমূহ এমনভাবে খুঁজে নিতো, যেমনিভাবে খেজুর ভক্ষনকারী উত্তম খেজুরকে খুঁজে নেয়।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/২৫২, হাদীস নং-২৩৩৪)

কোথায় ঐ সকল লোকেরা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন যে, কোথায় ঐ সকল লোক, যারা আমার মহত্বের কারণে পরস্পরকে ভালবাসতো, আজ **আমি** তাদেরকে **আপন** ছায়ায় (অর্থাৎ রহমতের ছায়া) জায়গা দিবো আর **আমার** ছায়া ব্যতীত আজ আর কোন ছায়া নেই। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে..., ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৬৬)

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"আচ্ছে মা'হোল কি বরকতেঁ"** রিসালার **২১** পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে:

একটি উত্তম এবং পবিত্র পরিবেশ যেখানে **আল্লাহ**র যিকির ও **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিকিরের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, সেখানে **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন** এবং **রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহ শুনা, লেখা এবং পড়ার মাধ্যমও হয় এবং পরিবেশের বরকতের কারণে এর উপর আমল করার এক উদ্যম ও প্রেরণা জাগ্রত হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তিই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমল করার ঐ মহান প্রেরণা, যা একটি পবিত্র পরিবেশের সহচর্য থেকে অর্জিত হয়, তা অন্য কোন উপায়ে অসম্ভব না হলোও অবশ্যই কঠিন। যদি ইহইয়াউল উলুমে ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা তাসাউফের জ্ঞানের সারাংশ কয়েকটি শব্দে বর্ণনা করতে হয় তবে আমরা বলতে পারি যে, এই জ্ঞানের শেষ **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা এবং এর শুরু হচ্ছে সৎ সঙ্গ, কেননা সৎ সঙ্গ হতে ভালো ধারণা সৃষ্টি হয় এবং মানুষকে তার জন্মের উদ্দেশ্যে, পার্থিব জীবনের নশ্বরতা, পরকালিন জীবনের স্থায়িত্ব, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ অর্জিত হয় এবং এর মাধ্যমে অন্তরে ভয় ও আশা সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে আখিরাতের জন্য আমল শুরু করার ইচ্ছা জাগ্রত করে দেয়। সুতরাং আখিরাতের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় আর মনোবাসনা সমূহ হ্রাস পেতে থাকে, অন্তরে ইশ্বকে রাসূল এবং মারিফাতে ইলাহী তথা **আল্লাহ তায়ালার** পরিচয় অর্জনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে যায় আর নেক আমলের উপর অটল থেকে অন্তর

গায়রুল্লাহর (**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) স্মরণ থেকে শূন্য করে দেয়া হয়, যার ফলে অন্তর **আল্লাহ**র যিকিরের দিকে ঝুঁকে পরে আর ধীরে ধীরে এই প্রীতি পরিচয়ে আর পরিচয় ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে যায়, যা হলো মূল উদ্দেশ্য। তবে এর জন্য **আল্লাহ তায়ালার** প্রদত্ত ক্ষমতার প্রতি মনোযোগী হওয়াই হলো মূল কাজ।

জানা গেলো যে, সৎসঙ্গ হলো আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনের প্রথম ধাপ আর যখন কেউ **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত এবং শিক্ষাকে নিজের মাঝে কুঁড়িয়ে নেয় এবং তার উপর সত্যিকারের আমলকারী হয়ে যায় তবে তার জাহির ও বাতিন সুগন্ধিত হয়ে যওয়া আশ্চার্যের বিষয় নয় বরং তার শান ও মর্যাদা তো এতোই বৃদ্ধি পায় যে, মৃত্যুর পর তার কবরের মাটিও সুগন্ধ হয়ে যায়।

কবরের মাটি সুবাসিত হলো

হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (জন্ম ১৯৪হিঃ, ওফাত ২৫৬হিঃ) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে যখন কবরে রাখা হয়েছে, তখন কবর শরীফ হতে মুশকের সুগন্ধ সুবাশ ঝড়াতে লাগলো, কবরের কণা কণা মুশকে রূপান্তরিত হয়ে গেলো, লোকেরা যিয়ারত করার জন্য আসতো আর তবাররুক হিসেবে কবরের মাটি নিয়ে যেতো, এমনকি কবরে গর্ত হয়েগিয়েছিলো। (যদি এভাবে লোকেরা মাটি নিয়ে যায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই কবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই ভয়ে) এর চারিদিকে কাঠের খুটি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যিয়ারতকারীরা খুঁটির বাইরের মাটি নিয়ে যেতে শুরু করলো, এ থেকেও সুগন্ধ পাওয়া যেতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই সুগন্ধ ছড়াতে থাকে।

(সিয়ার এলামুন নাবলা, তাবকাতে রাবেয়ে আশর, ২১৩৬ পৃষ্ঠা। আবু আব্দুল্লাহ বুখারী, ১০/৩১৯)

অনুরূপভাবে **দালাইলুল খয়রাত শরীফে**র প্রণেতা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত ৮৭৭ হিঃ)কে ৭৭ বছর পর যখন **"সুস"** এর ভূমি থেকে তুলে **"মাররাকুশ"** এর ভূমিতে দাফন করা হলো, তখন লোকজন নিজ চোখে দেখেছে যে, তার কাফন সহীহ সালামত ছিল এবং শরীর তরতাজা ছিল আর তাঁকে প্রথম সমাধী থেকে যখন বের করা হলো তখন পরিবেশ সুগন্ধময় হয়ে গিয়েছিল, আজও তাঁর কবর থেকে মুশকের সুগন্ধ আসে। (মুতালায়িল মুসাররাত, ৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভালো বন্ধুর সহচর্য

হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হতে বর্ণিত যে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরন করে, তখন তার সহচরদের (অর্থাৎ সে যাদের সহচর্যে বসতো) তার সামনে উপস্থাপন করা হয়, যদি সে (মৃত্যুবরনকারী) যিকিরকারী হয় তবে যিকিরকারী আর যদি খেলায় মগ্ন হয় তবে খেলায় মগ্নদের উপস্থাপন করা হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুজাহিদ বিন জবর, ৩/৩২৪, হাদীস নং-৪১১৫)

উত্তম সহচর সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করুন।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

১. উত্তম সহচর্য হলো সেই, যাকে দেখে তোমার **আল্লাহ তায়ালা**কে স্মরণ আসে, তার কথাবার্তায় তোমার আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তার আমল তোমাকে আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। (জামে সগীর, হরফুল খা, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৩৩)

২. বড়দের সহচর্যে বসো আর আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করো এবং বিচারকদের সাথে মেলামেশা রাখো। (মুজামুল কাবীর, ২২/১২৫, হাদীস নং-৩২৪)

৩. উত্তম সাথী সেই, যখন তুমি **আল্লাহ তায়ালা**কে স্মরণ করবে তখন সে তোমাকে সাহায্য করে আর যখন তুমি ভুলে যাও তখন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(জামে সগীর, বাবু হরফুল খা, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৯৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা উত্তম সহচর্যের বরকত সম্পর্কে শুনেছেন, এবার কিছু মন্দ সহচর্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে শ্রবণ করুন:

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"আচ্ছে মাহোল কি বরকতেঁ"** এর ২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সঙ্গ প্রভাব বিস্তার করে, মানুষ তার সাথীর অভ্যাস, চরিত্র এবং বিশ্বাসে অবশ্যই প্রভাবিত হয়, এই জন্যই **আল্লাহ তায়ালা** মুসলমানদেরকে এ সমস্ত লোকদের নিকট বসতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন, যারা দিন রাত ইসলাম, ইসলামের পয়গম্বর এবং কোরআনে হাকীমেকে নিয়ে ঠাট্টা ও তিরস্কার করাতে লিপ্ত থাকে, সুতরাং এরূপ ভয়ানক প্রকারের মন্দ ও জঘন্য ক্ষত

সমৃদ্ধ রোগীর সঙ্গ হতে বেঁচে থাক, অন্যথায় এমন যেন না হয় যে, তোমরাও এই অপবিত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে যাও।

খারাপ বন্ধুর সহচর্য

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত যে, **নূরের আধার, সকল নবীদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: খারাপ সহচর্য থেকে বেঁচে থাক, কেননা তুমি তাদের সাথেই পৌঁছে যাবে অর্থাৎ যেরূপ লোকের নিকট মানুষের বৈঠক হয়ে থাকে, মানুষ তাকে সেরূপই মনে করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সোহবাতি, কিসমুল আকওয়াল, ৯/১৯, হাদীস নং- ২৪৮৩৯)

তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم বর্ণনা করেন যে, গুনাহগারের সাথে বন্ধুত্ব করিওনা, কেননা সে নিজের কাজকে তোমার জন্য সুন্দর্য্য মণ্ডিত করবে আর সে চাইবে যে তুমিও তার মতো হয়ে যাও এবং নিজের খারাপ অভ্যাস সমূহকে উত্তম হিসাবে দেখাবে, তোমার নিকট তার আসা যাওয়া দোষনীয় ও লজ্জার ব্যাপার আর বোকার সাথে বন্ধুত্ব করোনা, সে নিজেকে কষ্টে পতিত করবে আর তোমাকে কখনো উপকৃত করবে না এবং কখনো এরূপ হবে যে, তোমার উপকার করতে চাইবে কিন্তু হবে এটাই, ক্ষতি করে বসবে। তার চুপ থাকা বলা থেকে উত্তম আর তার থেকে দূরে থাকাটা কাছে থাকার চেয়ে উত্তম এবং মিথ্যুকের সাথেও বন্ধুত্ব করোনা, তার সঙ্গ তোমাকে কোন উপকৃত করবে না, তোমার কথা অপরের নিকট পৌঁছে দিবে আর অপরের কথা তোমার নিকট বলবে আর যদিও তুমি সত্য কথা বলো তবে সে সত্য বলবে না।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সোহবতি, কিসমুল আফআল, ৯/৭৫, হাদীস নং-২৫৫৭১)

তাদের সঙ্গ হতে বাঁচো

হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দিনার رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর আপন জামাতা হযরত সায়্যিদুনা মুগীরা বিন হাবীব رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে বলেন: হে মুগীরা! যে ভাই বা

বন্ধুর সঙ্গ তোমাকে দ্বীনি উপকারিতা দিবে না, তুমি তার সহচর্য থেকে বিরত থাক, যেনো তুমি নিরাপদে থাকো।

(কাশফুল মাহজুব, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুগীরা বিন হাবীব, ৬/২৬৭, হাদীস নং- ৮৫৫৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অসৎ সঙ্গ দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়, খারাপ পরিবেশে মানুষের অভ্যাস ও মানসিকতা বিগড়ে যায় এবং সে **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতা করতে করতে অন্যায় ও গুনাহের প্রতিমুর্তিতে পরিণত হয়ে যায়। **আল্লাহ** না করুক! যদি আপনি অসৎ বন্ধু বা কোন মন্দ পরিবেশে উঠা বসা করেন তবে দ্রুত আলাদা হয়ে যান এবং উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর এর বরকত অর্জন করুন, আসুন! **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনে, অন্তরে **খোদাভীতি** জাগ্রত করতে, ঈমান হিফাযতের মানসিকতা বৃদ্ধি করতে, মৃত্যুর কল্পনা করতে, নিজেকে কবরের শাস্তি ও জাহান্নামের প্রতি ভীত করতে, গুনাহের অভ্যাস দূর করতে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানাতে, অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালাতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব অর্জনের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে ৩দিন আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন এবং ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে প্রতিদিন মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক ইংরেজি মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করাতে থাকুন। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দিপনার জন্য একটি মাদানী বাহার উল্লেখ করা হচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি বদলে গেছি

শালিমার টাউন (মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমি খুবই বিগড়ে যাওয়া একজন লোক ছিলাম, সিনেমা নাটকের আগ্রহী হওয়ার পাশাপাশি যুবতী মহিলাদেরকে উত্যক্ত করা, মন্দ প্রকৃতির যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব, গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি আমার

নিয়মিত অভ্যাস ছিল। আমার খারাপ অভ্যাসের কারণে পরিবারের লোকেরাও আমার থেকে দূরে থাকতো, নিজের ঘরে আমার আগমনে তারা আতঙ্কে থাকতো, তাছাড়া তাদের সন্তানদেরকে আমার সঙ্গ হতে দূরে রাখতো। আমার গুনাহে ভরা নষ্ট জীবনের ক্রান্তিকালে বসন্তের প্রভাতের পথ এভাবে সুগম হলো যে, একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকে রাসূলের শুভদৃষ্টি আমার উপর পরেছিলো, তিনি খুবই আন্তরিকভাবে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহিত করলেন। আমার মন প্রভাবিত হয়ে গেল আর আমি মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলের সঙ্গ আমার মতো পাপী ও অসৎ লোকের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো। গুনাহ থেকে তাওবা করার উপহার আর সুন্নাতে ভরা মাদানী পোষাক পরিধানের প্রেরণা পেলাম, মাথা চিরসবুজ পাঁগড়ি সাজালাম আর আমার মতো গুনাহগার সুন্নাতের মাদানী ফুল ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। যে প্রিয়জনেরা আমাকে দেখে দূরে সরে যেতো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তারা এখন বুকে জড়িয়ে ধরে। প্রথমে আমি বংশে খুবই নিকৃষ্ট ছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে এখন খুবই প্রিয় হয়ে গেলাম।

জব তক বিকা না থা তো কোয়ী পুছতা না থা,
তুমনে খরীদ কর মুঝে আনমৌল কর দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

২৭টি মূল্যবান বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সহচর্য ও বৈঠক সম্পর্কিত এখানে আরো কিছু বর্ণনা একত্রিত করা হয়েছে, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

১. নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** একজন সৎ (অর্থাৎ নেককার) মুসলমানের বরকতে তার প্রতিবেশে একশতটি ঘরের অধিবাসীর বিপদ দূর করে দেন।

(মু'জামুল আউসাত, ৩/১২৯, হাদীস নং-৪০৮০)

২. **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাক্ষাৎ করো, কেননা যে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাক্ষাৎ করে তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তাকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাতে সাথে যায়। (কাশফুল খফা, হরফুয যা'ই, ১/৩৮৭, হাদীস নং-১৪১১)

৩. যখন তুমি তোমার ভাইয়ের মাঝে ৩টি অভ্যাস দেখবে, তবে তার উপর নির্ভর করো। (ঐ ৩টি বিষয় হলো) লজ্জা, আমানত, সত্যবাদীতা এবং যখন তুমি এই (৩টি) বিষয় দেখবে না তবে তার উপর নির্ভর করোনা।

(আল কা-মিলো ফি দা'ফায়ির রিজাল, ৪/৩৫। কানযুল উম্মাল, ৯/১৩, হাদীস নং-২৪৫০)

৪. তোমার প্রিয়পাত্র ও সাথী মুমিনই যেনো হয় এবং তোমার খাবার মুত্তাকী পরহেযগারই যেনো খায়। (সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪১, হাদীস নং-৪৮৩২)

৫. একাকীত্ব অসৎ বন্ধুর চেয়ে উত্তম এবং সৎ বন্ধু একাকীত্বের চেয়ে উত্তম আর ভালো কথা বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম এবং চুপ থাকা খারাপ কথা বলার চেয়ে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২৫৬-২৫৭, হাদীস নং- ৪৯৯৩)

৬. তোমরা অসৎ বন্ধুর থেকে বেঁচে থাক, কেননা তোমাদেরকে তাদের সাথেই গণ্য করা হবে। (কানযুল উম্মাল, ৯/১৯, হাদীস নং- ২৪৮৩৯)

৭. তোমরা অসৎ বন্ধু থেকে বেঁচে থাক, কেননা সে জাহান্নামের একটি অংশ, তার ভালবাসা তোমাকে কোনরূপ উপকৃত করবে না আর সে তার ওয়াদা তোমার সাথে পালন করবে না। (ফেরদৌসুল আখবার, ১/২২৪, হাদীস নং-১৫৭৩)

৮. **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা ওলামাদের নিকট বসো আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা মনোযোগ সহকারে শুনাকে আবশ্যক মনে করো, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** বুদ্ধিমান ও হিকমতের নূর দ্বারা মৃত অন্তরকে জাগ্রত করে দেয়, যেমনটি নির্জীব ও শুষ্ক জমিনকে বৃষ্টির পানিতে সজীব করে দেয়।

(মুনাকিহাতে ইবনে হাজার আসকালানী, বাবুস সানায়ী, ৩ পৃষ্ঠা)

৯. কোন এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি হতে বর্ণিত যে, ৩টি বিষয় চিন্তা ও কষ্টকে দূরীভূত করে দেয়:

(১) **আল্লাহ**র যিকির, (২) **আল্লাহ**র বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ, (৩) বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথাবার্তা।

১০. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: **৪টি বিষয় অন্তরকে আলোহীন করে দেয়:**

(১) অসতর্কতার কারণে অধিক উদরপূর্তি করা।

(২) অত্যাচারির সহচর্য অবলম্বন করা।

(৩) পূর্বের গুনাহ সমূহকে ভুলে যাওয়া।

(৪) বড় বড় আশা করা।

এবং ৪টি বিষয় অন্তরকে আলোকিত করে:

(১) পরহেযগারীতা ও ভয়ের কারণে ক্ষুধার্থ থাকা।

(২) নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করা।

(৩) পূর্বের গুনাহ সমূহকে স্মরন রাখা।

(৪) ছোট আশা করা। (মুনাকিহতে ইবনে হাজর আসকালানী, ৩৯ পৃষ্ঠা)

১১. আবু নুআঈম হযরত সায়্যিদুনা আতা খুরাসানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হতে বর্ণিত, যে বান্দা জমিনের অংশ হতে কোন অংশে সিজদা করে তবে সেই অংশ তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে আর তা কাঁদতে থাকবে, যে দিন সে (মুমিন বান্দা) মৃত্যুবরন করে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, আতা বিন মায়সারা, ৫/২২৪, হাদীস নং- ৬৯০৯)

১২. উত্তম অনুচরের (পাশে বসা ব্যক্তির) উদাহরণ মুশক সুগন্ধধারীর মতোই, যদি তার থেকে তুমি কিছুই না পাও, তবুও সুগন্ধ তো পাবে আর অসৎ অনুচরের উদাহরণ হলো চুল্লিতে ফাঁপর প্রদানকারী মতোই, যদি তোমার শরীরে (তার চুল্লির) কালি নাও লাগে তবুও এর ধোঁয়া তো লাগবেই।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪০, হাদীস নং- ৪৮২৯)

১৩. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মরহুমদেরকে নেককার লোকদের মাঝে দাফন করো, কেননা মৃত ব্যক্তি অসৎ প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে, যেমনিভাবে জীবিত ব্যক্তিরা অসৎ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, মালিক বিন আনাস, ৬/৩৯০, হাদীস নং- ৯০৪২)

১৪. ৩টি বিষয় তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইকে একনিষ্ট ভালবাসার উপায়:

(১) যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম দাও।
(২) তোমরা তার জন্য বৈঠকে জায়গা ছেড়ে দাও এবং
(৩) তোমরা তাকে ঐ নামে ডাকো যা সে পছন্দ করে।

(মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল মারেফাতুস সোহবাতি, ৪/৫৩৩, হাদীস নং- ৫৮৭০)

১৫. যে ব্যক্তি বৈঠক থেকে উঠে যায় এবং এতে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করে না, তো সে এমনভাবে উঠলো, যেমনিভাবে গাধার লাশ উঠানো হয় আর তা (বৈঠক) তার জন্য (কিয়ামতের দিন) হতাশা (কারণ) হবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪৮, হাদীস নং-৪৮৫৫)

১৬. কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের নিকট আসলো এবং তার সন্তুষ্টির জন্য তারা জায়গাকে প্রশস্ত করে দিলো, তবে **আল্লাহ তায়ালার** দ্বায়িত্ব (হক) হলো, তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়া। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সোহবাতি, কিসমুল আকওয়াল, ৯/৫৮, হাদীস নং-২৫৩৮)

১৭. কোন ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের অনুমতি ব্যতিত যেন না বসে, আর অন্য বর্ণনায় আছে যে, কোন ব্যক্তির জন্য হালাল (বৈধ) নয় যে, সে দুই ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের অনুমতি ব্যতিত বসে যাওয়া।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪৪, হাদীস নং- ৪৮৪৪-৪৮৪৫)

১৮. যখন তুমি বসবে, তখন নিজের জুতা খুলে নাও, তোমার পা আরাম পাবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সোহবাতি, ৯/৫৯, হাদীস নং- ২৫৩৯)

১৯. যখন কোন ব্যক্তি আপন জায়গা থেকে উঠে যায়, অতঃপর সে পুনরায় ফিরে আসে (অর্থাৎ যখন সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে) তখন ঐ জায়গার সেই অধিক হকদার। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪৬, হাদীস নং- ৪৮৫৩)

২০.সবচেয়ে মর্যাদাবান বৈঠক হলো, কিবলামুখী হয়ে বসা।

(মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল আদব, ৬/৩৮৩, হাদীস নং- ৭৭৭৮)

২১. উত্তম নেকী হলো সঙ্গীদের সম্মান করা। (ফেরদৌসুল আখবার, ১/২০৮, হাদীস নং- ১৪৩৮)

২২. নিকৃষ্ট বৈঠক হলো, রাস্তার বাজার আর উত্তম বৈঠক হলো মসজিদ, ব্যস যদি তোমরা মসজিদে না বসো তবে নিজের ঘরকে আবশ্যক করে নাও।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সোহবাতি, ৯/৬০, হাদীস নং- ২৫৪১১)

২৩. লোকেরা এমন কোন বৈঠকে বসলো, যেখানে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় না, তবে তা তাদের জন্য

হতাশার কারণ হবে, যদিওবা জান্নাতে প্রবেশ করে (দরূদ না পড়ার কারণে হতাশা হবে) যখন সে (দরূদ পাঠ করার) প্রতিদান দেখবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তা'যিমিন নবী ওয়া হজলালীহু ওয়া তাওকিরীহু, ২/২১৫, হাদীস নং- ১৫৭১)

২৪. নিজের তৃতীয় বন্ধুকে রেখে দু'জন ব্যক্তি যেন নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা না করে, কেননা এটা তাকে কষ্ট দিবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪৬, হাদীস নং- ৪৮৫১)

২৫. হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন সামুরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতাম, তখন আমাদের মধ্যে যারা আসতে থাকতো তারা পেছনে বসে পরতো।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৩৯, হাদীস নং- ৪৮২৫)

২৬. এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের হক হলো যে, যখন তাকে দেখবে তখন তার জন্য জায়গা করে দেয়া (অর্থাৎ বৈঠকে আগমনকারী ইসলামী ভাইয়ের জন্য এদিক ওদিক চেপে বসে কিছু জায়গা করে দেয়া যাতে সে বসতে পারে।)

(শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি কিয়ামুল মাররি লিস সোহবাতি, ৬/৪৬৮, হাদীস নং- ৮৯৩৩)

২৭. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণনা করেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (এই বিষয়ে) নিষেধ করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দেয়া হলো এবং সেই জায়গায় অন্যজন বসে গেল, তবে তুমি সংকুচিত হয়ে যাও আর জায়গা প্রসস্থ করে দাও (অর্থাৎ উপবিষ্ট ব্যক্তির উচিৎ যে, আগত ইসলামী ভাইয়ের জন্য সরে যাওয়া এবং তাকে জায়গা করে দেয়া, যাতে সে বসতে পারে) এবং হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا (এই বিষয়টি) মাকরূহ হিসাবে জানতেন যে, কোন ব্যক্তি তার জায়গা হতে উঠে যায় আর এই জায়গায় কেউ এসে বসে যায়। (হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এর এই কাজটি উচ্চ পর্যায়ের পরহেজগারী (তাকওয়া) ছিল যে, এমন যেন না হয় যে, তার মন তো উঠতে চায়নি কিন্তু শুধুমাত্র তার জন্য জায়গাটাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।)

(বুখারী, কিতাবুল আস্তাযা'ন, ৪/১৭৯, হাদীস নং- ৬২৭০)

বয়ান নং- ৩

দুনিয়ার প্রতি নিন্দা

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালার** উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে ভালবাসা পোষনকারী, যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে আর **নবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রদি দরূদে পাক প্রেরণ করে, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্বের ও পরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(আবু ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস নং- ২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতী মহল ক্রয়

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বসরার এক মহল্লায় নির্মাণাধীন একটি অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দেখলেন, এক সুদর্শন যুবক রাজমিস্ত্রী, জোকালি এবং অন্যান্য কর্মচারীদেরকে মনোযোগের সাথে বিভিন্ন কাজের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সাথী হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন সুলায়মান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললেন: দেখুন এ যুবকটি ভবনটির নির্মাণ ও চাকচিক্যের কাজে কেমন মগ্ন হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা দেখে তার প্রতি আমার দয়া হচ্ছে। আমি তার জন্য **আল্লাহর** দরবারে প্রার্থনা করতে চাই। তিনি যেন এই অবস্থা থেকে যুবককে মুক্তি দান করেন। এ যুবক যদি জান্নাতী হয়ে যায় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটা বলে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সঙ্গে নিয়ে সে যুবকটির নিকট গেলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। সে যুবকটি তাঁকে চিনতে পারল না। যখন তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন, তখন সে যুবকটি তাঁকে খুবই সমাদার ও সম্মান করল এবং তাঁকে তার ভবনে আগমন করার কারণ জিজ্ঞাসা

করল। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেই যুবকটির প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাঁকে বললেন: আপনি এ প্রাসাদটি নির্মাণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছেন? যুবকটি বলল: এক লক্ষ দিরহাম।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: আপনি যদি ঐ এক লক্ষ দিরহাম আমাকে দিয়ে দেন, তাহলে আমি আপনাকে এমন এক অট্টালিকা প্রদানের দায়িত্ব নেব যা এর চেয়েও অধিক সুন্দর ও স্থায়ী হবে। সে অট্টালিকাটির মাটি মেশক ও জাফরানের, তা কখনো ধ্বংস হবে না। শুধুমাত্র অট্টালিকা নয়, বরং এর সাথে সেবক সেবিকা, লাল ইয়াকুত পাথরের গম্বুজ, শানদার ও সুন্দর সুন্দর তাঁবু প্রভৃতি থাকবে। দুনিয়ার কোন প্রকৌশলি তা নির্মাণ করেনি বরং তা কেবল **আল্লাহ তায়ালা**র কুন (অর্থাৎ হয়ে যাও) দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। যুবকটি বলল: আমাকে এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য একরাত সময় দিন। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: বেশ ভাল কথা, আপনি চিন্তা করে দেখুন। তার সাথে এই আলোচনার পর তাঁরা সেখান থেকে চলে আসলেন। রাতে সে যুবকটির কথা হযরত সায়্যিদুনা মানিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বারবার মনে পড়ছিল এবং তিনি তার কল্যাণের জন্য **আল্লাহ**র দরবারে দোয়াও করেছিলেন। সকালে তিনি পুনরায় সে যুবকটির নির্মাণাধীন প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, যুবকটি তাঁর জন্য প্রাসাদের দরজায় অপেক্ষা করছে। তাঁকে দেখে যুবকটি সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: গতকালের কথা কি আপনার মনে আছে? হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: মনে থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে তখন যুবকটি একলক্ষ দিরহামের একটি থলে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর হাতে সমর্পন করে বললেন: এই হচ্ছে আমার পূঁজি, আর এই কলম, কালি, কাগজ নিন।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কাগজ কলম হাতে নিয়ে এ চুক্তিনামাটি লিখলেন। بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ এ চুক্তিনামাটি এ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হচ্ছে যে, মালিক বিন দিনার অমুকের পুত্র অমুকের দুনিয়াবী ভবনের পরিবর্তে **আল্লাহ তায়ালা** থেকে এমন একটি প্রাসাদ তাকে প্রদানের দায়িত্ব নিচ্ছে, যা তার

নির্মাণাধীন প্রসাদের চেয়েও অধিক সুন্দর, সুরম্য ও স্থায়ীত্ব হবে। যদি প্রাসাদটির সাথে অতিরিক্ত আরো কিছু থাকে, তবে তা হবে তার জন্য **আল্লাহ**র অনুগ্রহ ও দয়া। একলক্ষ দিরহামের বিনিময়ে আমি তাকে একটি জান্নাতী মহল প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে এ চুক্তিনামাটি অমুকের পুত্র অমুকের নামে সম্পাদন করলাম। যেটি হবে দুনিয়াবী ভবনের চেয়েও অনেক বিশাল, অধিক সুরম্য ও শানদার, আর সে জান্নাতী মহল **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকটের ছায়ার মধ্যে রয়েছে।”

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চুক্তিনামাটি যুবকটির হাতে প্রদান করে তার প্রদত্ত একলক্ষ দিরহাম সন্ধ্যার পূর্বেই ফকির ও মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। সেই মহান চুক্তিনামাটি সম্পাদিত হয়েছে তখনো ৪০ দিন অতিবাহিত হয়নি, এর মধ্যে একদিন ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি মসজিদের মিহরাবের দিকে পড়ল। তিনি সেখানে ঐ যুবকটির সম্পাদিত চুক্তিনামাটি দেখতে পেলেন! “চুক্তিনামাটির অপর পৃষ্ঠার কালি বিহীন এ লিখাটি শোভা পাচ্ছে, **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে মালিক বিন দিনারের জন্য দায়মুক্তির সুসংবাদ, তুমি আমার নামে যে মহলটির যিম্মাদারী নিয়েছ আমি তা সেই যুবককে দিয়ে দিয়েছি বরং তার চেয়ে আরো ৭০ গুণ বেশি প্রদান করেছি।” হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ লিখাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি সে যুবকটির বাড়িতে যান। সেখান থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলেন, ঐ যুবকটি গতকাল ইন্তিকাল করেছে। যুবকটির গোসলদাতা জানায় যে, যুবকটি মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তার কাছেডেকে অসিয়ত করল: তুমি আমার লাশের গোসল দেবে এবং এ কাগজ (যা সে আমাকে দিয়েছে) আমার কাফনের মধ্যে রাখবে। অতঃপর তার অসিয়ত অনুযায়ী তাকে দাফন করা হয়। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদের মিহরাবে পাওয়া কাগজটি গোসলদাতাকে দেখান। সাথে সাথে গোসলদাতা চিৎকার দিয়ে বলে উঠে: **আল্লাহ**র শপথ! এটা তো সে কাগজ যা আমি কাফনের মধ্যে রেখেছিলাম। এ ঘটনা দেখে এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে দুই লক্ষ দিরহাম পেশ করে, তার জন্যও জান্নাতী

মহল লাভের চুক্তিপত্র লিখার আবেদন জানান। তিনি বললেন: যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। **আল্লাহ তায়ালা** যার সাথে যা ইচ্ছা, তাই করেন। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই মরহুম যুবকের কথা স্মরন করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। (রওজুর রিয়াহিন, ৫৮ পৃষ্ঠা)

জিস কো খোদায়ে পাক নে দি খোশ নসীব হে,
কিতনী আযীম চীজ হে দৌলত ইয়াকীন কী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমসাময়িক ছিলেন। আপনারা শুনলেন; মহান **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে কত উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতা দান করেছেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুনিয়াবী প্রাসাদের বিনিময়ে জান্নাতী প্রাসাদ বিক্রয় করে দেন। প্রকৃতপক্ষে **আল্লাহ**র অলিদের শান অনেক উর্ধ্বে। আউলিয়ায়ে কিরামদের শান বুঝার জন্য এ হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় সামান্যতম রিয়াও শিরক, আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ**র অলিদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে **আল্লাহ তায়ালার** সাথে যুদ্ধ করে। **আল্লাহ তায়ালা** নেক্কার, পরহেযগার, গোপনীয় ব্যক্তিদেরকে ভালবাসেন। যারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ-খবর নেয় না। উপস্থিত থাকলে তাদের ডাকে না এবং কাছেও আসতে দেয় না। তাদের অন্তর সমূহ হচ্ছে হিদায়তের আলোকবর্তিকা। যার আলোতে প্রত্যেক অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৩২৮)

প্রত্যেক নেককার বান্দাকে সম্মান করুন

আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মানদন্ড খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি কখনো নয় বরং **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে

তো একনিষ্ঠ বান্দারাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে এবং এটাও আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেক অলীর বেলায়তের খ্যাতি ও সাড়া পরে যাবে। এই ব্যক্তিত্বরা সমাজের প্রতিটি স্তরেই হয়ে থাকে। কখনো শ্রমিকের বেশে, কখনো ফল বিক্রেতার বেশে, কখনো ব্যবসায়ী বা কর্মচারী রূপে, কখনো চৌকিদার বা রাজমিস্ত্রী রূপে বড় বড় আউলিয়া হয়ে থাকে। যেকেউ তাঁদের চিহ্নিত করতে পারেনা। সুতরাং আমাদের কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট জানা উচিৎ নয়। বরং কিছু আউলিয়ায়ে কিরাম রীতিমতো **আল্লাহ** ওয়ালা রূহানী শাসক হয়ে থাকে, যিনি "রূহানী ব্যবস্থাপনা"র সাথে জুড়ে থাকেন। এই **আল্লাহ** ওয়ালাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার রং তামাশা মূল্যহীন হয়ে থাকে, এই পবিত্র আত্মার অধিকারীরা দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এমনকি তাঁদের নিকট দুনিয়ার কোন সম্মানই নাই, কেননা তারা দুনিয়ার নশ্বরতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং দুনিয়ার নিন্দায় হাদীসে মোবারাকা সমূহ সম্পর্কে তাঁরা সজাগ ছিলেন। এপ্রসঙ্গে দুনিয়ার নিন্দা সম্বলিত কয়েকটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবন করুন।

(১) আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য

হযরত সায়্যিদুনা মুসতাওরীদ ইবনে শাদ্দাদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এরূপ যে, যেমন কেউ নিজের আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবালো এরপর দেখা গেলো যে, আঙ্গুলে কতটুকু পানি এসেছে।

(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফতি নে'য়মুহা ওয়া আহলুহা, ১৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৫৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন, এটা শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য, অন্যথায় নশ্বর এবং অন্তহীনের অবিনশ্বরের সাথে এতো সম্পর্কই নেই যে আঙ্গুলের আদ্রতা সমুদ্রের সাথে রয়েছে। মনে রাখবেন যে, দুনিয়া হলো তাই, যা **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ হতে দূরে রাখে, বিবেকবান আরিফের দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র, তার জন্য দুনিয়া অনেক মহান, উদাসিনের নামাযও দুনিয়ার জন্য, যা সে যশ-খ্যাতির জন্য আদায় করে থাকে, বিবেকবানের পানাহার, শয়ন করা, জেগে থাকা বরং জীবন মরনও দ্বীনের

অন্তর্ভূক্ত, কেননা তা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, মুসলমান এজন্যই পানাহার করবে, শয়ন করবে, জাগবে যে, কেননা তা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। حَيَاةُ الدُّنْيَا এক জিনিস, حَيَاةٌ فِي الدُّنْيَا এবং حَيَاةٌ لِلدُّنْيَا হলো অন্য জিনিস অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন, দুনিয়ায় অতিবাহিত করা জীবন এবং দুনিয়ার জন্য জীবন। যে দুনিয়াবী জীবন কিন্তু তা আখিরাতের জন্যই হয়, দুনিয়া অর্জনের জন্য নয়, ঐ জীবন ধন্য। মাওলানা বলেন:

আব দরে কিশতী হালাকে কিশতী আশত
আব আন্দর যাইরে কিশতী পাশতী আশত

অর্থাৎ নৌকা নদীতে থাকলে তবেই মুক্তি এবং যদি নদী নৌকায় চলে আসে তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাবিহ, ৭/৩)

(২) ভেড়ার মৃত শাবক

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, **রহমতে আলম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভেড়ার মৃত বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, এটি সে এক দিরহামের বিনিময়ে পাবে? তারা আরয করলো: আমরা তা চাইনা যে, এটা আমারা কোন কিছুর বিনিময়ে পাই। ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! দুনিয়া **আল্লাহ তায়ালার** নিকট এরচেয়েও অধিক নিকৃষ্ট, যেমন এটা তোমাদের নিকট।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুর রিকাক, ২/২৪২, হাদীস নং-৫১৫৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ ভেড়ার মৃত বাচ্চাকে কেউ চার আনা দিয়েও কিনবেনা, কেননা এর চামড়া অকাজের এবং মাংস হারাম, এটা কে কিনবে! সূফীয়ায়ে কিরামরা বলেন যে, দুনিয়াদারদেরকে সমস্ত জাহানের মুর্শিদও সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারবে না, দুনিয়া বিমূখ দ্বীনদারকে সমস্ত শয়তান মিলেও পথভ্রষ্ট করতে পারে না, দুনিয়াদাররা দ্বীনের কাজও যখন করে, তা দুনিয়ার জন্য করে আর দ্বীনদার দুনিয়ার কাজও যখন করে দা দ্বীনের জন্যই। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৩)

(৩) দুনিয়া মশার ডানার চেয়েও নিকৃষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা সাহল ইবনে সাঈদ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত যে, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দুনিয়ার মর্যাদা মশার ডানার সমানও হতো, তবে তিনি এই দুনিয়া থেকে কোন কাফেরকে এক ফোঁটা পানিও পান করতে দিতেন না ।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৪৩, হাদীস নং- ২৩২৭)

(৪) দুনিয়া হলো অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **হুযুরে পাক, সাহেবে লাওলাক** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সাবধান! দুনিয়া হলো অভিশপ্ত আর যা দুনিয়ায় রয়েছে, তাও অভিশপ্ত, শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** যিকির ছাড়া, আর তা ছাড়া, যা **রব তায়ালার** নিকটতম করে দেয় এবং আলেম ও ইলম অর্জনকারী ছাত্ররা। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুর রিকাক, ২/২৪৫, হাদীস নং-৫১৭৬)

(৫) আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের দুনিয়া থেকে বিমূখ রাখে

হযরত সায়্যিদুনা মাহমুদ বিন লাবিদ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শফীয়ে উমাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিমূখ রাখেন, যেভাবে তোমরা অসুস্থদের খাবার ও পানীয় বস্তু থেকে বিমূখ রাখো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যুহদে ওয়া কসরিল আমল, ৭/৩২১, হাদীস নং- ১০৪৫০)

(৬) অর্থ লোভীরা অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত যে, **মোস্তাফা জানে রহমত, শাময়ে বঝমে হিদায়ত** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দিরহাম ও দিনার লোভী বান্দারা অভিশপ্ত। (তিরমীযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৬৬, হাদীস নং- ২৩৮২)

(৭) পদ লোভীতার ধ্বংসলীলা

হযরত সায়্যিদুনা কাব বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না, যতটুকু সম্পদ এবং পদ লোভী মানুষ দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৬৬, হাদীস নং- ২৩৮৩)**

(৮) দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত।

(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১৫৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৫৬)

(৯) অহেতুক নির্মাণে কল্যাণ নেই

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সমস্ত ব্যয়ই যেনো **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয়, তবে প্রাসাদ নির্মাণ করা ছাড়া, এতে কোন কল্যাণ নেই।

(তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি, ৪/২১৮, হাদীস নং- ২৪৯০)

(১০) অপ্রয়োজনিয় নির্মানের প্রতি নিরুৎসাহিত করণ

হযরত সায়্যিদুনা হাব্বাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে **আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানকে প্রত্যেক ব্যয়ের পরিবর্তে প্রতিদান দেয়া হবে, তবে এই মাটি ছাড়া।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুর রিকাক, ফসলুস সানি, ২/২৪৬, হাদীস নং- ৫১৮২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: (ভালো নিয়্যত সহকারে শরীয়াত অনুযায়ী) পানাহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে ব্যয় করাতে সাওয়াব অর্জিত হয়, কেননা এসব কিছুই ইবাদতের মাধ্যম, কিন্তু অপ্রয়োজনে ঘর বানানোতে কোন সাওয়াব

নেই, সুতরাং ঘর বানানো আশা করো না, কেননা এতে সময় ও সম্পদ উভয়ই নষ্ট হয়। মনে রাখবেন! এখানে দুনিয়াবী ঘর তাও বিনা প্রয়োজনে নির্মাণ করাই উদ্দেশ্য, মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, মুসাফির খানা নির্মাণ করা তো ইবাদত, কেননা তা সদকায়ে জারীয়া। অনুরূপভাবে (ভালো নিয়্যতের সহিত) প্রয়োজনে ঘর নির্মাণ করাও সাওয়াব, কেননা এতে আরামের সহিত অবস্থান করে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধিমানদের উচিৎ যে, নিজের পূর্ববর্তী জীবনের পর্যালোচনা করা, নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তা থেকে সত্যিকারের তাওবা করা, বেশি দিন বেঁচে থাকার আশার ধোঁকায় যেনো না পড়ে বরং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য দ্রুত নেক আমলে লেগে যাওয়া, ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ভালবাসায় না নেকী ছেড়ে দেয়, না গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কেননা এদের সবার সঙ্গ তো নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত এবং নেকী কবর ও আখিরাত বরং দুনিয়াতেও কাজে আসবে।

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সবশেষ যে খুৎবা দিয়েছিলেন তাতে এটাও ছিলো: **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের দুনিয়া শুধুমাত্র এজন্যই দান করেছেন যে, তোমরা যেনো এর মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে পারো এবং এজন্য দান করেননি যে, তুমি এর হয়েই থাকবে, নিশ্চয় দুনিয়া একেবারেই নশ্বর আর আখিরাত হলো অবিনশ্বর। তোমাদেরকে যেনো নশ্বর (দুনিয়া) প্রতারণা করে অবিনশ্বর (আখিরাত) থেকে উদাসীন করে না দেয়, ধ্বংসশীল দুনিয়াকে স্থায়ী আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিওনা, কেননা দুনিয়া বিলীন হয়ে যাবে।

হে ইয়ে দুনিয়া বে ওয়াফা আখের ফানা, না রাহা ইস মে গাদা না বাদশাহ।

শিক্ষনীয় ঘটনা

মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতান) এর এক যুবক অর্থ উপার্জনের জন্য নিজের দেশ, শহর, পরিবার পরিজন ইত্যাদি হতে অনেক দূরে অন্য কোন দেশে চলে গেল। অনেক টাকা উপার্জন করতো এবং পরিবারের নিকট প্রেরণ করতো, তার এবং

পরিবার বর্গের সাথে পরামর্শ করে আলিশান অট্টালিকা তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। এই যুবক বছরের পর বছর ধরে টাকা পাঠাতে থাকলো, পরিবারের লোকেরা ঘর তৈরী এবং সাজাতে থাকলো, এক সময় তা সমাপ্তও হলো। ঐ ব্যক্তি যখন দেশে ফিরে এলো তখন ঐ আলিশান ঘরে বসবাসের জন্য তোড়জোড় শুরু হলো, কিন্তু আফসোস! ঐ ঘরে স্থানান্তরিত হওয়ার কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেলো আর সে তার আলিশান ঘরের পরিবর্তে কবরেই স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন।

যব ইস বযম সে উঠ গেয়ে দোস্ত আকসর, আউর উঠতে চলে জা রাহে হে বরাবর।
ইয়ে হার ওয়াক্ত পেশে নযর যব হে মানযার, ইয়াহাঁ পর তেরা দিল বেহলতা হে কিউঁকর।
জাগা জি লাগা নে কি দুনিয়া নেহী হে,
ইয়ে ইবরত কী জা হে তামাশা নেহী হে।
জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নমুনে, মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বু নে।
কাভী গউর সে ভী ইয়ে দেখা হে তু নে, জু আবাদ থে ওহ মকাঁ আব হে সু নে।
জাগা জি লাগা নে কি দুনিয়া নেহী হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতদিন এই দুনিয়ায় অলসতার সহিত জীবন অতিবাহিত করতে থাকবে। মনে রেখো! এই দুনিয়া ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতে হবে। প্রস্ফুটিত বাগান, সুন্দর সুন্দর ঘর, সুউচ্চ দালান, ধন সম্পদ, হিরা মনি মুক্তা, সোনা রূপার অলংকার এবং পদ ও খ্যাতি এবং দুনিয়াবী সম্পর্ক কোন কাজেই আসবেনা, সুতরাং বিজ্ঞতার পরিচয় হলো, প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল উপার্জন এবং দুনিয়াবী চাহিদা পূরণ করার জন্য উপার্জন করার পাশাপাশি কবর ও আখিরাতকে সজ্জিত করতেও চিন্তা ভাবনা করে।

ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের ব্যাপারে) মুহুর্ত পরিমাণ চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

(জামেয়ে সগীর লিস সুয়ূতী, হরফুল ফা, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ যে, আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কেন পাঠানো হয়েছে? আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? এতদিন আমরা আমাদের জীবনকে কীভাবে অতিবাহিত করেছি? আহ! অন্তিম মুহূর্ত, কবর, হাশর এবং মীযান ও পুলসিরাতে আমাদের কি অবস্থা হবে? আমাদের ঐ আত্মীয় স্বজন যারা আমাদের পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, কবরে না জানি তাদের সাথে কি আচরণ হচ্ছে? اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে চিন্তা ভাবনা করাতে দুনিয়ার স্বাদ থেকে মুক্তি, দীর্ঘ আশা থেকে মুক্তি এবং মৃত্যুর স্মরনের বরকতে নেকীর প্রতি আগ্রহী হওয়ার পাশপাশি অসংখ্য প্রতিদানও অর্জিত হবে। এরূপ মাদানী প্রেরণা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা খুবই ভাল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে, কেননা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিখানো হয়। কবর ও হাশরের প্রস্তুতির মানসিকতা দেয়া হয়, তাছাড়া ইহকালিন ও পরকালিন বিষয়াবলী সুন্দরভাবে পরিচালনা করার বোধশক্তি জাগ্রত করে। মাদানী পরিবেশের বরকতে হাজারো বরং লাখো মানুষের জীবন সজ্জিত হয়ে গেছে আর এ সকল সৌভাগ্যবান মুমিনের সুন্দর পরিণাম অনেক সময় প্রকাশও পেয়েছে, যা দেখে প্রত্যেক সুস্থ প্রকৃতির মানুষ এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহ! এরূপ ঈমানোদ্দীপক ব্যাপার যদি আমার সাথেও হতো।

৭০ দিনের পুরানো লাশ

৫ রমযানুল মোবারক ১৪২৬ হিজরি অনুযায়ী ০৮-১০-২০০৫ ইংরেজি শনিবার পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হলো, যাতে লাখো মানুষ মৃত্যুবরন করে, এদের মধ্যে মুজাফফারবাদের (কাশ্মীর) মিরা তাসুলিয়া এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ১৯ বছরের নাসরিন আত্তারিয়া বিনতে গোলাম মুরসালিন যে কিনা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতো, সে মৃত্যুবরণ করলো। মরহুমের পিতা এবং পরিবারের অন্যান্যরা যিলকাদাতুল হারাম ১৪২৬ হিজরি অনুযায়ী ১০-১২-২০০৫ ইংরেজি সোমবার রাত প্রায় ১০টার দিকে কোন কারণে কবর খনন করলো, হঠাৎ আসা মনমুগ্ধকর সুগন্ধের ঝাপটা মন ও মননকে সুরভিত করে

দিলো। শাহাদাতের ৭০দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নাসরিন আত্তারিয়ার কাফন অবিকৃত ও শরীর একেবারেই সতেজ ছিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশেরই বা কিরূপ বাহার, আসুন দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার পিছু ছাড়াতে, আখিরাতকে সজ্জিত করতে, সুন্নাতের উপর আমল করতে, নেকীর সাওয়াব অর্জনের প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং স্থায়ীত্ব পেতে কমপক্ষে **১২**টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিন। তাছাড়া আপনার মরহুম আত্মীয় স্বজনের ইছালে সাওয়াবের জন্য চলতি মাসেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেককার লোকদের সহচর্যের বরকতে ঈমানের হিফাজত, নেককার নামাযী হওয়া এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার প্রেরণা জাগ্রত হবে। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট প্রার্থনা যে, আমাদের ঈমানের হিফাজত করুন, শেষ পরিণতি কল্যাণময় করুন এবং **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে জায়গা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের উৎসাহ সম্বলিত বয়ান

বয়ান নং -১

রিসালা বন্টনের প্রেরণা

দরূদ শরীফের ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "**কারবালার রক্তিম দৃশ্য**" রিসালায় দরূদে পাকের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে "**আল কাওলুল বদী**" থেকে নকল করছেন:

ভয়ানক বিপদ

এক ব্যক্তি স্বপ্নে ভয়ানক বিপদ দেখতে পেল। ভীত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কে? বিপদটি বলল: আমি হলাম তোমার খারাপ আমল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তোমার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? সে উত্তর দিল: অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। (আল কওলুল বদী, ২২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন উবা'দা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ যিনি খুযরুজ গোত্রের সর্দার ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার আম্মাজান ইন্তিকাল করেছেন (সুতরাং আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করতে চাই) কোন সদকাটি উত্তম হবে? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: 'পানি' তখন হযরত সা'দ বিন উবা'দা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ এটি উম্মে সা'দের জন্য। (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি ফসলে সাকিল মাআ, ২/১৮০, হাদীস নং-১৬৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবিতদের মৃতদের ইছালে সাওয়াবের জন্য নেককাজ এবং **আল্লাহর** পথে ব্যয় করা মুস্তাহাব ও সুন্নাত। আমাদের উচিৎ যে,

আমরাও আমাদের মৃত আত্মীয়দের ইছালে সাওয়াবের জন্য অধিকহারে ভালো কাজে অংশগ্রহণ করি, কেননা ইছালে সাওয়াবের জন্য মৃতরা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

ইছালে সাওয়াবের অপেক্ষা

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতদের অবস্থা ডুবন্ত মানুষের মতো হয়ে থাকে, তারা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে যে, পিতা বা মা অথবা ভাই কিংবা কোন বন্ধুর দোয়া যেনো তাদের নিকট পৌঁছে আর যখন কারো দোয়া তাদের নিকট পৌঁছে তখন তাদের নিকট ত দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম হয়ে থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** কবরবাসীদের তাদের জীবিত আত্মীয়দের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত সাওয়াব পাহাড় সমপরিমাণ করে দান করেন, জীবিতদের পক্ষ থেকে উপহার হলো মৃতদের জন্য ক্ষমার দোয়া করা। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ৬/২০৩, হাদীস নং- ৭৯০৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইছালে সাওয়াবের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যেমন; খাবার খাওয়ানো, কোরআন খানি করা, নাতের মাহফিল করা, ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা করা, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণে অংশীদার হওয়া এবং মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী রিসালা বন্টন করা ইত্যাদি, সুতরাং যে পদ্ধতি আপনার সহজ ও সুবিধা হয় ইছালে সাওয়াবের জন্য ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করুন, তবে পাশাপাশি মাদানী রিসালা অবশ্যই বন্টন করুন, কেননা এটি ইলমে দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার সহজ এবং প্রভাবময় উপায়। এই রিসালা সমূহ পড়ে বা শুনে জানি না কতজনের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে এবং তারা নিজের গুনাহ ভরা জীবন হতে তাওবা করে সালাত ও সুন্নাতের পথে চলে এসেছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

মাদানী রিসালার বরকত

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। উদাসিনতার অন্ধকার আমাকে দ্বীনের আমল থেকে এমনভাবে দূরে রেখেছিল যে, নামায, রোযার কোনো তোয়াক্কাই ছিলো না। প্রতিদিনের ন্যায় একদিন যখন আমার কারী সাহেব আমাকে কোরআন পড়াতে ঘরে আসলো তখন আমি **T.V** তে নাটক দেখায় মগ্ন ছিলাম, আমি বললাম: কারী সাহেব! আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি নাটকের বাকি অংশটা দেখে এখনই আসছি, ব্যস এখুনি শেষ হয়ে যাবে। কারী সাহেবের ধৈর্য্যও খুবই উচ্চ পর্যায়ের ছিল, ধমক দেয়ার পরিবর্তে খুবই মমতা ভরা ভাষায় ইনফিরাদী কৌশিশ করে তিনি আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা **"টিভির ধ্বংসলীলা"** পড়ে শুনালেন। রিসালা শুনে হঠাৎ নিন্দা ও লজ্জা আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করলো এবং আমি **খোদাভীতি**তে আপাদমস্তক কেঁপে উঠলাম! কারী সাহেবের উপদেশের উপর আমল করে আমি যখন আমার পূর্ববর্তী জীবনকে পর্যালোচনা করলাম তখন আমার মন কাঁদতে লাগলো যে, আহ! হাজারো আফসোস! আহ! আমি জীবনের এতো বিরাট একটি অংশ অযথা ও অনর্থক কাটিয়ে দিয়েছি এবং আমি তা বুজতেই পারলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি সত্য অন্তরে তাওবা করলাম এবং দৃঢ় সংকল্প করে নিলাম যে, ভবিষ্যতে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, নিয়মিত নামায আদায় করে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করবো এবং **আল্লাহ তায়ালা** ও **প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং ওয়াদা খেলাফী ইত্যাদি থেকে বাঁচতে থাকবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আমাকে পরিবর্তন করে দিলো এবং আমর মতো বিকৃত মানুষও সংশোধন হয়ে গেলো। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট প্রার্থনা হলো যে, আমাকে মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(ফয়যানে সুন্নাত, নেকীর দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহারে ইনফিরাদী কৌশিশ আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা **"টিভির ধ্বংসলীলা"** পড়ে শুনানোর বরকতের বর্ণনা রয়েছে যে, যখন কারী সাহেব তার ছাত্রকে উল্লেখিত রিসালা পড়ে শুনালেন তখন তার তাওবা করার সৌভাগ্য নসীব হলো, সে নামাযী হয়ে গেলো আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা শুনা ও শোনানো খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনেক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা প্রতিদিন কমপক্ষে একটি মাদানী রিসালা পড়ার বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে এবং যারা সামর্থবান তারা বন্টনও করে থাকে, আপনারাও মাঝে মাঝে এই মাদানী রিসালাটি পড়ার, শুনার বা শুনানোর ব্যবস্থা করুন, তাছাড়া আপন মরহুম আত্মীয়দের ইছালে সাওয়াবের জন্য বিভিন্ন সময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী তা বন্টনও করুন।

বাঁট কর মাদানী রাসাইল দ্বীন কো ফেলায়িয়ে,
কর কে রাজী হক কো হকদারে জীনাঁ বন জাইয়ে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিসালা বন্টন করার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছুটা এরূপ বলেছেন: যে সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের সামর্থ্য রয়েছে তারা একটি করে মাদানী ব্যাগ কিনে নিন আর এতে সামর্থ্য অনুযায়ী মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা এবং বয়ানের সিডি ইত্যাদি রাখুন। নিশ্চয় সারা দিন না হলোও শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সেই মাদানী ব্যাগটি নিজের সাথে রাখুন এবং রিসালা ইত্যাদি অপরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করুন। সুযোগ অনুযায়ী এমনও হতে পারে যে, কাউকে শুধু পড়ার জন্য দিন, যখন সে পড়ার পর ফেরত দিবে তখন অন্য রিসালা পেশ করুন, এভাবে ক্রমান্বয়ে সিডি ও বড় কিতাবেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরূপ করাতে আপনি অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হতে পারেন আর এই কাজে অর্জিত অসংখ্য নেকীসমূহ আপনার মরহুম

আত্মীয়দের ইছালে সাওয়াবও করতে পারবেন। কিন্তু এসব কিছু যেন আপনার পক্ষ থেকে হয়, এর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করবেন না।

বাঁটনে মাদানী রাসাইল মাদানী ব্যাগ আপনাইয়ে,
অউর হকদার সাওয়াবে আখিরাত বন জাইয়ে।

রিসালা বন্টনের রসিদ

আমি .... বিন ....কে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব এবং রিসালা বন্টনের জন্য আমাকে দেয়া বা বন্টনের জন্য স্বাধীন ওকীল নিয়োগ করলাম, অর্থাৎ এরূপ স্বাধীন প্রতিনিধি বানালাম যে, উল্লেখিত সকল কাজ সে নিজেই করবে বা অন্য কাউকে এভাবে “স্বাধীন” ভাবে দায়িত্ব অর্পন করবে। যদি আমার অর্ডারকৃত কিতাব বা রিসালা কোন দূর্ঘটনার কারণে পাওয়া না যায় বা কোন কারণে ক্রয় করতে গিয়ে টাকা ছিনতাই হয়ে যাওয়া অবস্থায় কিতাব বা রিসালা ক্রয় করা না হলে তবে আমাকে অবহিত করবেন এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার অনুমতিক্রমে ব্যবস্থা নিবেন। আপনার হাতে আমার টাকা আমানত স্বরূপ। কোন ভূল ব্যবহারের কারণে নয়, যদি আপনার দ্বারা অর্থ বা কিতাব এবং রিসালা নষ্ট হয়ে যায়, তবে এর ক্ষতিপূরণ আপনার দায়িত্বে থাকবেনা আর আমি দাবীও করবো না।

অর্ডারকারীর নাম, পিতার নামসহ ....

সহজ যোগাযোগের ঠিকানা ....

....

ফোন নং .... স্বাক্ষর ....

বয়ান নং- ২

মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনা নির্মাণ

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ তাঁর **"ইহতিরামে মুসলিম"** রিসালায় দরূদে পাকের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং- ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ

সিরিয়ায় যেখানে হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তাবু স্থাপন করা হয়েছিলো, ঠিক সেখানেই হযরত দাউদ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদে আকসা) এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভবন পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হযরত দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ওফাতের সময় চলে আসে আর তিনি তাঁর সন্তান হযরত সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে এই ভবন পূর্ণ করার জন্য ওসীয়ত করলেন। সুতরাং হযরত সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জ্বীনদের একটি দলকে এই কাজে নিয়োগ করলেন এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। এমনকি তাঁর ওফাতের সময়ও নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারেননি, তখন তিনি এই দোয়া করলেন যে, ইলাহী! আমার মৃত্যু যেনো জ্বীনদের মাঝে প্রকাশ না হয়, যাতে করে তারা রীতিমতো ভবনটির নির্মাণ কাজ করতে থাকে এবং তারা যে অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবী করে, তাও যেনো ভুল প্রমানিত হয়ে যায়। এই দোয়া করে তিনি মেহরাবে প্রবেশ করেন এবং তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী লাঠির সাথে টেক লাগিয়ে ইবাদতে দাড়িয়ে গেলেন আর এই অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করলেন, কিন্তু জ্বিন শ্রমিকরা এটা মনে করল যে, তিনি জীবিত অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছেন,

তাই তারা যথাযথভাবে কাজে লিপ্ত থাকলো এবং অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর ঐ অবস্থায় থাকা জ্বিনদের নিকট কোন আশ্চার্যের বিষয় ছিলো না, কেননা তারা অনেকবার দেখেছে যে, তিনি এক এক মাস বরং কখনো কখনো দুই দুই মাস পর্যন্ত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তবে এক বছর পর্যন্ত ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এক পর্যায়ে **আল্লাহর** হুকুমে উইপোকা তাঁর লাঠিকে খেয়ে নিলো আর লাঠি ভেঙ্গে পরার কারণে তাঁর শরীর মুবারক মাটির সংস্পর্শে এসে গেলো। তখনই জ্বীনেরা এবং সমস্ত মানুষ জানতে পারলো যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ১৯০ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: "এই কোরআনী ঘটনা থেকে এটাই জানা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক শরীর ইন্তিকালের পর পঁচে গলে যায়না।" তাছাড়া এটাও জানা গেলো যে, জ্বিনদের অদৃশ্যের জ্ঞান নেই, আরো জানা গেলো যে, মসজিদ নির্মাণ করা আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দের পদ্ধতি, কেননা বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি হযরত দাউদ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রেখে ছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জ্বিনদের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ নির্মাণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে মসজিদুল হারাম হযরত ইব্রাহীম عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নির্মাণ করেছিলেন এবং মসজিদে নববী শরীফ আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নির্মাণ করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে মসজিদ নির্মাণ করা, তা পূর্ণ করা এবং এর প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা পোষণ করা অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং তা সৌভাগ্যেবানদেরই গুণ, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকেও এই সৌভাগ্যেবানদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আসুন! মসজিদের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আটটি বাণী শ্রবণ করি।

মসজিদ আল্লাহ তায়ালার ঘর

১. নিঃসন্দেহে মসজিদ দুনিয়ায় **আল্লাহ তায়ালা**র ঘর এবং **আল্লাহ তায়ালা**র হক হলো যে, তিনি (আপন ঘরের) যিয়ারত কারীদের সম্মান করবেন।

(মু'জামুল কবীর তাবারানি, ১০/১৬১, হাদীস নং- ১০৩২৪)

আল্লাহ তায়ালার ঘরকে পূর্ণকারী

২. নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা**র ঘরকে পূর্ণকারীরাই **আল্লাহ** ওয়ালা।

(মু'জামুল আওসাত তাবরানী, ২/৫৮, হাদীস নং- ২৫০২)

জান্নাতে ঘর

৩. যে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন। (বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১/১৭১, হাদীস নং- ৪৫০)

৪. যে লৌকিকতা এবং মানুষকে শোনানোর ইচ্ছা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন। (তাবরানী আওসাত, ৫/১৮৪, হাদীস নং-৭০০৫)

মুক্তা ও ইয়াকুতের জান্নাতী প্রাসাদ

৫. যে হালাল সম্পদ হতে মসজিদ নির্মাণ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে মুক্তা এবং ইয়াকুত পাথরের প্রাসাদ বানাবেন। (তাবারানী আওসাত, ৪/১৭, হাদীস নং- ৫০৫৯)

৬. যে মসজিদ বানালো হোক তা ছোট বা বড়, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বানাবেন। (তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, ১/৩৪৩, হাদীস নং- ৩১৯)

রহমতের দৃষ্টি

৭. যখন কোন বান্দা যিকির বা নামাযের জন্য মসজিদকেই ঠিকানা বানিয়ে নিবে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দান করেন, যেমন; যখন হারিয়ে যাওয়া কেউ ফিরে আসে, তখন পরিবারের লোকেরা খুশি হয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, ১/৪৩৮, হাদীস নং- ৮০০)

আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা

৮. যে মসজিদের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ভালবাসেন।

(মু'জামুল আওসাত তাবরানী, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, ৪/৪০০, হাদীস নং- ৬৩৮৩)

হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মানাভী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ব্যাখ্যায় লিখেন: মসজিদের প্রতি ভালবাসা এরূপ যে, **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এতে ইতিকাফ, নামায, **আল্লাহ**র যিকির এবং শরয়ী মাসয়ালা শিখা ও শিখানোর জন্য বসে থাকার অভ্যাস গড়া এবং **আল্লাহ তায়ালা**র সেই বান্দাকে ভালবাসাটা এরূপ যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে **তাঁর** রহমতের ছায়া দান করেন এবং তাকে **তাঁর** নিরাপত্তা প্রদান করান। (ফয়যুল কদীর, হরফুল মীম, ৬/১১২, ৮৫২৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সাওয়াবে জারীয়ার কাজ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মুমিনের মৃত্যুর পরও তাঁর আমল এবং নেকী সমূহ হতে যা কিছু তার নিকট পৌঁছে থাকে, তার মধ্যে থেকে একটি তো ঐ জ্ঞান যা সে মানুষদের শিখিয়েছে এবং প্রসার করেছে, ঐ নেককার সন্তান যাকে রেখে গেছে বা ঐ কোরআন শরীফ যা রেখে এসেছে বা মসজিদ নির্মাণ অথবা পানির ফোয়ারা চালু করে দিয়েছে কিংবা নিজের সুস্বাস্থ্য এবং জীবনের নিজের সম্পদ থেকে এমন সদকা করেছে, যার সাওয়াব সে ইন্তিকালের পরও পেতে থাকবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাতি, ১/১৫৭, হাদীস নং- ২৪২)

আলোচ্য হাদীসে পাক অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ করাও সাওয়াবে জারীয়ার কাজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ এরূপ নেক কাজ, যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে, সুতরাং যদি কেউ মসজিদ নির্মাণ করে বা এর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে, তবে তা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ নেক কাজ, যার সাওয়াব সর্বদা পেতে থাকবে, অনুরূপভাবে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদি নির্মাণ করা বা নির্মাণে অংশগ্রহণ করা বা মসজিদ ইত্যাদির জন্য জমি বা সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়াও অনেক বড় সাওয়াবে জারীয়ার কাজ, যার ক্ষমতা রয়েছে সে

যেনো নিজের এবং আপন মরহুম আত্মীয় স্বজনের জন্য অবশ্যই মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করে বা নির্মাণ কাজে অংশীদার হয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মৃত্যুর পর তার জন্য তা প্রশান্তির উপলক্ষ্য হবে।

সারা দুনিয়ায় সুন্নাতকে প্রসার করার আগ্রহী মাদানী সংগঠন অর্থাৎ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অসংখ্য বিভাগ ও মজলিশ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনি জামেয়াতুল মদীনা মজলিশ এবং মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশও প্রতিষ্ঠিত, যা জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থাপনার দেখভাল করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দেশ বিদেশে এই পর্যন্ত (১৪৩৮ হিজরি) ৪২২টি জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এতে ২৫০০০জনেরও অধিক ছাত্র ও ছাত্রীকে "দরসে নিজামী" (আলিম কোর্স) ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রায় ২২৯১টি "মাদরাসাতুল মদীনা" প্রতিষ্ঠিত, যাতে ১১৩৪২৫ (এক লক্ষ তের হাজার চারশত পঁচিশ) জন ছাত্র ও ছাত্রী ফ্রি কোরআনের হিফয ও নাজেরা করার সৌভাগ্য অর্জন করছে এবং (২০১৫ সালে) ৬৪৬১৫ (চৌষট্টি হাজার ছয়শত পনেরো) জন ছাত্র ও ছাত্রী কোরআনের হিফয এবং ১৭৯০৫০ (এক লক্ষ উনাশি হাজার পঞ্চাশ) জন ছাত্র ও ছাত্রী কোরআনের পাকের নাজেরা সমাপ্ত করেছে। অনুরূপভাবে মসজিদ নির্মানের জন্য খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ নামে একটি মজলিশ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা গড়ে প্রতিদিন একটি মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এই পর্যন্ত অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছে, আপনিও এই মজলিশের সাথে যোগাযোগ করে আপনার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ইছালে সাওয়াবের জন্য মসজিদ, জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনা নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুধু মাদরাসা, জামেয়া এবং মসজিদ নয় বরং তা পূর্ণও করে থাকে, আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে প্রতিদিন মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করুন আর প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদের নিকট জমা করিয়ে দিন। আসুন! উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

ইনফিরাদী কৌশিশের বরকত

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছেঃ আমি পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে নিজের জীবনের অমূল্য রত্ন সমূহকে অলসতায় নষ্ট করে যাচ্ছিলাম, গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুর সাথে আড্ডায় লিপ্ত থাকা আমার অভ্যাস ছিলো। ১৮ রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিঃ অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে অভ্যাস অনুযায়ী আমি বন্ধুদের সাথে বসে হাসি ঠাট্টায় লিপ্ত ছিলাম এবং এর ফলে বৈঠকে অট্টহাসির জোয়াড় আসছিলো, ইতিমধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকে রাসূল আমাদের নিকট আগমন করলো, তিনি সালাম দিলেন আর বসে পড়লেন, তার আগমনে আমাদের বৈঠকে কিছুটা নিরবতা এলো, তিনি আমাদেরকে খুবই উন্নত মাদানী ফুল শুনিয়ে ধন্য করলেন, তার সুন্দর আওয়াজ এবং মাদানী পদ্ধতিতে আমরা এতোই প্রশান্তি লাভ করলাম যে, আমরা তার মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষন পর তিনি যখন চলে যেতে লাগলেন, তখন আমরা আরয করলাম: ভাই! আরো কিছুক্ষন বসুন আর আমাদের ভালো ভালো কথা শুনান। নেকীর দাওয়াতের চেতনা সম্পন্ন ইসলামী ভাই আমাদের আবেদন রাখলেন। কথাবার্তার সমং আখিরাত ও উম্মতের সংশোধনের বিষয়টি আলোচিত হয়, সেই আশিকে রাসূলের প্রভাবময় ইনফিরাদী কৌশিশ আমাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

দ্বিতীয় রাতে আমরা আবারো সেই স্থানে ঐ ইসলামী ভাইয়ের অপেক্ষায় বসে ছিলাম, আশা অনুযায়ী তিনি আগমন করলেন এবং আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় যাওয়ার দাওয়াত দিলেন, তার কথাবার্তা ও আচরন দেখে বিশেষকরে আমি অস্বীকার করতে পারলাম না এবং তার সাথে ফয়যানে মদীনার পবিত্র পরিবেশে পৌঁছে গেলাম। **খোদাভীতি** ও **ইশকে রাসূলের** চেতনা অন্তরে জাগ্রতকারী মাদানী পরিবেশ আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো এবং এভাবেই এই আশিকে রাসূলের ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নসীব হলো।

(ফয়যানে সুন্নাত, নেকীর দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা)

হে ইসলামী ভাই সবহি ভাই ভাই! বে হদ হে মুহাব্বত ভরা মাদানী মা'হোল।
তানাযযুল কি গেহরে গড়ে মে থে উন কি, তরক্কী কা বাইস বনা মাদানী মা'হোল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী তহবিল সংগ্রহের মাদানী ফুল

মৃত ব্যক্তির ইছালে সাওয়াবের জন্য মাদানী তহবিল (চাঁদা) সংগ্রহের সময় যে মসজিদ বা মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণ করবেন তার পরিপূর্ণ বিবরণ দেয়া আবশ্যক, সুতরাং এই বাক্যের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করুন।

মসজিদের জন্য মাদানী তহবিল (চাঁদা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশের অধীনে সারা পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে, আপনি আপনার মরহুম/ মরহুমার ইছালে সাওয়াবের জন্য মসজিদ নির্মাণ এবং এর সকল ব্যয় নির্বাহ করার জন্য দান করুন। (যার থেকে এই দান (অর্থ) নিচ্ছেন তাকে একথা বুঝিয়ে দিন)

মাদরাসাতুল মদীনা/ জামেয়াতুল মদীনার জন্য মাদানী তহবিল (চাঁদা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মজলিশ জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা বা খুদ্দামুল মাসাজিদের অধীনে দুনিয়া জুড়ে নতুন জামেয়াতুল মদীনার জন্য জায়গা ক্রয়, জামেয়াতুল মদীনার নির্মাণ হতে থাকে, সুতরাং আমাদেরকে আপনি আপনার মরহুম/ মরহুমার ইছালে সাওয়াবের জন্য জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার জন্য জায়গা ক্রয়, যেকোন জামেয়াতুল মদীনা নির্মাণ এবং এর সকল ব্যয় নির্বাহ করার জন্য দান করুন।

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য মাদানী তহবিল (চাঁদা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে দুনিয়া জুড়ে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য জায়গা ক্রয় আর এর নির্মাণ অব্যহত আছে, যেখানে মসজিদ, দ্বীনি কাজের জন্য

অফিস এবং মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। আপনি আমাদেরকে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য জায়গা ক্রয়, এর নির্মাণ এবং এর সকল ব্যয় নির্বাহ করার জন্য আপনার মরহুম/ মরহুমার ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে দান করুন। যার থেকে চাঁদা নিচ্ছেন তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন যে, ফয়যানে মদীনা কি, এতে মসজিদ, দ্বীনি কাজের জন্য অফিস, মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

মাদরাসাতুল মদীনার ইছালে সাওয়াব মজলিশের মাদানী ফুল

১. কোন যিম্মাদার তার মরহুমের জন্য ইছালে সাওয়াব করাতে হলে তবে সংশ্লিষ্ট নাযিমকে (পরিচালক) sms এর মাধ্যমে (বিদেশীরা প্রদত্ত ই-মেইল এ্যাডরেচের মাধ্যমে) নাম লিখিয়ে দিন।

২. প্রত্যেক সোমবার শরীফ দোয়ায়ে মদীনায় ইছালে সাওয়াব হবে।

৩. ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

ঘোষনা

সকল মাদানী মুন্না মনোযোগ দিন! আমরা এ সপ্তাহে যা পড়েছি বা পড়িয়েছি এগুলো ইছালে সাওয়াব করছি। অতঃপর এই শব্দাবলী দ্বারা দোয়া করুন।

দোয়া

এসপ্তাহে আমরা যা পড়েছি বা পড়িয়েছি এতে **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের অর্জিত সাওয়াব **রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আম্বিয়া ও মুরসালিন, খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মুমিনীন, শহীদাইন ও আসিরানে কারবালা, সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন, বিশেষ করে চার

মাযহাবের ইমাম এবং তাদের অনুসারিবৃন্দ, চার সিলসিলার মাশায়িখ ও মুরীদিন, বিশেষ করে হুযুরে আলা হযরত এবং আমীরে আহলে সুন্নাত, মাদানী কাফেলার মুসাফিরবৃন্দ, মাদানী ইন্‌আমাতের আমলকারীগণ এবং সমস্ত মুমিন ও মুসলমান নরনারী, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মরহুমগণ এবং যে সকল মরহুমের নাম পাওয়া যায়নি, তাদের সকলকেই ইছালে সাওয়াব করছি, হে **আল্লাহ**! সকল মরহুমকে ক্ষমা করে দিন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

৪. ইছালে সাওয়াব করে যারা sms ইত্যাদি করেছে, তাদেরকে reply করে জানিয়ে দিন যে, আমাদের মাদরাসাতুল মদীনায় সপ্তাহে প্রায় .... পারা পড়ানো হয়ে থাকে, আমরা আপনার পাঠানো নাম সমূহের ইছালে সাওয়াব করে দিয়েছি।

যে মানুষকে উপকৃত করে

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনকে ভালবাসা হয় এবং ঐ (ব্যক্তি)র মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যে না কাউকে ভালবাসে, না তাকে কেউ ভালবাসে আর মানুষের মধ্যে উত্তম সেই, যে মানুষের উপকার করে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১৭, হাদীস নং-৭৬৫৮)**

কাফন ও দাফন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রদত্ত)

প্রশ্ন: যদি মৃত ব্যক্তির শরীরে কোন দূর্ঘটনার কারণে ছিদ্র হয়ে যায়, তবে তাতে সেলাই করা কেমন?

উত্তরঃ মৃত্যুর পরে সেলাই করার অনুমতি নেই, কেননা তা মৃত ব্যক্তিকে অযথা কষ্ট দেয়া, তবে হ্যাঁ! ছিদ্রের রুই বা কটন গুঁজে দিতে পারেন, যেমনিভাবে নাক ও কানের ছিদ্রতে গুঁজে দেয়ার হুকুম রয়েছে।

প্রশ্ন: যদি হাসপাতাল হতে লাশ এই অবস্থায় আসে যে, ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে, তবে কি ব্যান্ডেজ খুলে পানি পৌঁছাতে হবে?

উত্তরঃ কিছু ব্যান্ডেজ শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, তা তুলতে গেলে শরীর বা লোম ছিঁড়ে যাওয়াতে মৃতের কষ্ট হবে, সুতরাং এরূপ ব্যান্ডেজ যদি কুসুম গরম পানি ঢেলে সহজে খোলা সম্ভব হলে, তবে খুলে ফেলুন অন্যথায় রেখে দিন এবং কিছু ব্যান্ডেজ শরীরের সাথে লেগে থাকেনা, এরূপ ব্যান্ডেজ মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট না দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

প্রশ্ন: পোষ্ট মর্টেম (post mortem) করা লাশের বুক হতে নাভী পর্যন্ত সেলাইয়ের উপর প্লাষ্টিক আবরন লেগে থাকে, তা কি তুলে ফেলা আবশ্যক?

উত্তরঃ এই প্লাষ্টিক আবরণ সাধারণত শরীরের সাথে লেগে থাকে, যা তোলা মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্টের কারণ, সুতরাং এরূপ আবরণও যদি কুসুম গরম পানি ঢেলে সহজে তোলা যায় তবে তুলে নেবে, অন্যথায় রেখে দিবে।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে যদি রক্ত বের হতে থাকে তবে কি বেশি করে ব্যান্ডেজ করা যেতে পারে বা প্লাষ্টিক প্যাকিং করানোর অনুমতি আছে কী?

উত্তরঃ প্লাষ্টিক প্যাকিং করার পরিবর্তে ব্যান্ডেজ করুন।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে ইস্তিঞ্জা করানোর জন্য প্লাষ্টিকের হাত মোজা (Hand Gloves) ব্যবহার করা যাবে কী?

উত্তরঃ ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্নঃ যদি গোসলের পরও মৃতের মুখ খোলা থাকে, তবে কি মাথা হতে চিবুক পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা যাবে?

উত্তরঃ বাঁধা যাবে।

প্রশ্নঃ যদি আগুনে পোঁড়া বা ডুবার কারণে মৃতের শরীর এমনভাবে গলে যায় যে, হাত লাগালে চামড়া উঠে যাবে বা মাংস ঝড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতেও কি তাকে গোসল দিতে হবে?

উত্তরঃ যদি মৃতের শরীর এমনভাবে গলে যায় যে, হাত লাগালে চামড়া উঠে যাবে বা মাংস খসে পরবে তবুও তাকে গোসল দিতে হবে এবং গোসল দেয়ার পদ্ধতি হলো যে, তার উপর হাত দেয়া ব্যতীত পানি ঢেলে দিবে।

প্রশ্নঃ ডায়াবেটিকের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থানে যেসকল পোকা ভেতরে চলে গেছে, তা পরিষ্কার করা কি আবশ্যক?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট না দিয়ে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করে দিন।

প্রশ্নঃ যদি জানাযার নামায দেরিতে হয়, তবে গোসল কখন দেয়া উচিৎ, ইন্তিকালের পরপরই নাকি জানাযার নামাযের কিছুক্ষন পূর্বে?

উত্তরঃ ইন্তিকালের পরপরই।

প্রশ্নঃ কবরের দেয়ালে আঙ্গুলের ইশারায় লেখা যাবে কি?

উত্তরঃ লেখা যাবে।

প্রশ্নঃ যদি দাফন করার সময় মাগরিবের আযান হয়ে যায় বা অন্যান্য নামাযের জামাআতের সময় হয়ে যায়, তখন কি দাফন করবে নাকি জামাআতের সহিত নামায পড়ে নিবে?

উত্তরঃ দাফনের জন্য যতোজন প্রয়োজন তারা থাকবে বাকিরা জামাআতের সহিত নামায আদায় করে নিবে।

প্রশ্নঃ মৃতের পায়ে অধিক ময়লা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করা আবশ্যক নাকি পানি পৌঁছালেই হবে?

উত্তরঃ ফরয গোসল আদায় করার জন্য পানি পৌঁছানো যথেষ্ট, তবে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করা জায়িয।

প্রশ্ন: মসজিদ হতে জানাযার ঘোষণা করা কেমন?

উত্তর: জায়িয।

প্রশ্ন: আমাদের এখানে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন জানাযার নামাযের পর হিলা করানো হয়ে থাকে, যার পদ্ধতি হলো যে, ইমাম সাহেব জানাযার নামাযের পর মুক্তাদীদের সাথে নিয়ে বৃত্ত করে দাড়িয়ে যান এবং কোরআনে করীম নিয়ে তার নিচে কিছু টাকা রেখে তা একে সবার হাতে দিয়ে মালিক বানাতে থাকেন আর যখন ইমাম সাহেবের নিকট পুনরায় ফিরে আসে, তখন ইমাম সাহেব দোয়া করে থাকেন, প্রত্যেককে মালিক বানানোর এই কাজ কয়েকবারই করে থাকে এবং প্রতিবারই ইমাম সাহেব দোয়া করে থাকেন, এ ধরনের হিলা জায়িয আছে কি? এবং এধরনের হিলার কারণে মৃতের কোন উপকার হয় কি, হয়না? অথচ মৃতব্যক্তির নামায ও রোযার কোনো হিসাব করা হয়নি, বিস্তারিত বর্ণনা করুন?

উত্তর: ইসকাত হিলার এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ সঠিক নয়, তবে এতে যে টাকা ফকিরকে দেয়া হচ্ছে সেই অনুপাতে মৃতের রোযা এবং নামাযের ফিদিয়া হয়ে যাবে, ইসকাত হিলার সঠিক পদ্ধতি হলো যে, মৃতের সারা জীবনের অনাদায়কৃত রোযা ও নামাযের হিসাব করবে, অতঃপর যদি মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত করে, তবে তার সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে এবং যদি ওসীয়ত না করে তবে তার নিকট থেকে কিছু সম্পদ দিয়ে বা ঋণ নিয়ে ফিদিয়া দিতে হবে আর যদি সম্পদ কম হয় এবং ফিদিয়া বেশি হয়, তবে আদান প্রদানের পদ্ধতি অবলম্বন করাও জায়িয, ফুকাহায়ে কিরামগণ এর বৈধতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তবে এতে এই বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকা উচিত যে, বৃত্তের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা যেনো শরয়ী ফকির হয়, কোন ধনী ব্যক্তি যেনো এখানে না দাঁড়ায়, যদি কোন ধনী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায় তবে তার নিকট যাওয়া পরিমাণ অর্থের ফিদিয়া আদায় হবেনা। প্রত্যেক শরয়ী ফকির এই অর্থের মালিক হয়ে নিজের পক্ষ থেকে মৃতের নামায রোযার ফিদিয়ার নিয়্যতে অপরকে দিতে থাকবে, এভাবে আদান প্রদান করতে থাকবে, এক পর্যায়ে মৃতের অনাদায়কৃত সমস্ত নামায রোযার ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। অর্থের সাথে যদি কোরআনে পাকও থাকে তবে কোরআন মাজীদের পরিবর্তে শুধুমাত্র ততটুকু ফিদিয়া আদায় হবে, যতটুকু

কোরআনে পাকের মূল্য, এটা মনে করা যে, কোরআনে পাক দ্বারা সমস্ত ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে, এটা ভিত্তিহীন।[১]

প্রশ্নঃ বোমা ইত্যাদির আঘাতে অনেক সময় লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এর ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তরঃ কোন মুসলমানের অর্ধেকের বেশি অংশ পাওয়া গেলে তবে তাকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং জানাযার নামায পড়তে হবে আর নামাযের পর যদি অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় তবে ২য় বার নামায পড়তে হবে না এবং অর্ধাংশ পাওয়া গেলে তবে যদি এতে মাথাও থাকে, তবুও একই হুকুম আর যদি মাথা না হয় বা দৈর্ঘ্যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডান বা বামের একটি অংশ পাওয়া যায়, তবে এই উভয় অবস্থাতেই গোসলও দিতে হবে না, কাফনও দিতে হবে না, নামাযও পড়তে হবে না বরং একটি কাপড় পেঁচিয়ে দাফন করে দিবে।

(রদ্দুল মুখতার সম্বলিত দূররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালতিল জানাইয, ৩/১০৭)

প্রশ্নঃ মৃতকে একেবারে উলঙ্গ করে গোসল দেয়া শরয়ীভাবে জায়িয আছে কি নেই?

উত্তরঃ না জায়িয, কেননা মুসলমানের সম্মান জীবিত বা মৃত, উভয় অবস্থাতেই একই।

প্রশ্নঃ মৃতের আত্মীয়-স্বজন অন্য দেশে থাকাবস্থায় তার জন্য দাফনে দেরী করা যাবে কী?

উত্তরঃ হাদীসে পাকে রয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তবে তাকে আটকে রেখো না এবং তাকে কবরের দিকে দ্রুত নিয়ে যাও। (মিশকাত, কিতাবুল জানাইয, বাবু দাফনিল মাইয়্যাত, ২/৩২৫, হাদীস নং- ১৭১৭) যে আত্মীয় আসতে অনেক বেশি সময় লাগবে তবে এমতাবস্থায় তার জন্য অপেক্ষা করে মৃত ব্যক্তির দাফনে বিলম্ব করার কখনোই অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ কবরকে পাকা করা কেমন?

উত্তরঃ কবর উপরে পাকা করা জায়িয, কিন্তু উত্তম হলো যে, উপরেও পাকা না করা আর বিনা প্রয়োজনে ভেতরে পাকা করা নিষেধ এবং মাকরূহ, মনে রাখবেন!

---

(১) ফিদিয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ...... পৃষ্ঠা দেখুন।

আসলে কবর হলো মাটির ঐ অংশ যার সাথে মৃত ব্যক্তি জুড়ে থাকে, তাই এর আশেপাশের কোন অংশই বিনা প্রয়োজনে পাকা করা নিষেধ এবং মাকরূহ, তবে প্রয়োজনে কবরের ভেতরের অংশও পাকা করার অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্নঃ কিছু কিছু এলাকা এমনও রয়েছে যে, যখন সেখানে কবর খনন করা হয়, তখন পানির স্তর উপরে হওয়ার কারণে কবরে সামান্য পানি চলে আসে, এতো পানি আসে যে, মৃতের পিঠ ভিজে যেতে পারে। ঐসমস্ত এলাকায় মাটির উপর দেয়াল দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে কি দাফন করা যাবে?

উত্তরঃ মৃতকে মাটিতে রেখে তার চারিদিকে দেয়াল করে দেয়া শরয়ী ভাবে জায়িয নেই, যথাসম্ভব মৃতকে মাটির ভেতরেই দাফন করা ফরযে কিফায়া। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী কবর খনন করে মৃত ব্যক্তিকে কাঠ বা লোহার বক্সে রেখে কবরের মধ্যে রেখে দিন।

প্রশ্নঃ সাধারণের কবরে নাম ফলক লাগানোর বিধান কি?

উত্তরঃ কবরের পরিচিতির জন্য নাম ফলক লাগানো জায়িয, কিন্তু এতে কোরআনের আয়াত ও পবিত্র নাম সমূহ যেনো লিখা না হয়, কেননা সাধারণত কবরস্থানে এর বেআদবি হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ আমাদের এলাকায় এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন দাফনের পর কিছুদিন পর্যন্ত তার কবরে ফুল রাখা হয়, অনুরূপভাবে শবে বরাত এবং ঈদের সময়েও কবরে তাজা ফুল এবং পাঁপড়ি রাখা হয়, কবরের উপর ফুল রাখা কি জায়িয? আর এতে কি কোন উপকারিতা আছে নাকি নেই?

উত্তরঃ কবরে ফুল রাখা জায়িয ও মুস্তাহাব, যতক্ষন পর্যন্ত ফুল সতেজ থাকে, মৃতব্যক্তি প্রশান্তি লাভ করে, এই বিষয়টি হাদীসে পাক দ্বারা প্রমানিত। যেমন-

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا হতে বর্ণিত, **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা বা মদীনার কোন একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দুইজন ব্যক্তির আওয়াজ শুনলেন যে, তাদের উপর কবরে আযাব হচ্ছিল, **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ এই দু'জনের উপর আযাব হচ্ছে এবং বড় কোন বিষয়ে আযাব হচ্ছে না, যা থেকে বেঁচে থাকা দুস্কর, অতঃপর

ইরশাদ করলেন: তাদের মধ্যে একজন তো তার প্রস্রাব থেকে বাঁচতোনা এবং অপরজন চুগলখোরি করতো, অতঃপর খেঁজুরের একটি সতেজ ডাল আনালেন, তা দু'টুকরো করলেন আর উভয় কবরে একটি করে রেখে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরূপ কেন করলেন? ইরশাদ করলেন: যতক্ষন পর্যন্ত এই ডাল দু'টি শুকাবেনা ততক্ষন পর্যন্ত এদের দু'জনের আযাব কম হতে থাকবে। (বুখারী, কিতাবুল ওযু, ১/৯৫, হাদীস নং-২১৬)

মিরকাতে রয়েছে যে, মানুষের মাঝে প্রচলিত যে, সুগন্ধযুক্ত ফুল এবং খেঁজুরের ডাল কবরের উপর রাখে, তা এই হাদীসের আলোকে সুন্নাত।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৫৩)

প্রশ্ন: যদি মহিলা মারা যায়, তবে তার কাফনে সেলোয়ার পড়ানো সঠিক কি না?

উত্তর: মহিলাদের সুন্নাত কাফনের মধ্যে পাঁচটি কাপড় রয়েছে। লিফাফাহ, ইযার, কামিস, ওড়না এবং সীনাবন্দ (বক্ষবন্ধনি)। মহিলাদের কাফনে সেলোয়ার পড়ানো সুন্নাত নয় এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই।

প্রশ্ন: মৃতের ঘরে মৃত্যুর দিন দূর দুরান্ত থেকে যে আত্মীয় স্বজন আসে, তাদের খাবার ও রাতে থাকার ব্যবস্থা করা শরয়ীভাবে কেমন? যদি খাবারের ব্যবস্থা করা না হয় তবে অধিকাংশ গ্রামে হোটেল ইত্যাদিও থাকেনা যে, মেহমানরা নিজেরা কিনে খেয়ে নিবে অথবা নিজেরাই কোন ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় কি করা উচিৎ?

উত্তর: আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশিরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য প্রথমদিন এতটুকু খাবার পাঠানো যে, যেনো তারা দুই বেলা খেতে পারে, এটা সুন্নাত বরং জোড় করে তাদের খাওয়ানো উচিৎ। অনুরূপভাবে দূর দুরান্ত থেকে আগমনকারী যারা মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গের আত্মীয় স্বজন তারাও এই খাবার খেতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য যারা অতি আগ্রহে এখানে পরে থাকে, তাদের জন্য মৃতের পরিবারের পানাহারের ব্যবস্থায় লিপ্ত হওয়া মৃতের দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত মন্দ প্রথা। যদি মৃতের পরিবারের কেউ নিজের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকেও করে তবুও নিষেধ এবং পরিত্যক্ত সম্পদ থেকেও করা নিষেধ বরং পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কও থাকে আর তার অংশ থেকে করা তো আরো কঠিনতর হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬৬৬)

প্রশ্ন: যদি দু'জন ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী বিষয়ে ঝগড়ার কারণে অসন্তুষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাদের মধ্য থেকে কোন একজন মৃত্যুবরন করে, তবে দুনিয়াবী ঝগড়ার কারণে জীবিত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায না পড়ার হুকুম কি?

উত্তর: যে শরীয়াতের কোন কারণ ছাড়া তিন দিনের অধিক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অসন্তুষ্ট থাকে, তবে সে ফাসিক। হাদীসে মুবারাকায় এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে হক সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা। সুতরাং যে তার মুসলমান ভাইয়ের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারে, তবে তা যেনো বিনা কারণে বর্জন না করে এবং দুনিয়াবী ঝগড়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের জানাযার নামায বর্জন করা কখনোই উচিৎ নয়।

প্রশ্ন: গোসল দেওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির মুখের নকল দাঁত, স্বর্নের দাঁত, নকল চোখ বা লেন্স ইত্যাদি দেখা গেলে এর বিধান কি?

উত্তর: এর পদ্ধতি হলো যে, এরূপ কৃত্রিম জিনিস যদি সহজে আলাদা করা যায়, যাতে মৃতের কষ্ট না হয়, তবে খুলে নেয়ার অনুমতি আছে এবং যদি মৃতের কষ্ট হয় তবে অনুমতি নেই।

প্রশ্ন: অনেক সময় যখন নতুন কবর খনন করা হয় তখন হাঁড়গোড় বের হয়ে আসে, এরূপ পরিস্থিতিতে কি করা যায়?

উত্তর: কোন জায়গায় মৃতকে দাফন করা সম্পর্কে জানা থাকলে যদিওবা অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় সেই জায়গা খনন করে অপর মৃতকে দাফন করা নাজায়িয ও হারাম এবং জানা ছিলো না আর খনন করার সময় হাঁড়গোড় পাওয়া গেলো তখন তা আবারো দাফন করে দিবে এবং অন্য কোনো নতুন করে কবর খনন করতে হবে।

প্রশ্ন: কখনো এমনও হয় যে, বৃষ্টির কারণে কবরে ফাটল দেখা দেয়, তখন লোকেরা উঁকি মেরে দেখে, এরূপ করা কেমন?

উত্তর: এখানে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ যে, যখন মৃতকে কবরে রেখে **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার** নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়, তখন থেকেই আলমে বরযখের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় এবং এখন তা **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** ও

মৃতের মাঝখানে গোপন বিষয় হয়ে থাকে, সুতরাং এখন আর কারো এর প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়ার চেষ্টা করা বা কবরে উঁকি মেরে দেখার অনুমতি নেই।

প্রশ্নঃ যে শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণের পর মারা যায় এবং তার নাম রাখা হয়নি, তবে কি পরে তার নাম রাখা আবশ্যক নাকি আবশ্যক নয়? এ ব্যাপারে বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ যে শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণ করে মারা গেছে, তার জানাযাও হবে, কাফন দাফনও হবে এবং তার নামও রাখতে হবে, অনুরূপভাবে যে শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণ করেনি, তারও নাম রাখতে হবে, যদি সেই সময় তাড়াতাড়ি বা বেদনার কারণে নাম রাখার কথা ভূলে যায় এবং দাফন করে দেয়, তবে পরেও তার নাম রাখতে পারবে।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসলের সময় ইস্তিঞ্জার জন্য থলে ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তরঃ সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহৃত কাপড় থলের মতো হয়ে থাকে, যাতে হাত ঢুকিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ কিছু কিছু এলাকায় বর্তমানে প্রায় কবরের ভিতরে সিমেন্টের তৈরি ব্লক লাগানো হয়ে থাকে এবং উপর থেকে বন্ধ করার জন্যও সিমেন্টের তৈরী স্লেপ লাগানো হয়, এভাবে দাফন করা কি সঠিক?

উত্তরঃ সিমেন্ট যেহেতু পুড়িয়ে বানানো হয়, সুতরাং সিমেন্টের তৈরী ব্লক বা আগুনের তৈরী ইট কবরের ভেতরে না লাগানোই উত্তম আর যদি কবরের মাটি ধসে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে সেই ইট বা ব্লক লাগানোর পর এর উপর মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিন, অনুরূপভাবে সিমেন্টের স্লেপের ভেতরের অংশেও মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিন, যেনো মৃতের চারিদিকে মাটিই হয়, যদি কেউ এরূপ নাও করে তবুও গুনাহগার হবেনা।

প্রশ্নঃ মাকরূহ সময়েও কি জানাযার নামায পড়া যাবে?

উত্তরঃ যদি মাকরূহ সময়ে লাশ নিয়ে আসে, তবে এমতাবস্থায় জানাযার নামায মাকরূহ সময়েও আদায় করা যেতে পারে এবং যদি লাশ প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিলো আর মাকরূহ সময় শুরু হয়ে গেলো তবে এখন মাকরূহ সময়ের মধ্যে জানাযার নামায আদায় করার অনুমতি নেই।

প্রশ্ন: যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে দেয়া হয় এবং এখনো কাফন পরিধান করানো হয়নি, এখন এক আত্মীয় ইচ্ছা পোষন করলো যে, আমিও গোসল করানোর কাজে অংশগ্রহণ করবো, তবে কি সে গোসলে অন্তর্ভূক্ত (আবারো পানি প্রবাহিত করতে) হতে পারবে, এ ব্যাপারে বর্ণনা করুন।

উত্তর: মৃত ব্যক্তির গোসলের সময় নেককার ব্যক্তিরাই অংশগ্রহণ করবে এবং যতজন ব্যক্তির প্রয়োজন শুধু তারাই মৃতের পাশে থাকবে এবং যখন গোসল দিয়ে দেয়া হয়, তখন আর কারো অংশগ্রহণের (পানি প্রবাহিত করার) অনুমতি নেই।

প্রশ্ন: যদি কোন মৃত ব্যক্তির সতরের স্থানে ক্ষত থাকে, তবে কি তার সতরের স্থান দেখার অনুমতি আছে? যাতে সাবধানতার সহিত গোসল দেয়া যায়?

উত্তর: গোসল দেয়ার জন্য এরূপ ক্ষত দেখার অনুমতি নেই, হ্যাঁ! তবে পানি দেয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং হাত বুলাবেনা।

প্রশ্ন: যখন কবরে আযান দেয়া হয়, তখন লোকজনকে বলা হয় যে, আপনারা এখান থেকে চলে যান। এখন এখানে থাকার কারো অনুমতি নেই, এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিন যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে এরূপ করাটা কেমন?

উত্তর: কবরে আযান দেয়ার উদ্দেশ্য হলো শয়তানকে তাড়ানো এবং রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, যখন দাফন করে লোকজন চল্লিশ কদম দূরে চলে যায় তখন মুনকার নকিরের আগমন ঘটে। তাই অবশিষ্ট লোকজনকে চলে যেতে বলা হয়, যখন সবাই চলে যায় তখন আযান দেয়া হয়। কিন্তু যদি কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তখন আযান দেয়া হয় তবে এতে শরয়ী কোন বাঁধা নেই।

প্রশ্ন: অনেক ইসলামী ভাই দাফনের পূর্বে কবরে নেমে সূরা মূলক তিলাওয়াত করে থাকে, এরূপ করাট কেমন?

উত্তর: কবরে নেমে মৃত ব্যক্তির কল্যানের জন্য যদি কোরআন পাকের তিলাওয়াত করা হয় তবে তা জায়িয, এতে কোন ক্ষতি নেই, তবে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি দাফনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয় তখন মৃত ব্যক্তিকে থামিয়ে রেখে কবরে নেমে কোরআন তিলাওয়াত করার পরিবর্তে মৃত ব্যক্তি আসার পূর্বেই তিলাওয়াত করে নিন।

প্রশ্ন: অনেক সময় অতি বৃষ্টি এবং পানি জমে যাওয়ার কারণে কোন কোন কবরের এক পাশ ঝুকে যায় বরং কিছু কবর ধসে যাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দেয়, এগুলো পুনরায় ঠিক করার ব্যাপারে মাদানী ফুল বর্ণনা করুন।

উত্তর: এই অবস্থায় কবর খোলার অনুমতি নেই বরং বাইরে থেকেই যেকোন উপায়ে ঠিক করার চেষ্টা করুন। অনুরূপভাবে যদি স্লেপ পরে যায় তবে এরূপ পরিস্থিতিতে একটি কাপড় উপরে ঝুলিয়ে দিয়ে কোন নেককার, সৎ, খোদাভীরু ব্যক্তিকে বলবে যে, তিনি যেনো কবরের ভেতরে উঁকি না দিয়ে শুধু হাত দ্বারা স্লেপ ঠিক করে দেয়, অতঃপর অপর স্লেপটি দিয়ে দ্রুত ঢেকে দিবে। এমতাবস্থায় কবরে উঁকি দেয়া জায়িয নেই।

প্রশ্ন: মহিলাদের কবরস্থানে ফাতিহা পাঠ করার জন্য যাওয়া কেমন?

উত্তর: মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ, রবং আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে যাওয়াও নিষেধ, শুধুমাত্র **নবীয়ে পাক, সাহেবে লাওলাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রাওযা মোবারকে মহিলাদের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি রয়েছে, (বরং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও ওয়াজিবের নিকটবর্তী) এছাড়া কোন মাযার বা কবরস্থানে ফাতিহা পাঠের জন্য মহিলাদের যাওয়া নিষেধ, অনুমতি নেই, ঘরে বসেই ফাতিহা পাঠ করে ইছালে সাওয়াব করে দিন।

প্রশ্ন: অনেক সময় মৃত ব্যক্তিকে বাধ্য হয়ে আমানত স্বরূপ দাফন করে দেয়া হয়, এর বিধান কি?

উত্তর: আমানত স্বরূপ দাফন করা যে, পরে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে দেয়া হবে, ইসলামে এর অনুমতি নেই। যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানেই রেখে দিন, সেখান থেকে বের করে অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তর করা হারাম।

ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ২৭টি মাদানী ফুল

(১) যে পানি ওযু অথবা গোসল করার সময় শরীর থেকে ঝরে পড়ে সেই পানি পবিত্র। কিন্তু যেহেতু এখন তা ব্যবহৃত হয়ে গেছে, সেহেতু এই পানি দ্বারা ওযু ও গোসল জায়িয হবে না।

(২) অনুরূপভাবে কোন ওযুহীন ব্যক্তির হাত বা আঙ্গুল কিংবা নখ অথবা শরীরের এমন কোন অঙ্গ যা ওযুতে ধৌত করতে হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে কিংবা অনিচ্ছায় দাহ দর দাহ (১০×১০) অর্থাৎ (225square feet) হাউজের চেয়ে কম পানিতে ধৌত না করা অবস্থায় পড়ে যায়, তাহলে সেই পানি ওযু ও গোসলের উপযুক্ত রইল না।

(৩) অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির জন্য গোসল করা ফরয, তার শরীরের কোন অধৌত অংশ যদি (225square feet) হাউজের চেয়ে কম পানিতে স্পর্শ হয়, তাহলে সেই পানি ওযু আর গোসলের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) যদি ধৌত করা হাত বা শরীরের কোন অংশ পড়ে যায়, তাহলে অসুবিধা নেই।

(৫) ঋতুবর্তি মহিলা হায়েয অথবা নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল কিন্তু এখনো গোসল করে নাই, তবে তার শরীরের কোন অংশ যদি ধৌত করার পূর্বে (১০×১০) অর্থাৎ (225square feet) হাউজের চেয়ে কম পানিতে পড়ে, তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে।

(৬) যে পানি কমপক্ষে দাহ দর দাহ অর্থাৎ (225square feet) পরিমাণ হয়, তবে তা প্রবাহমান পানি এবং যে পানি দাহ দর দাহ অর্থাৎ (225square feet) এর চেয়ে কম হবে, তবে তা বদ্ধ পানির হুকুমে পরিগণিত হবে।

(৭) সাধারণত গোসলখানার টেপ, ঘরে ব্যবহৃত পানির বড় বালতি, ডেকসি, বদনা ইত্যাদি দাহ দর দাহ অর্থাৎ (225square feet) হাউজ থেকে কমই হয়ে থাকে। ওসব পাত্র ভর্তি পানি বদ্ধ পানির হুকুমেই পরিগণিত হবে।

(৮) ওযুর অঙ্গগুলো থেকে যদি কোন অঙ্গ ধৌত করে নেয়া হল, তারপর যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া না যায়, তবে সেই ধৌত করা অংশ বদ্ধ পানিতে প্রবিষ্ট হলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে গণ্য হবেনা।

(৯) যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয নয়, সে যদি কনুই সহ হাত ধুয়ে নেয়, তাহলে পূর্ণ হাত এমনকি কনুইয়ের পরের অংশও (বাহু পর্যন্ত) বদ্ধ পানিতে প্রবেশ করালে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে না।

(১০) ওযু করা ব্যক্তি কিংবা হাত ধৌত করা ব্যক্তি যদি পুনরায় ধৌত করার নিয়্যতে প্রবেশ করায় আর এই ধৌত করা সাওয়াবের কাজ হয় যেমন; খাবার খাওয়ার জন্য বা ওযু করার নিয়্যতে বদ্ধ পানিতে প্রবেশ করায় তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে।

(১১) হায়েয ও নিফাস (মাসিক ঋতুবর্তী ও প্রসবোত্তর ঋতুবর্তী) অবস্থায় বদ্ধ পানিতে ধৌতহীন হাত বা শরীরের যে কোন অঙ্গের কোন অংশ প্রবেশ করায়, পানি ব্যবহৃত হিসাবে গণ্য হবেনা। হ্যাঁ, যদি তা সাওয়াবের নিয়্যতে প্রবেশ করায়, তাহলে ব্যবহৃত পানির হুকুমে চলে আসবে। যেমন; তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে আর যদি ইশ্‌রাক, চাশ্‌ত ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকে তাহলে সেসব ওয়াক্তে ওযু সহকারে কিছুক্ষণ যিকির ও দরূদ শরীফ পড়া। যাতে করে ইবাদতের অভ্যাসটি অব্যাহত থাকে। এখন এসবের জন্য ওযুর নিয়্যতে ধৌতহীন হাত বদ্ধ পানিতে প্রবেশ করালে পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য হবে।

(১২) পানির গ্লাস, বদনা বা বালতি ইত্যাদি উঠানোর সময় সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাতে করে ধৌতহীন আঙ্গুল ইত্যাদি পানিতে প্রবেশ না করে।

(১৩) ওযু করার সময় যদি পুনরায় ওযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে প্রথমে ধৌত করা অঙ্গটিও না ধোয়ার হুকুমে এসে গেছে। এমনকি যদি অঞ্জলিতেও পানি থাকে, সেই পানিও ব্যবহৃত পানিতে গণ্য হয়ে গেছে।

(১৪) গোসলের সময় যদি ওযু ভঙ্গকারী কোন কারণ পাওয়া যায়, তাহলে ওযুর যেসব অঙ্গ ধৌত করা হয়েছে সেগুলো না ধোয়ার পর্যায়ে চলে গেছে, কিন্তু গোসলের যেসব অঙ্গ ধৌত হয়েছে সেগুলো হয়নি।

(১৫) অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার পবিত্র শরীর যদিও বদ্ধ পানিতে যেমন; বালতি বা মশক ইত্যাদিকে পুরোপুরি ভাবে ডুবে যায়, তবুও পানি ব্যবহৃত হবে না।

(১৬) বোধ শক্তি সম্পন্ন বালক বা বালিকা যদি সাওয়াবের নিয়্যতে যেমন; ওযুর নিয়্যতে বদ্ধ পানিতে হাত বা আঙ্গুল অথবা নখও ডুবায়, তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

(১৭) মৃতকে গোসল করা পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে গণ্য। যদি তাতে কোনো নাপাকি নাও থাকে।

(১৮) বিশেষ কোন প্রয়োজনে যদি বদ্ধ পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তাহলে সেই পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে সাব্যস্ত হবেনা। যেমন; ডেকসি, বড় মটকা বা বড় ড্রামে পানি রয়েছে। পানি ঢেলে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে ছোট কোন পাত্র দিয়ে সেখান থেকে পানি নিবেন। এভাবে পানি নেওয়ার সময় বিশেষ প্রয়োজনে না ধোয়া হাত বা হাতের কিছু অংশ পানিতে প্রবেশ করিয়ে পানি নেওয়া যাবে।

(১৯) ভাল পানিতে যদি ব্যবহৃত পানি মিশে যায় আর যদি ভাল পানি পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে সব পানি ভাল পানিতে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন; ওযু বা গোসল করার সময় বদনা বা কলসিতে পানির ফোঁটা পড়ে, এমতাবস্থায় ভাল পানির পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে সেই পানি দিয়ে ওযু গোসল করা যাবে। অন্যথায় সব পানিই নষ্ট হয়ে গেছে।

(২০) পানিতে অধৌত হাত পড়েছে অথবা অন্য কোন ভাবে পানি ব্যবহৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পানিগুলোকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি মিশিয়ে নিবেন। তাহলে সব পানি ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া একটি পদ্ধতি এটাও রযেছে;

(২১) সেই পানিতে একদিক থেকে পানি ঢালবেন, অন্য দিকে ছেড়ে দিবেন। সব পানি ব্যবহারযোগ্য হয়ে যাবে।

(২২) ব্যবহৃত পানি পবিত্র। সেই পানি দিয়ে যদি নাপাক কাপড় বা অঙ্গ ধৌত করা হয়, তবে পাক হয়ে যাবে।

(২৩) ব্যবহৃত পানি পবিত্র। সেই পানি পান করা, রুটির খামির তৈরিতে ব্যবহার করা ইত্যাদি মাকরূহ তানযিহী।

(২৪) ঠোঁটের যে অংশটি ঠোঁট বন্ধ রাখা অবস্থায়ও বাইরে প্রকাশ পায়, সেই অংশটিকে ওযু করার সময় ধৌত করা ফরয। সুতরাং পেয়ালা বা গ্লাসে করে পানি পান করার সময় সাবধান হতে হবে। ঠোঁটের উল্লেখিত অংশের সামান্যও যদি পানিতে পড়ে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে।

(২৫) যদি ওযু অবস্থায় ছিল কিংবা কুলি করেছে অথবা ঠোঁটের সেই অংশও ধৌত করে নিয়েছে, এরপর ওযু ভঙ্গকারী কোন কারণও পাওয়া যায়নি, তবে তা পরাতে পানি ব্যবহৃত হবেনা।

(২৬) দুধ, কপি, চা, ফলের রস ইত্যাদির পানীয়তে না ধোয়া হাত ইত্যাদি পড়াতে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবেনা। তা দিয়ে তো এমনিতেই ওযু গোসল হয়না।

(২৭) পানি পান করার সময় গোঁফের অধৌত লোম গ্লাসের পানিতে লাগলে পানি ব্যবহৃত হিসেবে পরিণত হবে। সেই পানি পান করা মাকরূহ। যদি সে ওযু অবস্থায় ছিল, কিংবা গোঁফ ধোয়া ছিল, তাহলে অসুবিধা নেই।

(ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২য় খন্ড, ৩৭ থেকে ২৪৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৩৩৩ থেকে ৩৩৪ পৃষ্ঠা এবং ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম খন্ড, ১৪ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।) (ইসলামী বোনদের নামায, ৩১ পৃষ্ঠা)

অপচয় থেকে বাঁচার জন্য মাদানী ফুল

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"ওযুর পদ্ধতি"** রিসালায় উল্লেখিত মাদানী ফুলের আলোকে অপচয় থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি মাদানী ফুল পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিজেকে অপচয় থেকে বাঁচান।

❁ অপচয় করা শয়তানের কাজ, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত: ওযুতে প্রচুর পানি প্রবাহিত করাতে কোন কল্যান নেই এবং সেই কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুত তাহারাত, ৯/১৪৪, হাদীস নং- ২৬২৫৫)

❁ আজ পর্যন্ত যত ধরনের অবৈধ অপচয় করেছেন, তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা শুরু করে দিন। ❁ প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই যে, ভদ্রতা সহকারে কাজ আদায় করুন। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খুবই সুন্দর বলেছেন: "ভদ্রতা সহকারে উঠালে অল্পতেই যথেষ্ট হয়ে যায় এবং অভদ্রতায় তো অনেকই সংকুলান হয়না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/১০৪২)

ওযুতে অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল

বাহারে শরীয়াতে রয়েছেঃ "গোসল প্রদানকারী যেনো পবিত্র হয়।" সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে গোসল প্রদানকারীরা উচিৎ যে, প্রথমে সে নিজেই ওযু করে নিবে। ওযুতে অপচয় থেকে বাঁচার জন্য এই মাদানী ফুল সমূহ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন।

❁ ওযু করার সময় নল সাবধানতার সহিত খুলুন, ওযু করার সময় যথাসম্ভব এক হাত নলের ছিপিতে রাখুন এবং প্রয়োজন সেরে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন। ❁ মিসওয়াক, কুলি, গরগরা, নাক পরিস্কার, দাঁড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল এবং মাসেহ করার সময় নল ভালোভাবে বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন, যাতে এক ফোঁটা পানিও টপকে না পরে। ❁ কিছু লোক অঞ্জলিতে পানি নিয়ে এমনভাবে ঢালে যে, উপচে পড়ে যায়, অথচ যা উপচে পরলো তা নষ্ট হয়ে গেলো, এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ❁ প্রত্যেকবার অঞ্জলি পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই, বরং যে কাজের জন্য নিচ্ছেন, তার অনুমান রাখুন, যেমন; নাকের নরম হাঁড় পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর জন্য অঞ্জলিপূর্ণ পানির কি দরকার, অর্ধাঞ্জলিই যথেষ্ট বরং অঞ্জলিপূর্ণ পানি কুলি করার জন্যও প্রয়োজন নেই। ❁ নলের পরিবর্তে বদনা দ্বারা ওযু করলে পানি অপেক্ষাকৃত কম খরচ হয়, যাদের দ্বারা সম্ভব তারা বদনা দ্বারা ওযু করুন, যদি নল ছাড়া উপায় না থাকে তবে সম্ভব হলে এটাও করা যায়, যে সমস্ত অঙ্গে সহজ হয়, তা বদনা দ্বারা ধুয়ে নিন। নল দ্বারা ওযু করা জায়িয, ব্যস যেকোন ভাবে অপচয় থেকে বাঁচার পদ্ধতি বের করা উচিৎ।

মৃত ব্যক্তির গোসলে অপচয় থেকে বাঁচা এবং পানি কম খরচ করার মাদানী ফুল

❁ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময়ও পানি ব্যবহারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং অপচয় থেকে বাঁচার যথাসম্ভব চেষ্টা করুন, না হলে অসাবধানতা বসতঃ অনেক পানি নষ্ট হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির গোসলের জন্য বদনা ব্যবহার করুন। ফোঁয়ারা (shower) বা পাইপ দ্বারা গোসল দিতে হলে পানির প্রবাহ

মধ্যম রাখুন এবং এখন তিনবার ধোয়ারও প্রয়োজন নেই, কেননা প্রবাহিত পানিতে অঙ্গ ধোয়ার সময় কিছুক্ষণ পানি প্রবাহিত করাতে তিনবার ধোয়ার সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। ❋ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়ানো, কুলি ও নাকে পানি দেওয়া নাই, সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকুন। ❋ মৃত ব্যক্তির দাঁত, মাঁড়ি এবং নাকের ছিদ্র ইত্যাদি রুইয়ের পুটলি ভিজিয়ে পরিষ্কার করার জন্য বদনায় অল্প পানি নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী রুই ভিজিয়ে নিন এবং ব্যবহার করুন (হাতের তালুতে রুই রেখে উপর থেকে প্রবাহিত করাতে পানি অনেক খরচ হবে) ❋ কোন প্লেটে (বালতি, টাব ইত্যাদি) সাবধানতার সহিত এতটুকু পানি নিন, যার মাধ্যমে সুন্নাত অনুযায়ী গোসল হয়ে যাবে। ❋ ইস্তিনজা করানোর সময় নাপাকী বের না হওয়া অবস্থায় অল্প পানি ব্যবহারই যথেষ্ট। ❋ অনুরূপভাবে অবশেষে কাপুর মিশিয়ে পানি ঢালার জন্যও এক আধ বদনা পানিই যথেষ্ট।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেনঃ

❋ চিন্তা ভাবনা করুন যে, এমন কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যাতে ওযু এবং গোসলও সুন্নাত অনুযায়ী হবে এবং পানিও কম খরচ হবে। নিজেকে ভীত সন্ত্রস্ত করুন যে, কিয়ামতের দিন এক একটি কণা এবং ফোঁটার হিসাব হবে।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "**ওযুর পদ্ধতি**" রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

হিজড়াদের গোসল ও কাফনের ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ হিজড়াকেও (নপুংসক) কি গোসল ও কাফন দিতে হবে?

উত্তরঃ মুসলমান হিজড়াকে (নপুংসক) গোসল ও কাফন দিতে হবে।

প্রশ্নঃ তারা কি পুরুষ নাকি মহিলা?

উত্তরঃ এদের মধ্যে কারো পুরুষের এবং কারো মহিলার নিদর্শন থাকে, এরই প্রেক্ষিতে তাদের উপর পুরুষ বা মহিলার হুকুম অর্পিত হবে। অনেকে এমনও হয়ে থাকে, যাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই নিদর্শন থাকে বা এদের মাঝে কোন নিদর্শনই থাকে না, তাদেরকে জটিল হিজড়া (নপুংসক) বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: হিজড়া (নপুংসক) যদি পুরুষের হুকুমে হয়, তবে তার গোসল ও কাফনের বিস্তারিত বিবরন দিন?

উত্তর: এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, হয়তো সে প্রাপ্ত বয়স্ক হবে নয়তো অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উভয় অবস্থাতেই ঐ হুকুম অর্পিত হবে, যা বালক এবং পুরুষের অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও পুরুষকে যেভাবে গোসল ও কাফন দেয়া হয়, তাদেরও সেভাবেই দিতে হবে। এদের পরিচয় এটাই যে, শিশুর যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের লজ্জাস্থান থাকে এবং সে পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে বা উভয় অঙ্গ দিয়েই করে, কিন্তু প্রথমে পুরুষাঙ্গ দিয়ে করে, তবে তার উপর বালকের হুকুম অর্পিত হবে আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর পুরুষালি নিদর্শন যেমন; দাঁড়ি ইত্যাদি প্রকাশিত হলে, তবে পুরুষের হুকুমেই হবে।

প্রশ্ন: হিজরা (নপুংসক) যদি মহিলার হুকুমে হয় তবে তার গোসল ও কাফনের পদ্ধতি কিরূপ হবে?

উত্তর: এরও দু'টি অবস্থা, হয়তো সে প্রাপ্ত বয়স্কা হবে বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, উভয় অবস্থাতেই ঐ হুকুম অর্পিত হবে, যা বালিকা এবং মহিলার অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা এবং মহিলাকে যেভাবে গোসল ও কাফন দেয়া হয়, তাদেরকেও অনুরূপভাবে দেয়া হবে। এদের পরিচয় হলো যে, শিশুর যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের লজ্জাস্থান থাকে এবং সে স্ত্রীলিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে বা উভয় অঙ্গ দিয়েই করে, কিন্তু প্রথমে স্ত্রীলিঙ্গ দিয়ে করে, তবে তার উপর বালিকার হুকুম অর্পিত হবে আর প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর মেয়েলি নিদর্শন যেমন; বুক মহিলাদের মতো ফুলে উঠা, হায়েয আসা ইত্যাদি প্রকাশিত হলে, তবে মহিলার হুকুমেই হবে।

প্রশ্ন: আর জঠিল হিজড়ার গোসল ও কাফনের বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

উত্তর: এতেও দু'টি অবস্থা, যদি ছোট হয় এবং কামভাবের বয়স না হয় (অর্থাৎ তার বয়স এত যে, তাকে দেখে কামভাব আসে না), তবে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই তাকে গোসল দিতে পারবে এবং কাফন মেয়েদের মতোই দিতে হবে, কিন্তু রেশমী ইত্যাদি কাপড় যা পুরুষদের জন্য নিষেধ, তা দ্বারা কাফন দিবে না এবং যদি কামভাবের বয়স হয়ে যায় বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায়, তবে তাকে গোসল

দিতে হবে না বরং তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে এবং তায়াম্মুম করানো ব্যক্তি তার হাতে কাপড় পেঁচিয়ে তায়াম্মুম করাবে। যদি মুহরিম আত্মীয় হয় যেমন; মা, বাবা, ভাই, বোন ইত্যাদি তবে কাপড় পেঁচানো ছাড়া তায়াম্মুম করাতে পারবে। এর পরিচয় হলো যে, শিশুর যদি নারী পুরুষ উভয়ের লজ্জাস্থান থাকে এবং সে উভয় স্থান দিয়ে একই সময়ে পশ্রাব করে থাকে বা উভয় স্থান ব্যতিত মল মুত্র ত্যাগের জন্য একটি ছিদ্র থাকে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর পুরুষালি ও মেয়েলি নিদর্শন যেমন; দাঁড়ি, মহিলাদের মতো বুক ফুলে উঠা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তবে তার উপর জটিল হিজড়ার হুকুম অর্পিত হবে।

প্রশ্ন: তাদের জানাযার নামাযের ব্যাপারে বর্ণনা করুন।

উত্তর: অপ্রাপ্ত বয়স্ক জটিল হিজড়ার জানাযার নামাযে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের দোয়া পড়বে এবং অবশিষ্ট সকল কিছুতে যার উপর যেভাবে হুকুম হবে সেভাবে করবে।

কিতাবের সারমর্ম

মৃত্যুর নিদর্শন পাওয়া গেলে তখন এই চারটি কাজ করুন

১. যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হবে এবং নিদর্শন পাওয়া যাবে তখন মৃত্যু পথযাত্রীকে ডান কাত করে শুইয়ে দিয়ে মুখ কিবলার দিকে করে দিন বা ❁ সোজা অর্থাৎ চিৎ করে শুইয়ে কিবলার দিকে পা করে দিন এবং মাথাকে বালিশ ইত্যাদি দিয়ে উঁচু করে দিন, যাতে মুখ কিবলার দিকে হয়ে যায় এবং ❁ যদি কিবলার দিকে মুখ করা কঠিন এবং কষ্টকর হয়, তবে যে অবস্থায় আছে সেভাবেই রেখে দিন।

২. সুগন্ধের জন্য লুবান বা আগর বাতি জ্বালিয়ে দিন।

৩. সূরা ইয়াসিন শরীফের তিলাওয়াত করুন (যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে, তাদের উচিৎ যে, মাথা ঝুকিয়ে চুপচাপ নিঃশব্দে তিলাওয়াত শুনা)।

৪. তালক্বীন করুন অর্থাৎ তার পাশে উচ্চ আওয়াজে পড়ুন:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه যাতে মৃত্যু পথযাত্রীর কালেমা শরীফ মনে পরে যায় এবং তার শেষ বাক্যে যেনো কলেমা শরীফ হয়।

গোসল ও কাফনের জন্য যোগাযোগকারীকে এই মাদানী ফুল উপস্থাপন করুন

মৃতের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করুন, যেমন; এভাবে বলুনঃ **আল্লাহ তায়ালা** আপনাদেরকে ধৈর্য্য ধারন করার সামর্থ্য দান করুন, এই বিপদের মহান প্রতিদান দান করুন এবং মরহুমকে ক্ষমা করুন। (অতঃপর এই মাদানী ফুল উপস্থাপন করুন)

❋ মৃতের চোখ যদি খোলা থাকে তাহলে বন্ধ করে দিন।

❋ একটি প্রশস্ত কাপড় থুতনির নিচে থেকে মাথা পর্যন্ত নিয়ে বেঁধে দিন, যাতে মুখ খোলা না থাকে।

❋ চেহারা কিবলার দিকে করে দিন।

❋ মৃতের আঙ্গুল এবং হাত পা সোজা করে দিন।

❋ উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল মিলিয়ে আলতো করে বেঁধে দিন।

❋ মৃতের পেটের উপর সহনিয় ওজনের কোন জিনিষ (যেমন; লেপ বা কম্বল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভাঁজ করে) রেখে দিন, যাতে পেট ফুলে না যায়।

❋ পানি গরম করার ব্যবস্থা করে রাখুন এবং এই জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করে নিন!

(১) গোসলের তক্তা (২) আগরবাতি (৩) দিয়াশলাই (৪) ২টি মোটা চাদর (খয়েরী হলে উত্তম) (৫) রুই (৬) বড় রুমালের ন্যায় দু'টি কাপড়ের পিছ (ইস্তিঞ্জা ইত্যাদির জন্য) (৭) ২টি বালতি (৮) ২টি মগ (৯) সাবান (১০) বরই পাতা (১১) ২টি তোয়ালে (১২) কাফন ব্যতীত সেলাই বিহীন বড় প্রশস্ত কাপড় (১৩) কাঁচি (১৪) সুঁই সুতা (১৫) কাপুর (১৬) সুগন্ধি। (আপনার পৌঁছানোর আনুমানিক সময়ও জানিয়ে দিন)।

মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বের ৪টি কাজ

১. তক্তায় ধোঁয়া দিন অর্থাৎ আগরবাতি বা লুবান জ্বালিয়ে ৩ বার, ৫ বার বা ৭ বার গোসলের তক্তার চারিদিকে ঘুরান।

২. মৃত ব্যক্তিকে তক্তার উপর শোয়ান।

৩. নম্রতার সহিত কাপড় খুলুন বা প্রয়োজনে কাটুন কিন্তু সতর যেনো উম্মুক্ত না হয়।

৪. নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ গাঢ় রঙের মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন।

মৃত ব্যক্তির গোসলের ৭টি স্তর

(১) ইস্তিঞ্জা করানো। (ইস্তিঞ্জা যে করাবে সে নিজের হাতে কাপড় জড়িয়ে নিবে।)

(২) ওযু করানো (এতে কুলি ও নাকে পানি দেয়া নেই, সুতরাং রুই ভিজিয়ে দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁঠ এবং নাকের ছিদ্রে বুলিয়ে দিন, অতঃপর তিনবার চেহারা, তিনবার কনুইসহ উভয় হাত ধুয়ে দিন, একবার পুরো মাথা মাসেহ অতঃপর তিনবার উভয় পা ধুয়ে দিন)।

(৩) দাঁড়ি এবং মাথার চুল ধৌত করা।

(৪) মৃত ব্যক্তিকে বাম দিকে কাত করে শুইয়ে ডান পাশ ধৌত করা।

(৫) মৃত ব্যক্তিকে ডান দিকে কাত করে শুইয়ে বাম পাশ ধৌত করা।

(৬) পিঠে টেক দিয়ে বসিয়ে নম্রভাবে পেটের নিচের অংশে হাত দ্বারা মালিশ করা (সতরের স্থান দেখা যাবে না এবং কাপড় ছাড়া স্পর্শ করাও যাবে না)।

(৭) মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপুরের পানি প্রবাহিত করা। (কাপুর মিশ্রিত পানি এক মগই যথেষ্ট)।

কাফনের কাপড় কাটার ৭টি ধাপ

(১) কাফনের জন্য কমপক্ষে পৌঁনে দুই গজ প্রস্থের সাত মিটার কাপড় নিন।

(২) একটি কাপড় মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য হতে এতটুকু পরিমাণ বড় করে কাটুন, যাতে জড়ানোর পর মাথা এবং পায়ের প্রান্তে বাঁধা যায়। (একে লিফাফাহ বলে)।

(৩) দ্বিতীয় কাপড়টি মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য বরাবর কাটুন। (একে তেহবন্দ বলে)।

(৪) কামীসের জন্য মৃত ব্যক্তির কাঁধ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত মাপুন এবং এবার তা ডাবল করে কাটুন, যেনো সামনে ও পিছনে উভয় দিকে সমান লম্বা (Length) হয় এবং প্রস্থ (Widht) উভয় কাঁধ বরাবর রাখুন, এটা সেলাই বিহীন থাকে না।

(৫) পুরুষের কামীসে গলা বানানোর জন্য মধ্যখান থেকে কাঁধের দিকে এবং মহিলাদের কামীসের জন্য বুকের দিকে এতটুকু কাটুন (Cut) যেনো কামীস পরিধানের সময় কাঁধ দিয়ে সহজেই প্রবেশ করে। (পুরুষের জন্য সুন্নাত অনুযায়ী কাফনের কাপড় এই ৩টি আর মহিলাদের জন্য আরো দু'টি কাপড় রয়েছে, সীনাবন্দ ও ওড়না।)

(৬) সিনাবন্দের জন্য কাপড় দৈর্ঘ্যে বুক থেকে উরু পর্যন্ত রাখুন।

(৭) ওড়নার জন্য কাপড় দৈর্ঘ্যে (Length) এতটুকু কাটুন যে, অর্ধ কোমড়ের নিচ থেকে বিছিয়ে মাথার উপর দিয়ে এনে মুখ ঢেকে যেনো বুক পর্যন্ত এসে যায় এবং প্রস্থে (Widht) এক কানের লতি থেকে (Earlobe) অপর কানের লতি পর্যন্ত হবে। (এটা সাধারনত দেড় গজ (1.50 Yard) হয়ে থাকে। এটা কামীসের প্রস্থ হতে বেঁচে যাওয়া কাপড় দিয়ে বানানো যায়)।

কাফন পরিধান করার ৯টি ধাপ

(১) কাফনের কাপড়ে ধোঁয়া দেয়া।

(২) কাফন বাঁধার জন্য কাপড়ের টুকরো রাখা।

(৩) কাফনের কাপড় বিছানো, (সর্বপ্রথম লিফাফাহ (বড় চাদর) অতঃপর ইযার (ছোট চাদর) এরপর কামীস বিছানো, মহিলার কাফনে সর্বপ্রথম সীনাবন্দ অতঃপর লিফাফাহ এরপর ইযার অতঃপর ওড়না এরপর কামীস বিছানো)

(৪) মৃত ব্যক্তিকে কাফনের উপর রাখা। (নম্রতার সহিত রাখুন, তখনও যেনো সতর উন্মুক্ত না হয়)

(৫) শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা বুকে প্রথম কলেমা, অতঃপর অন্তরের দিকে يَارَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দেয়া, মনে রাখবেন! এই লিখা কালি দ্বারা যেনো না হয়।

(৬) কামীস পরিধান করানো এবং কপালে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা بِسۡمِ الله লিখা।

(৭) নাভী ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানে কাফনের উপর মাশায়িকের (পীর সাহেবের) নাম লিখে দেয়া (মহিলাদেরকে কামীস পরিধান করানোর পর তার চুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বুকের উপর রেখে দিবে, অতঃপর ওড়না পরিধান করাবে)

(৮) সিজদার অঙ্গে (অর্থাৎ যেসকল অঙ্গের মাধ্যমে সিজদা করা হয়, তাতে) কাপুর লাগানো।

(৯) প্রথমে ইযার অতঃপর লিফাফাহ অর্থাৎ বড় চাদর প্রথমে বাম দিক থেকে অতঃপর ডান দিক থেকে জড়ানো। (মহিলাদের কাফনে বড় চাদরের পরে সীনাবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে অতঃপর ডাক দিক থেকে জড়ানো)

জানাযা নামাযের ৬টি মাদানী ফুল

(১) নিয়্যত করা (এভাবে নিয়্যত করবে যে, "আমি নিয়্যত করছি এই জানাযার নামাযের, **আল্লাহ তায়ালা**র ওয়াস্তে, এই মৃতের দোয়ার জন্য, এই ইমামের পিছনে")।

(২) এবার "اَللّٰهُ اَكْبَر" বলে নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবে এবং সানা (অর্থাৎ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ শেষ পর্যন্ত) পাঠ করবে (জানাযার নামাযে সানায় "وَتَعَالٰى جَدُّكَ" এরপর "وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ" পাঠ করতে হয়)।

(৩) অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করবে।

(৪) এরপর হাত না উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলে জানাযা নামাযের দোয়া পাঠ করবে (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য একটিই দোয়া আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার জন্য আলাদা আলাদা দোয়া। দোয়া মুখস্ত না থাকলে তবে যেকোন কোরআনী দোয়া পাঠ করবে)।

(৫) অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত اَللّٰهُ اَكْبَر বলে উভয় হাত ছেড়ে দিবে।

(৬) এবার উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নিবে।

জানাযা কাঁধে নেয়ার ৬টি মাদানী ফুল

(১) জানাযা নিয়ে চলার সময় মাথার দিকটি সামনে হওয়া উচিৎ এবং একের পর এক চারটি পায়াকে এভাবে কাঁধে নিবে যে,

(২) প্রথমে মাথার দিকের ডান পাশ কাঁধে নিয়ে (এভাবে যে, মৃতের ডান পাশ আপনার ডান কাঁধের উপর হবে) দশ কদম চলবে

(৩) অতঃপর ডান পায়ের দিকে কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে।

(৪) মাথার বাম পাশ কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে এবং

(৫) অতঃপর বাম পায়ের দিকে কাঁধে নিয় দশ কদম চলবে

(৬) চাইলে এভাবে ঘোষণা করবে: "প্রতিটি পায়া কাঁধে নিয়ে দশ কদম করে চলুন।"

দাফনের ১৭টি ধাপ

(১) কবরস্থানে দাফনের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করা যেখানে পূর্বে কবর ছিল না।

(২) কবরের দৈর্ঘ্য মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য হতে সামান্য বেশি, প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং গভীরতা কমপক্ষে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হতে হবে আর উত্তম হলো যে, গভীরতাও দৈর্ঘ্যের সমান রাখা।

(৩) কবরে ইটের দেয়াল দেয়া থাকলে তবে মৃত ব্যক্তিকে আনার পূর্বে কবর এবং স্লেপের ভেতরের অংশে মাটি দিয়ে ভালভাবে লেপন করে দেয়া।

(৪) চেহারার সামনে কিবলার দিকের দেয়ালে তাক বানিয়ে তাতে আহাদ নামা, শাজরা শরীফ ইত্যাদি তাবাররুক রাখা।

(৫) তক্তার ভেতরের অংশে সূরা ইয়াসীন শরীফ, সূরা মূলক এবং দরুদে তাজ পড়ে দম করা।

(৬) মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো।

(৭) মহিলার লাশকে কবরে নামানো থেকে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা।

(৮) কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পাঠ করা: بِسۡمِ اللّٰہِ وَبِاللّٰہِ وَعَلٰی مِلَّۃِ رَسُوۡلِ اللّٰہ

(৯) মৃত ব্যক্তিকে ডান কাত করে শুয়ানো বা মুখ কিবলার দিকে করে দেয়া এবং কাফনের বাঁধন খুলে দেয়া। (মৃত ব্যক্তিকে আনার পূর্বেই কবরে নরম মাটি বা বালি দিয়ে বালিশের ন্যায় তৈরি করে রাখা এবং এতে টেক লাগিয়ে মৃত ব্যক্তিকে ডান কাত করে শুয়ানো, এটা সম্ভব না হলে চেহারা সহজে যতটুকু সম্ভব কিবলামুখী করে দেয়া)

(১০) দাফনের পর মাথার দিক থেকে ৩বার মাটি দেয়া, প্রথমবার দেয়ার সময় مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ، দ্বিতীয়বার দেয়ার সময় وَفِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ এবং তৃতীয়বার দেয়ার সময় وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى বলা।

(১১) কবর উটের কুঁজের ন্যায় ঢালু বানানো এবং উচ্চতা এক বিঘত বা এর চেয়ে কিছুটা উচুঁ রাখা।

(১২) দাফনের পর কবরে পানি ছিটানো।

(১৩) কবরে ফুল দেয়া, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তাজা থাকবে, তা তাসবীহ পাঠ করবে এবং মৃত ব্যক্তির অন্তর শান্তি পাবে।

(১৪) দাফনের পর কবরের শিয়রে সূরা বাকারার প্রথম আয়াত الٓمّٓ থেকে مُفۡلِحُوۡنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করা।

(১৫) তালক্বীন করা:

কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে ৩বার এভাবে বলা: হে অমুক বিন অমুক! (যেমন; ইয়া ফারুক বিন আমেনা। যদি মায়ের নাম জানা না থাকে তবে ঐ জায়গায় হযরত হাওয়া رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর নাম নিবে) অতঃপর বলবে:

اُذۡكُرۡ مَا خَرَجۡتَ عَلَيۡهِ مِنَ الدُّنۡيَا شَهَادَةَ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) وَاَنَّكَ رَضِيۡتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالۡاِسۡلَامِ دِيۡنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّبِالۡقُرۡاٰنِ اِمَامًا۔

(১৬) দোয়া ও ইছালে সাওয়াব করা।

(১৭) কবরের শিয়রে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া, কেননা আযানের বরকতে মৃত ব্যক্তির শয়তানের অনিষ্ট হতে মুক্তি অর্জিত হয়, আযানের ফলে রহমত অবতীর্ণ হয়, মৃত ব্যক্তির চিন্তা দূরীভূত হয়, তার ভয়ভীতি দূর হয়, আগুনের আযাব দূরীভূত এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি অর্জিত হয়, তাছাড়া মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরনে এসে যায়।

মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন ও দাফনের শরয়ী মাদানী ফুল

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতিনের খিদমতের জন্য (২০১৭ ইংরেজি পর্যন্ত) ১০০ টিরও বেশি বিভাগে "নেকীর দাওয়াত" এর সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এই সকল বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"কাফন দাফন মজলিশ"**। এই বিভাগের মাদানী কাজ সম্পর্কে কিছু শরয়ী মাদানী ফুল পর্যবেক্ষণ করুন।

১। যখন মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ মৃতের সংবাদ জানায়, তখন প্রথমেই জেনে নিন যে, মৃত ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছে কতোক্ষন হয়েছে? জানার পর মৃতের আত্মীয়কে মৃতের সাথে সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের নির্দেশনা দিন। যেমন; চোখ বন্ধ করা, আঙ্গুল, হাত পা সোজা করে দেয়া এবং থুতনীর নিচ থেকে মাথার উপর পর্যন্ত একটি ছোট কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া আর এ সকল কাজ আলতো ভাবে করা।

২। জানাযার নামায অনেক সময় দেরীতে হয়ে থাকে, যদি বুঝানো সম্ভব হয় তবে মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে নম্রতা ও হিকমতের মাধ্যমে বুঝান যে, জানাযার নামায তাড়াতাড়ি করা উচিত, যদি তারা দেরীও করে তবে গোসল ও কাফনে যেনো দেরী না করে, তা যেনো তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়, তাছাড়া যদি তারা হিমাগারে (Cold storage) রাখতে চায় তবে হিকমতের সহিত বুঝান আর যদি তারা না মানে, তবে আপনি নিজ থেকে এরূপ বলবেন না যে, এই মৃত ব্যক্তিকে হিমাগারে (Cold storage) রেখে দিন।

সাধারণত হিমাগারে (Cold storage) রাখাটা শরয়ী প্রয়োজন ছাড়াই হয়ে থাকে, অনেক সময় কারো জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে রাখা হয়ে থাকে, প্রথমত শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে দেরী করা সুন্নাতের পরিপন্থি, দ্বিতীয়ত হিমাগারে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয় যে, তার শরীর শক্ত হয়ে যায়, মনে রাখবেন! যে জিনিষের মাধ্যমে জীবিতদের কষ্ট হয় ঐ জিনিষের মাধ্যমে মৃতদেরও কষ্ট হয়ে থাকে। যেমনটি হাদীসে মোবারকায় রয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হতে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ کَسۡرَ عَظۡمِ الۡمَیِّتِ کَکَسۡرِہٖ حَیًّا. অর্থাৎ নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির হাঁড় ভাঙ্গা এমন, যেমন জীবিতদের হাঁড় ভাঙ্গা হয়।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, ৩/২৮৫, হাদীস নং-৩২০৭)

সুতরাং প্রথমত তো এটা বুঝাতে হবে যে, দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করা, যদি না মানে তবে এরূপ পরামর্শ দেয়া যে, **AC** বা বরফ ইত্যাদির ব্যবস্থা করুন।

৩। মৃতের ব্যাপারে যখন সংবাদ পাবে এবং যদি কোন অপারগতা না থাকে তবে যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন যে, নিজে গোসল দেয়ার জন্য যাওয়া। এতে ধনী, গরীব, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্য না হওয়া উচিৎ।

৪। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরযে কিফায়া, সুতরাং যে ইসলামী ভাই গোসল দিবে তার জন্য আবশ্যক যে, মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে শিখে নেয়া। মৃত ব্যক্তির সহিত খুবই নম্র আচরণ করার হুকুম রয়েছে, সুতরাং গোসল প্রদানকারীর আদব সম্পর্কেও জানা থাকা উচিত, তাছাড়া গোসল প্রদানকারী ভরসা করার উপযোগী হওয়া চাই, যে মৃত ব্যক্তির যদি কোন খারাপ কিছু দেখে তবে তা গোপন রাখবে এবং নিজেও মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষন করবে। গোসল দেয়ার সময় **আল্লাহ তায়ালা**র ভয় রাখাটা আবশ্যক, মৃত ব্যক্তির গোসল থেকে শিক্ষা অর্জন করতে থাকুন।

৫। গোসল দেয়ার সময় যতজন ব্যক্তির প্রয়োজন ততজনই অংশগ্রহণ করবে, অতিরিক্ত যেনো না হয়, গোসলে সাহায্য করার জন্য পরিবারের সেই ব্যক্তি প্রবেশ করবে যে সাহায্য করতে পারবে তবেই ভাল হয়, অন্যথায় সেখানে উপস্থিত থাকবে না, অনেক জায়গায় পরিবারের পক্ষ থেকে এক বদনা পানি ঢালা হয় বা কাপুরের পানি প্রবাহিত করতে বলা হয়, যদি এই পানি গোসল পরিপূর্ণ হওয়ার পর বিনা প্রয়োজনে ঢালা হয়, তবে তা অপচয়, এর অনুমতি নেই এবং যদি গোসলের অংশ হয় আর সতর উম্মুক্ত না হয় তবে ঢালা যাবে। বিনা প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের সময় পরিবারের কাউকে অংশগ্রহণ করাবেন না, যদিওবা এই নিয়্যত থাকে যে, এভাবে সে শিক্ষা অর্জন করবে এবং তার নেকীর দাওয়াত দেয়া সহজ হয়ে যাবে। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা) একটি মহৎ কাজ, কিন্তু এর আদবের প্রতি সজাগ থাকাও আবশ্যক, নেকীর দাওয়াত গোসল ও কাফন থেকে অবসর হয়েই দিন। হ্যাঁ, কাফনের কাপড় কাটার সময় নেকীর দাওয়াত দেয়াতে কোন বাঁধা নেই, বরং উত্তম।

৬। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই ফি সাবিলিল্লাহ মৃত ব্যক্তির গোসল দিয়ে থাকেন, এই মাদানী ফুলও মনের মাঝে গেঁথে রাখুন যে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল প্রদানের পারিশ্রমিক নেয়া যদিও জায়িয, কিন্তু কিছু কিছু অবস্থায় নেয়াটা নাজায়িয, যেমন; সেখানে গোসল দেয়ার মতো আর কেউ নেই তবে তার উপরই গোসল দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোন পারিশ্রমিক নেয়া জায়িয নয়। অনেক জায়গায় লোকেরা জোড় করে মৃত ব্যক্তির কাপড় চোপড় গোসল প্রদানকারীকে দিয়ে থাকে, না নিলে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়। এটা প্রকাশ্যভাবে পারিশ্রমিকেরই অন্তর্ভূক্ত, সুতরাং যদি সে ছাড়া অন্য কোন গোসল প্রদানকারী না থাকে তবে তার এই বস্তু নেয়া জায়িয হবে না, মৃত ব্যক্তির পরিবারকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিন, তাছাড়া তাদের এতটুকু জানিয়ে দিন যে, মৃত ব্যক্তির সম্পদে এখন সকল উত্তরাধিকারের ভাগ রয়েছে, আপনারা এগুলো কাউকেই দিতে পারেন না, এজন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (যোগাযোগ নম্বর: ০৩০০-০২২০১১২-১৫) অথবা যেকোন সুন্নী মুফতি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন।

৭। মৃত ব্যক্তির অবস্থা যদি সাধারণ অবস্থার বিপরীত হয়, যেমন; শরীরের অবস্থা এমন হওয়া যে, যাতে পানি প্রবাহিত করা অসম্ভব বা কিছু অঙ্গ এরূপ যে, যেখানে পানি প্রবাহিত করা যাবে না বা মৃতের শরীরের অধিকাংশ অংশই কাঁটা ছেড়া তবে যেহেতু এর কিছু কিছুতে শুধু পানি প্রবাহিত করা এবং কিছু কিছু অবস্থায় তায়াম্মুম করাতে হবে আর কিছু কিছুতে মূলত গোসলই হবেনা, সুতরাং যদি এসব বিষয়ের সম্মুখীন হন যে, যাতে গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তবে নিজের পক্ষ থেকে ইজতিহাদ করা বা অভিজ্ঞতা করার পরিবর্তে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে বা কোন নির্ভরযোগ্য সুন্নী মুফতী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করুন।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়াত**, ৪র্থ অংশ, ১ম খন্ড, ৮৬১ পৃষ্ঠায় লিখেন: মৃত ব্যক্তির শরীর যদি এরূপ হয়ে যায় যে, হাত লাগালে চামড়া খঁসে পরবে, তবে হাত লাগাবে না, শুধু পানি প্রবাহিত করবে। (আলমগীরী, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৮)

বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ পুরুষকে যদি গোসল না দেয়া যায়, শুধু একারণে যে, পানি পাওয়া যায়নি বা একারণে যে, শরীরে হাত লাগানো জায়িয নেই, যেমন; অচেনা মহিলা বা নিজের স্ত্রী, মৃত্যুর পর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না (আর কোন গোসল প্রদানকারী ঐ সময় উপস্থিত না থাকলে) তখন তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে, না-মুহরিমকে যদি স্বামীও হয় মহিলাকেও তায়াম্মুম করানোতে কাপড়ের অন্তড়াল হওয়া চায়।

(দূররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৫-১১০)

বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশের ৮১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ কোন মুসলমানের অর্ধেকের বেশি শরীর পাওয়া গেলে তবে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং জানাযার নামায পড়তে হবে আর নামাযের পর যদি অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় তবে এর জন্য দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না, এবং যে অর্ধাংশ পাওয়া গেছে তাতে যদি মাথাও তাকে তবুও এই হুকুম আর যদি মাথা না হয় বা দৈর্ঘ্যে শরীরে মাথা হতে পা পর্যন্ত ডান পাশ বা বাম পাশের কোন অংশ পাওয়া যায়, তবে এই দুই অবস্থায় না গোসল দিবে, না কাফন, না নামায পড়বে বরং কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে দিবে। **(দূররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৭। আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ২য় অধ্যায়, ১/১৬৯)**

৮। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য যেখানেই যান, তা ঘর হোক বা কোন কল্যাণ কেন্দ্র অথবা হাসপাতালের কোন কক্ষ, পর্দার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা উচিৎ, না মৃত ব্যক্তিকে বিবস্ত্র করা যাবে, না গোসল প্রদানকারী নিজে কোন না-মুহরিমের সাথে বেপর্দা হওয়া যাবে।

৯। ঐ সমস্ত জায়গা, যেখানে গোসল দেয়া যায় না, যেমন; মসজিদের ওযুখানা বা জামেয়া ও মাদরাসার ওযুখানা ইত্যাদি স্থানে গোসল দিবেন না। অনুরূপভাবে এরূপ জায়গায় গোসল দিবেন না যেখানে মৃত ব্যক্তির অমর্যাদা হয়, যেমন; ঘোড়ার আস্তাবল (অর্থাৎ ঘোড়া বাঁধার স্থান) ইত্যাদি এরূপ জায়গায় গোসল দিবেন না।

১০। মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র যেমন; হাতের কড়া বা কোন জিনিষ (যেমন; হাতের ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি) থাকলে তা সেই মৃতের পরিবারবর্গকে দিয়ে দিন, নিজের কাছে রেখে দেওয়া বা নিজে থেকে ফকিরকে সদকা করে দেয়া জায়েয নেই।

কাফনের ব্যাপারে মাদানী ফুল

১১। কাফন সুন্নাত অনুযায়ীই দিন, যতটুকু কাপড় দেয়া সুন্নাত, ততটুকুই কাপড় দিন, কোন আত্মীয়ের কথায় বেশি কাপড় দিবেন না। বিশেষ করে ইসলামী বোনদের ব্যাপারে যে, বিভিন্ন জিনিষ রাখার জন্য জিদ করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে তাদের শরয়ী মাসয়ালা বর্ণনা করে দিন। তবে তাবাররুক হিসেবে কোন কাপড় দিতে চাইলে তখন তা এমনভাবে দিন যে, যেনো কাফনের অংশ মনে না হয়।

১২। কাফনের যে কাপড় বেঁচে গেছে, তা তার মালিককে দিয়ে দিন, পরিবারবর্গের মধ্যে যে এনেছে, যদি পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আনে বা আনায়, তবে বেঁচে যাওয়া অংশটিও পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গন্য হবে তা ওয়ারিশদের দিয়ে দিন, নিজে নিয়ে নেওয়া বা সদকা করে দেওয়ার অনুমতি নেই, আর সুন্নাত অনুযায়ী কাফন পরিপূর্ণ হওয়ার পর ঐ বেঁচে যাওয়া অংশ কাফনের সাথে দিয়ে দেওয়ারও অনুমতি নাই।

১৩। গোসল ও কাফনে কোন রকম শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ সমর্থন করবেন না। যেমন; মৃত ব্যক্তির নাভীর নিচের ও বগলের পশম ইত্যাদি কাটা। মৃত ব্যক্তিকে সাজানো যাবে না, সুতরাং সুরমা ইত্যাদি লাগাবেন না, অনুরূপভাবে অনেক জায়গায় কুমারী নারীকে কনের মতো সাজানো হয় এবং কোন কোন জায়গায় অবিবাহিত পুরুষকেও বর বানানো হয়, শরীয়াতে এর কখনোই অনুমতি নেই, বুঝানো সম্ভব হলে হিকমতের সহিত বুঝিয়ে দিন, নিজে এসব কাজে কখনো অংশগ্রহণ করবেন না।

মৃত ব্যক্তির দাড়ি বা মাথার চুল আঁচড়ানো বা নখ কাটা বা কোন জায়গার পশম কাটা না-জায়িয ও মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং এই কাজ সমূহ থেকেও পরিপূর্ণ ভাবে বিরত থাকুন। **বাহারে শরীয়াত**, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশের ৮১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি বা মাথার চুল আঁচড়ানো বা নখ কাটা বা কোন জায়গার পশম মুন্ডানো বা কাটা বা উপড়ে ফেলা না-জায়িয ও মাকরূহে তাহরীমী, বরং হুকুম এটাই, যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থায় দাফন করে দিবে, হ্যাঁ যদি নখ ভাঙ্গা থাকে তবে নিয়ে নিতে পারবে এবং যদি নখ বা চুল কেটেই ফেলে, তবে তা কাফনের সাথে দিয়ে দিন। (দূররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১০৪ ও আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৮)

১৪। যদি কেউ নিজের নিকট কাপড়ের থান এজন্য রাখে যে, সেখান থেকে কাফনের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে, তবে এতে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী, যদি কাফন মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট বিক্রি করে, তবে প্রথম থেকে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং স্পষ্ট করতে হবে যে, এটা তার নিজের কাপড়, যা সে বিক্রি করছে, লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়) বৈধ হওয়ার জন্য অন্যান্য শর্তাবলীর প্রতিও সজাগ থাকতে হবে, তাছাড়া এটা যেনো কখনো না হয় যে, মৃতের পরিবার পূর্ব থেকেই কাফনের কাপড় এনে রেখেছে আর সে একগুঁয়েমি করছে যে, তার থেকে কাফন ক্রয় করতে হবে। নিরাপত্তা এতেই যে, গোসল প্রদানকারী মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাথে কাফন ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কিছুই না বলা বরং তাদেরকেই এর ব্যবস্থা করতে বলে দিন।

১৫। গোসল ও কাফন দেয়ার পর মৃতের পরিবারের সাথে বসা শরয়ীভাবে ও প্রথাগত ভাবে সম্ভব হলে অবশ্যই বসুন এবং তাদের মনতুষ্ট করুন। যদি শরয়ী ভাবে সঠিক না হয়, যেমন; পর্দাহীনতা হলে বা অবস্থা দেখা যাচ্ছে যে, না বসার তবে বসবে না।

জানাযা নামায পড়ানোর মাদানী ফুল

১৬। জানাযার নামায পড়ানোর জন্য প্রথমত কাফন ও দাফন মজলিশের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী টেষ্টে পাশ করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে ইমামাতি করার জন্য এটাও প্রয়োজন যে, তার কিরাত বিশুদ্ধ হওয়া, জানাযার নামায পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে জানা এবং প্রয়োজনীয় মৌলিক মাসয়ালা সম্পর্কে জানা।

১৭। যদি মৃতের ঘর থেকে কবরস্থানের দূরত্ব বেশি হয়, তবে অনেক সময় বাস/ট্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, সফরের সময় যদি সংশোধন মূলক বয়ান করা হয়, তবে এই বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক যে, যেনো মুখস্ত বয়ান না করে বরং মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা পড়ে শুনান এবং কবরস্থানে উপস্থিত হওয়ার আদব বয়ান করুন।

১৮। কবরস্থানে পৌঁছে যদি কবরের উপর পা দেয়া ছাড়া কবর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে যাবেন এবং যদি সম্ভব না হয়, তাহলে শুধু এই পরিমাণ লোক

কবরস্থানে যাবে যে পরিমাণ লোক দাফনের জন্য প্রয়োজন, বাকিরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, অন্যান্যদেরকে বুঝানো সম্ভব হলে তবে নম্রতার সহিত বুঝান, যদি ফিতনা ফ্যাসাদের সম্ভাবনা থাকে তাহলে ঐ বিষয়ে কথা বলবেন না, কিন্তু নিজেও যাবে না।

১৯। কবরের পাশে খাটিয়া রাখার সময় সাবধানতার সহিত রাখুন যে, অন্য কোন কবরের উপর যেন খাটিয়ার কোন পায়া না পড়ে এবং কবরের পশ্চিম দিকে রাখুন আর নামানোর সময়ও পশ্চিম দিক হতে নামান।

২০। যদি জানাযা কোন ইসলামী বোনের হয় তবে মুহরিমরাই সব কাজ করুন, কবরে নামানোর সময় না-মুহরিমরা যেন শরীয়াতের অনুমতি ব্যতিত অংশগ্রহণ না করে।

২১। কবরে নামানোর পদ্ধতি এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মাসয়ালা যেমন; শুয়ানোর পদ্ধতি, কবরে পাকা ইট থাকলে তাতে ভিজা মাটি লেপন করা, আহাদ নামা ইত্যাদি রাখার পদ্ধতি অবশ্যই শিখে নিন। মজলিশের অধীনে যে টেষ্টের ব্যবস্থা রয়েছে, তা সম্পন্ন করেই কাফন ও দাফনে অংশগ্রহণ করুন।

২২। কবরে নামানোর সময় এবং মৃত ব্যক্তিকে শয়ন করানোর সময় লোকেরা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে, যে পদ্ধতি সুন্নাতের পরিপন্থি কারো কথাই মানার অনুমতি নেই।

২৩। কবরে মাটি দেয়ার সময়ও যথাসম্ভব সুন্নাত পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করান, দাফনের পর আহলে সুন্নাতের রীতি অনুযায়ী ফাতেহা, আযান, তালক্বীন ইত্যাদির ব্যবস্থা করুন। মৃতের কল্যাণের জন্য যতক্ষণ সম্ভব কবরের পাশে যিকির ও নাত খানি অব্যহত রাখুন।

২৪। মৃত ব্যক্তির ঘরে মৃত্যুর দিন হতে ৩ দিন পর্যন্ত যে খাবার মৃতের দাওয়াত হিসেবে আয়োজন করা হয়, তা খাওয়া শরয়ী ভাবে অনুমতি নেই, সুতরাং কখনোই এরূপ খাবার খাবেন না।

২৫। ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন যারাই মৃত ব্যক্তির ঘরে বা চেহলাম ইত্যাদিতে বয়ান করে থাকেন, সেই সকল বয়ান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা হতেই করুন এবং বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ই নির্বাচন করুন।

(যেমন; বিরান মহল, মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব, মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা, কবরের প্রথম রাত, কবরের পরীক্ষা, কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা ইত্যাদি, তাছাড়া **"কাফন দাফনের পদ্ধতি"** কিতারেও ৩টি বয়ান দেয়া হয়েছে)

২৬। যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন মৃতের পরিবার হতে ইছালে সাওয়াবের জন্য অনুদান (Donation) দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে বা পরিবারের লোকজন নিজে থেকেই প্রদান করে তখন তা ঐ শব্দাবলির মাধ্যমে গ্রহণ করুন, **"কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"** কিতাবে লিখে দেয়া হয়েছে আর যার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে তাকেও ভালভাবে বুঝিয়ে দিন।

ইসলামী বোনদের জন্য কিছু আলাদা মাদানী ফুল

২৭। ইসলামী বোনের সাথে শুধু ইসলামী বোনেরাই যোগাযোগ করবে বা তাদের মাহরিমের মাধ্যমেই ব্যবস্থা করবে। পরিপূর্ণভাবে জেনেশুনে এবং পরিতৃপ্ত হওয়ার পরই কাউকে গোসল দেয়ার জন্য যাবেন।

২৮। ইসলামী বোনেরা নিজের নাম্বার কাউকে দিবেন না, যদি মৃত ব্যক্তির ঘরের কেউ নাম্বার চায় তবে স্বামী বা মাহারিমের নাম্বার দিন।

২৯। শহরের এরূপ জায়গায় গোসল দেওয়ার জন্য যেতে হচ্ছে যা নিজের এলাকা হতে অনেক দূরে এবং পথে অনাবাদী এলাকাও আসে, এমতাবস্থায় মাহারিমের সাথে যাবেন বা বাসে এরূপ সফর সম্ভব হলে যেখানে প্রাণ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা থাকবে, তবে যাবেন।

৩০। যদি গোসল প্রদানকারী ইসলামী বোন বিবাহিতা হয়, তাহলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাবে এবং অবিবাহিতা হওয়াবস্থায় পিতামাতর অনুমতি নিয়ে যাবে।

কাফন ও দাফন মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

১ যিলকাদাতুল হারাম ১৪৩৭ হিজরি, ৫ আগষ্ট ২০১৬ ইংরেজি।

মৃত পিতা মাতার হক সম্পর্কিত ১২টি মাদানী ফুলের রহবী পুষ্পগুচ্ছ

১। মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম হক হলো, তাদের গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায ও দাফনের ব্যবস্থা করা এবং এসব বিষয়ে সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যেনো তাদের জন্য প্রত্যেক গুনাবলী ও বরকত এবং রহমত ও সমৃদ্ধির আশা হয়।

২। সর্বদা তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করতে থাকুন এবং কখনো এতে অলসতা করবেন না।

৩। সদকা ও দান এবং নেক কাজের সাওয়াব তাদের নিকট পৌঁছাতে থাকুন, নিজের নামাযের সাথে কিছু নফল নামায এবং ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযাও রেখে বরং যেকোন নেক কাজ করে সব কিছুর সাওয়াব তাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে ইসাল করতে থাকুন, কেননা তাদের সবার নিকট সাওয়াব পৌঁছে যাবে এবং তার সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না বরং অনেক উন্নতি হবে।

৪। যদি তারা ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে তা আদায় করার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব দ্রুত আদায় করবে এবং নিজের সম্পদ হতে তাদের ঋণ পরিশোধ করাকে উভয় জগতের সৌভাগ্য মনে করুন, যদি একা আদায় করতে না পারে তবে নিকটাত্মীয়দের সাহায্য নিন আর এটাও না হলে, তবে নেককার ধনী ব্যক্তির সাহায্য নিন।

৫। তাদের কোন ফরয অনাদায় থাকলে তবে যথাসম্ভব তা আদায় করার চেষ্টা করবে, যেমন; হজ্ব ফরয ছিল এবং করেনি, তবে এখন নিজেই তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করবে বা বদলি হজ্ব করাবে, অনুরূপভাবে যাকাত বা ওশর অনাদায় থাকলে তবে তা আদায় করবে, বা নামায অথবা রোযা অনাদায় থাকলে তবে এর কাফফারা দিবে। তেমনিভাবে যা কিছু তাদের দায়িত্বে অনাদায় ছিলো, তা থেকে মুক্তি দানের চেষ্টা করবে।

৬। শরয়ী বিধানাবলী অনুযায়ী তারা যে জায়িয ওসিয়ত করেছে, তা পূরণে যথাসম্ভব চেষ্টা করা, যদিওবা শরয়ী ভাবে তার উপর আবশ্যক নয়, অনুরূপভাবে মন

সায় না দিলেও তা পূরণ করুন, যেমন; তারা তার কোন উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয় বা অপরিচিত কারো জন্য অর্ধেক জমিজমা দেয়ার জন্য ওসিয়ত করে গেছে, তবে শরয়ীভাবে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক হলে উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ব্যতিত এই ওসিয়তের উপর আমল করা যাবেনা।(১) কিন্তু সন্তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে যে, তাদের ওসিয়ত মানা এবং নিজের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করা।

৭। তাদের সকল জায়িয শপথ তাদের মৃত্যুর পর পূরণ করতে থাকুন। যেমন; মা বাবা শপথ করেছিলো যে, আমার সন্তান অমুক জায়গায় যাবে না বা অমুকের সাথে মিশবে না অথবা অমুক কাজ করবে না, তখন এটা মনে করবেন না যে, তারা তো এখন নেই, তাদের শপথের আর কি মূল্য! বরং এর উপর সেভাবেই অটল থাকুন যেভাবে তাদের জীবিত অবস্থায় ছিলেন, হ্যাঁ যদি শরীয়াতের বিরোধীতা হয়, তবে এরূপ শপথ পূরণ করবেন না এবং এই হুকুম শপথের সাথেই বিশেষায়িত নয় বরং প্রত্যেক জায়িয কাজে তাদের ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

৮। প্রত্যেক জুমা মুবারকে তাদের কবর যিয়ারত করার জন্য যান, সেখানে সামান্য উচ্চ আওয়াজে ইয়াসীন শরীফের তিলাওয়াত করুন এবং তার রূহে এগুলোর সাওয়াব ইসাল করুন আর যখনই তাদের কবরের পাশ দিয়ে যাবেন সালাম ও ফাতিহা পাঠ করুন।

৯। তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে সারা জীবন সদাচরণ করুন।

১০। তাদের বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখুন, সর্বদা তাদের আদব ও সম্মান করুন।

১১। কখনো কারো মা বাবাকে খারাপ বলে প্রতিত্তোরে তাদেরকে খারাপ বলতে বাধ্য করবেন না।

১২। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উত্তম এবং সারা জীবনের জন্য এটাই হক যে, কখনো কোন গুনাহ করে তাদেরকে কবরে দুঃখ না দেয়া, কেননা তার সকল আমলের সংবাদ মা বাবার নিকট পৌঁছে থাকে, নেকী দেখলে খুশি হয় এবং তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জল এবং প্রস্ফুটিত হতে থাকে আর গুনাহ দেখলে তখন বিষন্ন হন এবং

(১) উত্তারাধিকারের শরয়ী আহকাম জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা "মালে ভিরাসত মে খিয়ানত না কিজিয়ে" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

তাদের অন্তরে দুঃখ অনুভূত হতে থাকে, মা বাবার প্রতি এটা হক নয় যে, কবরেও তাদের কষ্ট দিবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৯১ পৃষ্ঠা)

পরিবার পরিজনদের জন্য মাদানী ফুল

আলামে ইনকিলাব হে দুনিয়া, চান্দ লামহো কা খোয়াব হে দুনিয়া
ফখর কিউঁ দিল লাগায়ে ইসসে, নেহী আচ্ছি খারাব হে দুনিয়া

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য গেলে তখন মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের মধ্যে সজ্ঞান কাউকে এই মাদানী ফুল পেশ করবেন, প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে। চাইলে **"ফাতিহার পদ্ধতি, কবরবাসীদের ২৫টি শিক্ষনীয় ঘটনা এবং চমকদার কাফন"** থেকেও সাহায্য নিতে পারেন।

১। গোসলের পাত্র ধৌত করে পরে ব্যবহার করা যাবে। (বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠায়)

২। কখনো বিলাপ করে কাঁদতে দিবেন না। (বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠায়)

৩। সম্ভব হলে সমবেদনা জানানোর জন্য আসা লোকেদের মাঝে (সুযোগ মতো) চাদর বিছিয়ে সত্তর হাজার বার কলেমায়ে তৈয়্যবার খতম দিন এবং মৃতের জন্য ইসাল করুন। (বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠায়) সম্ভব হলে দরসেরও ব্যবস্থা করুন।

৪। প্রত্যেক জুমায় কবরস্থানে যাওয়া, মরহুম/ মরহুমার কবরে ফুল দেয়া এবং সূরা ইয়াসীন পাঠ করার অভ্যাস গড়ুন। (বিস্তারিত ...... এবং ...... পৃষ্ঠায়) (ইসলামী বোনেরা নিজের ঘরের ইসলামী ভাইদেরকে উৎসাহ প্রদান করুন)

৫। ইছালে সাওয়াবের জন্য নফল নামায এবং সদকা ও খায়রাত করার অভ্যাস গড়ুন। (বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠায়)

৬। মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ বা কারো আর্থিক দাবী থাকলে তবে তা দ্রুত আদায় করার ব্যবস্থা করুন। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার দেনায় গ্রেফতার থাকে, অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তার রূহ ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেনা আদায় করা না হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া লিইবনে নাঈম, ৩/২০১, হাদীস নং- ৩৭০২ ও মুসনাদুত তায়ালিসি, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৯০)

৭। মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে নামায ও রোযা কাযা থাকলে, তবে এর ফিদিয়া আদায় করুন। অনুরূপভাবে যাকাত অনাদায় থাকলে তবে এর এবং ফরয হজ্ব অনাদায় অবস্থায় বদলি হজ্বের ব্যবস্থা করুন। (ফিদিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠা)

৮। মৃত ব্যক্তি ইছালে সাওয়াবের জন্য সম্ভব হলে মসজিদ বানিয়ে দিন, অন্যথায় মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা নির্মাণে অংশগ্রহণ করুন, তবে তা মরহুম/ মরহুমার জন্য সাওয়াবে জারীয়া হবে। (বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠায় আছে)

৯। মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা এবং বয়ানের সিডি বন্টন করুন, মৃত ব্যক্তির নিকট অশেষ সাওয়াব পৌঁছাতে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ (বিস্তারিত ..... পৃষ্ঠায়)

১০। যদি পিতামাতার মধ্যে কারো ইন্তিকাল হয়, তবে সব ভাই বোন এই সংকল্প করে নিন যে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, কেননা সন্তানের আমল পিতামাতার নিকট উপস্থাপন করা হয়, ভালো আমলে খুশি এবং খারাপে দুঃখিত হন। (বিস্তারিত ...... পৃষ্ঠায় আছে)

গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং নেকীর উপর অটল থাকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন।

কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণের মাদানী ফুল

{কাফন ও দাফন মজলিশ (ইসলামী বোন)}

১। কাফন ও দাফনের যিম্মাদারগণ (এলাকা পর্যায়ে) প্রত্যেক মাসে (রমযান ব্যতিত) এলাকা পর্যায়ে গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া যিম্মাদারগণ (ডিভিশন ও কাবীনা পর্যায়ে) আমলী জাদুয়াল অনুযায়ী গোসল ও কাফন ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক করে নিন।

❁ উত্তম হচ্ছে যে, মাদানী মাসের (রমযান ব্যতিত) শেষ দশদিনের কোন এক দিন, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, তরবিয়্যতী হালকা, মাদানী দাওরা ব্যতিত, যেকোন দিন নির্দিষ্ট করে ইজতিমার স্থান বা এমন জায়গা যেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে

ভরা ইজতিমা শুরু করার মাদানী ফুল অনুযায়ী হয়, মাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

❋ জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছুটিতে বা পড়ার সময়ের পর গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

❋ "গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণ" এর নির্দিষ্ট সময় থেকে কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং তরবিয়্যতী হালকা ইত্যাদিতে "কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষনের ঘোষণা" অবশ্যই করুন।

❋ এমন স্থান যেখানে মহিলাই দোকানদার হয় তবে সেখানে তাদের অনুমতিতে মাসিক গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণের প্রচারের ব্যানার লাগানো যাবে।

❋ সময়সীমা ৩ঘন্টা এবং সদস্য কমপক্ষে ২৬ জন এবং সর্বোচ্চ ৪১ জন। (যদি কোথাও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কিছু কম বা বেশি হয়, তবুও ব্যবস্থা করুন।)

২। দেশ ও বিদেশে যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানেই 'মৃতের গোসল' দিতে হয় তবে সেই জায়গায়ও "কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণের" ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (তবে মনে রাখবেন, শরয়ী ও সাংগঠনিকভাবে যেনো সমস্যা না হয়।)

৩। গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণ ইজতিমার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা "গোসল ও কাফন ইজতিমার জাদুয়াল" অনুযায়ীই বানান। (গোসল ও কাফন ইজতিমার জাদুয়াল, অন্তিম মুহুর্তের বয়ান, মৃতের গোসল দেয়ার নিয়্যত, গোসল ও কাফনের পদ্ধতি, গোসল ও কাফন সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।)

❋ কাফন ও দাফনের যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়) গোসল ও কাফন ইজতিমার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে জাদুয়াল অনুযায়ী সময় দেয়ার ব্যবস্থা করে নিন।

৪। প্রত্যেক হালকা থেকে কমপক্ষে ২জন এবং সর্বোচ্চ ৮জন নতুন ইসলামী বোন (দ্বারা উদ্দেশ্য, এরূপ ইসলামী বোন, যাদের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা অনেক পুরোনো, কিন্তু তেমন সাংগঠনিক কাজের যিম্মাদারী নেই) তাদের সাথে সাধারণ ইসলামী বোন যারা মৃতের গোসল দেয়া শিখার আগ্রহী, তাদেরও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। কেননা মৃতের গোসল প্রদানের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রত্যেক আশিকানে রাসূল মৃতের গোসল দেয়া যেনো শিখে নেয়, তারা যেনো নিজ

পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিকে নিজেই গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করতে পারবে (তবে মৃতের গোসল দেয়ার অনুমতি টেষ্টে উত্তির্ণদেরই থাকবে)।

❋ কাফন ও দাফন মজলিশের যিম্মাদারগণ (ডিভিশন ও দেশীয় পর্যায়ে) জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা), মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা শাখা) ও দারুল মদীনা (বালিকা শাখা) এর ছাত্রী ও শিক্ষিকা এবং নাযিমাদেরও (অধ্যক্ষা) কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ প্রদান করুন, যেনো তারাও এই মাদানী কাজ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। (মনে রাখবেন! এতে যেনো জামেয়াতুল মদীনা/মাদরাসাতুল মদীনা/দারুল মদীনা (বালিকা শাখা) লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে)

❋ যদি কোন পেশাদার গোসল প্রদানকারীনি, যে নিজে থেকেই আগ্রহ পোষন করে এবং গোসল ও কাফন প্রদান শিখতে চায়, তবে তাকেও গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণে ডেকে শিখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই হবে যে, যেনো সে "মৃতের গোসল" এর সঠিক পদ্ধতি শিখে নেয়। আমরা তাকে আমাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থার বাধ্য করবো না।

৫। এলাকা পর্যায়ে কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র ঐসকল ইসলামী বোনদের করাবেন, যারা ইসলামী বোনদের টেষ্ট মজলিশ থেকে গোসল ও কাফন প্রদানের জন্য অতি উত্তম সাব্যস্ত হয়েছে, তবে কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাব থেকে দেখে দেখেই বলবে।

৬। কাফন ও দাফন মজলিশের যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়) প্রশিক্ষণের দিন **"কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"** কিতাবের ০০ পৃষ্ঠা হতে ০০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রদত্ত বিষয়াবলীর সাহায্যেই শিখানোর ব্যবস্থা করুন।

৭। কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষনের দিন গোসল ও কাফনের পদ্ধতি শেখানোর সময় প্রয়োজনীয় জিনিষ অর্থাৎ রুই, ২টি চাদর, ৩টি মগ, ১ প্যাকেট আগরবাতি, ১টি দিয়াশলাই, ১টি তোয়ালে, ১টি সাবান, কাঁচি, কাফনের কাপড়, পাটি, সুঁই সুতা, ফুলের লরি এবং কাপুরের ব্যবস্থা করুন। এই জিনিষ গুলোর জন্য চাঁদা করবেন না, বরং ব্যক্তিগত টাকা দ্বারাই ব্যবস্থা করুন (মনে রাখবেন, মৃতের গোসলের প্রশিক্ষণের সময় পানির ব্যবহার করবেন না)।

৮। গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণের দিন গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্যাকেট বানিয়ে নিয়ে যাবেন, তার ব্যয় অনুযায়ী মূল্য নিয়ে নিন। প্যাকেটে এই জিনিষগুলো থাকবে: ৩টি নালাইন শরীফের নকশা, ৩টি শাজারা শরীফ (পকেট সাইজ), ৩টি আহাদ নামা, ৩টি সবুজ গম্বুজের ছবি (স্টিকারও হতে পারে), (এই সব জিনিষ এক এক প্যাকেট মৃতের পরিবারকে কবরে তাক বানিয়ে দেয়ার জন্য দিন, যেনো ইসলামী ভাইদের মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করা যায়) ১টি ছোট বোতলে যমযম শরীফের পানি, ১টি রিসালা "মৃত ব্যক্তির আসহায়ত্ব" বা "কবরের প্রথম রাত", একটি "ফাতিহার পদ্ধতি" রিসালা, একটি ছোট প্যাকেটে খাকে শেফা (১ চিমটি পরিমাণ যদি থাকে), ৩ প্যাকেট মদীনা পাকের খেঁজুরের বিচি (এক প্যাকেটে ২টি করে), ১টি নেইল পালিশ রিমুভার, "কাফন ও দাফনের কার্ড"।

❋ যদি পেশাদার গোসল প্রদানকারীনি প্যাকেট নিতে চায়, তবে দেয়া যাবে।

৯। কাফন ও দাফন ইজতিমায় অংশগ্রহণ কারীনির মধ্যে যে ইসলামী বোন আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং গোসল ও কাফনের মাদানী কাজ করার মানসিকতা তৈরী হয়, তবে তাদের ইসলামী বোনদের টেষ্ট মজলিশ থেকে ধারাবাহিকভাবে টেষ্ট এর ব্যবস্থা করুন এবং মোটামুটি হওয়া অবস্থায় গোসল ও কাফন দেয়ার জন্য গমনকারীনি ইসলামী বোনদের তালিকায় তাদের নামও অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

কাফন ও দাফনের পদ্ধতি শিখানোর সময় সজাগ থাকার মাদানী ফুল

কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণের দিন কাফন ও দাফন শিখানোর সময় নিম্ন লিখিত মাদানী ফুল অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

(১) শিখানোর সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গাম্ভির্যতা বজায় রাখুন, বিশেষ করে যে ইসলামী বোনকে কাফন পরানো হবে, সে যেনো একেবারেই গম্ভির থাকে। উত্তম হচ্ছে যে, প্রতিবার আলাদা আলাদা ইসলামী বোনের ব্যবস্থা করা।

❋ যে ইসলামী বোনকে কাফন পরানো হবে, সে চাইলে কাফনের কাপড় নিজের সাইজের কাটিয়ে কিনে নিন এবং নিজের জন্য রেখে দিন, অতএব বারবার কিনার প্রয়োজন হবে না।

(২) মাসিক এলাকা পর্যায়ে হওয়া গোসল ও কাফন ইজতিমায়, সুন্নাত অনুযায়ী পাঁচটি কাপড় সম্বলিত কাফন এবং পৌনে দুই গজের প্রস্থের প্রায় ৭ মিটার (কাটা ব্যতীত) কাপড়ের ব্যবস্থা করুন এবং যখন কাফন কাঁটার পদ্ধতি বলা হবে তখন বড় কাপড়টি কাঁটবেন না বরং সুন্নাতি কাফনের (কর্তিত) এক একটি কাপড় দেখিয়ে পদ্ধতি বুঝিয়ে দিন যে, ইযার, তেহবন্দ, কামীস ইত্যাদিকে এভাবে কাঁটবেন।

❋ কাফন ও দাফন যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়) যদি কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারে তবে ঠিক আছে, অন্যথায় এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদারের সাহায্যে ব্যবস্থা করুন।

(৩) ইসলামী বোনদেরও প্রশিক্ষণ দিন যে, যখন তারা কোথাও গোসল ও কাফন দেয়ার জন্য যায় তবে "কাফন ও দাফন কার্ড" সাথে রাখুন এবং বন্টন করুন, তবে মদীনা মদীনা। (কাফন ও দাফন কার্য মাকাতাবতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন)

❋ মৃতের গোসলের জন্য গমনকারীনি ইসলামী বোন গাম্ভির্যতার সহিত "কুফলে মদীনা" লাগিয়ে গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করুন। নিজেদের মধ্যে যথা সম্ভব কোন বিষয়েই কথাবার্তা বলবেন না।

❋ যদি সাথে আগমনকারীনি আমাদের ইসলামী বোনের গোসল ও কাফনে কোনরূপ ভূলত্রুটি হয়ে যায় তবে তখন চুপচাপ তা "ঠিক" করে দিন এবং পরে একা তাকে সংশোধন করে দিন। সবার সামনে ভূল শুধরে দিলে মৃতের পরিবারের উপর মন্দ প্রভাব পরার সম্ভাবনা রয়েছে।

❋ যদি মরহুমের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ইন্তিকালের সময় বা গোসল অথবা কাফন পরানোর সময় কোন মাদানী বাহার পরিলক্ষিত হয়, যেমন; মুখে কালেমা পাঠ করা, চেহারা উজ্জল হয়ে যাওয়া, গোসলের তক্তায় মৃতের মুচকি হাসা ইত্যাদি তা সাথেসাথেই "মাদানী বাহার ফরমে" পূরণ করে মাদানী বাহার মজলিশের যিম্মাদারকে (এলাকা পর্যায়) জমা করিয়ে দিন।

কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষনের ঘোষণা

{কাফন ও দাফন মজলিশ (ইসলামী বোন)}

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই অস্থায়ী দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরণ করেছেন। যখন আমাদের সময় পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে এবং গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা শুরু হয়ে যাবে। প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মৃতের গোসল দেয়া এমন একটি কাজ, যা সবার শিখা উচিত, কেননা প্রত্যেকেরই এই অবস্থায় পতিত হতে হবে, কিন্তু আফসোস যে, দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে অধিকাংশ ইসলামী বোন লাশকে ভয় করে থাকে, লাশের কাছে আসে না এবং হাতও লাগায় না, এই কারণে অধিকাংশ মৃতকে সুন্নাতের পরিপন্থি ভাবে গোসল দেয়া হয়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর "মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব" রিসালায় সরহুস সূদুরের উদ্ধৃতিতে নকল করেন: হযরত সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত যে, মৃত ব্যক্তি সবকিছু জানতে পারে। এমনকি (সে) গোসলদাতাকে বলে: তোমাকে **আল্লাহ তায়ালার** শপথ দিচ্ছি, তুমি গোসলদানে আমার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো। সুতরাং আমাদের নিজেদেরও শরীয়াত অনুযায়ী মৃতের গোসল দেয়ার পদ্ধতি অবশ্যই শিখা উচিৎ এবং নিজেদের সন্তানদেরও শেখানো উচিৎ। মৃতের গোসলের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রত্যেক আশিকানে রাসূল মৃতের গোসলের পদ্ধতি শিখে যাই যে, সে তার পরিবারবর্গে গোসল ও কাফন ভালভাবে আদায় করতে পারে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রতি মাসে কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে এবং এইবার রোজ .... তারিখ .... স্থান..................................

....

সময় .... হতে .... ইসলামী বোনদের "মৃতের গোসলের পদ্ধতি" শিখানো হবে। সকল ইসলামী বোন নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ করুন।

এই প্রশিক্ষণে ঐ সমস্ত ইসলামী বোনেরা অংশগ্রহণ করতে পারবে, যারা মৃতের গোসল দেয়ার জন্য যেতে পারবে, নিজের সুযোগ অনুযায়ী যে সময় তারা বলবে সেই সময় তাকে মৃতের গোসল দেয়ার জন্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হবে।

সুতরাং যে ইসলামী বোনেরা মৃতের গোসল দেয়ার জন্য যেতে পারবে তারা অবশ্যই মৃতের গোসলের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করুন, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠায় ইবনে মাজাহ শরীফের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছেঃ

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم হতে বর্ণিত যে, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যে কোন মৃতকে গোসল করালো, কাফন পরিধান করালো, সুগন্ধি লাগালো, জানাযা কাঁধে নিলো, নামায পড়লো এবং যে ত্রুটিপূর্ণ বিষয় দেখলো তা গোপন রাখলো, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেরূপ সে জন্মের দিন ছিলো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২০১, হাদীস নং- ১৪৬২)

যে মৃতের গোসলে অংশগ্রহণ করে তার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এভাবে দোয়া করেছেনঃ

আত্তারের দোয়া

ইয়া রাব্বে মুস্তফা! যে সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন শরীয়াত অনুযায়ী মৃতের গোসল প্রদানে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে উভয় জাহানের কল্যাণ দ্বারা ধন্য করো, তাদেরকে মদীনায় ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত শাহাদাত দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাহানামা ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৯ হিজরি, মে/জুন ২০১৮ ইং, ১০ পৃষ্ঠা)

দোয়ায়ে ওলী মে ওয়হ তা'ছির দেখী
বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখী

সুতরাং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দোয়ার অংশীদার হতে অবশ্যই কাফন ও দাফনের প্রশিক্ষণ অর্জন করুন। যে ইসলামী বোন নিজের ঘর হতে মৃতের গোসল দেয়ার জন্য যেতে পারবে শুধুমাত্র ঐসকল ইসলামী বোনেরা নিজের নাম, যোগাযোগের নাম্বার, ঠিকানা এবং কোন সময় সহজেই মৃতের গোসল দেয়ার জন্য যেতে পারবে তা অবশ্যই লিখে দিন।

মাদানী ফুল! দিন, সময় এবং স্থানের নাম ঘোষণায় বলে দিবেন।

কাফন ও দাফন মজলিশের ইসলামী ভাইদের টেষ্টের মাদানী ফুল

اَلۡحَمۡدُلِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ সমূহের মধ্যে একটি হলো **"কাফন ও দাফন মজলিশ"**, যা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো আশিকানে রাসূলের মধ্যে কারো ইন্তিকাল হলে সুন্দরভাবে সুন্নাত অনুযায়ী গোসল প্রদান করা, কাফন পরিধান করানো, জানাযার নামায পড়া/পড়ানো, দাফন করা এবং ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি বিষয়াবলী সুচারু রূপে আদায় করা। কাফন ও দাফন মজলিশের অধিনে ইসামী ভাইদের টেষ্টের ব্যবস্থা ১লা যিলহজ্জ ১৪৩৫ হিজরী থেকে শুরু হয়েছে, কাফন ও দাফন মজলিশের যিম্মাদারদের জন্য কাফন ও দাফন টেষ্ট দেয়া আবশ্যক এবং যে জানাযার নামায পড়াবে বা ফাতিহা খানি করবে তবে তার জন্য প্রয়োজনিয় মাসআলা ও কিরাত টেষ্ট অবশ্যই দেওয়ান। যার সুযোগ হয় সে নিজ শহরে অবস্থিত **"টেষ্ট মজলিশের অফিসে"** গিয়ে সরাসরি পরীক্ষা দিন, প্রয়োজনে টেষ্ট মজলিশের মোবাইল নম্বর এবং স্কাইপ আইডিতে যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ সরাসরি টেষ্ট দেয়ার জন্য প্রতি রবিবার সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত অফিসে আসুন এবং যদি মোবাইলে টেষ্ট দেয়ার ব্যবস্থা হয় তবে প্রতি রবিবার ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত যেগোযোগ করুন। **(বহিবিশ্বের ইসলামী ভাইদের টেষ্ট এই সময়েই স্কাইপের মাধ্যমে হবে।)**

টেস্ট মজলিশের নিম্ন লিখিত বিষয়াদি প্রয়োজন।

নাম.. পিতা.. বিভাগ..

মোবাইল নাম্বার.................................... কাবিনা..

কাবিনাত..

বিভাগের অভিজ্ঞতা: কতোবার মৃতের গোসল দিয়েছে...................... কতোবার জানাযার নামায পড়ানো হয়েছে... ।

কাফন ও দাফন মজলিশের যিম্মাদাররা নিজের অবস্থা টেষ্ট মজলিশের মেইল এডরেস: ijara.majlisetafteeshmasail@dawateislami.net ও ijara.majlisetafteeshqiraat@dawateislami.net মেইল বা নিম্ন লিখিত নাম্বারে, SMS করে দিন।

টেস্ট মজলিশ মাসায়িল যিম্মাদারের যোগাযোগ নাম্বার ও স্কাইপ আইডি: 009203152314789, স্কাইপ আইডি (বহির্বিশ্বের জন্য) majlisetafteeshmasaiel12

টেস্ট মজলিশ ক্বিরাত যিম্মাদারের যোগাযোগ নাম্বার ও স্কাইপ আইডিঃ 03158525326, স্কাইপ আইডি (বহির্বিশ্বের জন্য) testmajlis1112.

বিঃদ্রঃ- প্রয়োজনীয় মাসায়িল অধ্যয়নের জন্য কাফন ও দাফন মজলিশের নিসাব সংগ্রহ করে নিন।

পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্যাবলী

১। **কাফন ও দাফন টেষ্ট** (এই টেষ্ট প্রত্যেক যিম্মাদারকে অবশ্যই দিতে হবে):

কাফন ও দাফন মজলিশের প্রত্যেক যিম্মাদারকে পরিপূর্ণভাবে মৃতের গোসলের পদ্ধতি, কাফন কাটা ও পরিধানের পদ্ধতি, দাফনের পদ্ধতি এবং কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করা হবে।

২। জানাযার নামায পড়নোর জন্য ক্বিরাত ও মাসায়িল টেষ্টঃ

এই টেষ্টে নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে : পবিত্রতা ও নাপাকি (ছোট ও বড় নাপাকির উদাহরন ও হুকুম এবং কাপড় পাক করার পদ্ধতি) ইমামতির শর্ত ও নামাযের শর্ত, ফরয ও নামায ভঙ্গের কারণ, ওয়াজিব ও মাকরূহে তাহরীমা, জানাযার নামায, আযান ও ইকামত, তাকবীরে তাহরীমা, তাকবীরে ইনতাকালাত, তাসবীহ, সানা, তাউয ও তাসমিয়া, সূরা ফাতিহা, সূরা ফিল, সূরা কুরাইশ, সূরা ক্ষমান, সূরা কাওসার, সূরা কাফিরূন, সূরা নাসর, সূরা লাহাব, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস, দোয়ায়ে মাসূরা, তাশাহহুদ, দরূদে ইব্রাহীম, সালাম, জানাযা নামাযের দোয়া তিনটি।

৩। ফাতিহা পাঠকারীর জন্য ক্বিরাত টেষ্টঃ ঐ সকল ইসলামী ভাইদের জন্য, যারা ফাতিহা বা তালক্বীন ইত্যাদি করে থাকে। এই টেষ্টে পরিপূর্ণ ফাতিহার পদ্ধতি, আযান, সূরা মূলক, তালক্বীনের শব্দাবলি শুনাতে হবে।

বিঃদ্রঃ- যদি ফাতিহা ও তালক্বীন মুখস্ত করে থাকে তাহলে মুখস্ত আর যদি দেখে দেখে করে তাহলে কিতাব দেখে দেখে টেষ্ট হবে।

সরাসরি মাসায়িল ও কিরাত টেষ্ট দেয়ার জন্য প্রতি রবিবার এই সকল স্থানে আসুন।

১. আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী।

২. ফয়যানে মদীনা, গুলযারে তায়্যিবা, সারগোদা।

৩. ফয়যানে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান।

টেষ্ট মজলিশ মাসয়ালা ও ক্বিরাত (মজলিশে ইজারা দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাসিক এলাকা কার্যবিবরনী ফরম

এলাকা

মাদানী মাস ও সন :

এলাকা মুশাওয়ারাতের নিগরান

আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা

		১	২	৩	৪	৫
নং	সপ্তাহ	কতটি স্থানে ব্যানার উত্তোলন হয়েছে?	এখন পর্যন্ত কতটি ব্যানার লাগানো হয়ে গেছে?	কতটি কাফন ও দাফনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	কতটি ইসালে সাওয়াবের মাদানী মুযাকারা ইজতিমার ব্যবস্থা হয়েছে?	কতটি ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হয়েছে?
১	১ম সপ্তাহ					
২	২য় সপ্তাহ					
৩	৩য় সপ্তাহ					
৪	৪র্থ সপ্তাহ					
৫	৫ম সপ্তাহ					
সার্বিক কার্যবিবরনী						
পূর্ববর্তী মাসের কার্যবিবরনী						
তুলনামূলক পর্যালোচনা (উন্নতি/অবনতি)						

এই মাস	**কতটি টেষ্ট হয়েছে?**	**কতজন মৃতের আত্মীয়কে মাদানী কাফেলায় সফর করিয়েছেন?**	
		৩দিনের	**১২দিনের**

অনুগ্রহপূর্বক! এই কার্যবিবরনী ফরম ইংরেজি মাসের ১ম তারিখে এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরান ও

কাফন ও দাফন মজলিশের যিম্মাদারের স্বাক্ষর:...............................

মাদানী উদ্দেশ্য: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার

(আমি দা'ওয়াতে

প্রকাশকাল আপডেট কার্যবিবরনী ফরম: বুধবার ১১

(কাফন ও দাফন মজলিশ) (ইসলামী ভাই)

ইংরেজি মাস ও সন :

এবং আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

এলাকা যিম্মাদার

ডিভিশন যিম্মাদার

৬			৭		৮		৯	
রিসালা বন্টনের সংখ্যা			কাফন ও দাফন ইজতিমা		কতটি স্থানে তারবিয়্যতি মাকতুব শুনিয়েছেন	কতজন মৃতের আত্মীয়কে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন	খুদ্দামুল মাসাজিদের ব্যবস্থা	
রিসালা	কাফন ও দাফন কিতাব	কাফন ও দাফন কার্ড	ভিডিও	মাদানী খবর			টাকা	প্লট

	বিভাগের অধিনে কতটি মাদানী ইনআমাতের রিসালা		এই মাসে বিভাগে		
এক মাস	বন্টন	আদায়	আয়		ব্যয়

কাফন ও দাফন মজলিশের ডিভিশন যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন।

কাফন ও দাফন মজলিশ:...................... কার্যবিবরনী ফরম জমা করানোর তারিখ:......................

মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ

ইসলামীকে ভালবাসি)

ডিভিশন

ডিভিশন মুশাওয়ারাতের নিগরান

মাসিক ডিভিশন কার্যবিবরনী ফরম

মাদানী মাস ও সন :

আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা

নং	এলাকা (এলাকার সাংগঠনিক নাম লিখুন)	১	২	৩	৪	৫	৬			৭		৮
		কতটি স্থানে ব্যানার উত্তোলন করা হয়েছে?	এখন পর্যন্ত কতটি ব্যানার লাগানো হয়ে গেছে?	কতটি কাফন ও দাফনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	কতটি ইসালে সাওয়াবের মাদানী মুযাকারা ইজতিমার ব্যবস্থা হয়েছে?	কতটি ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হয়েছে?	রিসালা বন্টনের সংখ্যা			কাফন ও দাফন ইজতিমা		এই মাসে কতটি টেষ্ট হয়েছে
							রিসালা	কাফন ও দাফনের কিতাব	কাফন ও দাফন কার্ড	ভিডিও	মাদানী খবর	
১												
২												
৩												
৪												
৫												
৬												
৭												
৮												
৯												
১০												
সার্বিক কার্যবিবরনী												
পূর্ববর্তী মাসের সার্বিক কার্যবিবরনী												
তুলনামূলক পর্যালোচনা (উন্নতি/অবনতি)												

অনুগ্রহপূর্বক! এই কার্যবিবরনী ফরম ইংরেজি মাসের ৩ তারিখের মধ্যেই ডিভিশন মুশাওয়ারাত ও

কাফন ও দাফন মজলিশের ডিভিশন যিম্মাদারের স্বাক্ষর:..................................

মাদানী উদ্দেশ্য: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের

প্রকাশকাল আপডেট কার্যবিবরনী ফরম: বুধবার ১১

(কাফন ও দাফন মজলিশ) (ইসলামী ভাই)

ইংরেজি মাস ও সন :

ডিভিশন যিম্মাদার

কাবিনা যিম্মাদার

এবং আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

৯		১০		১১			১২		১৩	
খুদ্দামুল মসাসাজিদের ব্যবস্থা		কতটি স্থানে তারবিয়্যতি মাকতুব শুনিয়েছেন	কতজন মৃতের আত্মীয়কে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন	কতজন মৃতের আত্মীয়কে মাদানী কাফেলায় সফর করিয়েছেন			বিভাগের অধিনে কতটি মাদানী ইনআমাতের রিসালা		এই মাসে	
টাকা	প্লট			৩ দিন	১২ দিন	১ মাস	বন্টন	আদায়	আয়	ব্যয়

কাবিনা যিম্মাদারগণ কাফন ও দাফন মজলিশকে মেইল করে দিন।

কার্যবিবরনী ফরম জমা করানোর তারিখ:...................................

চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ (আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসি)

কাবিনা

কাবিনা নিগরান

মাসিক কাবিনা কার্যবিবরনী ফরম

মাদানী মাস ও সন :

আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা

নং	ডিভিশন (ডিভিশনের সাংগঠনিক নাম লিখুন)	এলাকার সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬			৭
			কতটি স্থানে ব্যানার উত্তোলন করা হয়েছে?	এখন পর্যন্ত কতটি ব্যানার লাগানো হয়ে গেছে?	কতটি কাফন ও দাফনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	কতটি ইসালে সাওয়াবের মাদানী মুযাকারা ইজতিমার ব্যবস্থা হয়েছে?	কতটি ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হয়েছে?	রিসালা বন্টনের সংখ্যা			কাফন ইজ
								রিসালা	কাফন ও দাফনের কিতাব	কাফন ও দাফন কার্ড	ভিডিও
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											
৭											
৮											
৯											
১০											
১১											
১২											
১৩											
১৪											
১৫											
সার্বিক কার্যবিবরনী											
পূর্ববর্তী মাসের সার্বিক কার্যবিবরনী											
তুলনামূলক পর্যালোচনা (উন্নতি/অবনতি)											

অনুগ্রহপূর্বক! এই কার্যবিবরনী ফরম ইংরেজি মাসের ৩ তারিখের মধ্যেই ডিভিশন মুশাওয়ারাত ও

কাফন ও দাফন মজলিশের কাবিনা যিম্মাদারের স্বাক্ষর:...................................

মাদানী উদ্দেশ্য: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের

প্রকাশকাল আপডেট কার্যবিবরনী ফরম: বুধবার ১১

(কাফন ও দাফন মজলিশ) (ইসলামী ভাই)

কাবিনা যিম্মাদার

ইংরেজি মাস ও সন :

কাবিনাত যিম্মাদার

এবং আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

	৮	৯		১০		১১			১২		১৩	
ও দাফন তিমা	এই মাসে কতটি টেষ্ট হযেছে?	খুদ্দামুল মাসাজিদের ব্যবস্থা		কতটি স্থানে তারবিয়্যতি মাকতুব শুনিয়েছেন	কতজন মৃতের আত্মীয়কে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন	কতজন মৃতের আত্মীয়কে মাদানী কাফেলায় সফর করিয়েছেন			বিভাগের অধিনে কতটি মাদানী ইনআমাতের রিসালা		এই মাসে	
মাদানী খবর		টাকা	প্লট			৩ দিন	১২ দিন	১ মাস	বন্টন	আদায়	আয়	ব্যয়

কাবিনা যিম্মাদারগণ কাফন ও দাফন মজলিশকে মেইল করে দিন।

কার্যবিবরনী ফরম জমা করানোর তারিখ:...................................

চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ **(আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসি)**

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এলাকা.........................
ডিভিশন.......................
এই মাসে কি এলাকা পর্যায়ে কাফন ও দাফন ইজতিমার ব্যবস্থা হয়েছে?................

কাফন ও দাফনের মজলিশের

মাদানী মাস ও সন : ______ ইংরেজি মাস

আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা

		১	২	৩	৪	৫			৬
নং	**হালকা** সরকারী নামও লিখুন	কতটি স্থানে ব্যানার লাগানো হয়েছে?	এই মাসে কতজন মৃতের গোসল দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?	কতটি স্থানে ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হয়েছে? (সংখ্যা)[1]	কতটি স্থানে রিসালা বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছে?	সংখ্যা			কতটি স্থানে মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে? যিম্মাদার ইসলামী বোনের মাধ্যমে
						রিসালা বন্টন	কিতাব	রিসালা বন্টনের মূল্য	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									
৯									
১০									
১১									
১২									
সার্বিক কার্যবিবরনী									

ব্যক্তিগত কার্যবিবরনী	অধিকাংশ দিন ফিকরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?	অধিকাংশদিন আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা ও মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	মাদানী দাওরায় অংশগ্রহন হয়েছে?	**রিয়ায়ে রাব্বুল আনামের কার্যবিবরনী**	**রিসালা বিক্রয়**	
কাফন দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন (এলাকা পর্যায়)				(আজমেরী/বাগদাদী/ মক্কী/মাদানী)	রিসালা বিক্রয়	রিসালা বন্টন

মাদানী ফুল: (১) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন কারীনির নাম এলাকা যিম্মাদারকে এবং মাদানী ইনআমাতের (২) সংখ্যা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে লিখুন, যেমন; '২৬' এর পরিবর্তে '26' লিখুন। (৩) এই ফরম "তুলনামূলক জমা করিয়ে দিন।

মনে রাখবেন! আমাদের যিম্মাদাররা কাফন ও দাফনের জন্য গেলেই এই ফরমে অন্তর্ভূক্ত মাদানী কাজের কলাম পূরণ করবে।

☆ মোট জামেয়াতুল মদীনার সংখ্যা?....................
☆ মোট মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা? (যেখানে মুদাররিসা কোর্স হয়) ....
☆ মোট দারুল মদীনার সংখ্যা?................

১. 'কাফন ও দাফন' এর দিন কুলকানি বা চেহলামে হওয়া যেকোন একটি ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হলে, তবে শুধুমাত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

এলাকা কার্যবিবরনী ফরম

ও সন :

মাস ও সন (মাদানী)..................
(ইংরেজি) ....
কাফন দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন
(এলাকা পর্যায়)..........................
(উম্মে/বিনতে)

এবং আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

৭	৮	৯	১০	১১
কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন?	কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের মাদানী ইনআমাতের আমলকারী বানিয়েছেন?	কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়েছেন?	এই মাসে কতজন মৃতের পরিবারের সদস্য আবাসিক কোর্স করেছে?	এই মাসে কতজন ইসলামী বোন কাফন দাফনের প্রশিক্ষণ অর্জন করেছে?
	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা

/বন্টন করেছেন?		ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে কতজন ইসলামী বোনকে মাদানী কাজের উৎসাহ দিয়েছেন?	ঐসকল ইসলামী বোন, যারা পূর্বে আসতো, এখন আসেনা, স্বয়ং কতজন ইসলামী বোনের সাথে যোগাযোগ করেছেন?	মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহন করেছেন?	নিজের মাহারিমদের মধ্যে কতজনকে		
ভিডিও বিক্রয়	ভিডিও বন্টন				মাদানী ইনআমাতের উৎসাহ দিয়েছেন?	মাদানী কাফেলায় সফর করিয়েছেন?	সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন?

উপর আমল করা এবং প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি ইচ্ছুকদের নাম সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিম্মাদারকে দিন।
পর্যালোচনা” সহ প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে ‘কাফন দাফন’ যিম্মাদার ইসলামী বোন (ডিভিশন পর্যায়) কে

☆ যিলকদ্ব মাসে কতটি জামেয়াতুল মদীনায় কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........
☆ যিলকদ্ব মাসে কতটি মাদরাসাতুল মদীনায় কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........
☆ যিলকদ্ব মাসে কতটি দারুল মদীনায় টিচার ও নাযিমাদের কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........

একটিই ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের সংখ্যা লিখুন।

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ডিভিশন........................
কাবিনা.......................

কাফন ও দাফনের মজলিশের

মাদানী মাস ও সন : [ ] ইংরেজি মাস

আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা

		১	২	৩	৪	৫	৬			৭	
নং	**এলাকা** সরকারী নামও লিখুন	এলাকা পর্যায়ে ইজতিমার স্থানের সংখ্যা	কতটি স্থানে ব্যানার লাগানো হয়েছে?	এই মাসে কতজন মৃতের গোসল দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?	কতটি স্থানে ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হয়েছে? (সংখ্যা) [১]	কতটি স্থানে রিসালা বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছে?	সংখ্যা			কতটি স্থানে মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে?	
							রিসালা বন্টন	কিতাব	রিসালা বন্টনের মূল্য	ফোনের মাধ্যমে	সরাসরি
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											
৭											
৮											
৯											
১০											
১১											
১২											
সার্বিক কার্যবিবরনী											

ব্যক্তিগত কার্যবিবরনী	অধিকাংশদিন ফিকরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?	অধিকাংশদিন আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা ও মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	কতটি মাদানী দাওরায় অংশগ্রহন করেছেন?	**রিয়াযে রাব্বুল আনামের কার্যবিবরনী**	**রিসালা বিক্রয়**	
কাফন দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন (ডিভিশন পর্যায়)				(আজমেরী/বাগদাদী/মক্কী/মাদানী)	রিসালা বিক্রয়	রিসালা বন্টন

মাদানী ফুলঃ (১) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন কারীনির নাম এলাকা যিম্মাদারকে এবং মাদানী ইনআমাতের (২) সংখ্যা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে লিখুন, যেমন; '২৬' এর পরিবর্তে '26' লিখুন। (৩) এই ফরম "তুলনামূলক জমা করিয়ে দিন।

মনে রাখবেন! আমাদের যিম্মাদাররা কাফন ও দাফনের জন্য গেলেই এই ফরমে অন্তর্ভূক্ত মাদানী কাজের কলাম পূরণ করবে।

☆ মোট জামেয়াতুল মদীনার সংখ্যা?....................
☆ মোট মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা? (যেখানে মুদাররিসা কোর্স হয়) ....
☆ মোট দারুল মদীনার সংখ্যা?.................

---

১. 'কাফন ও দাফন' এর দিন কুলকানি বা চেহলামে হওয়া যেকোন একটি ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হলে, তবে শুধুমাত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

ডিভিশন কার্যবিবরনী ফরম

ও সন :

মাস ও সন (মাদানী)..................
(ইংরেজি) ....
কাফন দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন
(ডিভিশন পর্যায়)..........................
(উম্মে/বিনতে)

এবং আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

৮	৯	১০	১১	১২
কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন?	কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের মাদানী ইনআমাতের আমলকারী বানিয়েছেন?	কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়েছেন?	এই মাসে কতজন মৃতের পরিবারের সদস্য আবাসিক কোর্স করেছে?	এই মাসে কতজন ইসলামী বোন কাফন দাফনের প্রশিক্ষণ অর্জন করেছে?
	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা

/বন্টন করেছেন?		ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে কতজন ইসলামী বোনকে মাদানী কাজের উৎসাহ দিয়েছেন?	ঐসকল ইসলামী বোন, যারা পূর্বে আসতো, এখন আসেনা, স্বয়ং কতজন ইসলামী বোনের সাথে যোগাযোগ করেছেন?	মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহন করেছেন?	নিজের মাহারিমদের মধ্যে কতজনকে		
ভিডিও বিক্রয়	ভিডিও বন্টন				মাদানী ইনআমাতের উৎসাহ দিয়েছেন?	মাদানী কাফেলায় সফর করিয়েছেন?	সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন?

উপর আমল করা এবং প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি ইচ্ছুকদের নাম সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিম্মাদারকে দিন।
পর্যালোচনা" সহ প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে 'কাফন দাফন' যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনা পর্যায়) কে

✯ যিলকদ্ব মাসে কতটি জামেয়াতুল মদীনায় কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........
✯ যিলকদ্ব মাসে কতটি মাদরাসাতুল মদীনায় কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........
✯ যিলকদ্ব মাসে কতটি দারুল মদীনায় টিচার ও নাযিমাদের কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........

একটিই ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের সংখ্যা লিখুন।

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

কাবিনা.........................
কাবিনাত.......................

কাফন ও দাফনের মজলিশের

মাদানী মাস ও সন : ______ ইংরেজি মাস

আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা

নং	ডিভিশন	১	২	৩	৪	৫	৬			৭	
		এলাকা পর্যায়ে ইজতিমার স্থানের সংখ্যা	কতটি স্থানে ব্যানার লাগানো হয়েছে?	এই মাসে কতজন মৃতের গোসল দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?	কতটি স্থানে ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায় যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হয়েছে? (সংখ্যা) [১]	কতটি স্থানে রিসালা বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছে?	সংখ্যা			কতটি স্থানে মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে?	
							রিসালা বন্টন	কিতাব	রিসালা বন্টনের মূল্য	ফোনের মাধ্যমে	সরাসরি
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											
৭											
৮											
৯											
১০											
১১											
১২											
সার্বিক কার্যবিবরনী											

ব্যক্তিগত কার্যবিবরনী	অধিকাংশদিন ফিকরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?	অধিকাংশদিন আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা ও মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	কতটি মাদানী দাওরায় অংশগ্রহন করেছেন?	রিযায়ে রাব্বুল আনামের কার্যবিবরনী	রিসালা বিক্রয়	
কাফন দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনা পর্যায়)				(আজমেরী/বাগদাদী/ মক্কী/মাদানী)	রিসালা বিক্রয়	রিসালা বন্টন

মাদানী ফুলঃ (১) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন কারীনির নাম এলাকা যিম্মাদারকে এবং মাদানী ইনআমাতের (২) সংখ্যা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে লিখুন, যেমন; '২৬' এর পরিবর্তে '26' লিখুন। (৩) এই ফরম "তুলনামূলক জমা করিয়ে দিন।

মনে রাখবেন! আমাদের যিম্মাদাররা কাফন ও দাফনের জন্য গেলেই এই ফরমে অন্তর্ভূক্ত মাদানী কাজের কলাম পূরণ করবে।

☆ মোট জামেয়াতুল মদীনার সংখ্যা?...................
☆ মোট মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা? (যেখানে মুদাররিসা কোর্স হয়) ....
☆ মোট দারুল মদীনার সংখ্যা?................

১. 'কাফন ও দাফন' এর দিন কুলকানি বা চেহলামে হওয়া যেকোন একটি ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা হলে, তবে শুধুমাত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

কাবিনা কার্যবিবরনী ফরম

ও সন :

মাস ও সন (মাদানী)..................
(ইংরেজি) ....
কাফন দাফন যিম্মাদার ইসলামী বোন
(কাবিনা পর্যায়)..........................
(উম্মে/বিনতে)

এবং আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

৮	৯	১০	১১	১২
কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন?	কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের মাদানী ইনআমাতের আমলকারী বানিয়েছেন?	কতজন মৃতের পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়েছেন?	এই মাসে কতজন মৃতের পরিবারের সদস্য আবাসিক কোর্স করেছে?	এই মাসে কতজন ইসলামী বোন কাফন দাফনের প্রশিক্ষণ অর্জন করেছে?
	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা

/বন্টন করেছেন?		ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে কতজন ইসলামী বোনকে মাদানী কাজের উৎসাহ দিয়েছেন?	ঐসকল ইসলামী বোন, যারা পূর্বে আসতো, এখন আসেনা, স্বয়ং কতজন ইসলামী বোনের সাথে যোগাযোগ করেছেন?	মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহন করেছেন?	নিজের মাহারিমদের মধ্যে কতজনকে		
ভিডিও বিক্রয়	ভিডিও বন্টন				মাদানী ইনআমাতের উৎসাহ দিয়েছেন?	মাদানী কাফেলায় সফর করিয়েছেন?	সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন করিয়েছেন?

উপর আমল করা এবং প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি ইচ্ছুকদের নাম সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিম্মাদারকে দিন।
পর্যালোচনা” সহ প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ‘কাফন দাফন’ যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনাত পর্যায়) কে

✯ যিলকদ্ব মাসে কতটি জামেয়াতুল মদীনায় কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........
✯ যিলকদ্ব মাসে কতটি মাদরাসাতুল মদীনায় কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........
✯ যিলকদ্ব মাসে কতটি দারুল মদীনায় টিচার ও নাযিমাদের কাফন ও দাফন ইজতিমা হয়েছে?..........

একটিই ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের সংখ্যা লিখুন।

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কাবিনা		**ইসলামী ভাইদের কাফন ও দাফনের**			
কাবিনা নিগরান		মাদানী মাস ও সন:			
		আসল কার্যবিবরনী তো তাই, যা ইসলামী ভাইদের মাঝে আমলের প্রেরণা এবং			

নং	ডিভিশনের কাজ	কাফন দাফনে যিম্মাদার হয়ে গেছেন?	কাফন দাফনের ভিডিও ইজতিমা দেখে নিয়েছেন?	কাফন ও দাফন টেষ্ট হয়ে গেছে?	কাফন ও দাফন কিতাব পড়ে নিয়েছেন?
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					
মোট					

কাবিনা পর্যায়ের যিম্মাদার (বিভিন্ন বিভাগের মোট সংখ্যা)		ভিডিও দর্শক
যেলী হালকা পর্যন্ত (প্রত্যেক বিভাগের) যিম্মাদার ও নিগরান (মোট সংখ্যা)		ভিডিও দর্শক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

টেষ্টের ত্রৈমাসিক ফরম (কাবিনা পর্যায়)

কাফন দাফনের কাবিনা যিম্মাদার	
কাফন দাফনের কাবিনাত যিম্মাদার	

ইংরেজি মাস ও সন:	

আখিরাতের বরকত অর্জিত হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী)

কাফন দাফন কার্ড পড়ে নিয়েছেন?	পরীক্ষণ টেষ্ট হয়ে গেছে?	এলাকা পর্যায়ের যিম্মাদার (সংখ্যা)	ভিডিও দর্শক	টেষ্টে উত্তীর্ণ
			টেষ্টে উত্তীর্ণ	
			টেষ্টে উত্তীর্ণ	

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দেশ ....

ইসলামী বোনদের কাফন ও দাফনের

নং	ডিভিশন	ডিভিশনে কাফন দাফনের যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিয়োগ হয়েছে?	টেষ্ট কি দিয়ে দিয়েছে?	কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাব থেকে কি ইসলামী বোনদের মাসআলা পাঠ করে নিয়েছে?	মোট কতটি এলাকা রয়েছে?	কতটি এলাকায় কাফন দাফন মজলিশ হয়ে গেছে?	এলাকায়ি মজলিশের মধ্যে কতজনের টেষ্ট হয়ে গেছে?
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							
১৩							
১৪							
১৫							
১৬							
১৭							
সর্বমোট সংখ্যা							

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

মাস ও সন (মাদানী) .... (ইংরেজি)............

টেষ্টের ত্রৈমাসিক ফরম (কাবিনা পর্যায়)

কাফন দাফন যিম্মাদার (দেশীয় পর্যায়)......................

কতজন কাফন ও দাফনের পদ্ধতি থেকে ইসলামী বোনদের মাসআলা পড়ে নিয়েছে?	এই তিনমাসে কতটি টেষ্ট হয়েছে?	কতজন ইসলামী বোনের “উত্তম” (সফল) হয়েছে?						কোন ডিভিশনে মোট কতজন ইসলামী বোন “অতি উত্তম” হয়েছে? (যারা প্রশিক্ষণ দিতে পারবে)
		কাফন দাফন যিম্মাদারগণ						
		জন সাধারণ	যেলী হালকা	হালকা	এলাকা	ডিভিশন	মোট	

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

কাফন ও দাফন মজলিশের সাপ্তাহিক জাদুয়াল

বার	কাফন দাফন ব্যতীত অন্যান্য মাদানী কাজ
শুক্র/রবিবার	ভিডিও ইজতিমা/মাদানী মাশওয়ারা, ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায়ে যিকির ও নাত
সোমবার	রিসালা বন্ট, মাসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য মাদানী তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা
মঙ্গলবার	ব্যানার, টেষ্ট, মাদানী খবর ইত্যাদির পর্যালোচনা
বুধবার	তারবিয়্যতি মাকতুব শুনানো এবং মৃতের পরিবারের সদস্যদের মাদানী কাফেলা ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা
বৃহস্পতিবার	মৃতের পরিবারের সদস্যদের সাথে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন
শনিবার	ইসালে সাওয়াবের জন্য সম্মিলিত মাদানী মুযাকারা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

কাফন ও দাফন ইজতিমার জাদুয়াল

নং	বিষয়	সময়সীমা	কে এই মাদানী কাজ করবে?	বিবরন
১	**তিলাওয়াত**	৩ মিনিট	বিশুদ্ধ তাজবীদ জানা ইসলামী ভাই	---------------------
২	**কালাম**	৫ মিনিট	নাত খাঁ ইসলামী ভাই	আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কালাম "আহ! হার লমহা গুনাহ কি কসরত অউর ভরমার হে" পাঠ করুন।
৩	**বয়ান**	২৬ মিনিট	কাফন দাফনের যিম্মাদার (কাবিনা/ডিভিশন/এলাকা পর্যায়)	বিষয়: **"অন্তিম মুহুর্তের বয়ান"**। (এই বয়ান ও কালাম কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাবে রয়েছে)
৪	**কিতাবের সারমর্ম**	১৫ মিনিট	-------------	গোসল ও কাফন সম্পর্কীত মাদানী ফুল মুখস্ত করান।
৫	**মৃতের গোসল প্রদান এবং কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত মুখস্ত করানো**	১৫ মিনিট	কাফন দাফনের যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়)	**"মৃতের গোসল প্রদানের নিয়্যত"** এবং **"কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত"** (এই নিয়্যতসমূহ কাফন ও দাফনের পদ্ধতি কিতাবে রয়েছে)
৬	**গোসল ও কাফনের পদ্ধতি শিখানো**	৮০ মিনিট	ইসলামী বোনদের টেষ্ট মজলিশ থেকে ok হওয়া ইসলামী বোন, যে কিনা গোসল ও কাফনের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।	**"গোসল ও কাফনের পদ্ধতি শিখানোর সময় সজাগ থাকার মাদানী ফুল"** এবং **"কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"** অনুযায়ী ব্যবস্থা করুন। (এই মাদানী ফুল, গোসলের পদ্ধতি এবং কাফন পরিধানের পদ্ধতি 'কাফন ও দাফনের পদ্ধতি' কিতাবে রয়েছে)
৭	**মাদানী মুন্নীদের মাদানী পুষ্পগুচ্ছ**	১০ মিনিট	---------------	এতে কাফন কাঁটার পদ্ধতি জানানো হয়েছে। ('কাফন ও দাফনের পদ্ধতি' কিতাবে পর্যবেক্ষণ করুন।)
৮	**গোসল ও কাফন সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর**	২৬ মিনিট	কাফন দাফন যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়)	**গোসল ও কাফন সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর** এর মাধ্যমে ব্যবস্থা করুন। (এই প্রশ্নোত্তর 'কাফন ও দাফনের পদ্ধতি' কিতাবে রয়েছে)
৯	**গোসল ও কাফন প্রদানের জন্য প্রস্তুত হওয়াদের নাম লিপিবদ্ধ করা**	১২ মিনিট	কাফন দাফন যিম্মাদার (এলাকা পর্যায়)	যেসকল ইসলামী বোন নিজের সুবিধা অনুযায়ী আমাদের যিম্মাদারদের সাথে মৃতের গোসল প্রদানের জন্য যেতে পারবে, তাদের নাম, যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করুন এবং পরে Follow upও করুন।
মোট সময়সীমা		**১৯২ মিনিট (৩ ঘন্টা ১২ মিনিট)**		

সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াত

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আমি **আল্লাহ তায়ালা**র আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓىِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আলিফ-লাম-মীম, সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (কোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়। তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতিসম্পন্নদের জন্য। তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে মাহবুব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। সেসব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে।

সূরা বাকারার শেষ রুকুর আয়াত

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟
وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ রাসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে **তাঁর** উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে **আল্লাহ, তাঁর** ফিরিশতাগণ, **তাঁর** কিতাব সমূহ **এবং তাঁর** রাসূলগণকে এ কথা বলে যে, আমরা **তাঁর** কোন রাসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করি না এবং আরয করেছেঃ আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। তোমার ক্ষমা হোক! হে প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **আল্লাহ** কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখো না, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

সূরা ইয়াছিন শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেনঃ "আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, সূরা ইয়াছিন আমার উম্মতের সকল মানুষের অন্তরে (মুখস্থ) থাকুক।"

(দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا বলেনঃ "যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াছিনের তিলাওয়াত করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ দিনের সহজতা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের প্রথম ভাগে এর তিলাওয়াত করবে, তাকে সকাল পর্যন্ত ঐ রাতের সহজতা দান করা হবে। **(দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা আবু কালাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াছিনের তিলাওয়াত করলো, তার (গুনাহ) ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় তার (অর্থাৎ খাবারের) স্বল্পতাবস্থায় তিলাওয়াত করে, তাহলে তা (তিলাওয়াত) এটাকে (খাবারকে) যথেষ্ট করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট এর তিলাওয়াত করলো **আল্লাহ তায়ালা** (তার উপর) মৃত্যুর সময় নম্রতা (সহজতা) প্রদর্শন করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলার নিকট তার বাচ্চা প্রসবের সংকটাপন্ন অবস্থায় সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করলো, তাহলে তার জন্য (ঐ মহিলার জন্য) কষ্ট লাঘব হবে। আর যে ব্যক্তি এর তিলাওয়াত করলো, সে যেন **১১**বার (সম্পূর্ণ) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলো। প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হলো সূরা ইয়াছিন।" (দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

یٰسٓ ۚ﴿۱﴾ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ اِنَّکَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ۙ﴿۳﴾

১. ইয়া-ছীন, ২. হিকমতময় কুরআনের শপথ, ৩. নিশ্চয় আপনি প্রেরিত

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ؕ﴿۴﴾ تَنۡزِیۡلَ الۡعَزِیۡزِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۵﴾

৪. সরল পথের উপর ৫. সম্মানিত, দয়াময়ের অবতীর্ণ;

لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ اٰبَآؤُہُمۡ فَہُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۶﴾

৬. যাতে আপনি এ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি, সুতরাং তারা উদাসীন

لَقَدۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤی اَکۡثَرِہِمۡ فَہُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۷﴾

৭. নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না;

اِنَّا جَعَلۡنَا فِیۡۤ اَعۡنَاقِہِمۡ اَغۡلٰلًا فَہِیَ اِلَی الۡاَذۡقَانِ فَہُمۡ مُّقۡمَحُوۡنَ ﴿۸﴾

৮. আমি তাদের ঘাড় সমূহে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি যে, সেগুলো থুতনী পর্যন্ত পৌঁছেছে, সুতরাং তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে;

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

৯. এবং আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের পেছনে একটা প্রাচীর, আর তাদেরকে উপর থেকে আবৃত করে দিয়েছি সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায় না;

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. এবং তাদের পক্ষে এক সমান আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না-ই করুন! তারা ঈমান আনবে না

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾

১১. আপনি তো তাকেই সতর্ক করছেন, যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন;

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ
وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয় আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো এবং আমি লিপিবদ্ধ করছি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যেসব নিদর্শন পেছনে রেখে গেছে এবং প্রত্যেক বস্তু আমি গণনা করে রেখেছি এক বর্ণনাকারী কিতাবে।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং তাদের নিকট নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করো ঐ শহর বাসীদের যখন তাদের নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিলো;

اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে, অতঃপর আমি তৃতীয় দ্বারা শক্তিশালী করেছি, তখন তারা সবাই বললো নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. বললো, তোমরা তো নও, কিন্তু আমাদের মত মানুষ এবং পরম দয়ালু কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা নিরেট মিথ্যুক।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতিপালক জানেন যে,
নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি;

وَمَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾

১৭. এবং আমাদের দায়িত্ব নয়, কিন্তু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া।

قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸﴾

১৮. তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। নিশ্চয় যদি তোমরা ফিরে না আসো, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং নিশ্চয় আমাদের হাতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে;

قَالُوْا طَآىِٕرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَىِٕنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯ তাঁরা বললেন, তোমাদের অমঙ্গল তো তোমাদের সাথে। তোমরা কি এরই উপর ক্ষেপে উঠছো যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে? বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী লোক।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۰﴾

২০. এবং শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন পুরুষ ছুটে আসলো,
বললো: হে আমার সম্প্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো!

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১. এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং তাঁরা সৎপথের উপর রয়েছেন।

وَمَا لِيَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২. এবং আমার কি হলো যে, তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ
عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿۲۳﴾

২৩. আমি কি **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য খোদাও স্থির করবো? যদি পরম দয়ালু আমার কোন ক্ষতি চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং না আমাকে বাঁচাতে পারবে;

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. নিশ্চয় তখন তো আমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে হবো।

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আমার কথা শোন।

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো।
বললো, কোন মতে আমার সম্প্রদায় যদি জানতো।

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. কিভাবে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং আমি তারপর তার সম্প্রদায়ের উপর আসমান থেকে বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং না আমার সেখানে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করার (প্রয়োজন) ছিলো।

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. তা তো কেবল একটা বিকট শব্দ ছিলো, তখনই তারা নির্বাপিত হয়ে রয়ে গেলো।

يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং বলা হলো, হায় আফসোস! ঐসব বান্দার জন্য, যখন তাদের নিকট কোন রাসূল আসেন, তখন তারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে।

أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা কি দেখেনি আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা এখন তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী নয়।

وَاِنۡ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ ﴿۳۲﴾

৩২. এবং যতোই আছে সবাইকে আমারই সম্মুখে হাযির করা হবে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الۡاَرۡضُ الۡمَيۡتَةُ ۖۚ اَحۡيَيۡنٰهَا وَاَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا فَمِنۡهُ يَاۡكُلُوۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. এবং তাদের একটা নিদর্শন মৃতভূমি; আমি সেটাকে জীবিত করেছি এবং এরপর তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, অতঃপর তা থেকে তারা আহার করে।

وَجَعَلۡنَا فِيۡهَا جَنّٰتٍ مِّنۡ نَّخِيۡلٍ وَّاَعۡنَابٍ وَّفَجَّرۡنَا فِيۡهَا مِنَ الۡعُيُوۡنِ ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং আমি তাতে বাগান বানিয়েছি- খেজুর ও আঙ্গুরের এবং আমি তাতে কিছু সংখ্যক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি;

لِيَاۡكُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتۡهُ اَيۡدِيۡهِمۡ ؕ اَفَلَا يَشۡكُرُوۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. যাতে সেটার ফলমূল থেকে আহার করতে পারে এবং এটা তাদের হাতের তৈরী নয়; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না?

سُبۡحٰنَ الَّذِىۡ خَلَقَ الۡاَزۡوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ
وَمِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন ঐসব বস্তু থেকে, যে গুলোকে ভূমি উৎপন্ন করে এবং তাদের নিজেদের থেকে আর ঐসব বস্তু থেকে, যেগুলো সম্বন্ধে তাদের খবর নেই।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيۡلُ ۖۚ نَسۡلَخُ مِنۡهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمۡ مُّظۡلِمُوۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. এবং তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত; আমি সেটার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করে নিই; তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে;

وَالشَّمۡسُ تَجۡرِىۡ لِمُسۡتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقۡدِيۡرُ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ ﴿۳۸﴾

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে আপন এক অবস্থানের জন্য; এটা হচ্ছে নির্দেশ পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের।

وَالۡقَمَرَ قَدَّرۡنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالۡعُرۡجُوۡنِ الۡقَدِيۡمِ ﴿۳۹﴾

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি মানযিল সমূহ (তিথি) নির্ধারণ করেছি, অবশেষে তা পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেলো যেমন খেজুরের পুরাতন শাখা।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ
وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগালে পাওয়া এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকটা একেক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে।

وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾ لا

৪১. এবং তাদের জন্য একটা নিদর্শন এ যে, আমি তাদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৃষ্ঠদেশের মধ্যে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।

وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. এবং তাদের জন্য অনুরূপ নৌযান সমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যেগুলোতে তারা আরোহণ করছে।

وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿۴۳﴾ لا

৪৩. এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন এমন কেউ নেই যে, তাদের ফরিয়াদ শুনে সাড়া দিবে এবং না তাদেরকে রক্ষা করা হবে;

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۴۴﴾

৪৪. কিন্তু আমার নিকট থেকে দয়া ও একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দেয়া (হলে)।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ভয় করো তাকে, যা তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যা তোমাদের পিছনে আগমনকারী এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে; (তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়)।

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. এবং যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ থেকে কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে, তখনই তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ
لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, **আল্লাহ** প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করো। তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে, আমরা কি তাকেই আহার করাবো, যাকে **আল্লাহ** ইচ্ছা করলে আহার করাতেন? তোমরা তো নও, কিন্তু সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. এবং বলে, কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. অপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটা বিকট শব্দের, যা তাদেরকে গ্রাস করবে যখন তারা দুনিয়ায় ঝগড়ার মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫০. তখন তারা না ওসীয়ত করতে পারবে এবং না আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১. এবং ফুৎকার দেয়া হবে শিঙ্গায়, তখনই তারা কবরগুলো থেকে আপন প্রতিপালকের প্রতি ছুটে আসবে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. বলবে: হায়! আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলো! এটা হচ্ছে তাই, যার পরম করুণাময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছেন।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. তা তো হবে না, কিন্তু এক বিকট শব্দ, তখনই তারা সবাই আমার সম্মুখে হাযির হয়ে যাবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. সুতরাং আজ কোন আত্মার উপর কোন যুলুম হবে না এবং তোমরা প্রতিফল পাবে না, কিন্তু আপন কৃতকর্মের।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ সেদিন মনের আনন্দে শান্তি ভোগ করবে।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. তারা এবং তাদের বিবিগণ ছায়া সমূহে থাকবে আসন সমূহে হেলান দিয়ে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. তাদের জন্য তাতে ফলমূল থাকবে এবং তাদের জন্য থাকবে তাতে যা তারা চাইবে।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৮. তাদের উপর হবে সালাম, বলা হবে পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

৫৯. আর আজ পৃথক হয়ে যাও হে অপরাধীরা।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۶۰﴾

৬০. হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, শয়তানকে পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾

৬১. এবং আমার বন্দেগী করো, এটাই সোজা পথ।

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. এবং নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে অনেক সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তবুও কি তোমাদের বিবেক ছিলো না।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যেটার তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ছিলো।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪. আজ সেটার মধ্যে যাও; প্রতিফলস্বরূপ নিজেদের কুফরের।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫. আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দেবো এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿۶۶﴾

৬৬. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চক্ষু সমূহকে বিলীন করে দিতাম; অতঃপর তারা লাফ দিয়ে রাস্তার দিকে যেতো তখন তারা কিছুই দেখতো না।

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদের ঘরে বসা অবস্থায়ই তাদের আকৃতিগুলো বিকৃত করে দিতাম। তখন তারা না আগে বাড়তে পারতো, না পিছনে ফিরে আসতে পারতো।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. এবং যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি তাকে সৃষ্টিগত গঠনের মধ্যে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিই। তবুও কি তারা বুঝে না?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶۹﴾

৬৯. এবং আমি তাঁকে কাব্য রচনা করা শিখাইনি এবং না তাঁর পক্ষে শোভা পায়। তা তো নয়, কিন্তু উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআনই;

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۰﴾

৭০. যাতে সতর্ক করে যে জীবিত থাকে তাকে; এবং (যাতে) কাফিরদের উপর বাণী অবধারিত হয়ে যায়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿۷۱﴾

৭১. এবং তারা কি দেখেনি যে, আমি আপন হাতের তৈরীকৃত চতুষ্পদ জন্তু তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, অতঃপর এরা সেগুলোর মালিক?

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২. এবং সেগুলোকে তাদের জন্য নরম করে দিয়েছি। সুতরাং কতেকের উপর আরোহণ করে এবং কতেককে আহার করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. এবং তাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কয়েক প্রকার উপকারিতা এবং পানীয় বস্তু সমূহ রয়েছে। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং তারা **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য খোদা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, এ আশায় যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. সেগুলো তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং সেগুলো, তাদের বাহিনী, সবাইকে গ্রেফতার করে জাহান্নামের মধ্যে হাযির করা হবে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতএব, আপনি তাদের কথায় দুঃখ করবেন না, নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. এবং মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি? তখনই সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে;

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. এবং আমার জন্য উপমা রচনা করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলো গেছে। বললো; এমন কে আছে যে, হাড্ডিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন সেগুলো একেবারে পঁচে গলে গায়?

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۙ ﴿٧٩﴾

৭৯. আপনি বলুন! সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথম বারেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে;

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, তখনই তোমরা তা দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে থাকো;

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ
عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

৮১. এবং যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে পারেন না? কেন নয়? এবং তিনিই হন মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیۡـًٔا اَنۡ یَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَیَكُوۡنُ ﴿۸۲﴾

৮২. তাঁর কাজ তো এ যে, যখন কোন কিছু করতে চান তখন সেটার উদ্দেশ্যে বলেনঃ হয়ে যা। তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়

فَسُبۡحٰنَ الَّذِیۡ بِیَدِهٖ مَلَكُوۡتُ كُلِّ شَیۡءٍ وَّ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. সুতরাং পবিত্রতা তাঁরই, যাঁর হাতে প্রত্যেক কিছুর অধিকার রয়েছে এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে;

দোয়া কবুল হওয়ার উপায়

কোন রোগীর যদি আরোগ্য লাভ না হয়, তাহলে প্রথমে কিছু সদকা বা খয়রাত করে দিন। অতঃপর মাকরূহ্ নয় এমন সময়ে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করুন। কান্নাকাটি করে দোয়া করুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কবুল হয়ে যাবে। ‘**ফায়ায়েলে দোয়া**’র ৫৯ থেকে ৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, (দোয়া কবুল হওয়ার আদবসমূহের মধ্য হতে) **আদব নং ৫ঃ** দোয়া করার পূর্বে কোন নেক আমল করে নিবে, যাতে করে দয়াময় **আল্লাহ**র রহমত তার প্রতি নিবদ্ধ হয়। সদকা, বিশেষ করে গোপণীয়ভাবে দান-খয়রাত করা এ ব্যাপারে বিশেষ উপকারী। **আদব নং ৯ঃ** মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়ে থাকলে একনিষ্ঠতার সাথে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিবে। কারণ, এটি রহমত পাওয়ার মাধ্যম, আর রহমত হল নেয়ামত পাওয়ার মাধ্যম।

(ফয়যানে সুন্নাত, নেকীর দাওয়াত অধ্যায়, ২/২০৭)

সূরা মূলক এর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এক লোককে বললেন: আমি কি তোমাকে একটি হাদীস উপহার স্বরূপ দিব না, যা পেয়ে তুমি খুশি হয়ে যাবে? তখন সে আরয করলো: অবশ্যই (দিন)! তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এই সূরাটি পড়ো: تَبٰرَکَ الَّذِیۡ بِیَدِہِ الۡمُلۡکُ (অর্থাৎ সূরা মূলক) আর এই সূরাটি নিজ পরিবার পরিজন, নিজের সকল সন্তান-সন্ততি, ঘরের সকল বাচ্চা ও নিজ প্রতিবেশিদেরকে শিখাও (তাদেরকে এর শিক্ষা দাও)। কেননা এটা মুক্তি দান কারী এবং কিয়ামতের দিন আপন পাঠকের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে ঝগড়াকারী এবং তা তার পাঠকারীকে তালাশ করবে, যাতে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর এই কারণে তার পাঠক আযাব থেকে রক্ষা পাবে। (আদ দুররুল মনছুর, ৮ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যখন বান্দা কবরে যাবে তখন তার পায়ের দিক থেকে আযাব আসবে, তখন তার পা বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূলক পাঠ করতো। অতঃপর আযাব যখন বুক বা পেটের দিক দিয়ে আসবে। তখন সে (বুক বা পেট) বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূলক পাঠ করতো। অতঃপর তা (আযাব) তার মাথার দিক থেকে আসবে, তখন মাথা বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূলক পাঠ করতো। অতএব এই সূরা হলো, বাধা প্রদানকারী, কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। তাওরাতে এর নাম হলো, সূরা মূলক। যে (ব্যক্তি) রাতে এটা পাঠ করে নেয়, (বস্তুত সে) অনেক বেশি এবং উত্তম কাজ করে থাকে। (মুসতাদরাক আলাস্ ছহীহাইন, ৩য় খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৯২)

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার আকাঙ্ক্ষা হলো; تَبٰرَکَ الَّذِیۡ بِیَدِہِ الۡمُلۡکُ সকল মু'মিনের অন্তরে (মুখস্থ) থাকুক।"

(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৪৫)

চাঁদ দেখার পর তা পাঠ করা হলে, তবে মাসের ৩০ দিন পর্যন্ত সে কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদে থাকবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ। এজন্য যে, এতে ৩০টি আয়াত রয়েছে, আর তা ৩০ দিনের জন্য যথেষ্ট। (তাফসীরে রুহুল মাআনী, সূরা মূলক, ১৫তম খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الۡمُلۡكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُۨ ۙ﴿۱﴾

১. বড়ই কল্যাণময় তিনি, যাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব; এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান;

الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَكُمۡ اَیُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۲﴾

২. তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়– তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম। এবং তিনিই মহা সম্মানিত, ক্ষমাশীল;

الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ
فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ ۙ هَلۡ تَرٰی مِنۡ فُطُوۡرٍ ﴿۳﴾

৩. যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একটার উপর অপরটা; তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কি পার্থক্য দেখছো? সুতরাং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে দেখো তুমি কি কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছো?

ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ كَرَّتَیۡنِ یَنۡقَلِبۡ اِلَیۡكَ الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِیۡرٌ ﴿۴﴾

৪. অতঃপর আবার দৃষ্টি উপরের দিকে করো, দৃষ্টি তোমার দিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে ক্লান্ত ও হতভম্ব অবস্থায়।

وَ لَقَدۡ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡیَا بِمَصَابِیۡحَ وَ جَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّیٰطِیۡنِ وَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ
عَذَابَ السَّعِیۡرِ ﴿۵﴾

৫. এবং নিশ্চয় আমি নিম্নতম আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপোকরণ করেছি এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

وَ لِلَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۶﴾

৬. এবং যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে এবং কতই মন্দ পরিণতি!

اِذَاۤ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾

৭. যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেটার চিৎকারের শব্দ শুনবে যে, তা জোশ্ মারছে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَاۤ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾

৮. মনে হবে যেন ভীষন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। যখন কখনো কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেটার দারোগা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾

৯. তারা বলবে: কেন নয়? নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী তাশরীফ এনেছিলেন অতঃপর আমরা অস্বীকার করেছি এবং বলেছি: **আল্লাহ** কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো নও, কিন্তু জঘন্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾

১০.এবং বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তবে দোযখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾

১১. এখন তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করলো। সুতরাং দোযখীদের প্রতি ধিক্কার!

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾

১৩. এবং তোমরা নিজেদের কথা নীরবে বলো কিংবা সরবে, তিনি তো অন্তর্যামী।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾

১৪. তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? এবং তিনিই হন প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতা, অবহিত।

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاکِبِہَا وَ کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِہٖ ؕ
وَ اِلَیۡہِ النُّشُوۡرُ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং **আল্লাহ**র জীবিকাগুলো থেকে আহার করো। এবং তাঁরই দিকে উত্থিত হতে হবে।

ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یَّخۡسِفَ بِکُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا ہِیَ تَمُوۡرُ ﴿ۙ۱۶﴾

১৬. তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁরই থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তিনি তোমাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলবেন? তখনই তা কাঁপতে থাকবে।

اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یُّرۡسِلَ عَلَیۡکُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ کَیۡفَ نَذِیۡرِ ﴿۱۷﴾

১৭. অথবা তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁর থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তোমাদের প্রতি তিনি কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন? সুতরাং এখনই জানতে পারবে কেমন ছিলো আমার ভয় প্রদর্শন।

وَ لَقَدۡ کَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ﴿۱۸﴾

১৮. এবং নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরা অস্বীকার করেছে। সুতরাং কেমন হয়েছে আমার অস্বীকার?

اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ فَوۡقَہُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّ یَقۡبِضۡنَ ؔۘؕ
مَا یُمۡسِکُہُنَّ اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیۡءٍۭ بَصِیۡرٌ ﴿۱۹﴾

১৯. এবং তারা কি নিজেদের উপরে পাখীগুলোকে দেখেনি? সেগুলো পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে। সেগুলোকে কেউ স্থির রাখে না পরম করুণাময় ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি সবকিছু দেখেন।

اَمَّنۡ ہٰذَا الَّذِیۡ ہُوَ جُنۡدٌ لَّکُمۡ یَنۡصُرُکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ ؕ
اِنِ الۡکٰفِرُوۡنَ اِلَّا فِیۡ غُرُوۡرٍ ﴿ۚ۲۰﴾

২০. অথবা তোমাদের সেই কোন্ বাহিনী আছে, যা পরম করুণাময়ের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিররা নয়, কিন্তু ধোকার মধ্যে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿۲۱﴾

২১. অথবা কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে জীবিকা দিবে যদি তিনি আপন জীবিকা বন্ধ রাখেন? বরং তারা অবাধ্য এবং ঘৃণার মধ্যে অবিচল হয়ে আছে।

اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۲۲﴾

২২. তবে কি সেই ব্যক্তি, যে আপন মুখমণ্ডলের উপর ভর করে ঋজু হয়ে চলে অধিক সরল পথে রয়েছে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে চলে, সরল পথের উপর রয়েছে?

قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ

وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. আপনি বলুন: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন। কত কম লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে!

قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. আপনি বলুন: তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁরই প্রতি উত্থিত হবে।

وَ یَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. এবং বলে: এ প্রতিশ্রুতি কবে আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۶﴾

২৬. আপনি বলুন: এ জ্ঞান তো **আল্লাহ**রই নিকট রয়েছে এবং আমি তো এই সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِیْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ قِیْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. অতঃপর যখন ওটা সন্নিকটে দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হবে: এটাই হচ্ছে- যা তোমরা চাচ্ছিলে।

قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِیَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِیَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ

فَمَنْ یُّجِیْرُ الْكٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿۲۸﴾

২৮. আপনি বলুন: ভালো, দেখোতো! যদি **আল্লাহ** আমাকে ও আমার সঙ্গপ্রাপ্তদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর দয়া করেন, তবে সে কে আছে, যে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. আপনি বলুন: তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। সুতরাং এখনই জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আপনি বলুন: ভালো, দেখোতো! যদি সকালে তোমাদের পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যায়, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের নিকট পানি এনে দিবে, যা চোখের সামনে প্রবাহমান হয়?

কবর হাঁড়গোঁড় ভেঙ্গে দেয়

বর্ণিত রয়েছে: যখন পিতামাতা অবাধ্যকারীকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে চাপ দিয়ে থাকে, এমনকি তার হাঁড় (ভেঙ্গে চুড়ে) একটি অপরটির মাঝে বিদীর্ণ হয়ে যায়। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৩৯)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

মাদানী চ্যানেল
দেখতে থাকুন

কাফন ও দাফন মজলিশ

(দা’ওয়াতে ইসলামী)

ইসলামী ভাইদের মৃতের গোসল
দেয়ার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন

এলাকা : ______________________

ফোন নম্বর : ____________________

____

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

কাফন ও দাফন মজলিশ

(দা’ওয়াতে ইসলামী)

ইসলামী বোনদের মৃতের গোসল দেয়ার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন

এলাকা : ______________________

ফোন নম্বর : ______________________

____

www.dawateislami.net

আহ্! হার লমহা গুনাহ কি কসরত আউর ভরমা'র হে

আহ! হার লমহা গুনাহ কি কসরত আউর ভরমা'র হে,
গালাবায়ে শয়তান হে আউর নফসে বদ আতওয়ার হে
মুজরিমোঁ কে ওয়াসতে দোযখ বি শো'লা বার হে
হার গুনাহ ক্বসদান কিয়া, হে উসকা বি ইকরার হে
হা'য়! না ফরমা'নিয়া বদকা'রীয়া বে বা'কিয়া
আহ! নামে মে গুনাহহোঁ কি বড়ি ভরমা'র হে
ছুপ কে লোগোঁ সে গুনাহোঁ কা রাহা হে সিলসিলা
তেরে আ'গে ইয়া খোদা হার জুরম কা ইযহার হে
যিন্দেগী কি শাম ঢলতি জা'রাহি হে হায় নফস
গরম রোজ ও শব গুনাহোঁ কা হি ব্যস বাজার হে
ইয়া খোদা! রহমত তেরি হা'ভী হে তেরে কহর পর
ফযল ও রহমত কে সাহারে জি রাহা বদকার হে
বান্দায়ে বদকার হোঁ বে'হদ জলীল ও খা-র হোঁ
মাগফিরাত ফরমা ইলাহী! তো বড়া গাফফার হে
মওত কে ঝটকো পে ঝটকে আ'রাহে হে আল মদদ
সখত বে'চেয়নি কে আলম মে গিরা বিমার হে
আব সরে বালি খোদারা মুসকুরাতে আইয়ে
জাঁ বলবে শাহে মদীনা তা'লেবে দীদার হে
গোসল দেনে কে লিয়ে গাসসাল বি আব আ'চুকা
গোসলে মায়্যত হো রাহা হে আউর কফন তৈয়্যার হে
ইয়া নবী! পানি সে সারা জিসিম মেরা ধুল গেয়া
নামায়ে আমল কো ভি গোসল আব দরকার হে
লা'দ কর কান্ধোঁ পে আহবাব আহ! কবরস্থাঁ চলে
ওয়াসেতে তাদফীন কে গেহরা গাড়া তৈয়্যার হে
কবর মে মুজকো লেটা কর আউর মাট্টি ঢাল কর

চল দিয়ে সাথী না পাস আব কোয়ি রিশতেদার হে
খোয়াব মে ভি এ্যয়সা আন্ধেরা কাভি দেখা না থা
জেয়সা আন্ধেরা হামারি কবর মে ছরকার হে
ইয়া রাসুলাল্লাহ! আ'কর কবর রৌশন কি'জিয়ে
যাত বেশক আ'প কি তো মাম্বায়ে আনওয়ার হে
কবর মে শাহে মদীনা আ'চুকে মুনকার নাকীর
হো করম! লিল্লাহ বান্দায়ে বে'কস ও না'চার হে
ইয়া নবী! জান্নাত কি খিড়কি কবর মে খোলওয়াইয়ে
ফির তো ফযলে রব সে আপনি কবর ভি গুলজার হে
তু নে দুনিয়া মে ভি এ্যয়বো কো ছুপায়া ইয়া খোদা!
হাশর মে ভি লাজ রাখলেনা কেহ তু সত্তার হে
নেকীয়া পাল্লে নেহী আকা শাফায়াত কি'জিয়ে
আ'প কি নযরে করম হোগী তো বেড়া পাড় হে
ইয়া নবী! আত্তার কো জান্নাত মে দেয় আপনা জাওয়ার
ওয়াসেতা সিদ্দিক কা জু তেরা ইয়ারে গার হে
কাশ! হো এ্যয়সি মদীনে মে কাভি তো হা'যেরী
ইয়ে খবর আয়ে ওয়াতান মে মরগায়া আত্তার হে

কা’বে কে বদরুদ্দোজা তুম পে কড়োরোঁ দরূদ

কা’বে কে বদরোদ্দোজা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
তৈয়বা কে শামসদ্দোহা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
শাফেয়ে রো’জে জাযা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
দা’ফেয়ে জুমলা বালা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
অউর কোয়ি গেয়ব কিয়া তুম সে নিহাঁ হো ভালা
জব না খোদা হি চুপা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
দিল করো ঠান্ডা মেরা ওয় কাফে পা চান্দ সা
সিনে পে রাখ দো যারা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
যা’তে হুয়ী ইন্তেখাব ওয়াচপে হুয়ে লা জাওয়াব
নাম হুয়া মুস্তাফা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
তুম হো হাফিয ও মুগিছ কিয়া হে ওয় দুশমন খবিছ
তুম হো তো ফির খওফ কিয়া তুম পে করোড়োঁ দরূদ
ওয় শবে মি’রাজ রাজ ওয় সফে মেহশর কা তাজ
কোয়ী ভি এ্যয়সা হুয়া তুম পে করোড়োঁ দরূদ
গর চে হে বে হদ কুসুর তুম হো আফু ও গফুর
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
বে হুনর ও বে তমীয কিস কো হুয়ে হে আযীয
এক তোমহারে সি’ওয়া তুম পে করোড়োঁ দরূদ
আ’স হে কোয়ী না পাস এক তোমহারী হে আ’স
বস হে এহী আ’সরা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
আহ ওয় রা’হে সিরাত বান্দোঁ কি কিতনি বিসাত
আল মদদ এ্যয় রেহনুমা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
সিনা কেহ হে দাগ দাগ কেহ দো করে বা বাগ
তৈয়্যবা সে আ’কর সবা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
তুম হো জাওয়াদ ও করীম তুম হো রউফুর রহীম
ভিখ হো দাতা আতা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
খলকে কে হাকিম হো তুম রিযকে কে কাসিম হো তুম

তুম সে মিলা জু মিলা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
ইক তরফ আ'দায়ে দ্বী ইক তরফ হা'সিদিঁ
বান্দাহে তানহা শাহা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
গান্ধে নিকাম্মে কমিন মেহেঙ্গে হু কোড়ি কে তিন
কৌ'ন হামে পালতা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
এ্যয়সো কো নেয়ামত খিলাও দুধ কে শরবত পিলাও
এ্যয়সো কো এইসি গিযা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
আপনে খতা ওয়ারোঁ কো আপনে হি দামান মে লো
কৌ'ন করে ইয়ে ভালা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
করকে তোমহারে গুনাহ মাঙ্গেঁ তোমহারি পানাহ
তুম কাহোঁ দা'মান মে আ' তুম পে করোড়োঁ দরূদ
কর দো আদো কো তাবাহ হা'সিদো কো রু বরাহ
আহলে ভিলা কা ভালা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
হামনে খতা মে না কি তুম নে আতা মে না কি
কোয়ী কমি সরওরা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
কাম গযব কে কিয়ে উস পে হে সরকার সে
বন্দো কো চশমে রযা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
আঁখ আতা কি'জিয়ে উস মে যিয়া দি'জিয়ে
জলওয়া ক্বরীব আ'গিয়া তুম পে করোড়োঁ দরূদ
কাম ওয় লে লি'জিয়ে তোমকো জু রাযি করে
ঠিক হো নাম রযা তুম পে করোড়োঁ দরূদ

মৃত্যুর ঘোষণা

অমুক বিন অমুক ইন্তেকাল করেছেন اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মরহুম/মরহুমার জানাযার নামায .... নামাযের পর অমুক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে, আপনিও অংশগ্রহন করে অনন্ত সাওয়াবের অধিকারী হোন।

বালিগের জানাযার নামাযের পূর্বে এভাবে ঘোষণা করুন

মরহুম বা মরহুমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব মনোযোগী হোন! মরহুম জীবিত অবস্থায় যদি কারো অন্তরে কষ্ট বা হক নষ্ট করে থাকলে বা আপনাদের থেকে ঋন গ্রহিতা হয়, তবে তাকে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মরহুমেরও কল্যাণ হবে এবং আপনারাও সাওয়াব পাবেন। জানাযার নামাযের নিয়্যত এবং তার পদ্ধতিও শুনে নিন। "আমি **আল্লাহ**র ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি।" যদি এই শব্দাবলি স্মরণ না থাকে তবে কোন ক্ষতি নেই। আপনাদের অন্তরে এই নিয়্যত হওয়াটা আবশ্যক যে, "আমি এই মৃতের জানাযার নামায পড়ছি।" যখন ইমাম সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে তখন কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন, সানা পড়ার সময় وَتَعَالٰى جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ, অতিরিক্ত পাঠ করবেন। দ্বিতীয়বার ইমাম সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَرُ বললে আপনারা হাত উঠানো ব্যতিত اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন, অতঃপর দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করবেন। তৃতীয়বার ইমাম সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَرُ বললে আপনারা হাত না উঠিয়েই اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং বালিগের জানাযার দোয়া পাঠ করবেন।[১] যখন চতুর্থবার ইমাম সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে তখন আপনারাও اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে উভয় হাত ছেড়ে দিবেন এবং ইমাম সাহেবের সাথে নিয়ম অনুযায়ী সালাম ফিরিয়ে নিবেন। (জানাযা নামাযের পদ্ধতি, ১৯ পৃষ্ঠা)

---

১. যদি নাবালিগ বা নাবালিগার জানাযা হয়, তবে এর দোয়া পড়ার ঘোষণা করুন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

দাফনের পর এভাবে ঘোষণা করুন

আশিকানে রাসূল মনযোগী হোন

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এখানে কোরআনে করীমের সূরা পাঠ করা হবে, কান লাগিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবন করুন, অতঃপর আযান দেয়া হবে, এর উত্তর দিন। অতঃপর দোয়া করা হবে। মরহুমের (মরহুমা) কবরের প্রথম রাত, এটি কঠিন পরীক্ষার মুহুর্ত হয়ে থাকে। অভিশপ্ত শয়তান কবরেও প্রতারিত করার চেষ্টা করে থাকে, যখন মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, مَنْ رَّبُّكَ؟ অর্থাৎ তোমার **রব** কে? তখন শয়তান নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, বলো: "এটাই আমার **রব**।" এই সময়ে আযান দেওয়া মৃত ব্যক্তির জন্য খুবই উপকারী হয়ে থাকে। কেননা আযানের বরকতে মৃত ব্যক্তির শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভ হয়, আযানের ফলে রহমত অবতীর্ণ হয়, মৃত ব্যক্তির চিন্তা দূরীভূত হয়, তার ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়, আগুনের আযাব ফিরে যায় এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তাছাড়া মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর মনে পড়ে যায়।

(মাহানামা ফয়যানে মদীনা, জুমাদিউল আখির ১৪৩৯ হিজরী, মার্চ ২০১৮ ইং, ২৫ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৬৭২)

গীবত নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়

বর্ণিত রয়েছে: আগুনও শুকনো কাঠকে এতো দ্রুত জ্বালাতে পারে না, যতো দ্রুত গীবত বান্দার নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৮৩)

বিপদাপদের ফযীলত

❋ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) মুসলমানের যেকোন বিপদ, রোগ, শোক, দুঃখ, দূর্দশা, কষ্ট এবং বেদনা আসে, এমনকি যদি তার কাঁটাও লাগে, **আল্লাহ তায়ালা** এই (বিপদ ও কষ্টের) কারণে তার গুনাহ মিটিয়ে দিবেন। (বুখারী, ৪/৩, হাদীস নং-৫৬৪১) (২) কিয়ামতের দিন যখন বিপদগ্রস্ত লোকদের সাওয়াব প্রদান করা হবে তখন সুস্থতার সহিত জীবন অতিবাহিতকারীরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, "আহ! দুনিয়ায় তাদের শরীর যদি কাঁচি দিয়ে কাটা হতো।" (তিরমিযী, ৪/১৮০, হাদীস নং-২৪১০)

জে সুহনা মেরে দুখ ভিচে রাযি তে মে শুখ নু চুল্লে পাওয়াঁ।

❁ **অশান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুস সায়েব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, ইরশাদ করলেন: তোমার কি হয়েছে যে, এভাবে কাঁপছো? আরয করলেন: জ্বর এসেছে, **আল্লাহ তায়ালা** এতে বরকত না দিক। ইরশাদ করলেন: জ্বরকে মন্দ বলো না, কেননা তা মানুষের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমনিভাবে চুল্লি লোহার ময়লা দূর করে। **(মুসলিম, ১৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৭৫)**

❁ হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবু রাবাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ আমাকে বললেন যে, আমি কি তোমাকে জান্নাতবাসিদের মধ্য থেকে কোন মহিলা দেখাবো না? আমি আরয করলাম: অবশ্যই দেখান। বললেন: এই হাবশী মহিলা, যখন সে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এলো, তখন সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মৃগী রোগ, যার কারণে আমার সতর অর্থাৎ পর্দা খুলে যায়, সুতরাং **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আমার জন্য দোয়া করুন। ইরশাদ করলেন: যদি তুমি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করো এবং তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত আর যদি চাও আমি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তোমার জন্য দোয়া করি যে, তিনি যেনো তোমাকে সুস্থ করে দেয়। তখন সে আরয করলো: আমি ধৈর্য ধারণ করবো। অতঃপর আরয করলো: আমার পর্দা খুলে যায়, **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দোয়া করুন, যেনো আমার পর্দা না খুলে। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য দোয়া করলেন। **(বুখারী, ৪/৬, হাদীস নং-৫৬৫২)**

❁ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে একরাত অসুস্থ ছিলো, ধৈর্য ধারণ করলো এবং **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলো, তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যেনো তার মা তাকে আজই জন্ম দিয়েছে।

(নাওয়াদিরুল উসুল হাকীমুত তিরমিযী, ৩/১৪৭)

❁ হযরত সায়্যিদুনা দাহাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর উক্তি হচ্ছে: যে প্রতি চল্লিশ রাতে একবারও বিপদ বা চিন্তা ও পেরেশানিতে লিপ্ত না হয়, তার জন্য **আল্লাহ তায়ালার** নিকট কোন কল্যাণ নেই। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৩ পৃষ্ঠা)**

আমার অসুস্থ ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা? অসুস্থতা এবং বিপদাপদ কত বড় নেয়ামত যে, এর বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, নিশ্চয় রোগ হোক বা ক্ষত, মানসিক টেনশেন হোক বা আতঙ্ক, ঘুম কম হোক বা মনরোগ, সন্তানের কারণে দুঃখ হোক বা নিঃসন্তানের বেদনা, অভাব হোক বা ঋণের অনেক বড় বোঝা মোটকথা মুসলমানের সকল বিপদাপদে সাওয়াব রয়েছে, তবে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সময় অতিবাহিত করুন, কেননা অধৈর্য এবং অভিযোগ ও অনুযোগ করাতে কষ্ট তো যায় না উল্টো ক্ষতিই হয়ে থাকে এবং তাও অনেক বড় ক্ষতি অর্থাৎ ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত হওয়া সাওয়াবই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবেন! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ হচ্ছে কুফরের রোগ এবং গুনাহের রোগও খুবই উদ্বেগজনক। বিপদাপদ এবং অসুস্থতা ও পেরেশানি মানুষ থেকে গোপন করা সাওয়াবের কাজ। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার প্রাণ বা সম্পদে কোন বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং মানুষের নিকট অভিযোগ করলো না তবে **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি দায়িত্ব যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

(মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানি, ১/২১৪, হাদীস নং-৭৩৭)

❁ হযরত সায়্যিদুনা শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার নদীর তীরে একজন বুযুর্গ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর মুবারক পায়ে চিতাবাঘ কামড় দিয়েছে এবং ক্ষত খুবই ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করেছিলো। লোকেরা জমা হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁর কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করছিলো। কিন্তু তিনি বলছিলেন: কোন উদ্বেগের বিষয় নয়, এটা তো কৃতজ্ঞতার বিষয যে, আমার শারীরিক রোগ অর্জিত হয়েছে, যদি আমি গুনাহের রোগে লিপ্ত হয়ে যেতাম তবে কি হতো! (গুলিস্তানে সাদী, ৬০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের শরীরিক রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি ধৈর্যের এবং গুনাহের রোগের চিকিৎসার মাদানী চিন্তাধারা দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসল বরবাদ কুন আমরায গুনাহোঁ কে হে,
ভাই! কিঁউ ইস কো ফরামোশ কিয়া জাতা হে।

চিন্তাগ্রস্থরা! অসুস্থরা! বিপদগ্রস্থরা! সাবধান! শয়তান যেন কোন ফাঁদ পেতে আপনার অর্জিত হওয়া রোগ ও বিপদাপদের মতো মাহান নেয়ামতের প্রতি অধৈর্য বা অভিযোগ ইত্যাদিতে লিপ্ত করিয়ে অথবা مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার নামায কাযা করিয়ে দিয়ে আখিরাতের বিপদে লিপ্ত করিয়ে না দেয়। মনে রাখবেন! নামায কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নেই। والسلام مع الاکرام

www.dawateislami.net

সমবেদনা পত্র

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ মাকতুব ও তাবীযাতে আত্তারীয়া মজলিশের (**দা'ওয়াতে ইসলামী**) পক্ষ থেকে .... এর খেদমতে মাদানী মিষ্টতায় ভেজানো সুবাশিত সালাম,

اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ عَلٰى كُلِّ حَال

আল্লাহ তায়ালা মরহুমকে রহমতে নিমজ্জিত করুক, তার কবরে রহমত ও সন্তুষ্টির ফুল বর্ষন করুক, তার কবর এবং **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার মাঝে যতগুলো পর্দা অন্তরাল রয়েছে, সব উঠিয়ে মরহুমকে **রহমাতুলল্লিল আলামিন, শাফিয়িল মুজনিবিন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় মগ্ন করে দিক, মরহুমকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করুক এবং মরহুমের পরিবারের সকলকে মহান ধৈর্য এবং মহান ধৈর্যের ফলে মহান প্রতিদান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আজব সরা হে ইয়ে দুনিয়া ইহাঁ পে শাম ও সহর
কিসি কি কুচ কী কিয়াম সি-কা হোতা হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আজব রঙিন দুনিয়া যে, একদিকে কারো জানাযা পড়া হচ্ছে আর অন্যদিকে কাউকে বর সাজানো হচ্ছে..... একদিকে আনন্দের বার্তা বাজছে আর অন্যদিকে কারো মৃত্যুতে আহাজারি হচ্ছে..... কোন বর অনেক সাজসজ্জার সহিত সুগন্ধি লাগিয়ে খুবই আনন্দচিত্তে নিজের বাসর ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে.... আর কাউকে

খুবই অসহায় ও উদাস অবস্থায় এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালের কামড়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিকে বরের এক একটি মুহুর্ত খুশিতে অতিবাহিত হচ্ছে এবং অপরদিকে রোগীর কষ্ট বেড়েই চলছে। দেখুন! দেখুন! এখন নতুন বর বাসর রাত অতিবাহিত করে আরামের ঘুমের স্বাদ নিচ্ছে.... আর আহ! বেচারা রোগী হাসপাতালের হতাশাময় ও বিষাদময় পরিবেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

নসিমে সুবহো গুলশান মে গুলো সে খেলতি হোগী
কিসি কি আ'খিরি হিচকি কিসি কি দিল লাগি হোগী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাবধান! সাবধান! সাবধান! কারো মৃত্যুতে চুল খুলে দেয়া, মুখ আঁচড়ানো, কাপড় ছিড়ে ফেলা, উরুতে হাত মারা এসব কিছুই মূর্খতা এবং হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিলাপ করার ভয়ঙ্কর শাস্তির অবস্থা সম্পর্কে পড়ুন এবং খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন।

বিলাপ করার শাস্তি সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর দু'টি বাণী

১. বিলাপকারীনি যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তবে কিয়ামতের দিন এভাবে দাঁড় করানো হবে যে, তার একটি পোষাক হবে আলকাতরার এবং একটি পোষাক হবে চুলকানীর। (মুসলিম, ৪৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৩৪)

২. যে মৃত্যুবরন করে এবং ক্রন্দনরতরা তার গুণাবলী বর্ণণা করে কান্না করে, **আল্লাহ তায়ালা** সেই মৃতের উপর দু'জন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা তার বুকে ঘুষি মারতে থাকে এবং বলে, তুমি কি এমনই ছিলে? (তিরমিযী, ২/৩০৫, হাদীস নং-১০০৫)

❁ বিলাপ অর্থ্যৎ মৃতের গুণাবলী সমূহ বাড়িয়ে বলে বলে চিৎকার করে কান্না করা, যাকে বীনও বলে, যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। অনুরূপভাবে চিৎকার চেচামেচি, হায় বিপদ বলে বলে চিৎকার করা (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৪) যদি কেউ এই ভূল করে থাকে তবে তার উচিৎ যে, দ্রুত তাওবা করে নেয়া।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী,
ওয়ারনা দোযখ মে সাজা হোগী কড়ী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাঁচটি কুফরী: মৃতের জন্য আওয়াজ ছাড়া অশ্রু বর্ষন করা নিষেধ নয়, বরং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর শাহাজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ওফাতে অশ্রু বর্ষন করেছেন। তবে বিলাপ ও চিৎকার চেচামেচি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, আফসোস! সাধারণত মহিলারা বেশি চিৎকার চেচামেচি করে থাকে, যেনো রীতি হয়ে গেছে যে, যেই মৃতের সমবেদনা করতে আসে, তার সামনে জোড় করে কান্নাকাটি করা এবং বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করে কাঁদার চেষ্টা করতে থাকে এবং অনেক সময় দুঃখের অতিশার্য্যে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কুফরী বাক্যও বলে দেয়া হয়, এর পাঁচটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে: **(১)** হে **আল্লাহ**! তোমার কি তার ছোট ছোট শিশুর প্রতি সহানুভূতি হয়না? **(২)** হে **আল্লাহ**! তার যৌবনের প্রতিই যদি সহানুভূতি দেখাতে! **(৩)** হে **আল্লাহ**! বিপদ অবতীর্ণ করার জন্য কি আমাদের ঘরই ছিলো। **(৪)** হে **আল্লাহ**! তোমার তাকে এতই প্রয়োজন হয়ে গেলো যে, তাকে যেকে নিয়ে সাড়া ঘর উজাড় করে দিলে! **(৫)** হে **আল্লাহ**! এটা তুমি ন্যায় কাজ করোনি যে, এর যৌবনেই উঠিয়ে নিলে, নিতেই যদি হয় তবে অমুক বৃদ্ধকেই নিয়ে নিতে! এছাড়াও আরো অনেক কুফরী বাক্য বলে দেয়া হয়। (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) প্রদত্ত উদাহরন গুলো থেকে যদি কোন একটি কুফরী বাক্যও বলা হয়, তবে তার উপর আবশ্যক যে, তাওবা, ঈমান নবায়ন ও বিবাহ নবায়ন করা।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচনা "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এ ঈমান ও তাওহীদ এবং কুফর ও শিরকের সংজ্ঞাসমূহ, কাফির ও মুরতাদের সংজ্ঞা ও বিধান, কুফরে ইলতিযামী ও কুফরে লুযুমীর সংজ্ঞা ও বিধান ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করার পাশাপাশি অসংখ্য কুফরী বাক্য এবং কিছু কুফরী কর্ম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, আপনিও এর কিতাবটি অধ্যয়ন করুন এবং অপরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করুন।

ঈমান নবায়নের পদ্ধতি: যে কুফর থেকে তাওবা করা উদ্দেশ্য, তা তখনই কবুল হবে যখন সে এই কুফরকে কুফর বলে মানবে এবং মন থেকে এই কুফরকে ঘৃণা করবে। যে কুফর সাব্যস্ত হয়েছে তাওবায় এর উল্লেখও তাখতে হবে। যেমন; হে আল্লাহ! আমি এই যে কুফরী বাক্য বলেছি যে, হে **আল্লাহ**! এর যৌবনের প্রতি দয়া করতে,

এই কুফরী বাক্য থেকে তাওবা করছি। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (**আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** রাসূল) এভাবে নির্দিষ্ট কুফর থেকে তাওবাও হয়ে গেলো এবং ঈমানও নবায়ন হয়ে গেলো।

বিবাহ নবায়নের পদ্ধতি: বিবাহ নবায়নের অর্থ হচ্ছে: নতুন মোহর নির্ধারণ করে নতুন ভাবে বিবাহ করা। এজন্য লোকজন একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। ইজাব ও কবুলের নামই হচ্ছে বিবাহ। তবে বিবাহ সম্পাদন কালে স্বাক্ষী স্বরূপ কমপক্ষে দুইজন মুসলমান পুরুষ অথবা একজন মুসলমান পুরুষ ও দুইজন মুসলমান মহিলার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। বিবাহের খুতবা শর্ত নয় বরং তা মুস্তাহাব। খুতবা স্মরণ না থাকলে اَعُوْذُ بِاللّٰه এবং بِسْمِ اللّٰه শরীফের পর সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। কমপক্ষে ১০ দিরহাম অর্থাৎ দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রৌপ্য (বর্তমান ওজনের হিসাবে ৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলি গ্রাম রৌপ্য) অথবা এর সমপরিমাণ টাকা মোহর হিসাবে ওয়াজিব। উদাহরণ স্বরূপ: আপনি ৭৮৬ টাকা বাকীতে মোহরের নিয়্যত করে নিলেন। (কিন্তু এটা দেখে নিবেন যে, মোহর নির্ধারণ করার সময় উক্ত রৌপ্যের মূল্য ৭৮৬ টাকার বেশী তো নয়) তবে এমতাবস্থায় উল্লেখিত স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে আপনি 'ইজাব' করুন অর্থাৎ মহিলাকে বলুন: "আমি ৭৮৬ টাকা মোহরের বিনিময়ে আপনাকে বিবাহ করলাম।" মহিলা বলবে: "আমি কবুল করলাম।" বিবাহ হয়ে গেল। এমনও হতে পারে যে, মহিলা নিজেই খুৎবা কিংবা সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ 'ইজাব' করলো আর পুরুষ বললো: "আমি কবুল করলাম।" বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের পর স্ত্রী যদি চায়, তবে মোহর ক্ষমাও করে দিতে পারে। কিন্তু শরীয়তের প্রয়োজন ছাড়া পুরুষ স্ত্রীর নিকট মোহর ক্ষমা করার আবেদন করবে না।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বেপর্দা হওয়া গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো এবং জেঠাতো ভাই-বোনের মাঝে পরস্পর পর্দা করতে হবে। অনূরূপভাবে চাচী, জেঠী এবং মামীর সাথেও পর্দা করতে হবে, খালু, ফুফা এবং পাতানো ভাইয়েরও সাথেও করতে হবে, শালি, দুলাভাই, ভাবী এবং দেবর ও ভাসুর বরং পীর ও মুরিদনী, ছাত্রী-শিক্ষক সবার সাথেও পর্দা করা

আবশ্যক। মনে রাখবেন! বেপর্দা হওয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যা কিছু আরয করেছি তা শরীয়তের বিধান। সাবধান! নফসের ফাঁদে পা দিবেন না, অন্যথায় মৃত্যুর পর কঠিন বিপদে পরার সম্ভাবনা রয়েছে। কথায় কথায় রাগ করার অভ্যাস খুবই ধ্বংসাত্মক, অনেক সময় এর কারণে ঘর ধ্বংস হয়ে যায়, অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস দূর করার চেষ্টা করুন, মনে রাখবেন! কথাবার্তা বলাও একটি “আমল” এবং এক একটি শব্দেরও কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরের পুরুষরা নিজের শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় এবং ইসলামী বোনেরাও এলাকায় ইসলামী বোনদের সুন্নাতের ভরা ইজতিমায় অবশ্যই নিয়মিত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহন করুন। প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে নেককার হওয়ার উপায় মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে। মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার মেমোরী কার্ড (memory card) সংগ্রহ করে তা থেকে উপকৃত হোন (এসকল কিছু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এবং www.ilyasqadri.com থেকেও download করতে পারবেন) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় ইসলামী ভাইয়েরা সম্মিলিতভাবে এবং ইসলামী বোনেরা ঘরে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহন করুন বরং প্রত্যেকটি মাদানী মুযাকারা দেখুন এবং ১০০ ভাগে শরীয়ত অনুযায়ী সম্প্রচারিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেল নিজেও দেখুন এবং অপরকেও দেখার উৎসাহও প্রদান করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার ঘরে সুন্নাতের বাহার চলে আসবে। ফয়যানে সুন্নাত যা কিনা অসংখ্য সুন্নাতের মনমুগ্ধকর পুষ্পগুচ্ছ, আপনার ঘরে এর দরস চালু করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। মরহুমের ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পরিবারের সকল পুরুষ (যাদের বয়স কমপক্ষে ২২ বছর হয়েছে) কমপক্ষে একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের মাদানী কাফেলার সাথে সফর করুন (যাদের বয়স ২২ বছরের কম, তারা নিজের পিতা এবং ভাইয়ের সাথে সফর

করতে পারবে) বরং প্রতি মাসেই এই কাজটি করতে থাকুন। “**বিপদাপদের ফযীলত**” লিফলেট মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন বা ওয়েব সাইট থেকে download করে অবশ্যই পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার নিকট পেরেশানি সমূহকে ফুল মনে হবে। সম্ভব হলে আপনার মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য ১২৫টি এই লিফলেট কিনে বন্টন করে দিন। এই “**সমবেদনা পত্র**” ইসালে সাওয়াবের মজলিশে পাঠ করে শুনিয়ে দিন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করে সেই সাওয়াবও ইসাল করে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নামে সারা পৃথিবী থেকে হাজারো চিঠি, চিরকুট, ই-মেইল আসে, সবগুলো পড়া যেখানে তাঁর জন্য অসম্ভব, সেখানে আমীরে আহলে সুন্নাত এক একটির উত্তর তাও নিজের হাতে লিখে দিবে তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে! সুতরাং এই কাজের জন্য “**মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া মজলিশ**” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মজলিশের ইসলামী ভাইয়েরাই চিঠি পাঠ করে নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করে থাকে। তবে হ্যাঁ, যে চিঠিতে “প্রাইভেট” বা “ইলইয়াস কাদেরী ছাড়া আর কারো পড়ার অনুমতি নেই” ইত্যাদি লিখা থাকে তা না পড়েই পুনরায় ফিরতি post করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তবে শর্ত হলো খামের বাইরে নাম এবং ডাক ঠিকানা লিখা থাকলে। নাম ও ঠিকানা না থাকলে অপারগতায় ঠান্ডা করে দেয়া হয়।

والسلام مع الاکرام

মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া মজলিশ

(দা’ওয়াতে ইসলামী)

গোসল ও কাফন দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহন করবেন না

(যখন কেউ পারিশ্রমিক দেয় তখন এটি পাঠ করে শুনিয়ে দিন)

গোসল ও কাফনের বিধান হলো যে, যদি অন্য কেউ গোসল প্রদানকারী না থাকে তবে পারিশ্রমিক নেয়া জায়িয নেই এবং যদি সে ছাড়াও গোসল প্রদানকারী আরো থাকে তবে গোসল দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারবে কিন্তু উত্তম হলো না নেয়া। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮১২) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদেরকে **ফি সবিলিল্লাহ** গোসল ও কাফন দেয়ার উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং মাদানী মারকাজ থেকে উপদেশ হচ্ছে যে, আমরা যেনো গোসল ও কাফন দেয়ার জন্য কোন ধরণের উপহার বা পারিশ্রমিক না নিই, ব্যস **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করি, সুতরাং আমরা উপহার এবং পারিশ্রমিক নিই না।

মাদানী পরামর্শ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্তমান সময়ের এমন এক ব্যক্তিত্ব যে, যার মর্যাদাপূর্ণ বায়আতের বরকতে লাখো মুসলমান গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে **আল্লাহ তায়ালা**র আহকাম এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী প্রশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করছে। মুসলমানের কল্যাণ কামনার পবিত্র চেতনায় আমাদের মাদানী পরামর্শ যে, যদি আপনি এখনো পর্যন্ত কোন পরিপূর্ণ শরীয়ত সম্মত কোন পীর সাহেবের নিকট বায়আত না হয়ে থাকেন তবে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়েয ও বরকত দ্বারা লাভবান হতে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতে কৃতকার্য ও সফলতা নসীব হবে।

মুরীদ হওয়ার পদ্ধতি

যদি আপনি মুরীদ হতে চান, তবে আপনার এবং যাকে মুরীদ বা তালিব বানাতে চাচ্ছেন তার নাম নিচে ধারাবাহিকভাবে পিতার নাম ও বয়সসহ লিখে “মাকতাব মজলিশে মাকতুবাত ও তা’বীযাতে আত্তারীয়া, আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, মহল্লা সাওদাগরান, পুরানো সবজী মন্ডী, বাবুল মদীনা (করাচি)” এই ঠিকানায় প্রেরণ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাকে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হবে। (ঠিকানা ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে লিখবেন)

(১) নাম ও ঠিকানা বলপেন দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে লিখুন, প্রসিদ্ধ নাম বা শব্দের উপর এরাব (যের/যবর/পেশ) দিন। যদি সব নামের জন্য একটি ঠিকানাই যথেষ্ট হয়, তবে বারবার লিখার প্রয়োজন নেই। (২) ঠিকানায় মুহরিম বা অভিভাবকের নাম আবশ্যই লিখুন। (৩) আলাদা আলাদা চিঠি চাইলে প্রতিত্তোরের খাম অবশ্যই প্রেরণ করুন।

নং	নাম	পুরুষ/ মহিলা	পুত্র/ কন্যা	পিতার নাম	বয়স	পরিপূর্ণ ঠিকানা

E-Mail: Attar@dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা
কোরআন মজীদ	আল্লাহ তায়ালার কালাম	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
দূররে মানসূর	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবি বকর সূয়ুতী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪০৩
মাদারিকুত তানযিল	ইমাম আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মাহমুদ নাসাফী, ওফাত ৭১০ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২১ হিঃ
রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাঈল হাক্কী বরমী, ওফাত ১১৩৭ হিঃ	দারে ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০৫ হিঃ
তাফসীরে বগভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে মাসউদ ফিরাঈ বগভী, ওফাত ৫১৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
আজাইবুল কোরআন	মাওলানা আব্দুল মোস্তাফা আযমী, ওফাত ১৪০৬ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
মুয়াত্তা ইমাম মালেক	ইমাম মালেক বিন আনাস আসজি, ওফাত ১৭৯ হিঃ	দারুল মা'রেফা, বৈরুত, ১৪৪০ হিঃ
মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাযযাক ইবনে হুম্মাম সানানী, ওফাত ২১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
মুসান্নিফে ইবনে আবি সায়বা	হাফেজ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি সায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
মুসনদে ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	বাবুল মদীনা (করাচী)
মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুসাইরী, ওফাত ২৬১ হিঃ	দারুল মুগনী, আরব শরীফ, ১৪১৯ হিঃ
ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আস আশ সাজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিঃ	দারে ইহইয়াউত তুরাছুল আরাবী, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
মুস্তাদরাক হাকেম	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী, ওফাত ৪০৫ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ

দারে কুতনী	ইমাম আলী ইবনে ওমর দারে কুতনী, ওফাত ২৮৫ হিঃ	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান, ১৪২০ হিঃ
মু'জামু কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারে ইহইয়াউত তুরাছাল আরাবী, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
মু'জামু আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারে ইহইয়াউত তুরাছাল আরাবী, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী ইবনে হিসামুদ্দীন হিন্দী বুরহানপুরী, ওফাত ৯৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
জামে সগীর	ইমাম জালাল উদ্দীন আবি বকর সূয়ুতি, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫ হিঃ
ফেরদৌসুল আখবার	হাফেয আবু সুজা শের ওইয়া সাহরদার দেলমী, ওফাত ৫০৯ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
আল ফেরদৌস	হাফেয আবু সুজা শের ওইয়া সাহরদার দেলমী, ওফাত ৫০৯ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৬ হিঃ
মুসনাদে বাযযার	ইমাম আবু বকর আহমদ ওমর ইবনে আব্দুল খালেক বাজার, ওফাত ২৯২ হিঃ	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকিম, মদীনা, ১৪২৪ হিঃ
মুসনাদে আবি ইয়ালা	আবু ইয়ালী আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না মুসালী, ওফাত ৩০৭ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
জামউল জাওয়ামে	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
মিশকাতুল মাসাবিহ	আল্লামা ওলী উদ্দীন তাবরীজ, ওফাত ৭৪২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
মুসনাদে তায়ালিছি	ইমাম সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ তায়ালিছি, ওফাত ২০৩ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল কাওয়ী মনযুরী, ওফাত ৬৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
হিলয়াতুল আউলিয়া	হাফেজ আবু নাঈম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী, ওফাত ৪৩০ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
আল আদাবুল মুফরাদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	তাশকান্দারাইন, ১৩৯০ হিঃ
তাবকাতু কোবরা	মুহাম্মদ বিন সাইদ বিন মানি হাশেমী, ওফাত ২৩০ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯৭ হিঃ
আল মাদহুল	আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব, ওফাত ৭৩৭ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৫ হিঃ
নাওয়াদারুল উসূল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন হাকিম তিরমিযী, ওফাত ৩২০ হিঃ	মাকতাব ইমাম বুখারী
আল কামিল লি ইবনে আদী	ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনে আদী যুরয়ানী, ওফাত ৩৬৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
কাশফুল খফা	শায়খ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ উযালুনী, ওফাত ১১৬২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ

রওযুর রিয়াহীন	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আস আদীল ইয়াফী, ওফাত ৭৬৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
তাজকিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, ওফাত ২৩৭ হিঃ	ইনতিশারাতে গঞ্জী, ১৩৭৯ হিঃ
আল কাওলুল বদী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাওয়ারী শাফেয়ী, ওফাত ৯০২ হিঃ	দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত, ১৪০৫ হিঃ
মাতলায়িল মাসাররাত	মুহাম্মদ মাহদী ফা'সী,ওফাত ১১০৯ হিঃ	নূরীয়া রযভিয়া, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর, ২০০৩ সাল
কাশফুল মাহযুব	আলী ইবনে ওসমান বিজু ওয়াইবিল মা'রূপ দাতা গঞ্জেবখশ, ওফাত ৫০০ হিঃ	সাঙ্গমিল পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর ১৪২৮ হিঃ
আল মানবাহাত	ইমাম আহমদ বিন আলী ইবনে হাজর আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিঃ	পেশওয়ার
ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	দারে ছদর, বৈরুত, ২০০০ সাল
কিমিয়ায়ে সা'দাত	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সরহুস সূদুর	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর সূয়ুতি, ওফাত ৯১১ হিঃ	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রেযা (হিন্দ)
উয়ুনুল হিকায়ত	ইমাম আবু ফরয আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে জাওযী, ওফাত ৫৯৭ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৪ হিঃ
উমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আইনি, ওফাত ৮৫৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
নূজহাতুল ক্বারী	আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী, ওফাত ১৪২০ হিঃ	ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ২০০০ সাল
ফয়যুল কদির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মানায়ি, ওফাত ১০৩১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা আলী ইবনে সুলতান ক্বারী, ওফাত ১০১৪ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
মিরাতুল মানাজিহ	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিঃ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স
আল আসবাহ ওয়ান নাযায়ের	আশ শায়খ যয়নুদ্দীন ইবরাহিম আশ শাহির বা ইবনে নাহিম, ওফাত ৯৭০ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
কানযুদ দাকায়েক	আবুল বারকাত, হাফেজুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ নাসাফী, ওফাত ৭১০ হিঃ	বাবুল মদীনা (করাচী) ১৩৩১ হিঃ
বিনায়্যা	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হিঃ	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
গনিয়াতুল মুতমালী	মুহাম্মদ ইব্রাহিম ইবনে হালভী, ওফাত ৯৫৬ হিঃ	সাহিলা আকিড়ামী, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মুনতাহুল খালিক	সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবেদীন শামী, ওফাত ১২৫২ হিঃ	কুয়েত
ফতোওয়ায়ে হানিয়া	হুসাইন ইবনে মানসুর কাযী খাঁন, ওফাত ৫৯২ হিঃ	পেশোয়ার

সগিরি	মাওলানা ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ হালভী, ওফাত ৯৫৬ হিঃ	বাবুল মদীনা (করাচী)
জাওহারাতুন নাইয়্যারাহ	আবু বকর ইবনে আলী হাদাদ, ওফাত ৮০০ হিঃ	বাবুল মদীনা (করাচী)
দূররুল মুখতার	মুহাম্মদ ইবনে আলী আল মা'রুফ আলাউদ্দীন হাসকাফী, ওফাত ১০৮৮ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
রদ্দুল মুখতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী, ওফাত ১২৫২ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
আলমগীরি	মাওলানা শায়খ নেযাম, ওফাত ১১৬১ হিঃ, জামায়াত মিন ওলামায়ে হিন্দ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩ হিঃ
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
ওয়াকারুল ফতোয়া	মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওয়াকারুদ্দীন, ওফাত ১৪১৩	বযমে ওয়াকারুদ্দীন, বাবুল মদীনা (করাচী) ২০০১ সাল
ফয়যানে সুন্নাত	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
নামাযের আহকাম	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
ফাতিহার পদ্ধতি	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
জান্নাত কি তৈয়্যারী	মারকাযী মজলিশে শূরা দা'ওয়াতে ইসলামী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
জান্নাত কি তালেবগারো কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা	শুবায়ে তাহরীজ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
মাদানী ওসিয়ত নামা	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী	শুবায়ে ইসলাহি কিতাব, আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
মাহবুবে আত্তার কি ১২২ ঘটনা	শুবায়ে ইসলাহি কিতাব, আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
বে কুসুর কী মদদ	শুবায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
মুর্দা বোল উঠা খুশবোদার কবর	শুবায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
হাদায়েকে বখশিশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
ওয়াসায়েলে বখশিশ	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)

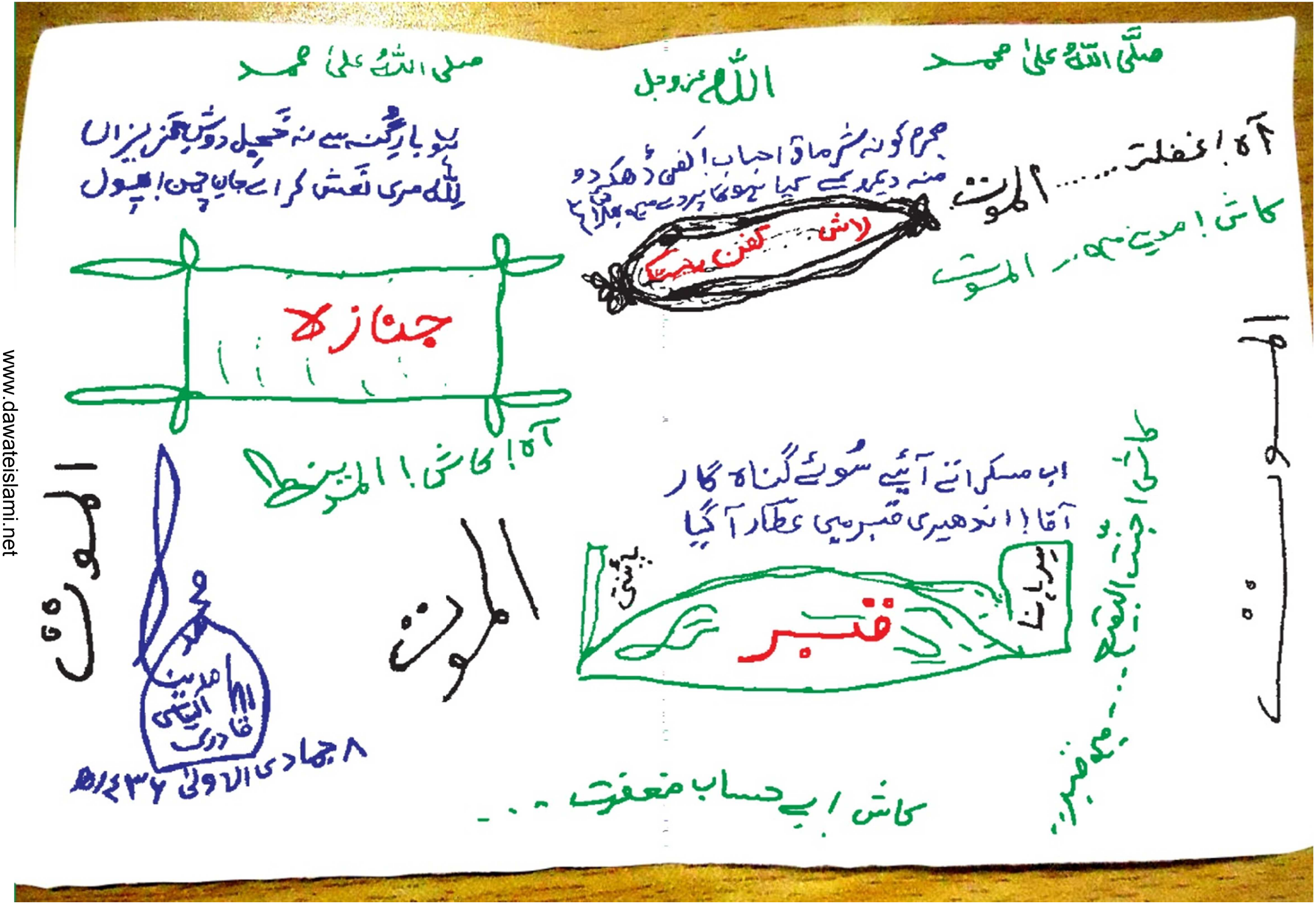
صلی اللہ علی محمد
اللہ عزوجل
صلی اللہ علی محمد
آہ! غفلت...... الموت
کاش! مدینے میں ... الموت
جرم کو نہ شرماؤ احباب! کفن ڈھک دو
منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے
لاش ... کفن پہنچ
نہ بارِ گنہ ہے نہ تخیلِ دوشِ عزیزاں
للہ مری نعش کر اے جانِ چمن! پھول
جنازہ
آہ! کاش! المدینہ
الموت
الموت
الموت
اب مسکراتے آئیے سوئے گناہ گار
آقا! اندھیری قبر میں عطار آ گیا
سرہانا
پائنتی
قبر
کاش! جنت البقیع ... مدفن
کاش! بے حساب مغفرت ...
محمد الیاس قادری مدینہ
۸ جمادی الاولی ۱۴۳۶ھ

۷۸۶
۹۲

لاش احباب یوں ہی در پہ پڑی رہنے دو
کچھ تو ارمان نکل جائیں تجہیں سات کے

ہے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے
بے کس کے اُٹھائے تری رحمت کے بھرن پھول

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

آہ ! مدینہ

کاش ! بقیع

طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند
سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے

سگِ مدینہ محمد الیاس قادری

مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ

تاریخ میٹھا مدینہ

عہد نامہ

حوالہ کاش ! بقیع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰھُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِیْمُ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعْھَدُ اِلَیْكَ فِیْ ھٰذِهِ
الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَاَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ وَاَشْھَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا
تَکِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ فَاِنَّكَ
اِنْ تَکِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ
تُقَرِّبْنِیْ اِلَی الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِیْ
مِنَ الْخَیْرِ وَاِنِّیْ لَآ اَثِقُ
اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّیْ عِنْدَكَ
عَهْدًا تُوَفِّیْهِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ۔ وَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی
عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ
تَمَّتْ بِالْخَیْرِ

مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ
آہ ! بقیع

الحمد للہ رب العلمین،
اس عہد نامہ وغیرہ
کو مدینۂ منورہ کی مہکی
مہکی فضاؤں میں
سبز سبز گنبد کی
ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں
میں مدینے کی دھول پر بیٹھ
کر ۹ ویں عاشوراء ۱۴۱۰ھ کی رات
کے آخری حصّہ میں تحریر کرنے
کی سعادت حاصل کی۔

جزی اللہ عنا سیدنا ومولینا
محمدًا (صلی اللہ علیہ وسلم) ما ھو
اھلہ ۔

یہ پرچہ میّت کے سینے
پر نہ رکھیں بلکہ میّت کے
چہرہ کے سامنے کی دیوارِ قبر
میں ذرا بڑا سا سوراخ کرکے
اُس میں رکھیں۔
غسلِ میّت کے بعد کفن
بند کرنے سے پہلے میّت کی
پیشانی پر شہادت کی انگلی سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
لکھیں اور سینے پر اسی طرح
کلمۂ طیّبہ لکھیں۔

کالبقیع مدینہ
و
بقیع
و
مغفرت

سگ مدینہ
محمد الیاس
عطار
قادری
رضوی
غفرلہ
۱۰ محرم الحرام ۱۴۱۰ھ

یا صدیق یا عمر یا عثمان یا علی یا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما

رحمہم اللہ
یا غوثِ اعظم دستگیر (رضی اللہ عنہ) یا خواجہ غریب نواز یا امام احمد رضا

مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ مَدینہ
شہید مسجد کھارادر، کراچی

نہیں حُسنِ عمل کوئی مرے اعمال نامے میں
ترا رحمت مری بخشش کا ساماں یارسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্বরে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা